ফাযায়েলে জিহাদ

মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ



মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ

ফাযায়েলে জিহাদ

ফাযায়েলে জিহাদ

মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ



মাকতাবাতুল কুরআন

নিখুঁত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

design : shaj ▪ 01911031184

ফাযায়েলে জিহাদ

ফাযায়েলে জিহাদ

মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৯ ঈ.

ফাযায়েলে জিহাদ ✡ **প্রকাশক :** মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ
স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
✡ **প্রচ্ছদ :** নাজমুল হায়দার
কম্পোজ : আল-কুরআন কম্পিউটার গ্রাফিক্স সিস্টেম
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৩০০ টাকা মাত্র

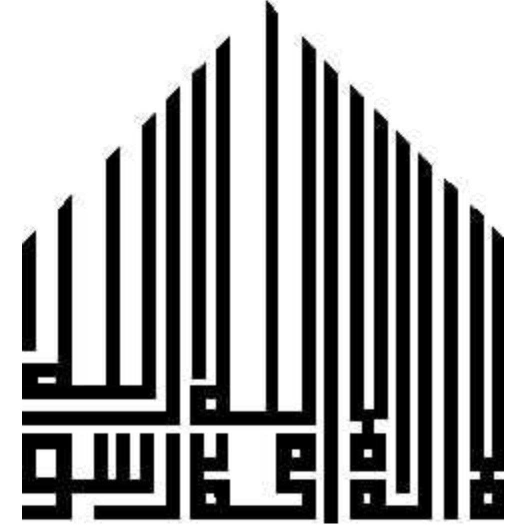
ISBN : 984-70098-00017-7

ইন্‌তিসাব

ইসলামের জন্য শাহাদাতবরণকারী, জানবাজ মুজাহিদ, বিজ্ঞ আলেমে দীন আল্লামা আবু যাকারিয়া আহমদ ইবনে ইব্‌রাহিম ইবনে মুহাম্মদ দামেশকী শহীদ ইবনে নুহ্‌হাজ (রহ.)-এর জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা প্রত্যাশায় এবং ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক, অসাধারণ বাকশক্তির অধিকারী বিশ্বখ্যত মুজাহিদ আল্লামা মাসউদ আযহার (দা.বা.) ও বিশিষ্ট কলামিষ্ট, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ফজল মুহাম্মদ সাহেব (দা.বা.) মুহাদ্দিস নিউটন করাচী-এর পরিপূর্ণ সুস্থ্যতা ও দীর্ঘ হায়াত প্রত্যাশায় এ ক্ষুদ্র নিবেদন।

বিনীত

সগীর বিন ইমদাদ



জামি‘আ আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্রগ্রাম-এর স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ‘হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী’ (দা.বা.)-এর

অভিমত

জিহাদের আভিধানিক অর্থ পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করা। আর পারিভাষিক অর্থ আল্লাহ্‌র জমীনে আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং দীনের সার্বিক মদদ ও সাহায্য করা।

দীন ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। আল-হিদায়া গ্রন্থে জিহাদকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ ধরায় মুসলিম উম্মাহ একটি সম্মানিত জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য জিহাদের বিকল্প নেই। প্রকৃতপক্ষে ‘ইসলামী জিহাদ’ ও ‘সন্ত্রাস’ কথা এক নয় বরং ভিন্ন। সন্ত্রাস হয় ন্যায় ও ইনসাফের বিরুদ্ধে অন্যায় ও জুলুম প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আর ‘জিহাদের’ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অন্যায়, ফ্যাসাদ এবং জুলুম ইত্যাদিকে উৎখাত করে ন্যায়-নীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। মূলত ‘ইসলামী জিহাদ’ই দুর্নীতি এবং সন্ত্রাস দমনের একমাত্র ব্যবস্থা। বর্তমান বিশ্বে শুদ্ধ অর্থে ইসলামী জিহাদ না থাকাতেই গোটা বিশ্ব স্বৈরাচারী এবং সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি।

জিহাদের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে গিয়ে জখমি হলে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার জখম হতে রক্ত নির্গত হতে থাকবে। এর বর্ণ হবে রক্তের ন্যায়, গন্ধ হবে মেশকের ন্যায়। -মুয়াত্ত্বা মালিক

অপর হাদীসে রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জিহাদ না করে, কিংবা জিহাদের নিয়ত ও সংকল্প না রেখে মৃত্যুবরণ করে, তাঁর মৃত্যু হবে এক প্রকারের মুনাফিকদের মৃত্যু। -মুসলিম শরীফ

অত্যন্ত আনন্দের কথা, আমার স্নেহভাজন মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ সাহেব ‘ফাযায়েলে জিহাদ’ নামে একটি পুস্তক রচনা করেছেন। যেখানে জিহাদের সংজ্ঞা, ফযীলত আহ্‌কাম এবং মুজাহিদগণের মর্যাদা, পাহারাদারীর ফযীলত, শাহাদাত বরণ করার ফযীলত, যুদ্ধের ময়দানে সাহাবায়ে কিরামের (রা.) ত্যাগ-তীতিক্ষা ও পরিশ্রম’ ইত্যাদি বিষয়াদির উপর বিশদ আলোচনা করেছেন। আমি পুস্তকটির সূচিপত্র দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হলাম। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পুস্তকটি কবুল করুন এবং মুসলিম উম্মাহকে সাহাবায়ে কিরামের (রা.) নমুনায় জিহাদ করে বিশ্বকে স্বৈরাচারী এবং সন্ত্রাসীদের কবল থেকে মুক্ত করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

মুহাম্মদ জুনায়েদ
১৯/৭/১৪২৭ হি.
১৪/৮/২০০৬ ঈ.

আল-জামি‘আতুল উলূমুল ইসলামীয়া পটিয়া, চট্রগ্রাম-এর স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ‘হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম জাদীদ’ (দা. বা.)-এর

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم امابعد

বর্তমান সময় দেখা যাইতেছে দুনিয়ার সমস্ত কাফির এক হইয়া সন্ত্রাসের নামে ইসলাম আর মুসলমানকে দুনিয়া হইতে চিরতরে মিটাইয়া দেবার জন্য একত্রিত হইয়াছে। আমি অধমের মতে পুরা দুনিয়ার মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই পর্যন্ত জিহাদ সম্পর্কীয় কোন বই-পুস্তক আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ ‘জিহাদের ফযীলত’ সম্পর্কীয় যেই বইখানা লিখিয়াছেন তাহা দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছি এবং তার বিভিন্ন অংশ দেখিয়া মনে হয় যে, এই বিষয় লিখার যেই আবশ্যকতা ছিল তাহা পূরণ হইয়াছে। প্রথমত খুব সুন্দর দ্বিতিয়ত এই বিষয়ে পবিত্র কুরআন আর হাদীসের উদ্বৃতি দিয়া যাহা লিখিয়াছে তাহা সরল ও সঠিক হইয়াছে এবং বর্তমানের আবশ্যকতা পূরণ হইয়াছে। কারণ এক হাদীসে উল্লেখ আছে الجهاد ماض الى يوم القيامة আজ পুরা দুনিয়াতে মুসলমান কাফিরদের হাতে মার খাওয়ার একমাত্র কারণ মুসলমান জিহাদ ছাড়িয়া দিয়াছে। আমার আন্তরিক দোয়া আল্লাহ্ পাক এ বইকে কবুল করুন এবং বই দেখিয়া মুসলমানের মধ্যে যেন জিহাদের প্রেরণা আবার জাগিয়া উঠুক।

খোদা হাফেজ

নূরুল ইসলাম
খাদেম আল-জামি‘আ পটিয়া, চট্রগ্রাম।
১৪/৯/২০০৬ ঈ.

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা পরাক্রমশালী সেই মহান বিশ্ব স্রষ্টার যিনি জিহাদের বিধান বিধিবদ্ধ করেছেন, দান করেছেন মুজাহিদ ও শহীদের সুউচ্চ মর্যাদা। সীমাহীন শুকরিয়া মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে যাঁর অশেষ মেহেরবানীতে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-এর ন্যায় একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফরীযার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার অংশ হিসেবে 'ফাযায়েলে জিহাদ' নামক বইটি পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার প্রয়াস পেয়েছি।

অসংখ্য দরুদ ও সালাম বিশ্বের সেরা বীর সায়্যেদুল মুজাহিদীন রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরণে, যিনি বদর ময়দানে সিজদায় পড়ে, উহুদে দান্দান মুবারক শহীদ করে, পবিত্র রক্ত ঝরিয়ে, খন্দকে উদরে পাথর বেঁধে, হুনাইনে চার হাজার তীরের মাঝে অটল দাঁড়িয়ে উম্মতকে জিহাদের সবক দিয়েছেন। যাঁর অসংখ্য হাদীসের বাণী আমার অন্তরে এই প্রয়াসের প্রেরণা যুগিয়েছে।

পরিপূর্ণ রহমত নাযিল হোক সাহাবায়ে কিরাম, আকাবিরে দীন, মুজাহিদীনে ইসলাম ও শোহাদায়ে কিরামের প্রতি যারা আজীবন আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে বুকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিয়ে জিহাদের মাধ্যমে ইসলামকে সম্পূর্ণ অক্ষত ভাবে আমাদের সময়কাল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এ কথা সর্বজনজ্ঞাত যে, ইহুদী খ্রীষ্টান ও তাদের দোসর কর্তৃক গোটা মুসলিম উম্মাহ অমানবিক যুলুম-নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার। তাদের বর্বরোচিত নিষ্পেষণ ও গ্রাসী নখরাঘাতে আজ রক্তের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে ফিলিস্তিন, ফিলিপাইন, লেবানন, তাজিকিস্তান, বার্মা, কাশ্মীর, আসাম, উগান্ডা, সোমালিয়া, চেচনিয়া, বসনিয়া, কসোভো ও হার্জেগোভেনিসহ বিশ্বের সকল মুসলিম ভূখন্ডে। যেখানে মুসলিম উম্মার বাস, সেখানেই তাদের অত্যাচারের তান্ডবলীলা। এই নরপশু প্রেতাত্মারা আজ মুসলিম যুবতীদের ধর্ষণ করে তাদের স্তন কেটে ফুটবল খেলে। গর্ভবতী মায়ের পেট কেটে সন্তান বের করে আছড়িয়ে হত্যা করে। যুবকদের মগজ খুলে কুকুরের আহার দিয়ে, নিষ্পাপ শিশুদের অকাতরে হত্যা করে মুসলমানের ধন-সম্পদ, ইজ্জত-আব্রু লুণ্ঠন করে, মসজিদ-মাদরাসা ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে পৈশাচিক ক্রিয়া-কর্ম উদ্যামনৃত্য করছে। এহেন পরিস্থিতিতে কোন মুমিনেরই অন্তর স্থির থাকতে পারেনা। পারেনা সে নীরব দর্শকের গ্যালারীতে বসে থাকতে।

আজ নিপীড়িত মানবতার গগণবিদারী আর্তনাদ এবং আগ্রাসণ-ক্লিষ্ট ইসলামী কৃষ্টি-কালচার সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মসজিদ-মাদরাসাগুলোর হৃদয়বিদারক বোবা কান্না যুব সমাজকে প্রতিনিয়ত আহবান জানাচ্ছে অস্ত্র হাতে নিয়ে খালেদ বিন ওয়ালিদ, তারেক বিন যিয়াদ ও মুহাম্মদ বিন কাসিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আপন বক্ষের তাজা রক্ত দিয়ে জাতিকে হিফাজত করতে।

জাতির এহেন পরিস্থিতিতে মুসলিম যুব সমাজ চেতনাহীনভাবে, সঠিক জ্ঞানের অভাবে বা কাফিরদের চক্রান্তের শিকার হয়ে জিহাদ বিরোধী বক্তব্য দিয়ে, মহান আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কৃত আমলকে সন্ত্রাস, আখলাক বিরোধী ও ইসলাম বহির্ভূত কাজ বলে ঈমান হারাচ্ছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ওলামায়ে কিরাম, তালাবায়ে ইজাম, সর্বসাধারণ, সকলেই নিজের জীবনের আসল মাকসাদ থেকে অনেকদূরে সরে পড়েছে। কালামে পাকে অসংখ্য বার নির্দেশ কৃত আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম জিহাদ ফী সাবিল্লাহ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ব-শরীরে অংশগ্রহণ কৃত সাতাশটি যুদ্ধের তরিকা ও সাহাবায়ে কিরামের আজীবনের আমল থেকে নিজেদেরকে বহুদূরে সরিয়ে পদলেহী জীবনের

দিকে ধাবিত হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত ‘দুনিয়ার মুহাব্বত ও মৃত্যুর ভয়।’ নামক ব্যধি সকলের অন্তরকে গ্রাস করে নিয়েছে। তাই বর্তমানে বয়ানের মঞ্চে, মসজিদের মিম্বরে কোথাও প্রকৃত জিহাদের আলোচনা হয় না। গ্রন্থ-প্রবন্ধ লিখলেও প্রকাশের হিম্মত হয় না।

এদের মাঝে কেউতো বুঝে-শুনে কাফিরদের দালালী করে বা কাফির শাসকদের হাত থেকে নিজের পিঠ বাচানোর লক্ষ্যে জিহাদের বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছে, তাদেরকে বুঝানোর সাধ্যতো কারোই নেই তারা দেখেও অন্ধ, তাদের জন্য দু‘আ করি আল্লাহ্ তা‘আলা যেন তাদেরকে সঠিক পথে হিদায়েত দান করেন।

আর যারা সত্যিই সঠিক জ্ঞানের অভাবে বা কাফিরদের চক্রান্তের শিকার হয়ে অনিচ্ছা সত্বে জিহাদ বিরোধী বক্তব্য দিচ্ছে বা জিহাদ থেকে বিরত থাকছে। সে সকল সত্য সন্ধানী ও জ্ঞান অন্বেষী সাথীদেরকে চক্রান্তের হাত থেকে মুক্ত করে সঠিক পথের সন্ধান দানের লক্ষ্যে, যুব সমাজের হারানো চেতনা পুনরুদ্ধারে, মুসলমানদের আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ও বীর্যশালী বাহুতে আবার ইসলামের শামশীর সাজাতে জ্ঞানের স্বল্পতা সত্বেও চেষ্টা করেছি কুরআন-হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার থেকে নির্বাচিত বিষয়গুলোকে নিজ ভাষায় সাজিয়ে দেয়ার জন্য।

জাতির এ দুঃসময়ে জিহাদী চেতনা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। এ বই পড়ে একজন যুবকের অন্তরেও যদি সামান্যতম জিহাদের স্পৃহা জাগে, একটি অন্তর থেকেও জিহাদের ব্যাপারে বিভ্রান্তির ধুম্রজাল দূর হয় তাহলে আমার এ শ্রম সার্থক মনে করব।

২৯/০৪/২০১২ইং
রাত ৮.০০ মিনিট

সগীর বিন ইমদাদ

জবানবন্দি

বারটি সঠিক স্মরণ নেই, মাসের কথাও ভুলে গেছি তবে সনটি ছিল ২০০৪ইং সালের কোন একদিন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই মাওলানা ফোরকান আহমদ আমাকে দু'খণ্ডের ফটোকপি করা একটি কিতাব প্রদান করে তার অনেক ফযিলত বর্ণনা করলেন, কিতাবটি ছিল ইসলামের জন্য শাহাদাতবরণকারী, জানবাজ মুজাহিদ, বিজ্ঞ আলেমে দীন আল্লামা আবু যাকারিয়া আহমদ ইবনে ইব্‌রাহিম ইবনে মুহাম্মদ দামেশকী শহীদ ইবনে নুহহাজ (রহ.)-এর রচিত-

مَشَارِعُ الْأَشْوَاقِ إِلَى مَصَارِعِ الْعُشَّاقِ وَمُثِيرُ الْغَرَامِ إِلَى دَارِ السَّلَامِ

মুসান্নিফ শহীদ (রহ.) অত্যন্ত আন্তরিকতা, মুহাব্বত ও হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা নিয়ে কিতাবাটিকে সাজিয়েছেন। কিতাবটির নাম আমার মুখস্ত ছিল বহুদিন থেকেই। কারণ মাওলানা মাসউদ আযহার (দা.বা.)-এর 'ফাযায়েলে জিহাদ' এবং মাওলানা ফজল মুহাম্মদ (দা.বা.)-এর 'দাওয়াতে জিহাদ' এ কিতাবকে সামনে নিয়ে লিখা। তাই উর্দূ এ কিতাব দু'টিতে বহুবার পড়েছি কিতাবটির নাম কিন্তু চোখে দেখার সুযোগ হয়নি, মাওলানার উসিলায় প্রথমে এর ফটোকপি দেখার সৌভাগ্য হল, পরে অবশ্য তা থেকে ঠিকানা নিয়ে অনেক অর্থ ব্যাযের বিনিময় শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মাওলানা আব্দুল মুমীন সাহেবের সহযোগীতায় মদীনাতুল মুনাওয়ারা থেকে মূল কিতাবটি সংগ্রহ করি।

মূল কিতাবটি হাতে পাওয়ার পূর্বেই আমি ফটোকপি থেকে ২০০৬ইং সালে আমার কাজ সমাপ্ত করি। এ কিতাবের কয়েকটি দিক আমাকে অত্যন্ত আকর্ষিত করে, কিতাবটিকে মূল রেখে মাওলানা মাসউদ আযহার (দা.বা.)-এর ফাযায়েলে জিহাদ ও ফযল মুহাম্মদ সাহেব (দা.বা.)-এর দাওয়াতে জিহাদকে সহযোগী হিসাবে নিয়ে আমাদের অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করে 'ফাযায়েলে জিহাদ' গ্রন্থটি রচনা করা হয়। তবে মূল কিতাব থেকে এখানে যে দূর্বলতা গুলো রয়েছে-

এক.

মূল কিতাবটি রচনা করেছেন এমন এ মহান ব্যক্তিত্ব যিনি সে সময়ে অত্যন্ত বড় মুজাহিদ ছিলেন, তাঁর সম্পূর্ণ জীবন ইলম চর্চা ও জিহাদের কাজে অতিবাহিত হয়েছে, অবশেষে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় ৮১৪ হিজরীতে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে নিয়েছেন। একটু চিন্তার বিষয় এরূপ আলেম বাআমল, মুজাহিদ ও শহীদ (রহ.)-এর কলম থেকে কতইনা মূল্যবান ও প্রতিক্রিয়াশীল লিখা বের হয়েছে। আর এ গ্রন্থের অবস্থা বুঝাই যাচ্ছে একজন বেআমল, শাহাদাত প্রত্যাশীর কাঁচা হাতের তৈরী।

দুই.

মূল কিতাবের প্রত্যেকটি হাদীসের তাহকীক করেছেন বিজ্ঞ আলেম ইদরীস মুহাম্মদ আলী ও মুহাম্মদ খালিদ ইস্তামবুলী। বাংলা ভাষায় কিতাব বড় হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাঁদের পূর্ণ তাহকীক নেয়া সম্ভব হয়নি বরং শুধু হাওলা ও হাদীসের ব্যাপারে জরুরী দু'এক কথা সংযোজন করে দেয়া হয়েছে।

তিন.

মূল কিতাবে জিহাদের প্রায় সকল বিষয়েই হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে, হাদীসের ক্ষেত্রে রাবীর পরিবর্তনের কারণে হাদীসকে দ্বিতীয় বার উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এখানে কিতাবকে সংক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে তাকরার সকল হাদীস পরিহার করা হয়েছে তবে কোন কোন স্থানে কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে দেয়া হয়েছে তা থেকে দেখে নেয়ার জন্য।

চার.

মূল কিতাবে অনেক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যা হুবহু আলোচনা করতে গেলে পাঠক বিভ্রাত হতে পারে তাই ফাযায়েলে জিহাদ উর্দূ ও দাওয়াতে জিহাদের প্রতি লক্ষ্য করে সংক্ষিপ্ত ভাবে মূল বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে।

ফাযায়েলে জিহাদ নামক কিতাবটির লিখার কাজ সমাপ্ত হয়েছে ২০০৬ইং সালে এবং সে সময়ই হাটাহাজারী মাদরাসার মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী (দা.বা.)-এর কাছে পাণ্ডুলিপিটি

দেখালে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন, আমাকে পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ রেখে আসতে বলেন, তিনি পাণ্ডুলিপির অংশ বিশেষ দেখে অভিমতটি লিখে কুড়িয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন। আমি হযরতের কাছে কৃতজ্ঞ এ জন্য যে আমার সাথে অতটা সুগভীর সম্পর্ক না থাকলেও জিহাদী লিখার প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে অভিমতটি দিয়েছেন। আরো কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আল-জামি'আতুল ইসলামীয়া পটিয়ার মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম জাদীদ (দা.বা.)-এর যিনি বৃদ্ধতা ও অসুস্থতার কারণে বিছানায় শুয়েছিলেন, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যান বন্ধুবর মাওলানা উমায়ের আহমদ। হযরতের সামনে বইটি উপস্থাপন করলে তিনি উঠে বসলেন এবং অত্যন্ত আনন্দ ও আবেগ প্রকাশ করলেন, আমাকে পড়ে শুনাতে বললেন, আমি বইটির বিভিন্ন স্থান থেকে পড়ে শুনালে তিনি এতই মুগ্ধ হলেন যে, সাথে সাথে কলম কাগজ নিয়ে বসে গেলেন, হাত কাপছিল, আমি হযরতকে বললাম, উমায়ের ভাই একটি লেখা তৈরী করে দিবে এবং আপনি তাতে দস্তখত করে দিবেন কিন্তু তিনি আমাকে বললেন না! আমি কষ্ট করে লিখব যাতে আমার এ লিখাটি নাজাতের উসিলা হয়। দীর্ঘসময় নিয়ে কাপাকাপা হতে সাধুভাষায় অভিমতটি লিখেদিলেন। এ পর্যন্তই কাজটি স্থগিদ হয়ে থাকে। ২০১১ইং সালে আবার কিছু বন্ধুদের অনুরোধে পূর্ণরায় কাজটি থেকে শুরুর মতই কষ্ট করে লিখাগুলো সংগ্রহ করতে হয় এবং নতুন করে কম্পোজ করতে হয়। আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানি কিছু বিষয় অতিরিক্ত এর সাথে সংযোজনকরে কাজটি সমাপ্ত করা হয়। অতিরিক্ত যা কিছু করা হয়েছে-

এক.

সকল হাদীসে হরকত লাগিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে করে সাধারণ পাঠকও আরবী ইবারত থেকে ফায়দা অর্জন করতে পারে এবং হাদীসকে মুখস্ত করতে চাইলে বিশুদ্ধ ভাবে করতে পারে। এ কাজের জন্য আমাকে যিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সাহায্য করেছেন, তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরব্বী শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা উসমান সাহেব। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

দুই.

প্রত্যেকটি হাদীস বাংলাদেশের প্রচলিত নোসখার সাথে মিলিয়ে টিকা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাজটিতে যিনি আমাকে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মাওলানা যুবায়ের হোসাইন সাহেব নোয়াখালী। সাবেক উস্তাদ মারকাযুদ দাওয়াহ আল-ইসলামীয়া, ঢাকা। আমি তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

তিন.

পুরা গ্রন্থের বিন্যস্থতা নিজের মতকরে দেয়া হয়েছে এতে মূল কিতাব থেকে শুধু হাদীসগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে, কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা অন্যান্য কিতাব থেকেও নেয়া হয়েছে তাই আমার জ্ঞান স্বল্পতার কারণে তাতে কোন প্রকার ক্রটি পরিলক্ষিত হলে তা যেন মূল কিতাবের মুসান্নিফের উপর না যায়। এ কিতাবে কোন প্রকার উত্তম দিক পরিলক্ষিত হলে এর জন্য কৃতিত্ব সকল সহযোগী কিতাবের মুসান্নিফ ও সহযোগী-সুভাকাঙ্খী ব্যক্তিদের এবং শুকরিয়া মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে। আর কোন প্রকার ক্রটি পরিলক্ষিত হলে তাঁর দায়বার অধমের অযোগ্যতার এবং এর জন্য পাঠকদের কাছে আগাম ক্ষমা প্রার্থনা ও মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে বিনয়ের সাথে ইস্তিগফার আদায় করছি, হে আল্লাহ্! এ কিতাবে অনিচ্ছাকৃত ক্রটির জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং এর অমঙ্গল থেকে পাঠকদের হিফাজত করুন।

পরিশেষে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ক্রটির জন্য ক্ষমা চেয়ে এবং বিজ্ঞ পাঠকদের কাছে তা শুধরে নেয়া ও ধরে দেয়ার আহবান জানিয়ে পাঠক সমিপে জবানবন্দির ইতি টানছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে সত্যিকারের জিহাদের জন্য কবুল করুন এবং হাকীকী শাহাদাত দান করুন। আমীন।

৩০/০৪/২০১২ইং
সকাল ৯.০০ মিনিট

সগীর বিন ইমদাদ

সংক্ষিপ্ত সূচী

بسم الله الرحمن الرحيم

জিহাদের সংজ্ঞা
ও
আহকাম

মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ

মাকতাবাতুল কুরআন
নিখুঁত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

জিহাদের সংজ্ঞা

প্রত্যেক ইবাদতের দু'রকমের সংজ্ঞা হয়ে থাকে। ১. শাব্দিক। ২. পারিভাষিক। অনুরূপ জিহাদেরও দু'ধরনের সংজ্ঞা আছে।

তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, প্রত্যেক ইবাদতের অনুশীলনের জন্য শাব্দিক সংজ্ঞার প্রয়োজন হয় না। শুধু শরয়ী তথা পারিভাষিক সংজ্ঞাই প্রযোয্য। তাই এখানে জিহাদের শাব্দিক সংজ্ঞার জন্য কোন অভিধানের নাম উল্লেখ করা হয়নি। বিভিন্ন অভিধান থেকে নেয়া অর্থগুলোকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। আর পারিভাষিক সংজ্ঞাকে সামান্য বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

জিহাদের শাব্দিক সংজ্ঞা

বিভিন্ন অভিধান থেকে নেয়া জিহাদের শাব্দিক অর্থ হল, চেষ্টা করা, সাধনা করা, সর্বাত্বক মেহনত করা, মুজাহাদা করা, ধর্মযুদ্ধে কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধকরাকে বলে।

জিহাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা

পারিভাষিক সংজ্ঞাকে এখানে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. আল্লাহ্ প্রদত্ত এ বিধানটির ব্যাখ্যা তার পক্ষ হতে প্রেরিত দূত বা প্রতিনিধি, দীন-ইসলামের প্রবক্তা মুহাম্মদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে কি সংজ্ঞা দিয়েছেন।

২. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বিশ্লেষণ কারী বিজ্ঞ মুহাদ্দিসীনে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের আমল দেখে জিহাদের কি সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন।

৩. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের আমল ও মুহাদ্দিসীনে কিরামের ব্যাখ্যা থেকে বিভিন্ন প্রকার মাস্আলা বের করে সহজভাবে উম্মতকে দিক নির্দেশনাকারী ফুকাহায়ে ইসলাম বিশেষ করে চার মাযহাবের বিজ্ঞ ইমামগণ কি সংজ্ঞা দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যবান থেকে

عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبْسَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومَا الْجِهَادُ ؟ قَالَ اَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ اِذَاالَقِيْتَهُمْ قِيْلَ فَاَىُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ مَنْ عُقِرَجَوَادُه وَاُهْرِيْقَ دَمُه

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আমর ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন জিহাদ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কাফেরের বিরুদ্ধে লড়াই করা যখন তাদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল কোন জিহাদ সর্ব উৎকৃষ্ট, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, ঐ ব্যক্তির জিহাদ সর্ব উৎকৃষ্ট যার ঘোড়া জিহাদের ময়দানে মৃত্যুবরণ করে এবং সে নিজেও বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শাহাদাত বরণ করে।[১]

বায়হাকী শরীফের ঈমান অধ্যায়ে পূর্বের হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যাতে উল্লেখ করা হয়।

قَالَ وَمَاالْجِهَادُ ؟ قَالَ اَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ اِذَالَقِيْتَهُمْ وَلاَتَغُلُّ وَلاَتَجْبُنَ

একদা কোন এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল জিহাদ কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করলেন, কোন প্রকার খিয়ানত ও অলসতা ছাড়া কাফেরের মুকাবেলা করা যখন তাদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[২]

উল্লেখিত হাদীস থেকে একথা সুস্পষ্ট যে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামই হল জিহাদ। সাহাবায়ে কিরামও এ অর্থই বুঝেছেন। মদীনাতে জিহাদের বিধান আসার পর সাহাবায়ে কিরাম একমাত্র এ অর্থই বুঝেছেন। অন্য কোন পথে কষ্ট-মুজাহাদাকে বুঝেননি। মুনাফিকরা পর্যন্ত একই অর্থ বুঝেছে। তাই তারা ক্ষণে ক্ষণেই জিহাদ থেকে ওজর-আপত্তি

---

১. কানজুল উম্মাল ১/২৭ আহমাদ, ছহীহ এর রিজাল, বাইহাকী, তিবরানী

২. বায়হাকী ফী শোবুল ঈমান

ও ছল-চাতুরীর পথ অবলম্বন করেছে।

মুহাদ্দিসীনে কিরামের যবান থেকে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস শরীফ থেকে বিজ্ঞ মুহাদ্দিসীনে কিরামগণ জিহাদের যে সংজ্ঞা বুঝেছেন এবং নিজেদের যবান মুবারক থেকে বর্ণনা করেছেন তার থেকে কয়েকটি তুলে ধরছি।

বুখারী শরীফের বিশ্ব-বিখ্যাত ও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ শরাহ ফতহুল বারীর রচয়িতা আল্লামা ইবনে হাজার (রাহ.) ইরশাদ করেন.

اَلْجِهَادُبِكَسْرِ الْجِيْمِ هُوَالْمُشَقَّةُ لُغَةً وَشَرْعًا بَذْلُ الْجُهْدِ فِىْ قِتَالِ الْكُفَّارِ

'জীম' হরফে কাসরা 'যের' বিশিষ্ট শব্দের শাব্দিক অর্থ কষ্ট করা, সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা।

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ হল, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে সর্বশক্তি ব্যয় করা।[৩]

বুখারী শরীফেরই অপর এক প্রসিদ্ধ ব্যখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল কুরীর আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রা.) ইরশাদ করেন-

بَذْلُ الْجُهْدِ فِىْ قَتْلِ الْكُفَّارِ لاِعْلاَءِ كَلِمَةِ اللهِ تَعَالى

আল্লাহ্ তা'আলার যমিনে আল্লাহ্‌র দীন বুলন্দ করার জন্য খোদাদ্রোহী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে সর্বশক্তি ব্যয় কর।[৪]

মিশকাত শরীফের প্রশিদ্ধ ব্যখ্যাগ্রন্থ আল-মিরকাতের রচিয়তা আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রাহ.) উল্লেখ করেন-

بَذْلُ الْمَجْهُوْدِ فِىْ قِتَالِ الْكُفَّارِ

৩. ফাতহুল বারী ২/৪
৪. উমদাতুল কারী ১০/৭৬

জিহাদ বলা হয় কাফেরের মুকাবিলা জিহাদের ময়দানে সর্বশক্তি ব্যয় করা।মুফরাদাতুল কুরআন গ্রন্থের মুসান্‌নিফ (রচিয়তা) ইমাম রাগীব আস্‌পাহানী (রাহ.) উল্লেখ করেন-

اَلْجِهَادُ واستفراغ الْوُسْعِ فِىْ مُدَافَعَةِ الْعَدُوِّ

জিহাদ বলা হয় নিজের সম্পূর্ণ শক্তি-সমর্থ কাফেরদের বিরুদ্ধে ব্যয় করা।[৫]

উল্লেখিত মুহাদ্দিসীনে কিরামের ন্যায় হাজারো মুহাদ্দিসের অভিমত রয়েছেন। যাদের প্রত্যেকেই উল্লেখ করেছেন যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে সর্বশক্তি ব্যয় করার নামই হল জিহাদ। অতএব প্রত্যেক মুসলমানকে এ অর্থেই জিহাদের ব্যাখ্যা করা অপরিহার্য।

ফুকাহায়ে কিরামের যবান থেকে

দীন-ইসলাম দুনিয়ার বুকে সুষ্টুভাবে টিকে থাকার পিছনে ফকীহগণের অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। যারা কুরাআন ও হাদীসকে বিশুদ্ধ রুপে মন্থন করে তার থেকে নির্যাষ বের করে উম্মতের হাতে তুলে দিয়েছেন। এদের সকলের কথা তো আর উল্লেখ সম্ভভ নয়। তাই চার মাযহাবের চারজন বিজ্ঞ ফকীহর বর্ণনাই উল্লেখ করছি এখানে। এ চার মাযহাবের অনুসারীরাই যেহেতু সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে, তাই তাদের অভিমত পেশ করাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করছি।

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব আল-বিদায়া ওয়াস সানায়েতে উল্লেখ রয়েছে-

الجهاد بذل الوسع والطاقة بالقتال فى سبيل الله عزوجل بالنفس والمال وغير ذالك

জিহাদ হল আল্লাহ্ তা'আলার রাহে জান, মাল ও জবান ইত্যাদির

৫. মুফরাদাতুল কুরআন-৯৯

সাহায্যে দুশমনের মুকাবিলায় সর্বশক্তি ব্যয় করা ।[৬]

শাফীয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ বর্ণনা হল আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.)-এর অভিমত যা পূর্বে উল্লেখ করা হয় । তিনি শাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন ।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে-

اَلدَّعْوَةُ الى الدين الحق وقتال ان لم يقبله

সত্য দীনের প্রতি আহ্বান করা । গ্রহণ না করলে তার সাথে যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলে ।[৭]

মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব শরহুস সগীরে উলেখ করা হয়েছে-

الجهادقتال المسلم كافراغيرذى عهدلاعلاء كلمة الله

আল্লাহ্ তা'আলার যমিনে আল্লাহ্র দীন বুলন্দির জন্য চুক্তিহীন কাফেরদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলে ।[৮]

হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণের মতে জিহাদের সংজ্ঞা

الجهاد قتال الكفار

জিহাদ হল কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার নাম ।[৯]

চার মাযহাবের ইমামসহ ইসলামী আইন শাস্ত্রে সকল পন্ডিত তথা ফুকাহায়ে কিরাম কুরআনে পাকে আহ্কামে জিহাদের উপর গবেষণা করে রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর হাদীসে পাকের অবলম্বনে ও সাহাবায়ে কিরামের আমলের প্রতি দৃষ্টি রেখে এ সিদ্ধান্তে উপণীত হয়েছেন । তাদের মূল বক্তব্যই হলো আল্লাহ তা'আলার যমিনে তাঁর দীন

---

৬. আল বিদায়া ওয়াস সানায়ে-৬/৫৭
৭. বদ্দুল মুহতার-৬/১৪৯
৮. শরহুস সগীর-২/২
৯. مطالب اول النهى-497/2

বুলন্দির জন্য কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা ।

উপরোক্ত আলোচনার পর বিষয়টিকে আরো সহজে বুঝার জন্য পরিশিষ্ট হিসাবে বাংলাদেশের অন্যতম হাদীস বিশারদ জনাব মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব (দা.বা.)-এর একটি আলোচনা তুলে ধরছি, যা মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত কিতাবুল জিহাদের ভূমিকায় রয়েছে ।

জিহাদের পরিচয়

'জিহাদ' শব্দটির একটি সাধারণ অর্থ এবং একটি সাধারণ অর্থ এবং একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে । 'জিহাদের' সাধারণ অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, শরীয়তের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের কালিমা বুলন্দ করার জন্য যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, কষ্ট ও মুশাককাত সহ্য করা হয় তাই জিহাদ, তা যে কোন পথেই হোক বা যে কোন পন্থায়ই হোক না কেন । কিন্তু 'জিহাদ' যা শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা, তার অর্থ হল, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা ও কাফির মুশরিকদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাফের-মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা ।

জিহাদের সমস্ত হুকুম আহকাম ও জিহাদের সকল ফযীলত শরয়ী তথা পারিভাষিক জিহাদের উপর বর্তাবে সাধারণ শাব্দিক জিহাদের সাথে নয় । আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জিহাদের যে হুকুম প্রদান করা হয়েছে তা কেবল শরয়ী জিহাদ আদায়ের মাধ্যমেই পালন হবে শাব্দিক জিহাদের মাধ্যমে নয় । যেমনি ভাবে সলাত, যাকাত, সাওম, হজ্জ কোনটাই শাব্দিক অর্থের মাধ্যমে আদায় হয় না । শাব্দিক অর্থের উপর আমল করার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার হুকুমত আদায় হয়ই না বরং ফযীলত অর্জনের পরিবর্তে নিশ্চিত গুনাহগার হবে ।

জিহাদের শরয়ী অর্থই আসল, যা সাধারণ অবস্থায় ফরযে কিফায়া এবং বিশেষ অবস্থায় ফরযে আইন হয়ে যায় ।

জিহাদ ফরযে কিফায়া

ইসলামের দৃষ্টিতে ফরয দুই প্রকার।

১. ফরযে আইন 'অবশ্যই পালনীয় বিধান'। যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি।

২. ফরযে কিফায়া 'অবশ্যই পালনীয় বিধান'। তবে এ বিধানটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমভাবে প্রয়োজ্য নয়। কিছু সংখ্যক লোক আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়, পক্ষান্তরে কেউ যদি আদায় না করে তবে নারী-পুরুষ সকলেই সমভাবে গুনাহগার হবে। যেমন, জানাযার নামায।

এ দুই প্রকার ফরযই সর্বসম্মতভাবে সকল ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব থেকে উর্ধ্বে।

জিহাদ ফী সাবিল্লািহ স্থান-কাল অবস্থা ভেদে এ দু'জাতীয় ফরযই হয়ে থাকে। কখনোই জিহাদ ফী সাবীল্লািহ ওয়াজিব, সুন্নাত বা মুস্তাহাব হয় না। তাই ধর্ম-প্রাণ মুসলমানদেরকে এ সকল বিধানের উপর বিস্তারিত জানা অপরিহার্য। আমি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে ওলামা ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত বর্ণনা করছি। প্রথমে ফরযে কিফায়া সম্পর্কিত কিছু অভিমত।

জমহুর (অধিকাংশ) উলামায়ে কিরামের অভিমত

اِعْلَمُ اَنَّ جِهَادَ الْكُفَّارِفِىْ بِلاَدِهِمْ فَرْضُ كِفَايَةِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ

সমস্ত উলামায়ে কিরামের ঐক্যের ভিত্তিতে একথা সিদ্ধ যে, কাফের যখন তার নিজ দেশে অবস্থান করে তখন বছরে একবার হলেও বিনা উসকানীতে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা ফরযে কিফায়া।[১০]

প্রসিদ্ধ তাবেঈগণের অভিমত

প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়ার (রহ.) ও আল্লামা ইবনে শীবরামী (রহ.) সহ প্রসিদ্ধ তাবেঈগণ বর্ণনা করেন জিহাদ সর্ব অবস্থায়

১০. মাশারিউল আশওয়াক ইলা মাশারিউল উসশাক-৯৮

ফরযে আইন। ফরযে কিফায়ার কোন অবস্থাই জিহাদের সাথে হতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি জিহাদ ব্যতিত মৃত্যু বরণ করবে এবং জিহাদের জন্য প্রেরণা ও না থাকে সে মুনাফিকদের একটি অংশের উপর মৃত্যুবরণ করে। অতএব পূর্ণাঙ্গ ঈমানের উপর থাকা ও নিফাকী থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন, বিধায় জিহাদও ফরযে আইন। এ দুই তাবেঈ হযরত ছাড়াও আরো অনেক প্রশিদ্ধ উলামায়ে কিরামও জিহাদ সর্বদা ফরযে আইন হওয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১১]

ফরযে কিফায়ার মর্মার্থ

انه اذا قام به من فيه كفايه سقط الحرج والاثم عن الباقين فان تركه الجميع اثموا وهل يعمهم الاثم واصحهما ياثم لـــمن لاعذر له والثاني يأثمون اجمعين

'ফরযে কিফায়ার অর্থ হল যদি এ পরিমাণ মুজাহিদ জিহাদের জন্য বের হয়ে গেল যে, তারাই শত্রুর মুকাবিলার জন্য যথেষ্ট তবে অন্য সমস্ত ব্যক্তি থেকে ফরযীয়ত রহিত হয়ে যাবে। তারা জিহাদ না করার কারণে গুনাহ্গার হবে না। কিন্তু যদি সকল মুসলমান জিহাদ পরিহার করে অপর গৃহে বসে যায় তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী সত্যিকার ওজরওয়ালা ছাড়া সকলেই গুহাহ্গার হবে।

অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী জিহাদ পরিহার রত অবস্থায় মা'আজুর, অসুস্থ ও অন্ধ-অক্ষম ব্যক্তিসহ সকলে গুনাহগার হবে।

ফরযে কিফায়ার আদায়

اَقَلُّ الْجِهَادِ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَالزِّيَادَةُ اَفْضَلُ بِلاَخِلاَفٍ وَلاَيَجُوْزُ اِخْلاَءُ سَنَةٍ مِنْ غَزْوٍ اِلاَّلِضَرُوْرَةٍ كَضُعْفِ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَثْرَةِ الْعَدُوِّ وَخَوْفِ الاِسْتِئْصَالِ لَوْاِبْتَدَءَ وَهُمْ اَوْ لِعُذْرٍ لِعِزَّةِ الزادو قِلَّةِ عَلَفِ الدَّوَابِّ

১১. আত্ তাকরীব ও তাহ্যীব

وَنَحْوِذٰلِكَ

فَاِنْ لَمْ تَكُنْ ضَرُوْرَةٌ وَلاَ عُذْرٌ لَمْ يَجُزْتَاخِيْر الغزوسنة نص عليه الشافعى رحمه الله واصحابه

ফরযে কিফায়ার সর্ব নিম্ন সময় হলো কমপক্ষে বছরে একবার হলেও কোন কাফের রাষ্ট্রের উপর হামলা করা। তার চেয়ে অধিক পরিমাণ তথা বছরে কয়েক বার কাফেরদের উপর হামলা করা সকল ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমতে তা সর্ব উৎকৃষ্ট, অধীক উত্তম।

মুসলমানদের জন্য জায়েজ নেই যে, তারা কাফিরদের উপর আক্রমণ ব্যতীত বছর অতিবাহিত করবে। হ্যাঁ! যদি মুসলমানগণ একান্ত দুর্বল হয় এবং দুশমন অনেক শক্তিশালী হয়। মুসলমানদের নিশ্চিত পরাজয়ের আশঙ্কা এবং অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার আশঙ্কা না হয়। সাথে সাথে যুদ্ধ সামগ্রী ও সাওয়ারী সংখ্যা কম হয় তবে এ জাতীয় প্রয়োজন ও ওজরের তাকীদে ফরযে কিফায়া জিহাদকে সামান্য বিলম্বিত করা জায়েয রয়েছে। উদ্দেশ্য যাতে মুসলমানগণ এ সময়ে সমস্ত দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে একযোগে হামলা করতে পারে। তবে জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় এর কোন সুযোগ নেই। উল্লিখিত ওজরগুলো যদি না থাকে তবে কোন অবস্থাতেই জিহাদ ব্যতিত মুসলমানদের বছর অতিবাহিত করা জায়েয নেই। ইমাম শাফী (রহ.) ও তাঁর অনুসারীগণ এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

হারাম শরীফের ইমাম সাহেবের অভিমত

হারাম শরীফের প্রশিদ্ধ ইমাম হযরত আব্দুল মালেক ইবনে আব্দুল্লাহ আল-যাওয়ানী ৪৭৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ ও সকলের গ্রহণ যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি বলেন-আমার কাছে এ ব্যাপারে হযরত উসূলিয়্যীন ‘ইসলাম ধর্মের মূলনীতি নির্ধারকগণ এর বক্তব্য অত্যাধিক গ্রহণীয় মনে হয়েছে। তাদের বক্তব্য হল-

الجهاد دعوة قهرية فتجب اقامته بحسب الامكان حتى لايبقى الامسلم اومسالم ولايختص بمرة فى السنة ولايعطل اذا امكنت الزيادة

জিহাদ একটি অপ্রিয় দাওয়াত, তা ইসলামের এমন একটি দাওয়াত যার পিছনে বল প্রয়োগের পদ্ধতি রয়েছে। তাই যে পরিমাণ সম্ভব তা আদায় করা উচিত। যাতে করে দুনিয়াতে মুসলমান ও মুসলমানদের করাদিয়ে বসবাসকারী জিম্মি ব্যতীত অন্য কেউ জীবিত না থাকে। অতএব ফরযে কিফায়ার প্রতি লক্ষ্যকরে বছরে একবার হামলা করার উপর নিজেদেরকে সংযত রাখবে না, লক্ষ্য আদায়ে বছরে যতবারই সম্ভব হয় কাফেরদের উপর হামলা করা হবে।

হযরত উসূলিয়্যীনগণ হযরত ফুকাহায়ে কিরাম তথা শরীয়তের আলেমগণের অভিমতের জওয়াবে বলেন, ফুকাহায়ে কিরাম বাহ্যিক অবস্থার উপর ফতুয়া প্রদান করেছেন আর তা হলো ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে পর্যাপ্ত জনবল, অস্ত্রবল ও অর্থবল সংগ্রহ করে কাফিরদের উপর মজবুতির সাথে হামলা করা সাধারণত বছরে একবারই সম্ভব। এর উপর ভিত্তি করে ফুকাহায়ে কিরাম অনুরূপ বছরে একবারের ফতুয়া প্রদান করেছেন।

এ সাধারণ অবস্থা অতিক্রম করে অসাধারণভাবে বছরে কয়েকবার কাফিরদের উপর হামলা করাই উসূলিয়্যীনদের অভিমত।[১২]

হানাবেলা সম্প্রদায়ের অভিমত

হানাবেলা সম্প্রদায়ের বিখ্যাত ইমাম আল্লামা কুদামা আল-মুগনী কিতাবে লিখেন-

اقل مايفعل الجهاد فى كل عام مرة فيجب فى كل عام الامن عذر وان دعت الحاجة الى القتال فى كل عام اكثر من مرة وجب لانه فرض كفاية فوجب منه مادعت الحاجة اليه انيهى

১২. রাওজুতুত তালেবীন, মা. শা. ৯৮

কোন প্রকার শরয়ী ওজর যদি না থাকে তবে বছরে কমপক্ষে একবার কাফিরদের শহরে গিয়ে তাদের উপর হামলা করা ফরয। আর যদি একবারের অধিক হামলার প্রয়োজন হয় তবে বছরে একাধিক বার হামলা করাও ফরয। কেননা জিহাদ ফরযে কিফায়া আর সে কিফায়া অনুযায়ী প্রস্তুতি নেয়াও ফরয। এ কারণে বছরে যে কয়বার হামলা করলে যথেষ্ট হবে ততবার হামলা করতে হবে।[১৩]

আলামা কুরতুবী (রহ.)-এর অভিমত

আলামা কুরতুবী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ জামে আহকামুল কুরআনে উল্লেখ করেন-

فرض على الامام اغزاء طائفة الى العدو كل سنة مرة يخرج معهم بنفسه او يخرج من يثق به يدعوهم الى الاسلام ويزعهم ويكف اذاهم ويظهردين الله حتى يدخلوافى الاسلام او يعطوا الجزية انتهى

মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের জন্য বছরে কমপক্ষে একবার কাফিরদের উপর আক্রমণ করা বা মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করা ফরয। প্রেরিত সৈন্য বাহিনীর সাথে হয়তো ইমাম নিজে উপস্থিত থাকবে অথবা তার পক্ষথেকে নির্ভরযোগ্য কোন প্রতিনিধি পাঠাবে। ইমাম বা তার নায়েব দুশমনের এলাকায় গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করবে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাদের সমস্ত শক্তি কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। এবং বদদীনি স্থান গুলোতে আল্লাহ তা'আলার দীনকে পূর্ণাঙ্গরূপে বিজয়ী করবে। এমনই পরিস্থিতি করতে হবে যে হয়তো তারা মুসলমান হবে অথবা কর আদায় করে থাকতে বাধ্য হবে।[১৪]

জিহাদ ফরযে আইন

১৩. আল-মাগানী ৮/৩৪৪৮ ও মা.শা. ৯৯

১৪. জামে আহ্কামুল কুরআন ও মা. শা. ৯৯

জিহাদ ফরযে কিফায়ার উপর ওলামায়ে কিরামের অভিমত অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এখন জিহাদ ফরযে আইন হওয়া প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

ইমামূল মাগাজী আল্লামা ইবনে নুহহাস সাহেবে মাশারিউল আশওয়াফ (রহ.) বর্ণনা করেন-

فان دخل الكفار بلدة لنا او أطلواعليها ونزلوا بابها قاصدين و لم يدخلوا وهم مثلاهلها او اقل من مثليهم صارالجهاد حينئذفرض عين

'যদি কোন কাফের দল মুসলিম শহরকে দখলের জন্য প্রবেশ করে, হঠ্যাৎ অপ্রত্যাশিত কোন কোন মুসলমানদের উপর আক্রমন করে অথবা আক্রমণের নিয়তে মুসলিম শহরের নিকটবর্তী কোন স্থানে অবস্থান করে যে অবস্থানের সৈন্য সংখ্যা মুসলিম জনসংখ্যায় দ্বিগুণ বা তার চেয়ে কম তবে সমস্ত মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়।[১৫]

এমতাবস্থায় মুসলমানদের করণীয়

এমতাবস্থায় তথা যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় তখন সমস্ত যুদ্ধ উপযোগী মুসলমানগণ সাধ্যমত প্রস্তুতি নিয়ে জিহাদে বের হয়ে যাবে এটাতো স্বাভাবিক অবস্থা কিন্তু এখানে আল্লামা ইবনে নুহহাম (রহ.) সে স্বাভাবিক অবস্থাগুলো পরিহার করে এমন কিছু অস্বাভাবিক করনীয় কথা উল্লেখ করেছেন যার পরে আর কোন করণীয় অবস্থাই হতে পারে না। তিনি বলেন-

فيخرج العبدبغير اذن السيدوالمراة بغير اذن الزوج ان كان فيها قوة دفاع على اصح الوجهين فيهما وكذلك يخرج الولد بغير اذن الوالدين وَالْمَدِيْنُ بغير اذن صاحب الدين وهذا جميعه مذهب ايضـــ مالك

১৫. মা.শা-১০১

وابى حنيفة واحمد بن حنبل

জিহাদ ফরযে আইন হওয়ায় গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতিত স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া জিহাদে বের হয়ে যাবে। শর্ত হলো তাদের মাঝে যুদ্ধ করার মত যোগ্যতা থাকতে হবে। সমস্ত যুদ্ধ উপযুক্ত ব্যক্তি তার পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত, ঋণী ব্যক্তি ঋণদাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে চলে যাবে। এ সকল বিধান বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী হতে ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালেক ও ইমাম আহ্মদ বিন হাম্বাল (রহ.)- ও ঐক্যমত পোষণ করেন।[১৬]

অতর্কিত আক্রমণের অবস্থা

যদি কোন এলাকার মুসলমানগণ অপ্রস্তুত থাকে আর কাফের পরিকল্পিত ভাবে একযোগে হামলা করে বসে সে অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে ইবনে নুহহাস (রহ.) বলেন-

فان دهمهم العدو و لم يتمكنوا من الاجتماع والتاهب لالقتال فمن وقف عليه كافرا اوكفار وعلم انه يقتل ان استلم فعليه ان يتحرك ويدفع عن نفسه يما امكنه ولافرق فى ذلك بين الحروالعبدوالمراة والاعمى والاعرج والمريض وان كان يجوز ان يقتلوه او ياسروه وان امتنع عن الاستسلام قتل جازان يسلم وقتالهم افضل ولوعلمت المرأة انها لواستسلمت امتدت الايدى اليهالزمهاالدفع وان كانت تقتل لان من اكره على الزنا لاتحل له المطاوعة لدفع القتل

যদি কাফের হঠাৎ করে মুসলমানদের উপর হামলা করে বসে এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া বা সকলে একত্রিত

১৬. আল-বিদায়াতুল মুবতাদী ফী ফিকহে হানাফী ও হাশীয়ায়ে দুশুকী ফী ফিকহী মালেকী

হয়ে প্রতিহত করার মত সুযোগ না থাকে তবে এমতাবস্থায় প্রত্যেকে পৃথক ভাবেই শত্রুর মুকাবেলা করা এবং কাফিরদের প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ফরযে আইন। যদি কোন ভাবে আন্দাজ করা যায় যে, আত্মসমর্পণ করলে সকল মুসলমানকে তারা হত্যা করে দিবে এমতাবস্থায় আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হারাম। সকলে সমভাবে জিহাদ চালিয়ে যাবে, চাই সে গোলাম হোক বা স্বাধীন। মহিলা, অন্ধ, লেংড়া ও অসুস্থ যাই হোক। আর যদি বুঝা যায় যে আত্মসমর্পণের পর বন্দি করা হবে এমতাবস্থায়ও সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া শ্রেয়। একান্ত অপারগ অবস্থায় অক্ষমদের আত্মসমর্পণ জায়েয।

কোন মহিলা যদি বুঝতে পারে যে, তাকে গ্রেফতারের পর বেঈমান কাফেরের দল তার প্রতি নাপাক হস্ত প্রসারিত করবে তবে তার জন্য আত্মসমর্পণ জায়েয নেই আত্মরক্ষার যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এমনকি শহীদ হয়ে যাবে। কেননা জীবন বাঁচানোর জন্য ইজ্জত বিসর্জন দেয়া জায়েয নেই।

আলামা শিহাবুদ্দিন আসরয়ী (রহ.) -এর অভিমত

আলামা শিহাবুদ্দিন আসরয়ী আস শামী (রহ.) শরহুল মিনহাজ ফী গুনিয়াতুল হাজাত কিতাবে উল্লেখ করেন-

والظاهران الامرد الجميل اذاعلم انه يقصد بالفاحشة فى الحال اوالمأل حكمه حكم المرأة واولى

অত্যন্ত সুন্দর, সুশ্রী দাড়ীবিহীন বালক যদি ধারণা করে যে তার সাথে কাফের মালাউনরা অসৎ অমানবিক কাজে লিপ্ত হবে তবে তার হুমুমও মহিলাদের ন্যায় বরং ইজ্জত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মহিলাদের চেয়েও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করবে, সম্ভ্রম হিফাযতের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিবে।[১৭]

আবু হাসান মাওয়ারাদী (রহ.) -এর অভিমত

১৭. শবহল মিনহাজ ফী গুনিয়াতুল হাজাত, মুসান্নেফের ইন্তেকাল-৭৮৩ হিজরী

যে শহরে কাফের হামলা করবে সেখানে যদি মুসলমানদের সংখ্যা অধিক হয় এবং হামলার সাথে সাথে এ পরিমাণ মুজাহিদ জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়ে যে, আগত কাফেরদের সাথে মুকাবিলার জন্য যথেষ্ট তথাপি শহরের সকল মুসলমানদের উপর ফরয যে, জিহাদে অংশগ্রহণ করে মুজাহিদদের সাহায্য করবে। এবং আক্রান্ত শহরের পার্শ্ববর্তী আটচল্লিশ মাইল এলাকা পর্যন্ত সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ঐরূপ ফরয যেমন শহরবাসীর উপর ফরয। এ ফরয হওয়ার কারণ উল্লেখ করে প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা আবুল হাসান মাওয়ারাদী (রহ.) বলেন-

لانه قتال دفاع وليس قتال غزو فيصرفرضه على كل مطيق

সকল মুসলমানের উপর হামলা ফরয হবে এ কারণে যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে হামলার পর তা দিফায়ী (আত্মরক্ষামূলক) হয়ে যায় ইকদামী (আক্রমনাত্মক) নয়। এ কারণে প্রত্যেকের উপর ফরযে আইন হয়ে যায় এ কথা সর্বসিদ্ধ যে মুসলমানদের শহরে তাদের জান-মাল ও ইজ্জত সংরক্ষণ ফরযে আইন আর তার উপর হামলাকারীদের প্রতিরোধ করাও ফরযে আইন।

আলাম্মা কুরতবী (রহ.) -এর অভিমত

তাফসীরে জামে আহ্কামুল কুরআন গ্রন্থে আল্লামা কুরতুবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

لوقارب العدو دار الاسلام و لم يدخلوها لزمهم ايضا الخروج اليه حتى يظهردين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو ولا خلاف فى هذا انتهى كلامه

যদি কাফের মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য দারুল ইসলামের কাছে পৌঁছে এখনো দারুল ইসলামে প্রবেশ করেনি তখন মুসলমানদের উপর ফরয হলো তারা শহর থেকে বের হয়ে দুশমনের মুকাবেলা করবে। এবং ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার কালিমা সমুন্নত হবে। ইসলামী খেলাফত হিফাযত থাকবে মুসলিম সীমান্ত

আশংকা মুক্ত হবে এবং ইসলামের দুশমন লাঞ্ছিত অপদস্ত হবে।[১৮]

আলাম্মা বাগভী (রহ.) -এর অভিমত

আলাম্মা বাগভী (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শরহুস সুন্নাহতে উল্লেখ করেন-

اذا دخل الكفار دار الاسلام فالجهاد فرض عين على من قرب وفرض كفاية فى حق من بعد

যদি কাফের সৈন্যদল দারুল ইসলামে প্রবেশ করে তবে নিকটবর্তী লোকদের উপর জিহাদ ফরযে আইন দূরবর্তী লোকদের উপর জিহাদ ফরযে কিফায়া। 'শর্ত হলো নিকটবর্তী লোক যদি শত্রুর মুকাবেলায় যথেষ্ট পরিমাণ হয়।[১৯]

জিহাদ ইক্বদামী না শুধুই দিফায়ী

উপরোক্ত আলোচনার পর বিষয়টিকে আরো সহজে বুঝার জন্য পরিশিষ্ট হিসাবে বর্তমান বাংলাদেশের অন্যতম হাদীস বিশারদ জনাব মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব (দা. বা.)-এর একটি আলোচনা তুলে ধরছি, যা মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত কিতাবুল জিহাদের ভূমিকায় রয়েছে।

জিহাদ কি ইক্বদামী (আক্রমণাত্বক) না শুধুই দিফায়ী (প্রতিরোধমূলক) ?

এই শেষ যামানার কোন কোন লেককের রচনা থেকে, যা তারা জিহাদ বিধিবন্ধ হওয়ার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং জিহাদের তাৎপর্য, উপকারিতা

[১৮] জামে আহকামুল কুরআন- ৮/১৫১
[১৯] শরহুস্ সুনান-১০/৩৭৪

ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করার জন্য লিখেছেন, এই ধারণা জন্মায় যে, ইসলামে শুধু দিফায়ী জিহাদ (প্রতিরোধমূলক জিহাদ) অনুমোদিত, ইক্বদামী জিহাদের (আক্রমণাত্মক জিহাদ) অনুমোদন ইসলামে নেই। তাদের এ জাতীয় কথাবার্তার কারণ হয়ত জিহাদ সম্পর্কীত কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বরকতময় জীবনচরিত সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা পাশ্চাত্যের অন্যায় আপত্তিসমূহের কারণে ভীত কম্পিত মানসিকতা।

বাস্তবতা হল, জিহাদের মূল উদ্দেশ্য ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ বা ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তি চুরমার করা। এতদুদ্দেশ্যে ইক্বদামী বা আক্রমণমূলক জিহাদ শুধু অনুমোদিতই নয় বরং কখনো কখনো তা ফরযও প্রভূত সওয়াবের কারণও বটে। কুরআন-সুন্নাহর দলীল সমূহের পাশপাশি পুরো ইসলামী ইতিহাস রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে) এ ধরনের জিহাদের ঘটনায় পরিপূর্ণ। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তক্বী উসমানী (দা. বা.)-এর ভাষায়-

অমুসলিমদের আপত্তিতে ভীত হয়ে এসব বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করা বা এতে ওযরখাহীমূলক উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা একটি অর্থহীন কাজ। একথা নিঃসন্দেহে বলা হয় নাই এবং এর অনুমোদনও শরীয়তে নেই, অন্যথায় জিযিয়ার পুরো ব্যবস্থাপনাই অর্থহীন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই তরবারী ওঠানো হয়েছে, কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগত পর্যায়ে কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতে চায় থাকুক কিন্তু আল্লাহর বানানো এই পৃথিবীতে বিধান আল্লাহরই চলা উচিৎ এবং মুসলমান আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য এবং আল্লাহদ্রোহীদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে চুরমার করার জন্যই জিহাদ করে। আমরা এই বাস্তব সত্য প্রকাশ করতে ঐসব লোকের সামনে কেন লজ্জাবনত হব যাদের পুরো ইতিহাস, সাম্রাজ্য বিস্তারের উন্মত্ত নেশায় হত্যাযজ্ঞ সংঘটনের ইতিহাস এবং যারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির জাহান্নাম পূর্ণ করার জন্য কোটি কোটি মানুষের প্রাণ সংহার করেছে! যাদের নিক্ষিপ্ত গোলামীর জিঞ্জিরে

ইশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির দেহ আজও রক্তাক্ত![২০]

ছোট জিহাদ ও বড় জিহাদের বর্ণনা

কোন জাতি যখনই পরাজয়ের অতল গহ্বরে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়। পরাজয়ের তিলক চিহ্ন তাদের ললাটে চিরস্থায়ী অভিশপ্ত রুপে স্থান করতে থাকে ঠিক তখনই দুর্বলতা ও হীনমন্যতার তিমির আঁধার আচ্ছাদিত করে নেয় স্বচ্ছ হৃদয় কুঠুরিকে। গোটা জাতিসত্তায় ছড়িয়ে পড়ে কাপুরুষতা। যবানে উচ্চারিত হতে থাকে এমন অসঙ্গত, ভিত্তিহীন বক্তব্য যা কেবল জাতিকে হাত-পা গুটিয়ে নিষ্ক্রিয় বসে থাকা ও স্বস্থান থেকে পেছনে চলতেই সাহায্য করে।

ইসলামের চির দুশমন ইয়াহুদী-নাসারা আনন্দ চিত্তে হতভাগ নেত্রে অবলোকন করতে থাকে সে জাতির করুন দৃশ্য, যারা পূর্ণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ, দিগ্বিজয়ী বীর, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিকারী হওয়া সত্বেও নিজেরাই নিজেদের ধবংশ ফাঁদ তৈরি করে। নিজেরাই নিজেদের ধর্মবিরোধী মন্ত্র তৈরি করে তাকে আবার গ্রহণ যোগ্যতার লক্ষ্যে ধর্মীয় কথা বলে বিক্রি করে।

এ সকল সাজানো কিছু কথাই মুসলমানদেরকে মান-মর্যদা, ইজ্জত-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ আসন থেকে ছিন্ন করে নিক্ষিপ্ত করে অপমান, অপদস্ততা ও গোলামীর অতলগহ্বরে। সুযোগ করে দেয় স্বর্থান্বেষী, লোভী, আরাপিয়াশী, নির্বোধ, অলস মুসলমানদের জন্য, তারা আত্মরক্ষার ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে মন্ত্রতুল্য বাক্যগুলোকে, সে সকল বাক্যের মাঝে অন্যতম হল।

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر قالوا وماالجهاد الاكبر قال جهاد القلب

'আমরা ছোট জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বড় জিহাদের প্রতি ধাবিত হয়েছি। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বড় জিহাদ কোনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[২০]. জিহাদ ইক্বদামী ইয়া দিফাহী ? ফিকহী মাকালাত ৩/২৮৮.২৮৯.৩০৩

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন অন্তরের জিহাদ।'

এ বাক্য থেকে এ কথাই সুস্পষ্ট যে, যুদ্ধের ময়দানে ইসলামের দুশমন কাফির মুশরিকদের মুকাবিলা করে আল্লাহ তা'আলার যমিনে দীন প্রতিষ্টা করা ছোট জিহাদ, জান-মাল উৎসর্গ করে যুদ্ধের ময়দানে গর্দান কাটিয়ে রক্ত প্রবাহিত করে জীবন বিসর্জন দেয়া ছোট কাজ, ছোট জিহাদ, ছোট শহীদ। এই অসঙ্গত চিন্তা-চেতনাও ভিত্তিহীন বক্তব্যই মুসলমানদেরকে তাদের ইতিহাস ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার ও সাহসী কর্মপন্থা থেকে বিরত রেকেছে তাই এ ব্যাপারে মুসলমানদের স্বচ্ছ ধারণা ও সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। নিম্নে শুধু উল্লেখিত একটি বাক্যের জওয়াব তুলে ধরছি। এরূপ আরো বহু বাক্য আসতে পারে। আল্লাহ তা'আলা হিফাযত করুন।

মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)-এর বক্তব্য

আল্লামা মোল্লা ক্বারী (রহ.) তাঁর রচিত প্রসিদ্ধগ্রন্থ 'মাওজুয়াতে কারীর'-এর একশত সাতাশ পৃষ্টায় 'রা' অক্ষরের অধীনে উল্লিখিত বাক্য-

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

উল্লেখ করে, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর বরাত দিয়ে বলেন, বর্তমানে উল্লিখিত বাক্যটি মানুষের মুখে মুখে হাদীস হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়েছে অথচ এটা কোন হাদীস হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়েছে অথচ এটা কোন হাদীস নয়। এটা ইব্রাহীম ইবনে আবলাহ নামক ব্যক্তির একটি উক্তি মাত্র।

তানজীমুল আশতাত -এর বর্ণনা

মিশকাত শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ তানজীমুল আশতাত-এর প্রথম খন্ডের উনসত্তুর পৃষ্ঠায় 'তা'আলিকুস সাওয়ী ও তাফসীরে বাইজবীর উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয় যে, আল্লামা ইবনে তাইমীয়া (রহ.) বলেন-

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

এ হাদীসের কোন ভিত্তি নেই।

আল্লামা ইবনে নোহ্হাস (রাহ.)-এর বর্ণনা

ইমামুল মাগাজী আল্লামা ইবনে নোহ্হাজ (রাহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ জিহাদগ্রন্থ মাশারিউল আশওয়াক ইলা মাসারীউল উশ্শাক -এর ভূমিকায় উল্লেখ করেন, ইসলামের চির দুশমন কাফির মুশরিকরা যখন দেখল যে, মুসলমান তাদের আত্মরক্ষার জন্য এবং আল্লাহ তা'আলার ভূখন্ডে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদকে মূল হাতিয়ার হিসাবে অবলম্বন করেছে। যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে জিহাদ প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন, কোথাও হাঁটুগেরে বসার সুযোগ পাবে না। কেননা জিহাদের বরকতে ও আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে মুসলমান মাত্র অর্ধশত বছরের কম সময়ে অর্ধদুনিয়াকে বিজয় করে নিয়েছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে শিক্ষা নিয়ে ইসলামের দুশমনরা কয়েক বছর গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে উপণীত হল যে, জিহাদের মিশনকে ভেঙ্গে দিতে পারলে বা কোনভাবে তা কমজোর করতে পারলেই তা সফলতায় পৌঁছে যাবে। কিন্তু এতো অসাধ্য সাধনে মরিয়া হয়ে উঠল, তারা সর্বশক্তি দিয়ে নিজেদের মিশনে সফলতা লাভ করতে চাইল। সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এক নতুন সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করল। মুসলমানদের মাঝে প্রবেশ করে জিহাদকে 'আসগর' ও 'আকবার' রূপে বিভক্ত করে দিল। নফসের সাথে জিহাদকে বড় জিহাদ ও দুশমনের মুকাবিলায় যুদ্ধ করাকে ছোট জিহাদ হিসাবে সাব্যস্ত করল।

ইসলামের দুশমন তাদের এ মিশনে পরিপূর্ণ সফলতা লাভের জন্য এ বাক্যটিকে হাদীস বলে চালিয়ে দিল এবং এর নিসবত জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে করে দিল কারণ তারা জানে মুসলমানদের নিকট অতি সহজে একটি বিষয়ে গ্রহণ যোগ্যতা লাভের জন্য রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে নিসবত করাই সর্বাধিক সহজ পথ।

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

কে হাদীস হিসাবে দাঁড় করাল, অথচ এ বাক্যটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নিসবত করা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তা

ছাড়া হাদীসের কোন কিতাবে এ বাক্যটি সরাসরি হাদীস রূপে উল্লেখ নেই। ইব্রাহিম ইবনে আবলাহ (রহ.) -এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যদিও তিনি একজন গ্রহণযোগ্য রাবী তথাপি আল্লামা কুতনী (রাহ.) বলেন, ইব্রাহীম ইবনে আবলাহ -এর প্রতি নিসবত করারও কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ উল্লেখ নেই।

ভিত্তিহীন এ হাদীসের প্রভাব সাধারণ মুসলমানদের উপর এমনভাবে প্রভাব পড়েছে যে তারা নফস ও শয়তানের সাথে মুকাবেলাকে বড় জিহাদ হিসাবে ধরেছে এবং কাফেরদের সাথে কৃত ছোট জিহাদকে পরিত্যগ করে পার্শ্ব অবলম্বন করে নিয়েছে। যিকির-যিকিরের সাথে তাসবীহ হাতে নিয়ে ইবাদতে এমন মশগুল হয়েছে যে, দুনিয়া কাফেরদের জন্য খালি করে দিয়েছে আর এ সুযোগে সমস্ত কুফরী শক্তি দুনিয়ার মসনাদগুলোকে দখল করে নিয়েছে। মুসলমান আবদ্ধ হয়েছে গোলামীর জিঞ্জিরে।

শাহ্ আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর বর্ণনা

শাহ্ আব্দুল আজিজ (রহ.) কর্তৃক রচিত প্রসিদ্ধ ফতুয়ার কিতাব ফতুয়ায়ে আজিজীর একশত দুই পৃষ্ঠায় এক প্রশ্নের জাওয়াবে বলেন, এ বাক্যটি সুফীয়াদের কিতাবসমূহে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। তাদের নিকটই এবাক্যটি হাদীসে নববী। কিছু সংখ্যক মুহাদ্দেসও কোন কোন কিতাবে এ বাক্যটি উল্লেখ করেছে, আমার এখন পুরোপুরি স্মরন নেই কোন কিতাবে আমি তা দেখেছি। যা হোক যদি বাক্যটিকে তার আসল অর্থে ধরা হয় তবে তার উদ্দেশ্য এই হয় না যে, জিহাদে আকবারের অর্থ যুদ্ধের ময়দানে কাফিরের সাথে মুকাবিলাকে সম্পূর্ণ রূপে পরিহার করে বসে যাবে। বরং নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে অধিক মুজাহাদা করবে এটাই সুফীয়ায়ে কিরামগণের সুস্পষ্ট অভিমত।

আল্লামা ফজল মুহাম্মদ সাহেব মুহাদ্দীস বিন নূরী টাউন করাচী (দা. বা.) বলেন, শাহ সাহেব (রহ.)-এর বক্তব্য একথা সুস্পষ্ট যে এ বাক্যটি সুফিয়াদের হতে পারে, এটা কোন হাদীস নয়।

খতিবে বাগদাদী (রহ.)-এর বর্ণনা

খতিবে বাগদাদী ও কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরাম পূর্বোক্ত বাক্যের নায় ভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেন যার অর্থ হল- 'হযরত যাবের (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে সাহাবায়ে কিরামদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, সুসংবাদ তোমাদের জন্য! সুসংবাদ!! তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করছ। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, বড় জিহাদ কোনটি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করলেন, খাহেশাতের বিরুদ্ধে জিহাদ করাই বড় জিহাদ।'

এ হাদীস বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ মুহাদ্দিসীনে কিরামদের যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী 'খলফ ইবনে মুহাম্মদ খিয়াম' যার সম্পর্কে আসমায়ে রিজালের বিশেষজ্ঞ আল্লামা হাকেম (রহ.) বর্ণনা করেন যে, এ ব্যক্তির বর্ণনাকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। অপর একজন আসামেয়ে রিজালের বিজ্ঞ, আল্লামা (الويعلى خليل) আবু ইয়ালী নিজেরই সন্দেহ সৃষ্টি হত। কখনো কখনো এমনও হাদীস বর্ণনা করতেন যা অন্য কারো কাছেই তার কোন সন্ধান ছিল না।

অপর বিজ্ঞ আলেম আল্লামা আবু যারা'আ (রহ.) এ বর্ণনাকারীর হাদীস থেকে সবাইকে বিরত থাকার জন্য প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন।

উল্লিখিত হাদীসের অপর একজন বর্ণনাকারী (يحى ابن علاء)

ইয়াহইয়া ইবনে আলাহ যার সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবেন হাম্বল (রহ.) বলেন, এ লোকটি বড় মিথ্যাবাদী। সে হাদীসকে মনগড়াভাবে বর্ণনা করত। আলামা ইবনে আদী (রহ.) বর্ণনা করেন। এ ব্যক্তির সমস্ত হাদীস মনগড়া।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বর্ণনা করেন, কতিপয় মানুষ যারা বর্ণনা করে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে বর্ণনা করেন-

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

অর্থ, আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি, এ হাদীসের কোন ভিত্তি নেই।

আল্লামা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)

নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ সম্পর্কে তিরমিযী শরীফের এক হাদীস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম ওলামায়ে দেওবন্দের সারেতাজ আল্লামা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, যা তার প্রসিদ্ধ কিতাব কাউবুদ্ দুরারের প্রথম খন্ড ৪২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে তা হল এই-

ولايخفى مابين الجهادين من الالتام والاتصال فان مجاهدة الكفار
لاتخلوعن مجاهدة النفس ولاتتصور دونها ومجاهدة النفس اذاكملت
لاتكاد تترك الرجل لايجاهدالكفار بلسانه اوبسيفه

একথা কোন গোপন বিষয় নয় যে, নফসের সাথে জিহাদ ও কুফুরের বিরুদ্ধে জিহাদ এ দুই -এর মাঝে পরস্পর এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কেননা কুফুরীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাঝে নফসের সাথে মুজাহাদা হয়েই থাকে। নফসের সাথে কঠিন মুজাহাদা ব্যতীত কুফুরীর সাথে লড়াইয়ের কল্পনাই করা যায় না। আর নফসের সাথে মুজাহাদা হল, যার নফস পরিপূর্ণ হয়ে যাবে মুজাহাদার জন্য সে কাফিরের সাথে লড়াই ব্যতীত সময় অতিবাহিত করতে পারে না। সর্বদা তার সংঘাত চলতে থাকে কুফুরী শক্তির সাথে চাই তা যবান দ্বারা হোক বা তলোয়ার দ্বারা।[২১]

জিহাদ আকবর কিসের নাম ?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই ঐসব লোকের ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে

[২১] দাওরায়ে জিহাদ-৫৪

গেছে যারা "জিহাদ মা'আল কুফফার" ও "ক্বিতাল ফী সাবীল্লাহ" -এর গুরুত্বকে খাটো করার জন্য জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ) ও জিহাদে আসগরের (ছোট জিহাদ) দর্শন ব্যবহার করেন। তাদের বক্তব্য হলে, নফসের (প্রবৃত্তি) বিরুদ্ধে জিহাদই বড় জিহাদ এবং ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ হল ছোট জিহাদ !

এই ভুল ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলার পরিবর্তে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উদ্ধৃত্ত করে দিচ্ছি। হযরত বলেন-

"আজকাল সাধারণভাবে মানুষের ধারণা এই যে, কাফিরদের সাথে লড়াই করা জিহাদে আসগর (ছোট জিহাদ) এবং নফসের মুজাহাদা (কুপ্রবৃত্তির দমন ও আত্মশুদ্ধি) জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ)। যেন তারা নিভৃতি নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে কাফিরদের সাথে লড়াই করাকে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নমানের মনে করে।

এই ধারণা ঠিক নয় বরং বাস্তব কথা হল, কাফেরদের সাথে লড়াই করা ইখলাস শূণ্য হলে বাস্তবিকপক্ষেই তা নফসের মুজাহাদা থেকে নিন্মস্তরের কাজ। এ ধরনের লড়াইকেই জিহাদে আসগর এবং এর বিপরীতে নফসের মুজাহাদাকে জিহাদে আকবর বলা হয়েছে।

কিন্তু কাফেরদের সাথে লড়াই যদি ইসলাসপূর্ণ হয় তবে এই লড়াইকে জিহাদে আসগর বলা গাইরে মুহাক্কিক (অগভীর জ্ঞানের অধিকারী) সুফীদের বাড়াবাড়ি বরং এই লড়াই অবশ্যক জিহাদে আকবর এবং তা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে উত্তম। কেননা যে লড়াই ইখলাসপূর্ণ হবে তাতে নফসের মুজাহাদাও বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং এতে উভয় জিহাদের ফযীলতই একত্রে হচ্ছে।[২২]

ইসলামের দাওয়াত প্রদান

বিশ্ব বসুন্ধরার গোটা মানব জাতিকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

[২২] আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ খণ্ড-৪ হিস্সা-৫ পৃষ্ঠা-৮২, মালফূয-১০৪১, কিতাবুল জিহাদ-৩৮

১. ঐ সমস্ত মানুষ যারা এক সত্তার উপর ঈমান আনয়ন করেছে, বিশ্ব ভূখন্ডের অধিপতি তাকেই মনে করে, এবং চির সত্য ধর্ম ইসলামকে নিজের জীবন বিধান ও কুরআনী আহকামকে পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে, এ জাতীয় লোকদেরকে শরীয়তের পরিভাষায় 'উম্মতে ইজাবী' বলা হয় ।

২. ঐ সমস্ত মানুষ যারা উপরোক্ত বিষয়গুলোকে গ্রহণতা করেনি বরং এ বিশাল ভূমন্ডলে বিচরণ করে, চন্দ্রের আলো, সূর্যের কিরণ ও কামল বাতাস উপভোগ করেও স্রষ্টার নাফরমানিতে প্রতিনিয়ত মত্ত। অস্বীকার করে যাচ্ছে স্রষ্টার সত্তাও তাঁর বিশাল বিশাল গুণাবলীকে এ জাতীয় লোকদেরকে শরীয়তে পরিবাষায় 'উম্মতে দাওয়াত' বলা হয় ।

জিহাদের পূর্বে ইসলামী শরীয়ত যে দাওয়াতকে অপরিহার্য হিসাবে সাব্যস্ত্য করেছে তা কেবল' উম্মতে দাওয়াতের জন্য । উম্মতে ইজাবের কাছে এ দাওয়াত হতেই পারে না ।

দাওয়াতের বাক্য

জিহাদের পূর্বে উম্মতে দাওয়াতকে যে বাক্যগুলোর মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান করা হবেতা তিনটি-

১. ইসলাম গ্রহণ কর শান্তিতে থাকবে ।

২. যদি ইসলাম গ্রহণ না কর তবে জিজিয়া প্রদান কর ।

৩. এতেও যদি সম্মত না থাক তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও ।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখনই কোন মুজাহিদ বাহিনীকে শত্রুর মুকাবেলায় জিহাদের জন্য পাঠাতেন তখন ভালভাবে এ বিষয়ের উপর নসিয়ত করে দিতেন । প্রমাণ স্বরূপ মুসলিম শরীফের একটি দীর্ঘ হাদীসকে সংক্ষিপ্তভাবে এখানে তুলে ধরা হল -

قال عليه السلام فى ضمن حديث طويل واذالقيت عدوك من المشركين فادعهم الى الاسلام فان هم ابوافسلهم الجزية فان هم ابوافاستعن بالله وقاتلهم

জনাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -একটি দীর্ঘ হাদীসের মাধ্যমে মুজাহিদ সেনাপতিকে ওয়াসিয়ত করেন যার মাঝে এ ছিল যে, যখন তোমরা তোমাদের দুশমন মুশরিকদের সম্মুখিন হবে, তখন প্রথম তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত প্রদান করবে, যদি তারা তা গ্রহণ করে নেয় তবে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে । আর যদি তা গ্রহণে অস্বীকার করে তবে জিজিয়া প্রদানের প্রতি আহ্বান করবে তাতে যদি সম্মত হয় তবে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে । আর এ প্রস্তাবেরও যদি সম্মত না হয় তবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য চেয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে । এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে খোদাদ্রোহী বেঈমানদের গর্দান ছিন্ন করবে ।

হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর দাওয়াত

মিশকাত শরীফে বর্ণিত আছে-

عن ابى وائل قال كتب خالدبن الوليد الى اهل فارس بسم الله الرحمن الرحيم من خالدبن الوليد الى رستم ومهران فى ملاء فارس سلام على من البع الهدى امابعد فاناندعوكم الى الاسلام فان أبيتم فاعطوالجزية عن يدوانتم صاغرون فان معى قوما يحبون القتل فى سبيل الله كمايحب فارس الخمر والسلام على من اتبع الهدى

আবী ওয়েল (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) পারশ্যবাসীকে লক্ষ্য করে এরূপ চিঠি লিখে ছিলেন, অসীম দয়ালু পরম করুনাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি খালেদ ইবনে ওয়ালিদের পক্ষ হতে পারস্যের সেনাপতি রোস্তম ও মিহরানের প্রতি ।

পরসংবাদ, আমি তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত প্রদান করছি, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে নাও । এও যদি প্রত্যাখ্যান কর তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও । যেনে রাখ আমার সাথে এমন জানবাজ বাহাদুর রয়েছে যারা মৃত্যুকে এমন পছন্দ করে যেমন পারস্যের লোকেরা মদ পানকে পছন্দ করে । আর যে হেদায়েতকে গ্রহণ করবে তার জন্য শান্তি ।

ফুকাহায়ে কিরামদের দৃষ্টিতে দাওয়াত

জিহাদের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা ওয়াজিব ইসলামী জিহাদ এ জাতীয় দাওয়াতের উপর মওকুফ থাকে। এ দাওয়াতের অবস্থা, পরিমান, প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞ ফকিহগণ ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যা সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ইমাম মালেক (রহ.) -এর অভিমত

চার মাযহাবের একজন অন্যতম ইমাম। মালেক (রহ.) বলেন যে, মুসলমানদের পার্শ্বপর্তী মহল্লা বা রাষ্ট্রের জিহাদের কোন দাওয়াতের প্রয়োজন নেই, কেননা মুসলমানদের পড়শী হওয়াই তাদের জন্য বড় দাওয়াত। তারা অবশ্যই জানে যে তাদের পাশে কোন ধর্মের লোক বাস করে। তাদের এতটুকু জানাই ইসলাম গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।

অতএব নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে কোন প্রকার দাওয়াত ছাড়াই যুদ্ধ করা যাবে, তাদের অসচেতনতা ও অজ্ঞতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। আর যে সমস্ত কাফিরদের বসবাস মুসলিম জনপদ থেকে দূরে মুসলমানদের যাতায়াত ও হয় না সেখানে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানো জরুরী যাতে মুসলমানদের সন্দেহ দূর হয়ে যায়।[২৩]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অভিমত

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আমার জানামতে বর্তমান বিশ্বে কোন মুশরিক এমন নেই যাদের পর্যন্ত কোন না কোনভাবে ইসলামের দাওয়াত পৌছেনি। হ্যাঁ! যদি বিশ্বের কোন প্রান্তরে, পর্বতময় এলাকায় এমন কোনগোত্র থেকে যায় যাদের কোনভাবেই ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি তবে তাদের সাথে যুদ্ধের আগে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে।[২৪]

---

[২৩] রহমতুল উম্মা ফী ইখতেলাফিল আইয়ীম্মাহ-২৯৩

[২৪] রহমাতুল উম্মা ফী ইখতেলাফিল আইয়ীম্মাহ-২৯৩

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অভিমত

ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) বর্ণনা করেন যদি কাফেরদের কাছে একেবারে ইসলামের দাওয়াত না পৌঁছে থাকে তাকে মুজাহিদ সেনাপতির জন্য দাওয়াত ব্যতীত যুদ্ধ পরিচালনা করা সঙ্গত নয়। আর যদি কাফিরদের দাওয়াতে ইসলাম পৌঁছে থাকে তথাপি মুসলিম সেনাপতির জন্য পুনরায় দাওয়াত প্রদান করা মুস্তাহাব। দাওয়াত প্রদান না করলেও জিজিয়া প্রদানের জন্য নির্দেশ দিবে। যদি ওয়াজিব দাওয়াত পৌঁছানোর পূর্বে কেউ কোন কাফিরকে হত্যা করে তবে তার দ্বারা দিয়াত ও কিসাস ওয়াযিব হবে না।

ফতহুল কাদিরে উল্লেখ করা হয়েছে, দাওয়াত দুই প্রকার। ১. হাকীকাতান। ২.হুকমান।

হুকমান দাওয়াত হল এ সংবাদ প্রচার হয়ে যায়া যে মুসলমান নামে একটি জাতি রয়েছে তারা বিশেষ একটি ধর্মের প্রতি আহ্বান করে এবং তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করে। এ সংবাদটি ব্যাপক প্রসিদ্ধ হয়ে যাওয়া হাকীকতের ও অন্তর্ভুক্ত।[২৫]

আলামা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)

হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন যে, যদি কাফিরদের কাছে কোনভাবেই ইসলামের দাওয়াত না পৌঁছে তবে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে থাকে তবে পুনরায় দাওয়াত দেয়া সুন্নত বা মুস্তাহাব। হ্যাঁ! যদি কাফিররা মুসলমানদের উপর হামলা করে বসে তবে দাওয়াতের হুকুম সম্পূর্ণরূপে রহিত হযে যাবে। অর্থাৎ তখন কোন প্রকার চিন্তা-ফিকর বা ফতুয়া ব্যতীতই তাদের মুকাবেলা করা হবে।[২৬]

তিরমিযি শরীফের মুসান্নিফ (রহ.)

আল্লামা সাহেবে তিরমিযি (রহ.) দাওয়াত সংক্রান্ত হযরত সালমান

---

[২৫] ফতহুল কাদির-১৯২

[২৬] কাউকাবুদ দুরার-৪১৩

ফারসী (রা.)-এর এক বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরামের অভিমত হল, দাওয়াত ব্যতীত কারো সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যাবে না, যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে শত্রুদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা হবে, এ দাওয়াত শত্রুর অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করবে। তাছাড়া কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের অভিমত হল বর্তমান জামানায় যুদ্ধের পূর্বে কাফিরদের কে দাওয়াত প্রদানের কোন প্রয়োজন নেই। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন আমার বুঝে আসে না যে বর্তমান জামানায় কাকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করবো।[২৭]

দূররে মুখ্‌তারের মুসান্নিফ (রহ.)

ফিকাহ শাস্ত্রের অন্যতম কিতাব দুররে মুখতারের মুনান্নিফ (রহ.) দাওয়াত সংক্রান্ত ব্যাপারে উল্লেখ করেন, যদি আমরা কোন কুফর সম্প্রদায়কে বয়কট করি তখন প্রথমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করব। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করেনেয়, তাহলে তো ভাল আর যদি তা না করে তবে তাদেরকে জিজিয়া প্রদানে বাধ্য করবো। যদি তারা তা গ্রহণ করে নেয় তবে ইসলামের বিধানও ইনসাফের সাথে তা বাস্তবায়ন করবো। যে সকল কাফিরদের কাছে কখনো ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি দাওয়াতবিহীন তাদের উপর হামলা জায়েজ নেই। আর যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছেছে তাদের পুনরায় দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব। যদি এ মুস্তাহাব আদায়ের ক্ষেত্রে যুদ্ধের কৌশলগত কোন বিপর্যয়ের আশংকা থাকে তবে দাওয়াত প্রদান করা হবে না। যদি কাফিররা জীজিয়া প্রদানে অসম্মত হয় তবে আমরা আল্লাহ তা'আলার নামে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করবো। তাদের ঘাঁটিতে কামানের গোলা নিক্ষেপ করবো। আগুনের কুন্ডলী নিক্ষেপের মাধ্যমে তাদের বসতি জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিব। পানিতে ভাসিয়ে দিব। প্রয়োজন হলে তাদের বাগ-বাগিচা, ফল-ফলাদি ও আবাদী জমিকে ধ্বংস করে দিব।

[২৭] তিরমিযি শরীফ কিতাবুল জিহাদ

হিদায়া কিতাবের মুসান্নিফ (রহ.)

ফিকাহ্ শাস্ত্রের অন্যতম কিতাব হেদায়ার মুসান্নিফ (রহ.) উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তির কাছে ইসলামের কোন দাওয়াত পৌঁছেনি তাকে দাওয়াত ছাড়া লড়াইয়ে বাধ্য করা জায়েজ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদ কমান্ডারদেরকে ওয়াসিয়ত করেছেন তারা যেন কাফিরদেরকে কালিমায়ে শাহাদাতের দাওয়াত প্রদান কর। আর যদি দাওয়াত পৌঁছে থাকে তবে পুনরায় দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব এবং তাদের প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করা। এটা কখনো ওয়াজিব নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মুসতালিকার উপর এমন চুপিসারে হামলা করেছেন যে, তারা একেবারেই বেখবর ও অপ্রস্তুত ছিল। এমনিভাবে একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যেন অত্যন্ত প্রত্যুষে আবনী নামক এলাকার লোকদের উপর হামলা করেন। সে অভিযান হবে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে অভিযান শেষে এলাকাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে। এর দ্বারাও সুস্পষ্ট যে গোপনীয়তার সাথে হামলা করা দাওয়াতের মাধ্যমে সম্ভব নয়।

সাহেবে হিদায়া (রহ.)-এর সাথে সাথে সাহেবে কুদুরী, কান্‌জুদ দাকায়েক ও সাহেবে শরহে বিকায়াসহ ফিকার সমস্ত ছোট ছোট কিতাবে একই মাস'আলা বর্ণনা করা হয়েছে। যার সার কথা হল-

১. যাদের কাছে একেবারেই ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি যুদ্ধের আগে তাদেরকে দাওয়াত প্রদান করা ওয়াজিব।

২. যাদের কাছে কোন না কোনভাবে দাওয়াত পৌঁছেছে তাদের পুনরায় দাওয়াত প্রদান মুস্তাহাব।

৩. যুদ্ধের কৌশলগত কারণে এ মুস্তাহাবকে পরিহার করার দ্বারা কোন ক্ষতি নেই।

৪. জিহাদ যদি দিফায়ী হয় তবে দাওয়াত প্রদানের কোন প্রশ্নই আসে না। তখন নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য কাফিরদের সাথে মরণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

দাওয়াত প্রদানের উপকারিতা

উপরোক্ত আলোচনা ও সাধারণ দৃষ্টিতে তাকালে জিহাদের আগে দাওয়াত প্রদানের চারটি উপকারিতা পরিলক্ষিত হয় ।

১. যদি কাফির দাওয়াতের কারণে ইসলাম গ্রহণ করে নেয় তবে তো মূল মাকসাদ অর্জন হয়ে যায় এবং মুসলমানগণও জিহাদের কষ্ট-ক্লেষ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে ।

২. দাওয়াত প্রদানের দ্বারা কুফরী শক্তি ও দুনিয়াবাসীর সামনে একথা সুস্পষ্ট প্রমানিত হয়ে যায় যে মুসলমান রাষ্ট্র দখল, অর্থ উপার্জন ও গোলাম-বাদী অর্জনের জন্য জিহাদ করে না বরং তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করে ।

৩. কুফরি শক্তি যখন আল্লাহ তা'আলার দাওয়াত কে অস্বিকার করে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ন হয় তখন তাদের সাথে জিহাদ করা যে ফরয তা নিশ্চিত হয় ।

৪. দাওয়াতের দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী তরীকা জারী থাকল ।

দীন প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই কি জিহাদ?

কোন কোন বন্ধুকে বলতে শোনা যায় যে, ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ দীন প্রতিষ্ঠা যা দীনের প্রচার প্রসারের নিমিত্তে যে কোন প্রচেষ্টাই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত । বলা বাহুল্য জিহাদ আভিধানিক অর্থে শরীয়তসম্মত সকল দীনি প্রচেষ্টাকেই বুঝায় এবং শরয়ী নুসূসমূহের (কুরআন হাদীসের ভাষা) কোথাও কোথাও এই শব্দটি জিহাদ ছাড়া অন্যান্য দীনি মেহনতের ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু জিহাদ যা শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা এবং যার অপর নাম ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ তা কখনো এই সাধারণ কর্ম প্রচেষ্টার নাম নয় বরং এই অর্থে জিহাদ হল, 'আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য, ইসলামের হিফাজত ও এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, কুফর শক্তিকে চুরমার করার জন্য এবং এর প্রবাব প্রতিপত্তিকে বিলুপ্ত করার জন্য কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা ।'

ফিকহের কিতাবসমূহে এই জিহাদের বিধি-বিধানই উল্লিখিত হয়েছে । সীরাত গ্রন্থসমূহে এই জিহাদেরই নববী যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে, কুরআন হাদীসে জিহাদের ব্যাপারে যে বড় বড় ফযীলতের কথা বলা হয়েছে তা এই জিহাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে এবং এই জিহাদ শাহাদাতের মর্যাদায় বিভূষিত ব্যক্তিই হলেন প্রকৃত 'শহীদ' ।

শরয়ী নুসূস এবং শরয়ী পরিভাষাসমূহের উপর নেহায়েত জুলম করা হবে যদি আভিধানিক অর্থের অন্যায় সুযোগ নিয়ে পারিভাষিক জিহাদের আহকাম ও ফাযাইল দীনের অন্যান্য মেহনতের ব্যাপারে আরোপ করা হয় ।

এটা এক ধরনের অর্থগত বিকৃতি সাধন, যা থেকে বেঁচে থাকা ফরয । তা'লীম, তাযকিয়া, দাওয়াত ও তাবলীগ, ওয়ায-নবীহত বা দীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিকভাবে কোন কর্ম প্রচেষ্টা (যদি শরয়ী নীতিমালা ও ইসলামী নির্দেশনা মোতাবেক হয় তবে তা আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনাকারের একটি নতুন পদ্ধতি) এসবই স্ব স্ব স্থানে কাম্য বরং এসব কর্ম প্রচেষ্টা প্রত্যেকটাই খিদমতে দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা । এসবের ভিন্ন ফাযাইল, ভিন্ন আহকাম ও ভিন্ন মাসাইল রয়েছে এবং কোনটিকেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই কিন্তু এসবের কোনটাই এমন নয় যাকে পারিভাষিক জিহাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং যার ব্যাপারে জিহাদের ফাযাইল ও আহকাম আরোপ করা যায় । এ বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করা ও মনে রাখা অত্যন্ত জরুরী । কেননা আজকাল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইসলামের বহু পরিভাষার মধ্যে পূর্ণ বা আংশিক তাহরীফের (বিকৃতি সাধন) প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে । কেউ তাবলীগের কাজকে 'জিহাদ' বলে দিচ্ছেন, কেউ তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কাজকে, আবার কেউ রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা বরং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকেও জিহাদ বলে দিচ্ছেন । কারো কারো কথা থাকে তো এও বোঝা যায় যে, পশ্চাত্য রাজনীতির অন্ধ অনুসরণও জিহাদের শামিল । আল্লাহর পানাহ![২৮]

পবিত্র কালামে পাকে জিহাদের নির্দেশ

---

[২৮] কিতাবুল জিহাদ-৩৬

বিশ্ব মানবতার চরম দুর্দিনে, যখন আশরাফুল মাখলুকাত তার মর্যাদার আস থেকে ছিটকে পড়ে মূল্যহীন পশুর মত অবহেলিত, উপেক্ষিত, অপমানিত ও নির্যাতিত।

অসহায় মানবতার বুক ফাটা আরজী শ্রবণের মতও কেউ নেই, সকলেই জড়বাদ, বস্তুবাদ ও ভোগবাদের মরফিয়া পান করে বেহুঁশ, বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, আত্মবিস্মৃত। মানবতার এ করুন সংকটময় মুহূর্তে আশরাফুল মাখলুকাতকে তাঁর স্বস্থানে পরিপূর্ণ বিকাশ ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার দানস্বরূপ বিশ্ববাসীকে প্রদান করেছেন পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন, এ কুরআন বুকে ধারণা করে মাত্র কয়েক জন জানবাজ মুজাহিদ শির উঁচিয়ে শামশীর হাঁকিয়ে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেছেন। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন শত তের জন। আর তৃতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সাতশত। ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিন বার মদীনা মুনাওয়ারাতে আদমশুমারী করেছিলেন তাতে প্রথম বার মুসলমানদের সংখ্যা হয় পাঁচশত। দ্বিতীয় বার সাতশ' এবং তৃতীয়বার হয়েছিল এক হাজার পাঁচশ'। মুসলমানদের সংখ্যা এতো স্বল্প তার সাথে আবার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের চরম সংকট সত্বেও হিম্মতহারা হয়ে কোন বেঈমান কর্তৃক লাঞ্চিত অপমানিত অপদস্ত ও উপেক্ষিত হননি কখনো বরং সর্বদাই বাধার; শত প্রাচীর মাড়িয়ে একত্ববাদের শির উঠিয়েছেন সর্বোচ্চ চূড়াতে। যা আজ একশত ত্রিশকোটি মুসলমানদের বিচরণস্থল পৃথিবীর কল্পনা করাও দুরূহ ব্যাপার ধরার মোড়ল সব বেঈমানের দল মুসলমান যেন তাদের কেনা গোলাম। পৃথিবীর তিন বাগ জল যেন আজ মুমিনের রক্তে লালে লাল। দৃষ্টি নিবন্ধের স্থলগুলো লাশের স্তূপে ভরপুর। বায়ু তরঙ্গেও লাশ পোড়া বিৎঘুটে গন্ধ। সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালে দেখতে পাব মুসলিম জাতির উত্থান হয়েছিল আল্লাহ প্রদত্ত দুটি নিয়ামত গ্রহণ করার কারণে আর বর্তমান পতনও হচ্ছে দু'টি নেয়ামত বর্জন করার কারণে। সে দু'টি নিয়ামত হলো-

১. প্রিয় নবী (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) এর শুবাগমন।

২. বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের অবতরণ।

এ দু'টি নিয়ামতের কি কাজ তা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الٓر كِتَابٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

এ কিতাব (হে রাসূল) আপনার কাছে নাজিল করেছি, যাতে করে আপনি মানুষকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে বের করে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।[২৯]

পবিত্র কালামে পাকের সংরক্ষণ

এ কুরআন আগমন কোথা হতে সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ঘোষণা দিচ্ছে-

بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ✡ فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

বস্তুত এ কুরআন অত্যন্ত মহিমা সম্পন্ন। লাওহে মাহফুজে তা লিপিবন্ধ রয়েছে।[৩০]

দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েও যদি কুরআন অস্বীকার করে তাহলে কুরআনের মহিমা বিন্দু পরিমানও ক্ষুন্ন হবে না। কারণ এ কালাম ঐ পরাক্রমশালী বাদশাহর কালাম যার বাদশাহীর কোন ক্ষুন্নতা নেই। বরং চাঁদকে লক্ষ্য করে থুথু নিক্ষেপ করলে যেমন নিজ চেহারায় পরে ঠিক অনুরূপ কুরাানের প্রতি কুদৃষ্টি রাখলে তাতে নিজেই বেঈমান, নাফরমান সাব্যস্ত হতে হবে। কুরআনের কোন ক্ষতি সম্ভব নয়। কারণ এ কুরআন স্ব-মহিমায় লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (রাহ.) লিখেন لَوْحٍ হলো সাদা ধবধবে মুক্তা দ্বারা তৈরি। এর দৈর্ঘ্য আসমান-যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। এর

২৯. সূরা ইব্রাহিম-১
৩০. বরুজ-২১-২২

দু'পার্শ্ব মুক্তা এবং ইয়াকুত পাথরের তৈরি আর কলম নূর দ্বারা তৈরী।

আল্লামা মুকাতিল (রাহ.) বলেন لَوْح আল্লাহ তা'আলার মহান আরশের ডান দিকে একটি স্থান। আল্লাহ তা'আলা প্রতিদিন তিনশত ষাটবার লাওহে মাহফুজের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।[৩১]

অতঃএব বুঝা গেল ঐ স্তরে পৌঁছে কেউ কুরআনের মাঝে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কিন্তু দুনিয়াতে যে কিতাব রয়েছে তার কি গ্যারান্টি রয়েছে? সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

এ কিতাব এতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নেই। এ কিতাব, পথপ্রদর্শক খোদাভীরুদের জন্য।[৩২]

কোন বিষয়ের প্রতি সন্দেহ দু'কারণে হয়ে থাকে।

১. যে বিষয়ে সন্দেহ হয় তার উপকরণ তাতে পরিলক্ষিত হবে।

২. সন্দেহকারী বুদ্ধির অভাবে বা ভুল বুঝার কারণে তাঁর প্রতি সন্দেহ করবে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথম প্রকার তো সম্পূর্ণরূপে রদ করা হয়েছে যে, এতে সন্দেহের কোন উপকরণ নেই। তবে হ্যাঁ! নির্বুদ্ধিতার কারণে কুরআনের প্রতি শুধু সন্দেহই নয় বরং তাঁর বিরোধিতা করবে এবং ফুঁৎকার দিয়ে তাকে নিভিয়ে দিতে চাইবে। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللهِ بِأَفْوٰهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُونَ

তারা আল্লাহ তা'আলার নূরকে (কুরআন) মুখের ফুঁৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার নূরকে (কুরআন বিধান) পরিপূর্ণ করবেন। কাফেররা যতই তা অপছন্দ করুক।[৩৩]

তাফসীরকারকগণ বলেন, কাফিররা মিথ্যা অপবাদ ও অবান্তর কথার

৩১. নূরুল কুরআন - ৩০/১৭৩

৩২. সূরা বাকারা-২

৩৩. সূরা সফ্-৮

মাধ্যমে কুরআনের আলোকে নিষ্প্রভ করার অপচেষ্টা করে। কোন ব্যক্তি বা দল যেমন ফুঁৎকার দিয়ে চন্দ্র-সূর্যের আলোকে নিষ্প্রভ করতে পারবে না অনুরূপ কুরআনের গতিকে স্লথ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ চন্দ্র-সূর্যকে যে আল্লাহ মানুষের নাগাল থেকে দূরে রেখেছেন। কুরআনকে তিনিই দুস্কৃতিকারীদের থেকে দূরে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ

নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি, নিশ্চয়ই আমি তা হিফাজত করবো।[৩৪]

তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে না। হে কাফের সম্প্রদায়! তোমরা পবিত্র কুরআনকে যতই অবিশ্বাস কর এবং পবিত্র কুরআনের বাহক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম)-কে যতই উপহাস কর, আর কোন প্রভাব তার প্রতি এবং কুরআনের প্রতি পড়বে না। পবিত্র কুরআন আমারই কালাম, আমিই তা নাযিল করেছি এবং আমিই তার হেফাজত করবো। এ কুরআন শব্দগত, অর্থগত তথা সর্ব প্রকার বিকৃতি থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। পবিত্র কুরআনের প্রত্যেকটি সূরা শব্দ এমনকি যের-যবর, নোকতা পর্যন্ত সংরক্ষিত। বিগত চৌদ্দশ' বছর চির ভাস্বর চির সংরক্ষিত ছিল, কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই থাকবে ইনশাআল্লাহ্। [উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ কথা সুস্পষ্ট যে পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা তার আরশের কাছেই হিফাজত করেছেন! সেখান থেকে রুহুল আমীন (আ.)-এর মাধ্যমে আল-আমীন পয়গাম্বরের কাছে অবতীর্ণ করে হিফাজতের দায়িত্ব সম্পর্ণ নিজের কাঝেই রেখে দিয়েছেন। অতঃএব মুমিন মানেই এ কুরআন কোন প্রকার সন্দেহ ব্যতীতই মেনে নিয়েছে। যারাই এ কুরআনের উপর কুদৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে, তারা দুনিয়াতেই অপমানিত, অপদস্ত ও বিভিন্নভাবে লাঞ্চিত হয়েছে। কুরআনের একটি অক্ষরকে বিশ্বাসকারী বা একটি অক্ষর নিয়ে অবঙ্গাকারী উপহাসকারী বেঈমান হয়ে জাহান্নামের পথে পা বাড়াবে।

৩৪. সূরা হিজীর- ৯

কালামে পাকে জিহাদ-এর আদেশ

পবিত্র কুরআনের সংক্ষিপ্ত অবস্থা জানার পর এখন পাঠক সমাজের সামনে সে কুরআনের একটি হুকুম নিয়ে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে আলোচনা করবো।

ইসলামের একটি গরুত্বপূর্ণ বিধান জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। যারা প্রতিটি দিক নিয়ে পবিত্র কালামে পাকে আলোচনা হয়েছে। কখন, কিভাবে, কার সাথে, কতদিন জিহাদ করতে হবে। জিহাদ করলে কি লাভ, না করলে কি ক্ষতি, জিহাদকারীর কি ধরনের গুণাবলী প্রয়োজন, সমস্ত কিছু কুরআন পাকে উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালেই দেখতে পাই যে, পবিত্র কুরআনই জিহাদ ও মুজাহিদের পূর্ণ সংবিধান।

দুনিয়ার বিধান অনুপাতে মানুষ প্রথম দিনই কাউকে কোন কাজের জন্য চাপ প্রয়োগ করে না। প্রথমে তাকে কাজ বুঝার সুযোগ দেয়া হয়। হিম্মত প্রদান করা হয়। তারপর আস্তে আস্তে নির্দেশ প্রদান করে, সর্ব শেষ অমান্যকারীর জন্য ধমকির ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। যেমন একজন পিতা সাত বছর বয়সে তার ছেলেকে নামাযের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন বিভিন্ন পুরস্কার ঘোষণা করে। ১০ বছর বয়সে নির্দেশ প্রদান করেন ১২ বছর বয়সে ধমক দেন আমল না করার কারনে পিতা ছেলের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করেন। একান্ত অপারগ হলে ছেলেকে ত্যাজ্য করার হুমকি দেন ঠিক দয়াময় এভাবেই আল্লাহ মুসলমানদের উপর জিহাদের বিধানকে প্রদান করেছেন।

জিহাদের অনুমতি

প্রথমে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে, কেননা তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট।[৩৫]

সুদীর্ঘ তেরটি বছর প্রিয় নবী (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে নির্যাতিত-উৎপীড়িত হয়ে হিজরত করতে হয় মদীনার পানে, প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করতে হয় নিশিরাতে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সঙ্গী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মদীনার পথে হিজরত কালে এ আয়াত নাযিল হয়। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে আমি উপলব্ধি করলাম যে, কাফিরদের সাথে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন সর্ব প্রথম জিহাদ সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়।

এ আয়াতে সবার প্রতি জিহাদের হুকুম প্রদান করা হয়নি বরং আয়াতের শেষাংশে সাহস প্রদান করা হয়েছে এ বলে যে, وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

তোমরা যারা এ কর্তব্য পালনে জিহাদের ময়দানে যাবে শুধু তোমরাই সেখানে থাকবে না বরং আল্লাহ তা'আলার সাহায্যও তোমাদের সাথে থাকবে।

জিহাদের নির্দেশ

অনুমতি প্রমানের পর কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নির্দেশ জারি হলো।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তোমাদের প্রতি জিহাদ ফরয করা হলো অথচ তা তোমাদের কাছে

---

৩৫. সূরা হজ্ব-৩৯

কষ্টদায়ক মনে হয়। হয়তো কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় নয় অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর আর কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে হয়তো পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন তোমরা যা জান না।[৩৬]

প্রথমে অনুমতি আসার পর এ আয়াতের মাধ্যমে সকলের প্রতি আম (ব্যাপক) ভাবে জিহাদ ফরয করা হয়।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা.) বলেন কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি জিহাদ ফরযে আইন -তারই দলিল এ আয়াত।

আলামা রাজী (রহ.) কাবা শরীফ প্রাঙ্গণে দন্ডায়মান হয়ে শপথ করে বলতেন যে, এ আয়াত দ্বারা প্রতিটি মুসলমানের ওপর জিহাদ ফরয হয়েছে।

ইমাম রাজী (রাহ.) বলেন, এ আয়াতটি ঠিক ঐ আয়াতের অনুরূপ যাতে 'রোজা' ও 'কিসাস' ফরয বলে ঘোষণা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ

হে ঈমানদারনগণ! তোমাদের সকলের প্রতি রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে।

অনুরূপ ইরশাদ হচ্ছে-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ

হে ঈমানদারনগণ! তোমাদের প্রতি কিসাস ফরয করা হয়েছে।

এ আয়াতদ্বয়ের মতই উপরের আয়াতে জিহাদের ফরযের কথা ঘোষণা হয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে বুদ্ধিমানদের সতর্কতামূলকভাবে বলে দেয়া হয়েছে-

৩৬. সূরা বাকারা-২১৬

وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

তোমরা যদি কিছু নিজের জন্য অকল্যাণকর মনে কর তাই হয়তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। অর্থাৎ তোমরা অর্থ-সম্পদ স্ত্রী-পরিবার সব রেখে জিহাদে যাওয়াকে নিজের জন্য অকল্যাণকর মনে করছো অথচ হয়তো তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

পক্ষান্তরে যা কিছু তোমরা নিজের জন্য পছন্দনীয় ও উপকারী মনে কর তাও হয়তো তোমাদের জন্য হবে ক্ষতিকর।

وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

আর আল্লাহ তা'আলা জানেন, তোমরা জান না।

জানমালের ক্ষয়-ক্ষতির আশংকায় হয়ত জিহাদ তোমাদের কাছে অপ্রিয়, অপছন্দনীয় এবং মন্দ মনে হবে। কিন্তু এ জিহাদের মাধ্যমেই অর্জিত হবে তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, বৃদ্ধি পাবে ইসলামের শান-শওকত। যা তোমাদের বাহ্যিক দৃষ্টিতে উপলব্ধি হয় না, আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।

জিহাদে অলসতাকারীর জন্য ধমকী

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে জিহাদের ফরজিয়াত সবার উপর সাব্যস্ত হওয়ার পরও যারা শিথিলতা প্রদর্শন করে, এবং জিহাদে যাওয়ার ক্ষেত্রে অলসতা ও টালবাহানা করে তাদেরকে ধমকের স্বরে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

তোমাদের কি হলো তোমরা কেন আল্লাহ্‌র পথে কিতাল কর না? ঐ সকল অসহায় নারী পুরুষও শিশুদের পক্ষে যারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদের অধিকারী অত্যাচারী তাই আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও, এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাঠাও।[৩৭]

আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় ক্বিতালের নির্দেশদানের পরিবর্তে সতর্কবাণী ব্যবহার করেছেন ' তোমাদের কি হলো? ধমকের সাথে বলছেন, কেন তোমরা মজলুম মানুষের দুঃখ নিবারণে জালেমের জুলুম-অত্যাচার বন্ধ করার লক্ষ্যে জানবাজি রেখে ক্বিতালের ময়দানে যাচ্ছ না। এটাতো তোমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

অন্যত্র আরো কঠোর ধমকের সাথে বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِى سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا مِنَ الْأٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِى الْأٰخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

হে মুমিনগণ ! তোমাদের কি হলো? যখন তোমাদের বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড় তখন তোমরা মাটিতে লুটিয়ে পড়, তোমরা কি আখেরাতের বদলে এ ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছ? মনে রেখো পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপভোগ অতি সামান্য।[৩৮]

রাসূলুলাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে দুনিয়ার মূল্য একটি সামান্য মশার ডানা সমানও হতো তবে তিনি কোন কাফেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে ইশারা করে বলেন। এ আঙ্গুলটি সমুদ্রে ডুবিয়ে বের করলে সমুদ্রের পানির অনুপাতে যতখানি পানি আসবে আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার অবস্থা

৩৭. সূরা নিসা-৭৫
৩৮. সূরা তাওবা-৩৮

ততখানিই।

জিহাদ পরিত্যাগকারীর জন্য হুমকী

ক্ষনস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে ধমক দিচ্ছেন কাশ্মিনকালেও মুমিনের এমনটি হওয়া উচিত না। তথাপি যদি হয়ে যায়, তাহলে তো সে মুমিনের বলয় থেকে ছিটকে পড়ে শাস্তির যোগ্য হবেই। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন।

إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

যদি তোমরা জিহাদের জন্য বের না হও তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা (জিহাদকে ফরয জেনেও জিহাদ না কর) তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।[৩৯]

আল্লাহ তা'আলা দীনের কাজের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম)-এর আহ্বানে জিহাদ করার জন্য অন্য লোকদেরকে নিয়ে আসবেন। তোমরা আল্লাহ পাকের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আলাহ্‌ তা'আলা অমুখাপেক্ষি, যদি তোমরা তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাক তবে আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতি হবে না, ক্ষতি তোমাদের। তোমরা সমূহ সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ থেকে মাহরুম হবে।

জিহাদের নির্দেশ

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে জিহাদের সুস্পষ্ট বিধান বুঝার পর স্বভাবতই প্রশ্ন আসে এত গুরুত্বপূর্ণ বিধান যার জন্য কঠিন ধমক ও ত্যাজ্য করারও হুমকি এসেছে এ দায়িত্ব কোন শ্রেণীর মানুষ আদায় করবে।

৩৯. সূরা তাওবা-৩৯

ওলামায়ে কিরাম বজুর্গানে দীন না সাধারণ মানুষ? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ الطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓاْ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَٰنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفاً

যারাই ঈমানদার তারা আলাহ্ তা'আলার রাহে জিহাদ করে আর যারা কাফের তারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও নিশ্চয়ই শয়তানের প্রচেষ্টা অত্যন্ত দুর্বল।[৪০]

যারা মুমিন তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র দীনের সাহায্যের জন্যে, আল্লাহ পাকের নাম বুলন্দ করার জন্য তথা শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে শয়তানের প্রতি তাদের আনুগত্যের কারণে। আর এ আয়াতে এ কথার প্রমান রয়েছে যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লড়াই করে না তারা শয়তানের পথে লড়াই করে। যারা ঈমানদার, প্রকৃত মুমিন তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে, মানবতার দুশমনদের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই করে, ঝাঁপিয়ে পড়ে রণাঙ্গনে। পক্ষান্তরে যারা মুসলমানদের শত্রু তথা মানবতার শত্রু তারা লড়াই করে শয়তানের পথে। অতএব হে মুমিনগণ ! তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদে লড়াই কর। তাদের ষড়যন্ত্রকে রুখে দাও। তাদের জুলুম অত্যাচার থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষা কর। মানবতার দুশমনদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন কর। আর মনে রেখে, জিহাদের আদেশ পালনে তোমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণই নেই। কেননা মুসলমানদের জিহাদ শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। এ উদ্দেশ্যে কোন পরাজয় নেই। আল্লাহ্র তা'আলা ঘোষণা দিচ্ছেন-

فَلْيُقَاتِلْ فِى سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا بِالاٰخِرَةِ وَمَن يُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً

যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রি করে দিয়েছে তাদের

৪০. সূরা নিসা-৭৬

কর্তব্য হলো আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করা আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করবে সে শহীদ হোক আর জয়ী হোক আমি তাকে মহা পুরস্কার দান করবো।[৪১]

ক্ষণস্থায়ী এ জীবনকে যারা আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে তাদের দায়িত্ব শুধু আল্লাহ্র আদেশ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর তরিকায় জিহাদ চালিয়ে যাওয়া। জিহাদ ত্যাগ করে দুদিনের এই জিন্দেগীর লোভ লালসা, স্বার্থ ও পার্থিব ভোগ বিলাসে মত্ত হওয়া আদৌ উচিৎ না। কারণ আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদের শুভ পরিণতি সকল অবস্থায় সুনিশ্চিত। যদি জিহাদে বিজয় অর্জন হয় তবে তো কথাই নেই আর তাই সকলের কাম্য, কিন্তু যদি কোন কারণে পরাজয়ও হয় তবুও তা বিজয়েরই নামান্তর। কেননা জিহাদের মূল উদ্দেশ্য তো আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি তা জয়-পরাজয় উভয় অবস্থাতেই অর্জন হয়। বিক্রিত মালের মাঝে মালিকের কোন অধিকার থাকে না। ক্রেতা যেভাবে তাকে ব্যবহার করে। তবে হ্যাঁ! বিক্রির পর সে অবস্থা কিন্তু বিক্রেতা যদি ক্রেতার কাছে বিক্রি না করে তবে ক্রেতার যত সম্পদই হোক না কেন অণ্যের সম্পদে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই, অতঃএব কোন ব্যক্তি একথা বলতে পারে যে আমি তো আমার পার্থিক জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করিনি। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিচ্ছেন যদি তোমরা মুমিন দাবী কর তবে নিজের জান-মাল বিক্রি কর আর নাই করো কালিমা পড়ার সাথে সাথে আমি তোমার জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছি।

মুমিনের জান-মাল বিক্রিত

إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন

৪১. সূরা নিসা-৭৪

জান্নাতের বিনিময়ে, তারা আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই করে (শত্রুদেরকে) হত্যা করে অথবা নিজে প্রাণ বিলিয়ে দেয়।[৪২]

মানুষের জান, ধন-সম্পদ সবই আল্লাহ তা'আলার মহান দান। সেই মহান দাতাই আবার ক্রয় করে নিচ্ছেন মানুষ থেকে তাঁর দান সমূহ বেহেশতের অনন্ত অসীম নেয়ামতের বিনিময়ে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বেহেশতে এমন সব নিয়ামত রয়েছে যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শ্রবণও করেনি এমনকি কোন অন্তর কল্পনাও করেনি। এ সকল নিয়ামত দিবেন যে কাজের বিনিময়ে কাজটি হলো মুমিন আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের ময়দানে গিয়ে হয়তো নিজের জীবনকে আল্লাহ্‌র জন্য কুরবান করে দিয়ে জান্নাতে চলে যাবে অথবা কোন খোদার দুশমনকে হত্যা করে জাহান্নামের দরজায় ফেলে নিজের জন্য জাহান্নামের দরওয়াজাকে বন্ধ করে জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে নিবে। ইমাম রাজী (রহ.) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে অব্যাহতভাবে, কোন বাধার প্রাচীর তাদের প্রতিহত করতে পারে না। তারা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে শাহাদাতবরণ করে। যদি মুসলমানদের বিরাট দলও শাহাদাতবরণ করে তবুও তারা জিহাদ পরিত্যাগ করে না।

আলাম্মা সানাউলাহ্‌ পানিপাত্তি (রহ.) লিখেন, আয়াতে উলিখিত বাক্যাংশ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ যদিও আদেশমূলক নয় কিন্তু এর অর্থ আদেশমূলক অর্থাৎ তোমরা দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদ কর, আল্লাহ্‌র দুশমনদেরকে নিপাত কর এবং অনুষ্ঠ চিত্তে সত্তের জন্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রাণ উৎসর্গ কর।[৪৩]

জিহাদের প্রতি উদ্ধুদ্ধতার নির্দেশ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে প্রত্যেক মুমিনকেই জিহাদ করতে হবে। এখন এ জানা প্রয়োজন যে, জিহাদ বুঝার সাথে সাথে জিহাদে চলে যাব, না আরো কোন কাজ রয়েছে। উত্তর হবে অবশ্যই

৪২. সূরা তাওবা-১১১
৪৩. তাফসীরে নূরুল কুরআন-১১/৫৩

রয়েছে যেহেতু আলমী নবীর আলমী উম্মত তাই নিজের সাথে সাথে অন্যের ফিকির করতে হবে যেমনটি করে ছিলেন নবী-রাসূলগণ। শুধু নিজে চলে গেলেই চলবে না অন্যদেরকেও উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন -

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্ধুদ্ধ করুন।[৪৪]

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এ আয়াতের তাফসীরে একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম তাঁর দায়িত্ব পালনে বদরের দিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

ইরশাদ হচ্ছে- তোমরা উঠো, সেই জান্নাতকে অর্জন কর। যার প্রস্থ আসমান, জমীনের চেয়ে অধিকতর। হযরত উমায়ের ইবনে হাম্মাদ বলেন, এত প্রস্থত? রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, হ্যাঁ! এত প্রস্তুই তখন তিনি বললেন, আমি আশা করি যেন আল্লাহ আমাকে সে জান্নাত নববী করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন আমি ভবিষ্যদ্বানী করছি যে, তুমি জান্নাতী। সাহাবী ছুটে গেলেন রণাঙ্গনে, রসদ হিসাবে যে খেজুর ছিল তা ফেলে দিলেন এজন্য যে, এ খেজুর খাওয়ার জন্য বিলম্ব করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সিংহের ন্যায় দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনেক দুশমনকে শেষ করে অবশেষে তিনি আল্লাহর রাহে শাহাদাতবরণ করেন।

রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর উৎসাহে তো সাহাবায়ে কিরাম সাড়া দিয়েছেন, জানবাজী রেখেছেন, এমনও যদি কোন অবস্থা হয় যে, কেউই ডাকে সারা দিচ্ছে না তখন কি করনীয়।

আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন-

৪৪. সূরা আনফাল-৬৫

فَقَاتِلْ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ

আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কারো বিষয়ের জিম্মাদার নন। আর আপনি মুমিনদের উৎসাহিত করতে থাকুন।[৪৫]

আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়। হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জিহাদে কেউ শরীক হোক বা না হোক, আপনি একাই রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, আল্লাহ পাকই সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট। আপনি সামান্যও পরোয়া করবেন না। কেউ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

আল্লামা বগবী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানের সঙ্গে এ অঙ্গীকার করেছিলেন যে, জিলকদ মাসে বদরে সুগরায় পুনরায় দু'দলের মধ্যে মুকাবিলা হবে। যখন নির্দিষ্ট সময় হলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের জন্য আহ্বান করেলন, কিন্তু কিছু লোক এ আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত হলো না। এ অবস্থায় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ

রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর আহ্বানে বা অন্য কারো উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পর মুমিনের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা যুদ্ধে বের হয়ে পড় হালকা অথবা ভারী অবস্থায়, নিজেদের সম্পদও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করতে থাক। এটিই তোমাদের

৪৫. সূরা নিসা-৮৪

জন্য উত্তম, যদি তোমরা তা বুঝতে পার।[৪৬]

তোমরা আল্লাহর পথে বের হয়ে পড়, হালকা অবস্থায় অথবা ভারী অবস্থায়। তাফসীরকারকগণ এ বাক্যটির একাধিক অর্থ বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা যাহ্যাক (রা.) মুজাহিদ (রা.) ও ইকরামা (রা.) বর্ণনা করেন যুবক হও বা বৃদ্ধ জিহাদে বের হয়ে পড়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন মজবুত থাক, কিংবা দুর্বল, অভাবগ্রস্থ হও বা সম্পদশালী, অস্ত্রশস্ত্র কম থাকুক বা অধিক থাকুক বের হয়ে পড়।

হযরত আতিয়া উফীর মতে তোমরা বেরিয়ে পড় যানবাহনে আরোহী অবস্থায় থাক বা পদব্রজে থাক।

হযরত ইবনে যায়েদ (রা.)-এর মত হলো সম্পদশালী হও বা না হও বেরিয়ে পড়।

আলামা হামদানী (রহ.)-এর মত হলো তোমরা সুস্থ থাক বা অসুস্থ থাক বেরিয়ে পড় জিহাদের জন্য।

কোন কোন তাফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, জিহাদের আহ্বান শ্রবণ মাত্র আল্লাহ্র রাহে জিহাদে বের হয়ে যাওয়া। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সরাসরি নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও অনেক মুসলমান জিহাদ থেকে বিরত থাকে। যারা যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তাদের মধ্যে হতে আবার শিশু, মহিলা বৃদ্ধ ও একান্ত ওজরওয়ালা লোক ব্যতীত জিহাদকারী মুজাহিদের সংখ্যা একান্তই স্বল্প হয়ে থাকে।

স্বল্পের জয় যুগে যুগে

এ স্বল্প সংখ্যক মুজাহিদ বিশ্বময় বাতিলী শক্তির মুকাবিলায় টিকে থাকবে কি করে? ইসলামের জন্য কখনো কি বিজয়মালা ছিনিয়ে আনা সম্ভব? হতাশার এ জড়তা কাটিয়ে উঠার জন্য আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদগণের সামনে অতীতের দৃষ্টান্তসহ অভয় বানী দিচ্ছেন-

৪৬. সূরা তাওবাহ-৪১

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٍ كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصّٰبِرِينَ

কত মুষ্টিমেয় সংখ্যক মুমিনগণ, কত বিরাট কাফের বাহিনীর উপর বিজয় অর্জন করেছে। আল্লাহ তা'আলা বিপদে ধৈর্য-ধারণকারীদের সাথেই আছেন।[৪৭]

পবিত্র কুরআনের এ ঘোষণার সত্যতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। প্রকৃতপক্ষে বিগত দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে অমুসলিমদের সাথে যত যুদ্ধ হয়েছে তাতে কোন দিনই মুসলমানদের সংখ্যা শত্রু সৈন্য থেকে অধিক ছিল না; কিন্তু বেশিরভাগই সময়ই বিজয়মালা শোভা পেয়েছে মুসলমানদের গ্রীবায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করা যাচ্ছে।

যুদ্ধ	মুসলমানদের সংখ্যা	কাফিরদের সংখ্যা
বদর	৩১৩	১০০০
উহুদ	৭০০	৩০০০
খন্দক	৩০০০	১২,০০০
মুতা	৩০০০	১০,০০০
ইয়ারমুক	৪০,০০০	২,৪০,০০০
কাদেসীয়া	৮০০০	৬০,০০০
স্পেন	৭০০০	১০০,০০০
সিন্ধু	৬০০০	৫০,০০০

সবগুলোতেই মুসলমান বিজয়ী হয়েছেন। এতে এটিই প্রমাণিত হয়েছে যে, মুসলমান কোনদিন জনবল বা অস্ত্রবলে বিশ্বাসী হয়ে লড়াই করে না। বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদি যুদ্ধে জয়লাভ হয়, তবে তা আরও বড় সাফল্য। মুসলমানের সকল সাফল্য

৪৭. সূরা বাকারা-২৪৯

একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমেই হয়ে থাকে। তাঁর অনুমতি ও সাহায্য ছাড়া মুসলমানদের বিজয় হবে না তবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য পাওয়ার জন্য বান্দাকে অনুরূপ যোগ্যতা সম্পূর্ণ হতে হবে।

প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলার বিধান মুতাবেক বান্দাকে অগ্রসর হতে হবে। আলাহ তা'আলার বিধান হলো বান্দা সর্বস্ব ব্যয় করে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে পরে তার উপর সাহায্য আসবে। বান্দার প্রচেষ্টা যেখানে শেষ হবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য সেখান থেকে শুরু হবে। হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকলে সাহায্য ঘরে আসবে না, তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَأَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ

তোমরা তাদের সংঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জন করবে। অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এর দ্বারা তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্র শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে। অন্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ পাক জানেন।[৪৮]

আল্লাহ পাকের প্রতি তাওয়াক্কুল অবশ্যই রাখতে হবে। কিন্তু এর অর্থ নিজেকে নিষ্ক্রিয় রাখা নয় বরং একদিকে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা থাকবে এর পাশাপাশি দুশমনকে প্রতিরোধ করার জন্য যথাসাধ্য যুদ্ধের আসবাব পত্রও সংগ্রহ করতে হবে। আসবাবপত্র যদিও মুখ্য উদ্দেশ্য নয় তথাপি আসবাবপত্র ব্যতীত কারো বিজয়কে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না।

ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَعِدِينَ

৪৮. সূরা আনফাল-৬০

যদি তারা জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা করতো তবে তজ্জন্য কিছু না কিছু আয়োজনও করতো। কিন্তু তাদের বিজয় আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না, তাই তিনি তাদেরকে বিরত রাখেন এবং তাদেরকে বলা হয় যারা বসে আছে তোমরা তাদের সাথে বসে থাক।[৪৯]

জিহাদের ইচ্ছার সাথে সাথে শারীরিক ও মানসিকভাবে পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রস্তুতি ব্যতীত কারো দ্বারা যুদ্ধ করা সম্ভব নয় যদি সে বের হয়েও যায় তবে মুনাফিকদের মতো ফিরে এসে ঘরে বসে যেতে হবে। কেননা উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে। মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার মুনাফিক সঙ্গীদের নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারার নিচু এলাকা জোবার নামক স্থান পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের উদ্দেশ্য রওনা হলে তারা মদীনা প্রত্যাবর্তন করে। এবং বলতে থাকে এত গরমের সময় এত দীর্ঘ এবং দুর্গম পথ অতিক্রম করে বিশাল বাহিনীর মুকাবিলা করার কোন সামর্থই তো নেই। মূলত এ সকল মুনাফিকের যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছাই ছিলনা, তারা ধারণা করেছে, মদীনার আশপাশে হয়তো কোন এক স্থানে ছোটখাটো কোন গোত্রের সাথে যুদ্ধ হবে তাতে গনীমতে মাল পাওয়া যাবে। তাঁর অংশীদার হওয়ার জন্য জান-মালের কুরবানি ব্যতীতই রওনা হয়েছে।

জিহাদের জন্য অস্ত্র ধারণের নির্দেশ

পূর্বে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে এবং পরে জিহাদের জন্য বের হয়ে যাওয়ার সময়ও পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَكُمۡ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعٗا

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারন কর। পরে বিভিন্ন দলভুক্ত হয়ে অথবা সমবেতভাবে জিহাদে বেরিয়ে

৪৯. সূরা তাওবা-৪৬

পড়।[৫০]

যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রেম-প্রীতি, ইশক ও মুহাব্বাত রয়েছে তাদের জন্য আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করা সহজ। পক্ষান্তরে যাদের অন্তর আল্লাহ্র মুহাব্বত থেকে বঞ্চিত তাদের পক্ষে আল্লাহর রাহে প্রাণ দেয়া সহজ নয়। তাই এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে জিহাদের তাগিদ করেছেন এবং আত্মরক্ষার জন্য যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দিয়াছেন। কেননা জিহাদের মাধ্যমেই দীন ইসলাম শক্তিশালী হয়। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের দুশমনের অবস্থা থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ দুশমন সর্বদাই মুসলমানদের ধ্বংশ কামনা করছে সে প্রসংঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَيَمِيلُونَ عَلَيۡكُم مَّيۡلَةٗ وَٰحِدَةٗ

কাফেররা চায় যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য থেকে গাফেল থাক। এই সুযোগে তারা তোমাদের প্রতি এক সঙ্গে আক্রমণ করতে পারে।[৫১]

এ আয়াত প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনী মারেফ ও বনী আসসাবের বিরুদ্ধে জিহাদে গমন করেন। পথে এক স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করেন, সেখানে দুশমনের কোন লোক দেখা যায়নি। সে কারণে মুজাহীদরা হাতিয়ার খুলে রেখে দিলেন। এবং প্রয়োজনের তাগিতে তিনি সাহাবায়ে কিরাম থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন। একটি বৃক্ষের নীচে তিনি বসেছিলেন। গোয়াইরাশ ইবনে হারেশ মহারিবী নামক ব্যক্তি তাঁকে দেখে ফেলেছিল। সে বললো আল্লাহ আমাকে হত্যা করুক, যদি এই ব্যক্তিকে আমি হত্যা না করি। এরপর সে তলোয়ার উচু করে পাহাড়ের উপর থেকে

৫০. সূরা নিসা -৭১
৫১. সূরা নিসা-১০২

নীচে অবতরণ করলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন কর জিজ্ঞাসা করলো এখন আমার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে? তিনি জবাব দিলেন আল্লাহ! অতঃপর দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে ইচ্ছা গোয়াইরাশ ইবনে হারেস থেকে রক্ষা কর। গোয়াইরাশ তার প্রতি আঘাত করার জন্য তলোয়ার উচুঁ করে উদ্ধত হলো ঠিক কিন্তু এমনই সময় তার কাঁধে হঠাৎ ব্যথা শুরু হলো আর সে ব্যথার কারণে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তলোয়ারটি হাতে নিলেন এবং বললেন গোয়াইরাশ! এবার তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? সে বললো কেউ নয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন তুমি কি এই সাক্ষ্য দিবে না যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। তাহলে তোমার তলোয়ার ফিরিয়ে দিব। সে বললো না আমি এ সাক্ষ্য দিব না। তবে হ্যাঁ একথা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার সাথে কোন দিন যুদ্ধ করবো না। আর তোমার বিরুদ্ধে কোন দিন শত্রুর সাহায্য করবো না।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার তলোয়ার দিয়ে দিলেন। তখন সে বললো আল্লাহ্র শপথ তুমি আমার চেয়ে উত্তম। 'সুবহানাল্লাহ' সামান্য পূর্বে যাকে হত্যা করার জন্য ব্যকুল হয়ে এসেছে এখন নিজেই তাকে নিজের চেয়ে উত্তম ঘোষণা দিচ্ছে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম চরিত্রের সাথে উন্নত প্রযুক্তির অস্ত্রের সংমিশ্রণ রয়েছে। এ ঘটনার অস্ত্র থেকে সামান্য গাফেল হয়ে যাওয়ার পর শত্রুর হাতিয়ার নিজের হাতে তুলে নিয়ে চিরন্তরভাবে উম্মকে সতর্ক করেন যে, যত সংকটই হোক উন্নত প্রযুক্তির হাতিয়ার সংগ্রহ থেকে গাফেল হওয়া যাবে না।

আত্মরক্ষার নির্দেশ

একান্ত যদি কারণবসত হাতিয়ার বহন করতে কষ্ট হয় তবে অবশ্যই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن

تَضَعُوٓا۟ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

আর যদি তোমরা বৃষ্টির দরুন অসুবিধায় পড় তবে অস্ত্র পরিত্যাগ করলে কোন গুনাহ হবে না, তবে এ অবস্থায় তোমরা স্বীয় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই সঙ্গে রাখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।[৫২]

উল্লেখিত আয়াতগুলো যদিও কোন না কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ন হয়েছে কিন্তু এতে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের মৌলিক কিছু বিধান বর্ণনা করেছেন। অসুস্থ বা প্রাকৃতিক সমস্যার কারণে ভারী অস্ত্র উঠাতে না পারলেও আত্মরক্ষার সামান্য হাতিয়ার সঙ্গে রাখতে হবে।

প্রযুক্তি সংগ্রহের নির্দেশ

উপরোক্ত বিধানের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে কাফির যে প্রযুক্তির বা যে পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্রের ভান্ডার জমা করবে মুসলমানদেরকেও তাদের মুকাবিলায় তার চেয়ে অধিক প্রযুক্তি অর্জন করতে হবে। শুধু কাফিরদের প্রযুক্তি দেখে হতাশ হলে চলবে না, নিজেদেরকে প্রযুক্তি ও হাতিয়ার আবিষ্কার করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ
وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি যাতে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এজন্য যে, যাতে করে আল্লাহ জেনে নিবেন, কে না দেখে তাকে ও তার রাসূলগণের বিশ্বাস করে। আল্লাহ শক্তিধর পরাক্রমশালী।[৫৩]

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা যমখশরী (রহ.)-এর মতে بَأْسٌ شَدِيدٌ অর্থ 'লড়াই' আর مَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ অর্থ মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ অর্থাৎ লোহা

---

৫২. সূরা নিসা-১০২
৫৩. সূরা হাদীদ-২৫

দ্বারা অস্ত্র বানিয়ে জিহাদ করা হয়। আর জিহাদের মাধ্যমে ফিৎনা ফাসাদ নির্মূল হয়ে সমাজে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আয়াতের প্রথমাংশে আলাহ্ তা'আলা সুস্পষ্ট প্রমাণসহ রাসূল কিতাব ও মিযান নাযিল করার কথা উল্লেখ করেছেন। কাজেই এ দুয়ের সমন্বিত অর্থ এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তা'আলা কিতাবও নাযিল করেছেন, লোহাও অবতীর্ন করেছেন। এ দুয়ের কাজ হলো কিতাব তথা কুরআন হবে মানুষের জীবন চলার পথনির্দেশক ও সমাজ পরিচালনার নিয়ম-নীতি, আর এ নিয়ম-নীতিকে কার্যকর ও প্রয়োগ করা হবে লোহার মাধ্যমে। আর যারা কুরআন অনুযায়ী জীবন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে বাঁধা সৃষ্টি করবে তাদের শায়েস্তা করা হবে এই লোহার তৈরি অস্ত্রের মাধ্যমে।

লোহা থেকে অস্ত্র তৈরির প্রযুক্তি আল্লাহ তা'আলা পূর্ব যুগের নবীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যা আবার আল-কুরাানে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য উল্লেখ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ✡ أَنِ اعْمَلْ سَٰبِغَٰتٍ وَقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُواْ صَٰلِحاً إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

নিশ্চয় আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আদেশ করেছিলাম হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং পক্ষিকুলকেও এবং তাঁর জন্য নমনীয় করেছিলাম লোহা। যাতে তুমি পূর্ণ বর্ম তৈরী করতে পার। এবং তোমরা সৎ কর্ম কর। তোমরা যা কিছু কর । আমি তার সম্যক দ্রষ্টা।[৫৪]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَٰكِرُونَ

---

৫৪. সূরা সাবা-১০,১১

আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম। যাতে করে তা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না।[৫৫]

উপরোক্ত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায়, অস্ত্র কোন চোর, ডাকাত, বখাটে বদমাশদের প্রতিক বা ব্যবহারী বস্তু নয় বরং তাঁ নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দের শিয়ার। পূর্ববর্তী নবীদের কথা কালামে পাকে উল্লেখ করে এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বহু পূর্ব থেকেই অস্ত্র আবিষ্কারের প্রযুক্তি চলে আসছে উম্মতে মুহাম্মদীর উপরও এ দায়িত্ব কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এ দায়িত্ব পালনে বিপুল অর্থ ব্যয় হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা উম্মতকে পূর্ব থেকেই ব্যবসায় সন্ধান দিচ্ছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ✡ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

হে মুমিনগণ ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব? যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে। তা এই যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেরদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।[৫৬]

কাফের প্রধানদের হত্যার নির্দেশ

فَقَٰتِلُوٓاْ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَٰنِ

আর তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের

---

৫৫. সূরা আম্বিয়া - ৮০
৫৬. সূরা সফ-১০-১১

বিরুদ্ধে ।[৫৭]

আলাহ্ তা'আলা আরো বলেন-

فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর ।[৫৮]

এত বড় শক্তির সাথে কুলিয়ে উঠতে পারব কি?

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفاً নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল ।[৫৯]

কতক্ষন যুদ্ধ করব

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلهِ

আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ বা লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আলাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয় ।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ

আর তোমরা যুদ্ধ করতে থাক তাদের সাথে যতক্ষণ না ভ্রান্ত শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র দীন পরিপূর্ণ হয়ে যায় ।[৬০]

দুনিয়া তিন ধরনের

১. দারুল হারব । ২. দারুল ইসলাম । ৩. দারুল আমান ।

দারুল হারব যে কোন অবস্থায় যে কোন স্থানে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে ।

৫৭. সূরা নিসা-৭৬
৫৮ . সূরা তাওবা-১২
৫৯. সূরা নিসা-৭৬
৬০. সূরা আনফাল-৩৯

فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দি কর এবং অবরোধ কর । আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে থাক ।[৬১]

দারুল ইসলাম এখানে খলিফাতুল মুসলিমীনের উপর দায়িত্ব তিনি যা করেন ।

দারুল আমান- এখানে খলিফাতুল মুসলিমীন মাঝে মাঝে সৈনিকদের কে কাফেরদের উপর আক্রমণ করার জন্য পাঠাবেন ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক । আর জেনে রাখ আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন ।[৬২]

কাফেরদের গর্দানে আঘাত হানার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ

অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর ।[৬৩]

যুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থায় করণীয়

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

৬১. সূরা তাওবা-৬
৬২. সূরা তাওবা-১২৩
৬৩. সূরা মুহাম্মদ-৪

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমাদের উদ্দেশ্য কতৃকার্য হতে পারে ।[৬৪]

হাদীসে পাকে জিহাদের নির্দেশ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْامِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّابِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

فتح البارى كتاب استتابة المرتدين باب قتل من ابى قبوالفرائض ومانسبوا الى الردة، مسلم كتاب الايمان باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لااله الاالله محمدرسول الله، نسائى كتاب الزكاة باب مانع الزكاة مشارع الاشواق 1/80

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে থাকি যতক্ষণ তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর ইকরার করবে । অতঃপর যখন তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করে নিবে তখন জান-মাল ও সর্বস্ব শরীয়তের হদছাড়া সংরক্ষিত তার সমস্ত হিসাব-কিতাব আলাহ্ তা'আলার নির্ধারিত তিনি তার ব্যাপারে ফায়সালা করবেন ।[৬৫]

আমীরের নেতৃত্বে জিহাদের নির্দেশ

---

৬৪. সূরা আনফাল-৪৫

৬৫. বুখারী মুসলিম ও নাসায়ী শরীফ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ اَمِيْرٍبَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ،

ابوداود كتاب الجهاد باب فى الغزومع ائمة الجور، مشارع الاشواق 81-2/82

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন জিহাদ তোমার উপর ওয়াজিব প্রত্যেক আমীরের নেতৃত্বে চাই সে আমীর পুন্য বান হোক বা ফাসেক । নামাযও তোমাদের উপর অপরিহার্য । একজন মুসলমানের পিছনে চাই সে নেককার হোক বা ফাসেক সর্বদা গুনাহে কবীরায় নিমজ্জিত ।[৬৬]

ঈমানের আসল তিনটি

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مِنْ اَصْلِ الْاِيْمَان، اَلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ، وَلَاتُكَفِّرُه بِذَنْبٍ وَلَاتُخْرِجُه مِنَ الاِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ، مُنْذُبَعَثَنِى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ، اِلٰى اَنْ يُقَاتِلَ اخِرُاُمَّتِى الدَّجَّالَ لَايُبْطِلُه جَوْرُجَائِرٌ، وَلَاعَدْلُ عَادِلٍ وَالاِيْمَانُ بِاالاَقْدَارِ

ابوداود كتاب الجهاد باب فى الغزومع ائمة الجور، مشارع الاشواق 3/82

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন যে,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঈমানের আসল তিনটি বস্তু ।

১. যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা-ইলাহ্'-এর উপর ঈমান আনয়ন করেছে তাকে কষ্ট দেয়া থেকে নিজের হাত ও যবানকে সংরক্ষন করা । কারো গুনাহের কারণে তাকে কাফের সম্বোধন না করা । কারো আমলের কারণে তাকে ইসলামের বহির্ভূত মনে না করা ।

---

৬৬. আবু দাউদ শরীফ কিতাবুল জিহাদ

২. আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর জিহাদের বিধান দানের পর থেকে সর্ব শেষ উম্মত দাজ্জালের সাথে জিহাদ করা পর্যন্ত ও জিহাদ অব্যাহত থাকবে। কোন জালেমের জুলুম ও কোন ন্যায়বিচারকের ন্যায় বিচার জিহাদের এ বিধানকে রহিত করতে পারবেনা।

৩. তাকদীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।[৬৭]

জিহাদ জান্নাত লাভের শর্ত

عَنْ اِبْنِ الْخَصَاصِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَايِعَه عَلَى الاِسْلَامِ فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ تَشْهَدُاَنْ لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، وَتُصَلِّيْ الْخُمُسَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتُوَدِّيْ الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَتُجَاهِدَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! أَمَّااِثْنَتَانِ فَلاَأُطِيْقُهُمَا اَمَّا الزَّكَاةُ فَمَالِى اِلَّاعَشْرُذُوْدٍ هُنَّ رِسْلُ اَهْلِيْ وَحَمُوْلَتُهُمْ وَاَمَّاالْجِهَادُ فَيَزْعُمُوْنَ اَنَّ مَنْ وَلى فَقَدْبَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ فَأَخَافُ اِنْ حَضَرَنِىْ قِتَالٌ كَرِهْتُ الْمَوْتَ وَخَشَعْتُ نَفْسِيْ قَالَ : فَقَبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَه ثُمَّ حَرَّكَهَاثُمَّ قَالَ : لَاصَدَقَةَ، وَلَاجِهَادَ، فَبِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! أُبَايِعُكَ فَبَايَعَنِىْ عَلَيْهِنَّ كُلِّهِنَّ،

سنن كبرى، كتاب السير، باب اصل فرض الجهاد مشارع الاشواق 82-4/83

হযরত ইবনুল খাসাসীয়াহ (রা.) বর্ণনা করেন আমি একদা ইসলামের বাইয়াত গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সামনে কয়েকটি শর্ত পেশ করলেন যা হলো

১. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর সাক্ষ প্রদান করা।

২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা।

৩. যাকাত প্রদান করা।

৪. আল্লাহ্ তা'আলার ঘরে হজ্জ করা।

৫. আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করা।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আরজ করলাম হে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি দু'টি বিষয়ে অক্ষম তা হল যাকাত ও জিহাদ। যাকাতের ব্যাপারে অক্ষম এ জন্য যে আমার সামান্য কিছু উটনি রয়েছে যা আমার পারিবারিক দুধ পান ও সওয়ারির কাজে ব্যয় হয়। আর জিহাদের ক্ষেত্রে অক্ষম এ জন্য যে, আমি লোক মুখে শুনেছি যে জিহাদের ময়দানে থেকে পিষ্ঠ প্রদর্শন করে সে আল্লাহ্ তা'আলার গজবসহ প্রত্যাবর্তন করে। এ কারণে আমি আশংকা করছি এ ব্যাপারে যে আমি জিহাদের ময়দানে যেয়ে এক পর্যায়ে মৃত্যুর ভয়ে ভিত হয়ে পালিয়ে আসবো।

ইবনুল খাসাসীয়াহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথা শ্রবণ করে আমার হাত ধরে অত্যন্ত শক্তভাবে ঝাঁকুনি দিলেন এবং বললেন, তুমি সদকাও করবে না, জিহাদ ও করবে না জান্নাতে প্রবেশ করবে কিতাবে ? রাবী বলেন এ কথা শুনে আমি বিচলিত হয়ে বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আপনার সমস্ত শর্তসমূহের উপর বাইয়াত হব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সমস্ত বিষয়ের উপর বাইআত গ্রহণ করলেন।[৬৮]

জিহাদ, ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত চলবে

৬৭. আবু দাউদ শরীফ কিতাবুল জিহাদ

৬৮. আল্লামা বাইহাকী (রহ.) সুনানুল কাবীর গ্রন্থে

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَاأَنَاجَالِسٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْدَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْخَيْلَ قَدْسُيِّبَتْ وَوُضِعَ السِّلَاحُ، وَزَعَمَ اَقْوَامٌ اَنْ لَاقِتَالَ وَاَنْ قَدْوَضَعَتِ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ : كَذَبُوْا، اَلَانَ جَاءَ الْقِتَالُ، وَاِنَّه لَاتَزَالُ اُمَّةٌ مِنْ اُمَّتِيْ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، لَايَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، يُزِيْغُ اللّٰهُ بِهِمْ قُلُوْبَ اَقْوَامٍ، لِيَرْزُقَهُمْ مِنْهُمْ يُقَاتِلُوْنَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ وَلَايَزَالُ الْخَيْرُمَعْقُوْدًا فِيْ نَوَاصِي الْخَيْلِ، اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تَضَعُ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا، حَتّٰى يَخْرُجَ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ،

نسائی کتاب الجهاد باب دوام الجهاد مشارع الاشواق 5/84

হযরত সালমা ইবনে নাফীল (রা.) বর্ণনা করেন একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে আরজ করলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়াসমূহ ছেড়ে দিয়েছি, অস্ত্রসমূহ স্বযত্নে রেখে দিয়েছি। এবং কিছু সংখ্যক লোক ধারণা করেছে যে যুদ্ধ-জিহাদের সমাপ্তি ঘটেছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন যারা ধারণা করছে জিহাদ সমাপ্ত হয়েছে তারা মিথ্যার উপর রয়েছে। কেননা জিহাদ তো কেবলমাত্র শুরু হয়েছে। আমার উম্মতের একটি জামা'আত সর্বদা আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করতে থাকবে। আর তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য সর্বদা কিছু লোকের অন্তরকে বক্র করে রাখবেন যাতে তাদের মাধ্যমে মুজাহিদগণের রিযিকের ব্যবস্থা হয় অর্থাৎ উম্মতের একদল মুজাহিদ সর্বদা কাফেরদের সাথে লড়াই করবে এবং তাতে কাফেরদের মাল গণিমত হিসাবে মুজাহিদীনে কিরামের হাতে আসবে, এর দ্বারা তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাবে এবং ঘোড়ার কপালে

কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদার জন্য মঙ্গল রেখে দেয়া হয়েছে, আর জিহাদ ইয়াজুজ মাজুজ এর আবির্ভাব পর্যন্ত চলতে থাকবে।[৬৯]

জান-মাল দ্বারা জিহাদের নির্দেশ

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ، وَاَلْسِنَتِكُمْ.

ابوداود کتاب الجهاد باب کراهية ترك الغزو، نسائی کتاب الجهاد باب وجوب الجهاد، الدارمی کتاب الجهاد باب فی جهاد المشرکين باللسان واليد، مشارع الاشواق 84-6/85

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন তোমরা মুশরিকদের সাথে জিহাদ করতে থাক নিজের জান, মাল ও যবান দ্বারা।[৭০]

যবান দ্বারা জিহাদের উদ্দেশ্য হলো যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে বয়ান বক্তৃতা ও লিকনির মাধ্যমে এমন কথা বলা যা কাফেরদের জন্য পীড়াদায়ক ও মুসলমানদের জন্য জিহাদের প্রতি উৎসাহীমূলক হয়।

নামাযের ইমামের ন্যায় জিহাদের আমীর

عَنْ وَاثِلَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلُّوْا خَلْفَ كُلِّ اِمَامٍ، وَصَلُّوْاعَلٰى كُلِّ مَيِّتٍ، وَجَاهِدُوْامَعَ كُلِّ اَمِيْرٍ.

ابن ماجه کتاب الجنائزباب فی الصلاة علی اهل القبلة مشارع الاشواق 7/85

হযরত ছামুরা (রা.) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক ইমামের পিছনে নামায আদায়

---

৬৯. নায়ায়ী শরীফ কিতাবুল জিহাদ

৭০. আবু দাউদ শরীফ, কিতাবুল জিহাদ

করো, প্রত্যেক মুসলমানদের উপর নামাযে জানাযা আদায় করো এবং প্রত্যেক আমিরের নেতৃত্বে জিহাদ করো ।[৭১]

ইসলামের আটটি অংশ

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلاِسْلاَمُ ثَمَانِيَةَ اَسْهُمٍ، اَلاِسْلاَمُ سَهْمٌ، وَالصَّلاَةُ سَهْمٌ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ، وَالْحَجُّ سَهْمٌ، وَالْجِهَادُسَهْمٌ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ سَهْمٌ، وَالاَمْرُبِالْمَعْرُوْفِ سَهْمٌ، وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِسَهْمٌ وَخَابَ مَنْ لاَسَهْمَ لَه .

হযরত আলী ইবনে তালেব (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইসলামে আটটি অংশ তা হলো, ১. ইসলাম গ্রহণ করা, ২. নামায আদায় করা, ৩. যাকাত প্রদান করা, ৪. হজ্জ করা, ৫. জিহাদ করা, ৬. রমযানে রোযা রাখা, ৭. সৎকাজের আদেশ করা, ৮. অসৎ কাজের নিষেধ করা । ঐ ব্যক্তি হতভাগা, বঞ্চিত যার কাছে এগুলোর কোনটি নেই ।

আমীরের নির্দেশে জিহাদ করা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجْرَةَ فَقَالَ: لاَهِجْرَةَ بَعْدَالْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌوَنِيَّةٌ وَاِذَا سْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا

مسلم كتاب الامارة باب المبايعة يعد فتح مكة على الاسلام والجهاد مشارع الاشواق91 /12

হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

৭১ . ইবনে মাজাহ শরীফ কিতাবুল জানায়েজ

ওয়াসালাম-এর নিকট হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের বিধান অবশিষ্ট নেই, শুধু জিহাদ ও নিয়তে জিহাদ অবশিষ্ট রয়েছে । যখন তোমরাদেরকে আমীরের পক্ষ হতে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে তখন তোমরা জিহাদের জন্য বেরিয়ে পরবে ।[৭২]

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْجِهَادَ فَلَمْ يَفْضِّلْ عَلَيْهِ شَيْئًا اِلاَّالْمَكْتُوْبَ

سنن الكبرى كتاب السيرباب التفيرومايستدل به على ان الجهاد فرض على الجفاية مشارع الاشواق 15/92

হযরত আবু কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ খুৎবার মাঝে জিহাদের আলোচনা উল্লেখ করে ইরশাদ করেন জিহাদের উপর ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোন আমল নেই ।[৭৩]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম বাইহাকী (রহ.) বর্ণনা করেন, এ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, জিহাদ সর্ব অবস্থায় ফরযে কিফায়া । এ কারণেই ফরয নামাযকে তার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে ।

মাশারীউল আশওয়াকের মুসান্নেফ ইমামূল মাগাজী আল্লামা ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মাদ দামেশকী (রহ.) বর্ণনা করেন, জিহাদ সর্ব অবস্থায় ফরযে কিফায়া নয় বরং ক্ষেত্র বিশেষ তা ফরযে আইন হয় । যার আলোচনা জিহাদ ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়ার অধ্যায়ে বিস্তারিত হবে ।

হাদীসের কিতাবসমূহে জিহাদের বর্ণনা

বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর অতি প্রিয় মাহবুব রাহমাতুললীল আলামীন সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম-কে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং অন্যদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার আদেশ

৭২. মুসলিম শরীফ কিতাবুল ইমারা

৭৩. আবু দাউদ শরীফ

প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এ উভয় নির্দেশকে যথার্থ রূপে বাস্তবায়ন করেছেন। সাতাইশটি জিহাদে স্বশরীরে অশংগ্রহণ করেছেন যা ইতিহাসের কিতাবসমূহে বিস্তারিত বর্ণনা হয়েছে। এ কিতাবেরও তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হয়েছে।

দ্বিতীয় দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারো হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম নিজেদের কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, যার সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হল।

হাদীস শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য কিতাবে জিহাদের আলোচনা

১. **হাদীস শাস্ত্রের প্রমিদ্ধ কিতাব বুখারী শরীফের** প্রথম খন্ডে কিতাবুল জিহাদ শিরোনামে ২৪১ টি অধ্যায় উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক অধ্যায়ে এক বা একাধিক হাদীস রয়েছে।

৩৯০ পৃষ্ঠা থেকে ৪৫২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মোট ৬২ পৃষ্ঠা ব্যপী জিহাদের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে।

২. **হাদীসের আরেক প্রসিদ্ধ কিতাব মুসলিম শরীফের** দ্বিতীয় খন্ডে কিতাবুল জিহাদ শিরোনামে ১০০টি অধ্যায় উল্লেখ রয়েছে।

৩. **তিরমিযী শরীফের** প্রথম খন্ডে কিতাবুল জিহাদ শিরোনামে ১৫৫ টি অধ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. **আবু দাউদ শরীফের** প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে কিতাবুল জিহাদ শিরোনামে ১৭৬ টি অধ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে ৩৪২ পৃষ্ঠা থেকে ৩৬২ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় খণ্ডে ২ থেকে ৯ পৃষ্ঠা মোট ২৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তারিত জিহাদের আলোচনা হয়েছে।

৫. **নাসায়ী শরীফে** দ্বিতীয় খণ্ড কিতাবুল জিহাদ শিরোনামে ১৮৪টি অধ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। ৫৩ পৃষ্ঠা থেকে ৬৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মোট ৩১ পৃষ্ঠা ব্যাপী জিহাদের আলোচনা হয়েছে।

৬. **ইবনে মাজাহ শরীফে** কিতাবুল জিহাদ শিরোনামে ১৪২ টি অধ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৭ পৃষ্ঠা থেকে ২০৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মোট ১০ পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা হয়েছে।

৭. **মিশকাত শরীফের** প্রথম খণ্ড কিতাবুল জিহাদ শিরোনামে ৩২৯ পৃষ্ঠা হতে ৩৫৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মোট ২৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

৮. **আত তারগীব ও আত্ তারহীব** নামক কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডে কিতাবুল জিহাদ শিরোনামে ৩৬৫ পৃষ্ঠা থেকে ৪৪৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মোট ৯০ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৯. **হাদীসের এক বিশাল ভান্ডার মুসাননিফে ইবনে আবী শাইবান** কিতাবে কিতাবুল জিহাদ শিরোনামে ২১২ পৃষ্ঠা থেকে ৫৪৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মোট ৩৩৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

১০. **সুনানে কাবীর (বাইহাকী) শরীফের** নবম খণ্ডে কিতাবুল জিহাদ শিরোনামে ১পৃষ্ঠা হতে ১৮৩ পৃষ্ঠা মোট ১৮৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা হয়েছে।

১১.**কানজুল উম্মাল নামক কিতাবের** চতুর্থ খণ্ডে কিতাবুল জিহাদ শিরোনামে ২৭৮ পৃষ্ঠা হতে ৬৩৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মোট ৩৫৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা করা হয়েছে।

১২. **ইলায়ে সুনান নামক গ্রন্থের দ্বাদশ খণ্ডে কিতাবুল জিহাদ** শিরোনামে ১পৃষ্ঠা হতে ২৭৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মোট ২৭৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী জিহাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

ফিকাহ শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য কিতাবে জিহাদের আলোচনা

১. ফিকাহ্ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব হিদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ শরহে ফতহুল কদীর নামক কিতাবের পঞ্চম খণ্ডে ১৮৭ পৃষ্ঠা হতে ৩৩৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মোট ১৪৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী জিহাদের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. কানজুদ দাক্বায়েক্ব -এর নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ বাহরুর রায়েক্ব নামক কিতাবের পঞ্চম খণ্ডে কিতাবুল জিহাদ শিরোনামে ৭০ পৃষ্ঠা থেকে ১৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মোট ৭২ পৃষ্ঠা ব্যাপী জিহাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

৩. বিশ্ব বিখ্যাত ফতুয়ার কিতাব ফাতওয়ায়ে শামীর চতুর্থ খণ্ডে কিতাবুল জিহাদ শিরোনামে ১১৯ পৃষ্ঠা থেকে ২৬৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মোট ১৪৯ পৃষ্ঠা

ব্যাপী জিহাদের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

জিহাদের ফযীলত

মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ

মাকতাবাতুল কুরআন
নি খুঁ ত মু দ্র ণ ও প্র কা শ না প্র তি ষ্ঠা ন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
كَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجٰهَدَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا
يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ

তোমরা কি ধারণা করছো হাজীদের পানি সরবরাহকরা ও মসজিদে হারাম আবাদকরা ঐব্যক্তির সমান যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি এবং জিহাদ করে আল্লাহ্র পথে। এরা কস্মিনকালেও আলাহ্র কাছে সমান নয়। আল্লাহ্ তা'আলা জালেমদের হিদায়াত দান করেন না।

-সূরা তাওবাহ্ -১৯

কালামে পাকে জিহাদের ফযীলত

মানবতার চরম দুর্দিনে যখন আশরাফুল মাখলুকাত তার মর্যাদার আসন থেকে ছিঁটকে পড়ে মূল্যহীন পশুরমত অবহেলিত, উপেক্ষিত, অপমানিত ও নির্যাতিত। অসহায় মানবতার বুকফাটা আরজি শ্রবণেরমত কেউ নেই। সকলেই জড়বাদ, বস্তুবাদ ও ভোগবাদের মরফিয়া পান করে বেহুঁশ, বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, আত্মবিস্মৃত।

মানবতার এ করুণ সংকটময় মুহূর্তে আশরাফুল মাখলুকাতকে বিভ্রান্তির অতলগহ্বর থেকে মুক্ত করে স্বস্থানে উন্নীত করতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা অসীম কৃপায় নাযিল করেছেন মহাগ্রন্থ আল কুরআন। যার প্রতিটি পারায় পারায় আলোচনা হয়েছে, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার একমাত্র ইবাদাত জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ সম্পর্কে।

পবিত্র কালামেপাকে জিহাদের এতঅধিক আলোচনা হয়েছে যে, প্রসিদ্ধ মুফাস্সিরীনে কিরাম উল্লেখ করেছেন যে, পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বিষয়ই হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্। এ বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কালামে পাকের একশত পাঁচ স্থানে আদেশসূচক বাক্য ব্যবহার করেছেন এবং অর্ধসহস্রাধিক আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। জিহাদী আলোচনার অধিকাংশ স্থানেই ঈমানদারদের জিহাদী আমলের প্রতি ফযীলত বর্ণনার মাধ্যমে উৎসাহিত করেছেন। পর্যায়ক্রমে তারই কিছু আয়াত নিম্নে তুলে ধরা হলো।

জিহাদ হাজীদের পানি পানকরানো ও মসজিদে হারাম নির্মাণ অপেক্ষা উত্তম আমল

আলাহ্ তা'আলার মুবারক ঘর কা'বা শরীফ শতকোটি ভক্তের অন্তরে ভালবাসার জ্বালা সৃষ্টি করে। এ কালো ঘরটিকে দেখার জন্য যে অভাবিত আবেগ-উচ্ছ্বাস জাগে তার তীব্রজ্বালা সহ্যকরতে না পেরে কা'বা প্রেমিক মুসলমানগণ বাইতুলাহ্ শরীফে হাজিরা দেয়ার উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তর থেকে ছুটে আসে পাগলের মত। যে এখানে এসেও প্রাণের জ্বালা মিটাতে পারে না সে মনের দুঃখে করুন রোদনে তিলে তিলে ক্ষয় হয়।

এ কা'বায় হাজিরা দিয়েছেন আল্লাহ্র অগণীত নবী-রাসূল এবং নেক বান্দাগণ। মক্কা নগরী হচ্ছে আল্লাহ্প্রেমের নগরী। সবাই আল্লাহ্র রহমতের এবিশ্ব দরবারে হাজিরা দিয়ে অনুগ্রহভাজন হয়েছে। নেককারগণ এখানে এসে নেকের পাল্লা ভারী করে আর পাপীরা এসে নিজেদের পাপ মোছন করে। এ সাধারণ রীতির ব্যাতীক্রমও হয়েছে। মক্কার বাসিন্দা হয়েও রহমত থেকে বঞ্চিত এবং দুর্ভাগা লোকের সংখ্যাও কম নয়। জাহিলিয়াতের যেযুগে গোটা আরব ছিল অন্যায় অপকর্মের আঁধারপুরী, মূর্তি পূজার কেন্দ্রস্থল। এমন কোন অন্যায়-নেই যা তারা করতো না। মারামারি, হানাহানি তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। জুয়া, শরাব, জুলুম, অত্যাচার, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ছিল তাদের পেশা। মনুষ্যত্বহীন এ লোকগুলোও ছিল কালো কা'বার সীমাহীন ভক্ত। তাদের ভক্তির মহড়া তলাহীন থলে বস্তুরাখার মতই হয়েছে। কা'বার সামনে এসে ভক্তিতে পাপ সমাজে বিচরণকারীর সমস্ত পোশাক খুলে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করতো।

আল্লাহর ঘরের মেহমানদের খেদমতের জন্য পাগল হয়ে যেতো। প্রচণ্ড রোদে পানির মশক নিজ কাঁধে বহন করে অপরকে পরিতৃপ্ত করতো। এটাই ছিল মক্কাবাসীর অহংকার। তাদের চিন্তায় তারা এটাকেই পাপ মোচনের উৎস ও সফলতার সোপান মনে করতো। তারা মসজিদে হারামের খাদেম, হাজীদের সেবা করার মতো এমন মহৎ আমল থাকতে আবার আব্দুল্লাহ্র ছেলে মুহাম্মদের কথা শোনার কি প্রয়োজন? কি হবে কা'বার অভ্যন্তরে তিনশত ষাট মূর্তি পরিহার করে একত্ববাদের প্রতি ঈমান এনে মুহাম্মদের সাথে যুদ্ধে গেলে? আমাদের কাজই উত্তম, তাই আমরা মক্কায় আছি আর মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম কা'বা ছেড়ে রাতের আঁধারে পলায়ন করে বহু দূরে পাড়ি জমায়। মক্কায় মুশরিকদের এ বিভ্রান্তির ধারণা ও মিথ্যা অহমিকা দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ وَجٰهَدَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ

তোমরা কি ধারণা করছো হাজীদের পানি সরবরাহ্ করা ও মসজিদে হারাম আবাদ করা ঐব্যক্তির সমান যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি এবং জিহাদ করে আল্লাহ্র পথে। এরা কস্মিনকালেও আল্লাহ্র কাছে সমান নয়। আলাহ্ তা'আলা জালেমদের হিদায়াত করেন না।[১]

আয়াতের শানেনুযূল সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। তবে সমস্ত ঘটনা একই ধরনের। পারস্পরিক কোন সংঘাত নেই। নিম্নে অধিক প্রসিদ্ধ তিনটি ঘটনা তুলে ধরছি।

ঘটনা -১

বহুপ্রতিক্ষার পর মুসলমানরা সবেমাত্র নির্যাতনের পাহাড় চাপা থেকে মুক্তি পেয়ে এক অবিস্মরণীয় আমেজে রমযান উদযাপন করছিল। সিয়ামে রমযান, সকলেই ইবাদাতে মত্ত। দুনিয়ার কোন ব্যাস্ততাই নেই তাদের, কিন্তু ঠিক এমনিমুহূর্তে ভেসে এলো এক অশুভ সংবাদ। 'স্বার্থভোগী' খোদাদ্রোহী বেঈমান প্রতিমা পূজারীর দল মুসলমানদের সমূলে নিঃশেষ করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে এক বিশাল কাফেলা বিপুল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছে বদর প্রান্তরে। সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম সাহাবায়ে কিরামদের সাথে পরামর্শ করলেন। সিদ্ধান্ত হল, আমরা যুদ্ধ করব। যুদ্ধ সংঘটিত হলো ১৭ রমযান। আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে সাফল্য অর্জণ হল মুসলিম ক্ষুদ্র কাফেলার। কাফিরদের ৭০ জন বন্দী হয়ে এলো। এরমধ্যে রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) উল্লেখযোগ্য। তিনি বন্দী হয়ে আসতেই মুসলমান নিকটস্থ আত্মীয়-স্বজন তাঁকে বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করল যে, তুমি এখনো কেন এরূপ বাতিল ধর্মের উপর রয়েছ? এত সাফল্য ও সমস্ত কিছু সুস্পষ্ট হওয়ার পরও কেন ঈমানের এ মহামূল্যবান দৌলত থেকে বঞ্চিত?

হযরত আব্বাস (রা.) উত্তর দিলেন, তোমরা ঈমান ও হিজরতকে শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করছো? আমরা তো মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করছি, আমাদের কাছে এটাই উৎকৃষ্ট। এ ঘটনার প্রেক্ষীতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।[২]

১. সূরা তাওবাহ্ -১৯

২. তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত) ৫৫৮

ঘটনা -২

মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাকে বর্ণিত রয়েছে, হযরত আব্বাস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর একদা হযরত ত্বালহা বিন শায়বা হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যে আলোচনা চলছিল। হযরত ত্বালহা (রা.) বললেন, আমার যে ফযীলত তা তোমাদের নেই। বায়তুল্লাহ্ শরীফের চাবি আমার দখলে, ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহ্র অভ্যন্তরেও রাত যাপন করতে পারি।

হযরত আব্বাস (রা.) বললেন হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনা আমার হাতে। বায়তুল্লাহ ও মসজিদুল হারামের শাসনক্ষমতা আমার নিয়ন্ত্রণে। হযরত আলী (রা.) বললেন, বুঝতে পারি না এগুলোর উপর তোমাদের এত গর্ব কেন? আমার কৃতিত্ব হল আমি সবার থেকে ছয় মাস পূর্বে বায়তুল্লাহ্র দিকে নামায আদায় করছি এবং রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম -এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। তাঁদের এ আলোচনার প্রেক্ষীতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়, যাতে স্পষ্ট করে দেয়া হয় যে, শিরীককমিশ্রিত আমল যতবড়ই হোউক কবুলযোগ্য নয় এবং এর কোন মূল্য নেই। বিধায় কোন মুশরিক মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহ দ্বারা মুসলমানদের মোকাবেলায় ফযীলত ও মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। অন্যদিকে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও জিহাদের মর্যাদা মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশী।[৩]

ঘটনা -৩

মুসলিম শরীফ ও আবু দাউদ শরীফে ইবনে হাব্বান ও হযরত নোমান ইবনে বশির (রা.) থেকে ভিন্নরূপ বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন আমি একদা কয়েকজন সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর মিম্বরের কাছে বসা ছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন বললেন, ইসলাম গ্রহণের পর আমার কোন পরওয়া নেই যে, আমি আলাহ্র জন্য কোন কাজ করবো আমি শুধু হাজীগণকে পানি পান

৩. তাফসীরে কাবীর-১৬/১১ তাফসীরে মাজহারী ৫/২০১ তাফসীরে নুরুল কুরআন ১০/১৫০ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ৫৫৮

করাবো। এ কাজকেই আমি সবচেয়ে বড় আমল মনে করি। দ্বিতীয় একব্যক্তি বললেন, আমি মসজিদে হারামের খেদমতে নিয়োজিত থাকবো। কারণ এ কাজকেই আমি সবচেয়ে ভাল মনে করি। তৃতীয়ব্যক্তি বললো, তোমরা যে সমস্ত ইবাদাতের কথা বলছ তদাপেক্ষা অধিক উত্তম হলো আল্লাহ্‌র পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করা।

হযরত ওমর ফারুক (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরের কাছে শোরগোল করো না। অপেক্ষা করো জুমআর পর তার সমাধান হবে। নামাযান্তে হযরত ওমর ফারুক (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সমাধান চাইলে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।[৪]

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ

'আর আল্লাহ্ তা'আলা জালেমদেরকে হিদায়েত দেন না'

ঈমান যে সকল আমলের মূল, আর জিহাদ মসজিদে হারাম আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহ অপেক্ষা উত্তম তা কোন সূক্ষ্মতত্ত্ব বা দুর্বোধ্য বিষয় নয়, বরং দিবালকের ন্যায় সুস্পষ্ট। এ সুস্পষ্ট বিষয়টি যাদের বোধগম্য নয়, কু-তর্কে তারাই পতিত হয় তারা জালেম। আর আল্লাহ্ তা'আলা এ সমস্ত জালেমদেরকে হিদায়েত ও উপলব্ধি শক্তি দান করেন না।[৫]

তাফসীরে মাজহারীতে উল্লেখ রয়েছে যারা মুশরিক বা যারা ইসলাম বিরোধী তারা এমনিতেই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে আর এমন জালেমদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা (জিহাদ বুঝার) হেদায়েত করেন ন।[৬]

জিহাদ মু'মিনের বৈশিষ্ট্য

জিহাদকে কেন্দ্র করে বর্তমান ইসলাম বিদ্বেষী ও ইসলামের দুশমনরা, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপবাদ অভিযোগ ও আক্রমনাত্মক বক্তব্য দিয়ে চলছে। তারা মুসলমানদের সন্ত্রাসী, রক্ত পিপাসু, হিংস্র বলে আখ্যায়িত করছে। অথচ ইসলামই একমাত্র ধর্ম,

৪. তাফসীরে মাহজারী ৫/২০০, তাফসীরে নুরুল কুরআন ১০/১৪৯

৫. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন- ৫৫৮

৬. তাফসীরে মাজহারী ৫/২০২, তাফসীরে নূরুল কুরআন ১০/১৫১

মুসলমানই একমাত্র জাতি যারা বিশ্বের বুকে নির্যাতিত, নিপীড়িত, উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত অসহায় মজলুম মানবতাকে অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করেছে। ধরার বুক থেকে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদের চির কবর রচনা করেছে।

জিহাদই একমাত্র ইবাদাত যার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে মানবতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশ ও সত্যিকার জীবনধারা। ধরা পড়েছে সত্যের বৈশিষ্ট ও প্রকৃত হকের শক্তি।

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ মুসলিম জাতিকে দান করেছে দুনিয়ার আধিপত্য ও আখেরাতের চিরশান্তি নিবাস জান্নাত।

যুক্তির দৃষ্টিতে তাকালেও দেখা যায় যে, কোন একব্যক্তির একটি অঙ্গে মারাত্মকভাবে ইনফেক্শন হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখাহলো, যদি এ অঙ্গ না কাটা হয় হবে তা গোটা দেহে ছড়িয়ে রোগী মারা যাবে। সিদ্ধান্ত অনুপাতে সময়মত ডাক্তার অস্ত্র চালিয়ে অঙ্গটি কেটে ফেললো। এতে রোগী ভাল হয়ে উঠল। এখন এক্ষেত্রে কেউ কি বলবে? ডাক্তার এতো খারাপও সন্ত্রাসী জীবিত মানুষের তরতাজা অঙ্গটি অস্ত্র চালিয়ে কেটে ফেললো কেন? বরং সকলেই ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিবে, অভিজ্ঞ ও দক্ষতার উপাধি দিবে।

ঠিক তদ্রুপ যখন কোন দেশে বা সমাজে কিছুব্যক্তি বা জামাতের কারণে বিচ্ছৃংখলা সৃষ্টি হয়। তখন মু'মিনের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় সে তাগুতের গোড়া অনুসারীকে জিহাদের হাতিয়ার দ্বারা অপারেশন করা, যাতে সমাজ ও রাষ্ট্র ফেৎনামুক্ত হয়ে যায়। ইসলামী রীতি অনুপাতে এ কাজ সম্পাদন করা মু'মিনের দায়ীত্ব ও মহান বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

الَّذِينَ أٰمَنُوا يُقٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ
الطّٰغُوتِ فَقٰتِلُوٓا أَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيفًا

যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করে। আর যারা কাফের তারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে। অতএব তোমরা শয়তানের দোসরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও। নিশ্চয়ই শয়তানের চেষ্টা অত্যন্ত দুর্বল।[৭]

৭. সূরা নিসা- ৭৬

মুফাস্সিরীনে কিরাম লিখেন-আয়াতে জিহাদের উদ্দেশ্য ও মু'মিনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। যারা মু'মিন তারা যুদ্ধ করে 'আল্লাহর দীনের সাহায্যার্থে, আল্লাহ্ তা'আলার নাম বুলন্দ করণার্থে এবং শুধুমাত্র আলাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের আসায় জিহাদ করে। আর যারা কাফির তারা যুদ্ধ করে শয়তানের প্রতি তাদের আনুগত্যের কারণে। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, যারা ঈমানদার প্রকৃত মু'মিন তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্ধেশ্যে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে মানবতার দুশমনদের বিরুদ্ধে অবিরাম জিহাদ করে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে ইসলাম ও মানবতার শত্রুরা লড়াই করে শয়তানের পথে।

অতএব হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের ষড়যন্ত্রকে বাঞ্চাল কর, তাদের জুলুম-অত্যাচার থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষা কর, মানবতার দুশমনদের পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন কর। আর মনে রেখো জিহাদের আদেশ পালনে তোমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা তোমাদের জিহাদ যেহেতু শুধু আমার (আলাহ্ তা'আলার) সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিধায় আমিই তোমাদের সাহায্য করবো।

এ কথাও মনে রেখো যে, শয়তানের চাল-চক্রান্ত খুবই দুর্বল। অতএব শয়তানের বন্ধুদের সঙ্গে তোমরা নিশ্চিন্তে জিহাদ চালিয়ে যাও। শয়তান সর্বদা তার দোসরদের সাথে প্রতারণা করে। বদরযুদ্ধে শয়তান কাফিরদেরকে বলেছিল আমি তোমাদের পিছনে আছি। নির্ভয়ে যুদ্ধ করো, কেউ তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশ্তাদের আগমণ দেখেই শয়তান পলায়ন করলো এবং দূর থেকে ঘোষণা দিল তোমাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি এমনকিছু জাতি দেখছি যা তোমরা দেখনা। আমি আল্লাহকে ভয় করি আর আলাহ তা'আলার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।[৮]

ইমাম রাজী (রহ.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেন, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল।" কারণ আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের ময়দানে তার বন্ধুদেরকে ফিরিশতাদের মাধ্যমে এত

৮. তাফসীরে নূরুল কুরআন৫/১৩১, তাফসীরে মাজহারী ৩/১৬৯।

অধিক পরিমাণ সাহায্য করে যে, কাফিরদের বন্ধু শয়তানের সাহায্য তদপেক্ষা অত্যন্ত দুর্বল। যারা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার প্রেমে মুগ্ধ-মত্ত-মাতোয়ারা হয়ে আল্লাহ্র রাহে জিহাদের ময়দানে শহীদ হয় তারা অমরত্ব লাভ করে। দুনিয়ার অবস্থানে হয়তো দরিদ্র, নীচু বংশ, অপরিচিতি হতে পারে। কিন্তু জিহাদের বরকতে সর্বযুগেই বীর-বাহাদুর হিসেবে জাতি স্মরণ করবে। পক্ষান্তরে যারা শয়তানের পথে চলে দুনিয়াতে অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হয় তাদের নাম পৃথিবী থেকে মুছে যায়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের চক্রান্তকে অত্যন্ত দুর্বল হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।[৯]

হযরত হাকীমূল উম্মাহ মুজাদ্দিদে মিল্লাত শাহ্ আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন-

যারা পূর্ণ ঈমানদার তারা এ সমস্ত নির্দেশ শ্রবণ করে আল্লাহর পথে ইসলাম বিজয়ের জন্য জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা শয়তানের পথে কুফরকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা হতে বিরত রাখে। এতে সুস্পষ্ট যে, এতদুভয়ের মধ্যে মু'মিনদের প্রতিই আলাহ্র সাহায্য বর্ষিত হয়।

অতএব হে মু'মিনগণ! তোমরা শয়তানের সহচরদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ কাফিরদের বিরুদ্ধে যাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কোন সাহায্য নেই, যুদ্ধ জিহাদ চালিয়ে যাও আর যদি তারা বিজয় লাভের জন্য বিভিন্ন চেষ্টা করে তবে তা শয়তানী চেষ্টা মাত্র। শয়তানই কেবল কুফরী শক্তিকে সাহায্য করে। শয়তানের চেষ্টা অত্যন্ত দুর্বল। কাফেরদের জন্য কোন গায়েবী সাহায্য নেই। যদি কখনো বিজয় অর্জন হয়েও যায় তবে তা কেবল তাদের ঢিল দেয়ার জন্য। অতএব মুসলমানদের প্রতি যে গায়েবী সাহায্য হয় শয়তানের চেষ্টা তার কি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে? মোটকথা জিহাদের প্রতি জোরালো আহ্বানও হয়েছে এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও রয়েছে। তাই মুসলমানের জন্য জিহাদ করতে কি কোন আপত্তি থাকতে পারে? আয়াতে বারবার তারই তাকীদ করা হচ্ছে।[১০]

৯. তাফসীরে নূরুল কুরআন-৫/১৩২

১০. তাফসীরে আশরাফী ১/৬৬০

ঈমান, নামায, পিতা-মাতারসাথে উত্তম ব্যবহারের পর সর্বউৎকৃষ্ট আমল

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ الصَّلاَةُ عَلٰى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىُّ ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَىُّ ؟ قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ.

صحيح البخارى كتاب مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 62/134

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, সর্বউৎকৃষ্ট আমল কোনটি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নামায তা সময়মত আদায় করা। পুনরায় জিজ্ঞাস করলাম, তারপর কোন আমল সর্ব উৎকৃষ্ট? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোন আমল সর্বউৎকৃষ্ট? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করা সর্বউৎকৃষ্ট আমল।[১১]

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْجِهَادَ فَلَمْ يُفَضِّلْ عَلَيْهِ شَيْئًا اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ

رواه ابوداود الطيالسى فى مسنده بسندصحيح كماذكر ابن حجر فى المطالب العاليه بزوائد المسانيد الثمانيه 229/5

হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা খুৎবা প্রদানকালে জিহাদের উল্লেখ করে বললেন, তার চেয়ে (জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ) উৎকৃষ্ট কোন আমল নেই, তবে ফরয নামায ব্যাতীত।[১২]

১১. সহীহ বুখারী ১/৭৬, সহীহ-মুসলিম ১/৬২

১২. মুসনাদে আবু দাউদ, আল মাতালীবুল আলীয়া-৫/২২৯ হাদীস নং-২১১৪

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ مَاشَحَبَ وَجْه وَلاَاغْبَرَّتْ قَدَمٌ فِىْ عَمَلٍ يُبْتَغٰى بِهٖ دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ الْمَفْرُوْضَةِ كَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ

كتاب الجهاد لابن مبارك، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 62/135

হযরত মু'আজ বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঐ সত্তার শপথ! যার কুদরতী হাতে আমার জান, ফরয নামাযের পর জিহাদের ময়দানে পরিশ্রান্ত চেহারা ও ধূলিমাখা পা থেকে জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধির কোন আমল নেই।[১৩]

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرَى الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَفْضَلَ الاَعْمَالِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

السنن الكبرى كتاب السير باب النفيروما يستدل به على ان الجهاد فرض على الكفاية، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 63/135

হযরত ইবনে ওমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর কাছে নামাযের পর সর্বোৎকৃষ্ট আমল ছিল জিহাদ ফী সাবীলিলাহ।[১৪]

ঈমানের পর সর্বোত্তম আমল জিহাদ

ঈমান হলো আল্লাহ্ পাকের তাওহীদ বা একত্ববাদের ঘোষণা করা এবং তাঁর গুণাবলীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। এ কথার সাক্ষ দেয়া যে, এক আল্লাহ ব্যাতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই, কোন প্রেমাস্পদ নেই। তিনি প্রেমময়-করুণাময়, অনাদি-অনন্ত, চিরসুন্দর সর্বগুণের আধার, সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর দান অনন্ত-অসীম। তিনি বিশ্বস্রষ্টা এবং বিশ্ব-নিয়ন্তা। তিনিই বিশ্ব-প্রতিপালক।

বিশ্ব সৃষ্টির প্রতিটি অনু-পরমানু মহান আল্লাহ পাকের অপূর্ব কুদরত হেকমতের জীবন্ত নিদর্শন। ঈমানের এ মজবুত ভিত্তি ব্যাতীত কোন মানুষ

১৩. কিতাবুল জিহাদ, ইবনে মুবারক-১/৭৭

১৪. সুনানে কুবরা, বায়হাকী-৯/৪৮

কখনো সফলতার সোপানে পৌঁছতে পারবে না। সমস্ত ইবাদাতের প্রাণই হলো ঈমান। ঈমান ব্যাতীত কোন আমলই গ্রহণীয় হতে পারে না। যেমনটি বলেছেন আল্লামা কাসেম নানুতবী (রহ.)।

তিনি বলেন ঃ রৌদ্রের তাপ স্থায়ীত্বের জন্য যেমন সর্বক্ষণ সূর্যের মুখাপেক্ষি। সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাপ তো দূরের কথা আলোর অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায় না। ঠিক তদ্রূপ মানুষ তার অস্তিত্ব ও ইবাদাতের কার্যকারিতা বজায় রাখতে মহান আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের ঘোষণা ও তাঁর গুণাবলীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও তাঁর অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ততা অত্যাবশ্যকীয়।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি এ বিশ্বাস ও জবানের ঘোষণা শারীরিক সমস্ত ইবাদাতের চেয়ে উর্ধে সে হিসেবেই ঈমানকে সমস্ত আমলের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তার অসংখ্য হাদীসে পাকে আমলের মাঝে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহকে সর্বউৎকৃষ্ট বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঈমানের পর সর্বোৎকৃষ্ট আমল হল জিহাদ। নিম্নে কয়েকটি হাদীস প্রদত্ত হলো।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الاَعْمَالُ اَفْضَلُ ؟ قَالَ اِيْمَان بِاللهِ وَرَسُوْلِه قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ

صحيح مسلم كتاب الايمان باب كون الايمان بالله تعالى افضل الاعمال، فتح البارى كتاب الايمان باب من قال ان الايمان هوالاعمال، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 64/136

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাস করা হল, কোন আমল সর্বোৎকৃষ্ট? রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন- আলাহ ও তাঁর রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর উপর ঈমান আনা। অতপর পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো এরপর কোন আমল উৎকৃষ্ট? রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। অতঃপর পুনরায় জিজ্ঞাস করা হলো। উত্তম আমল কি?

রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, মাকবুল হজ্ব।[১৫]

عَنْ مَاعَزٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه سُئِلَ اَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللهِ وَحْدَه ثُمَّ الْجِهَادُ ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ الاَعْمَالِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ اِلى مَغْرِبِهَا ۔

مسنداحمد، قال الهيثمى فى مجمع الزوائد رجال احمد رجال الصحيح 476/3 مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 65/136

হযরত মা'আজ ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন আমল সর্বোৎকৃষ্ট? রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, আলাহ তা'আলা এক তাঁর কোন শরীক নেই-এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, তারপর জিহাদ ফী সাবীলিলাহ, অতঃপর মাকবুল হজ্ব, ঈমান ও জিহাদেরপর পূর্বাপর সমস্ত ইবাদাত অপেক্ষা উত্তম।[১৬]

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الاَعْمَالِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِه قُلْتُ : فَاَيُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ اَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا وَاَغْلاَهَا ثَمَنًا

صحيح البخارى كتاب العتق باب اى الرقاب افضل بطول، صحيح مسلم كتاب الايمان باب بيان كون الايمان بالله افضل الاعمال، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 66/136

হযরত আবু যর গিফারী (রা.) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামকে জিজ্ঞাস করলাম সর্বোৎকৃষ্ট আমল কোনটি? উত্তরে রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনা ও তাঁর পথে জিহাদ করা। আমি পুনরায়

১৫. সহীহ বুখারী-১/৮, সহীহ মুসলিম-১/৬২

১৬. মুসনাদে আহমাদ-৪/৩৪২

জিজ্ঞাস করলাম আজাদ করার জন্য কোন গোলাম সর্বোৎকৃষ্ট? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঐ গোলাম আজাদ করা অধিক উৎকৃষ্ট যা অত্যন্ত মূল্যবান ও মনিবের অধিক পছন্দনীয়।[১৭]

عَنْ اَبِیْ قَتَادَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّه قَامَ فِيْهِمْ b‡ فَذَكَرَ اَنَّ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالاِيْمَانَ بِاللهِ اَفْضَلُ الاَعْمَالِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَتُكَفِّرُ عَنِّيْ خَطَايَایَ كُلَّهَا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ

صحيح مسلم كتاب الامارة باب من قتل فى سبيل الله كفرت خطاياه الاالدين بطول يسير، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 67/137

হযরত আবু কাতাদাহ (রা.) বর্ণনা করেন একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবারত অবস্থায় ঘোষণা দিলেন। আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা দুনিয়ার মাঝে সর্বোৎকৃষ্ট। ইত্যবসরে একব্যক্তি জিজ্ঞাস করলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যদি আমি আল্লাহ্ তা'আলার রাহে শহীদ হয়ে যাই তাহলে কি আমার সমস্ত পাপরাশিকে ক্ষমা করা হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।[১৮]

ঈমান, জিহাদ ও হজ্ব সর্বোৎকৃষ্ট আমল

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الاَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ تَعَالى اِيْمَانٌ لاَشَكَّ فِيْهِ وَغَزْوٌ لاَغُلُوْلَ فِيْهِ وَحَجٌّ مَبْرُوْرٌ ،

مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 68/137

১৭. সহীহ্ বুখারী-১/২৪২, সহীহ মুসলিম -১/৬২
১৮. সহীহ্ মুসলিম-২/১৩৫

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন ঈমান যাতে কোনপ্রকার সন্দেহ নেই, এমন জিহাদ যাতে গণীমতের কোন খিয়ানত হয়নি এবং কুবল হজ্ব আল্লাহ তা'আলার কাছে সমস্ত আমল অপেক্ষা উত্তম আমল।[১৯]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَىُّ الاَعْمَالِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَحَجٌّ مَبْرُوْرٌ ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ وَاَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ ذٰلِكَ اِطْعَامُ الطَّعَامِ وَلِيْنُ الْكَلَامِ ، وَالسَّمَاحَةُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ فَلَمَّا وَلّى قَالَ وَاَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ ذٰلِكَ لاَتَتَّهِمَ اللهَ عَلى شَيْءٍ قَضَاهُ عَلَيْكَ

قال الهيثمى فى مجمع الزوائد رواه الطبرانى باسنادين فى احدهما ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وفى الاخرسويدبن ابراهم وفقه ابن ورين فى روايتين وضعفه الناسائى وبقية رجالهما ثقات 5/507 مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 72/138

হযরত উবাইদা ইবনে সামেত (রা.) বর্ণনাকরেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কোন আমল সর্বোৎকৃষ্ট? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঈমান আনয়ন করা, আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করা এবং কবুল হজ্ব করা উৎকৃষ্ট আমল।

লোকটি চলে যেতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার জন্য অত্যধিক সহজ আমল ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়ানো নরম স্বরে কথা বলা, মানুষের সাথে নম্র ও উত্তম ব্যাবহার করা। অতঃপর লোকটি যখন আবার চলে যেতে আরম্ভ করল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার জন্য আরো অত্যধিক সহজ আমল

১৯. সহীহ ইবনে হিব্বান-১০/৪৫৮, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, মুসনাদে আহমদ-২/২৫৮

হলো আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য যা ফায়সালা করবেন তার উপর শেকায়েত না করে নতশিরে মেনে নেয়া ।[২০]

জিহাদ আযান থেকে উত্তম

ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হলো নামায । নির্ধারিত সময়ে তা আদায়ের জন্য আযানের ন্যায় এক অপূর্ব পদ্ধতি মহান প্রভুর পক্ষ থেকে প্রদত্ত হয়েছে । হাদীসে নববীতে মুআজ্জিনের অনেক ফযীলতের কথা বলা হয়েছে । হাশরের ময়দানে মুআজ্জিনের গর্দান সবচেয়ে লম্বা হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে । আযানের কারণে হযরত বিলাল (রা.)-এর মত একজন হাবশী গোলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অতিপ্রিয় প্রাত্রে পরিণত হয়েছিলেন । কুরআনের বাণীর মর্মঅনুযায়ী সবচেয়ে উত্তম আহ্বানকারীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন ।

এতদসত্ত্বেও হযরত বিলাল (রা.)-এর নিকট মসজিদে নববীর আযানের চেয়ে জিহাদের ময়দান প্রিয় মনে হয়েছে । তাই তিনি আযানের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত পরিহার করে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ।

عَنْ سَعْدِ بْنِ عَائِسٍ قَالَ أَذَّنَ بِلاَلٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَيَاةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَذَّنَ لِاَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَيَاتَه وَلَمْ يُؤَذِّنْ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَه عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَايَمْنَعُكَ أَنْ تُؤَذِّنَ ؟ قَالَ اِنِّيْ اَذَّنْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى قُبِضَ وَأَذَّنْتُ لِأَبِيْ بَكْرٍ حَتّى قُبِضَ لِأَنَّه وَلِي نِعْمَتِيْ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِكَ اِلاَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَخَرَجَ فَجَاهَدَ،

ذكره الحافظ ابن عبدالبرنقلاعن ابن ابى شيبة الاستيعاب على هامش الاصابة، ابن عساكرتاريخ مدينة دمشق من طريق ابى يعلى، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 73/138

২০. মুসনাদে আহ্মদ-৫/৩১৯, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ-৫/৫০৭, তাবরানী

হযরত সাঈদ ইবনে আয়েস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত বিলাল (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় সর্বদা আযান প্রদান করতেন, অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যামানায়ও আযান প্রদান করেন । হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর যামানায় এসে আযান প্রদান বন্ধ করে দিলেন । হযরত ওমর (রা.) তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বিলাল (রা.) বললেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হায়াতে জিন্দিগীতে আযান দিয়েছি অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকাল হয়ে যায় তখন আবু বকর (রা.)-এর সময়ও আযান দিয়েছি কারণ তিনি আমাকে আযাদ করে নি'আমত প্রদান করেন । আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি "হে বিলাল তোমার জন্য জিহাদের চেয়ে উত্তম আর কোন আমল নেই ।" এ হাদীস বলে হযরত বিলাল (রা.) চলে গেলেন জিহাদের ময়দানে ।[২১]

উল্লিখিত বর্ণনাটি ইমাম তাবরানী (রহ.) ভিন্নরূপে বর্ণনা করেন যা তারিখে ইবনে আছাকির গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত হয়েছে ।

عَنْ سَعْدِ بْنِ عَائِسٍ جَاءَ بَلاَلٌ اِلى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اَفْضَلَ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ جِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَقَدْ اَرَدْتُ اَنْ اَرْبِطَ نَفْسِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّى اَمُوْتَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا اَنْشُدُكَ بِاللهِ يَا بِلاَلُ وَحُرْمَتِيْ وَحَقِّيْ لَقَدْ كَبُرَتْ سِنِّيْ وَضَعُفَتْ قُوَّتِيْ وَاقْتَرَبَ اَجَلِيْ فَاَقَامَ بِلاَلٌ مَعَه فَلَمَّا تُوُفِّيَ اَبُوْ بَكْرٍ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ لَه مِثْلَ مَقَالَةِ اَبِيْ بَكْرٍ فَاَبى بِلاَلٌ عَلَيْه فَقَالَ عُمَرُ فَمَنْ يَا بِلاَلُ ؟ قَالَ اِلى سَعْدٍ فَاِنَّه قَدْ اَذَّنَ بِقُبَاءَ عَلى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ عُمَرُ الاَذَانَ اِلى عُقْبَةَ وَسَعْدٍ،

২১. মুসনাদে আবু ইয়ালা, ইসতিয়াব-১/১৮০

قال الهيثمى رواه الطبراني وفيه عبدالرحمن بن سعدبن عمار، وهوضعيف 5/500

ابن عساكر دعوات الجهاد

হযরত সাঈদ ইবনে আইস (রা.) বলেন, একদা হযরত বিলাল (রা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট আসলেন। অতঃপর আরয করলেন, হে রাসূলের খলীফা! আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মু'মিনের সবচেয়ে উত্তম আমল হলো আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা। এখন আমার দিলের তামান্না হলো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাকি সময় জিহাদের ময়দানে ব্যায় করবো। খলীফাতুল মুসলিমীন তাকে বললেন, হে বিলাল (রা.)! আমার ইজ্জত, ইহতিরাম ও আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলছি তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না। কেননা আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমার শরীরে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। মৃত্যু অতি নিকটে। তাঁর এই অনুরোধে হযরত বিলাল (রা.) অবস্থান করলেন। অতঃপর যখন আবু বকর (রা.) ইন্তেকাল করলেন। তখন হযরত ওমর (রা.) ও তাঁর নিকট এই আবদার করেন। কিন্তু হযরত বিলাল (রা.) তাঁর এই আবদারকে প্রত্যাখ্যান করলেন। অবশেষে নিরূপায় হয়ে ফারুকে আযম (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে বিলাল (রা.)! তোমার অনুপস্থিতিতে আযান কে দিবে? বললেন এ কাজে সা'আদ ইবনে মা'আয (রা.) কে আমি বেশী উপযুক্ত মনে করি। কেননা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশাতে সে মসজিদে কুবাতে আযান দিয়েছেন। অতঃপর খলীফা ওমর ফারুক (রা.) আযানের দায়িত্ব হযরত সা'আদ ইবনে আইয়্যযকে অর্পণ করলেন।[২২]

হযরত বিলাল (রা.)-এর উপর আযানের এই গুরুদায়িত্ব থাকায় বেশী সময় জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত করতে পারেননি। কিন্তু সর্বদা অন্তরে জিহাদের জযবা ও আকাঙ্খা রাখতেন। তাই হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশে সা'আদ ইবনে আইয (রা.) কে ঝুঝিয়ে দিয়ে জিহাদে চলে যান।

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন হযরত বিলাল (রা.) মদীনা থেকে সোজা সিরিয়ায় চলে যান। সেখানেই ২৬ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

২২. তারীখে ইবনে আসাকীর-১/৪৬৮, মুজামে কাবীর তাবরানী-১/৩৩৮

জিহাদ সমস্ত আমল অপেক্ষা উত্তম

عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَيْرُ اَعْمَالِكُمُ الْجِهَادُ

ابن عساكر اعمالكم الجهادفى سبيل الله ابه افضل 1/468 مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 76/141

হযরত হানযালা কাতিব (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন- তোমাদের আমলসমূহের মধ্য হতে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট আমল।[২৩]

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْاِسْلَامُ؟ قَالَ اَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ وَاَنْ يَسْلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ قَالَ فَاَيُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اَلْاِيْمَانُ قَالَ وَمَا الْاِيْمَانُ؟ قَالَ اَتُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِه وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ فَاَيَّ الْاِيْمَانِ اَفْضَلُ قَالَ اَلْهِجْرَةُ قَالَ وَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَالَ اَنْ تَهْجُرَ السُّوْءَ قَالَ فَاَيُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ الْجِهَادُ قَالَ وَمَا الْجِهَادُ؟ قَالَ اَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ اِذَا لَقِيْتَهُمْ قَالَ فَاَيُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ؟ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُه وَاُهْرِيْقَ دَمُه

اخرجه احمدفى مسنده 114/4 ورجال الصحيح، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 78/142

হযরত ওমর ইবনে আবাসা (রা.) বর্ণনা করেন একব্যাক্তি রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আলাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ইসলাম কি? রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলাম হলো তোমার অন্তর

২৩. তারীখে ইবনে আসাকির

আলাহ তা'আলার আনুগত্যের জন্য তৈরী হয়ে যাওয়া এবং কোন মুসলমান তোমার হাত ও যবান থেকে হেফাজতে থাকা। লোকটি জিজ্ঞাস করলো কোন ইসলাম উত্তম? রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন পরিপূর্ণ ঈমান রাখা। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো ঈমান কি?

রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, ঈমান হলো আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস করা, আসমানী কিতাব সমূহের উপর, রাসূলগণের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। লোকটি জিজ্ঞাস করলো উত্তম ঈমান কোনটি? রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, হিজরত। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন হিজরত কি? রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, হিযরত হলো তুমি সকল মন্দকে পরিহার করো। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তম হিজরত কোনটি? রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, জিহাদ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন জিহাদ কি?

রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করলেন- যখন তোমরা কাফেরদের সম্মুখীন হবে তখন তাদের সাথে যুদ্ধ কর। তিনি পুণরায় জিজ্ঞাসা করলেন উত্তম জিহাদ কোনটি? রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, উত্তম জিহাদ হলো তোমার ঘোড়ার পা কেটে যাবে এবং তোমার রক্ত প্রবাহিত হয়ে যাবে। তুমি শহীদ হয়ে যাবে সাথে তোমার ঘোড়াও কর্তিত হবে।[২৪]

উল্লিখিত হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম জিহাদকে কিভাবে ইসলামের নিখুঁদ নিংড়ানো বস্তুতে পরিণত করেছে। সে নিংড়ানো আমলের আবার নিংড়ানো বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করেছেন শাহাদাতকে। বিধায় শাহাদাতওয়ালা জিহাদই হলো সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَى الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَفْضَلَ الاَعْمَالِ اَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ لاَ لَكُنَّ

২৪. মুসনাদে আহমদ-৪/১১৪।

اَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ

صحيح البخارى كتاب الحج باب افضل الحج المبرور، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 80/143

হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম! আমরা 'মহিলারা তো জিহাদকে সমস্ত ইবাদাত অপেক্ষা উত্তম মনে করি এতদসত্ত্বেও কি আমরা জিহাদের জন্য বের হবো না? রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হলো কবুল হজ্ব।[২৫]

অন্য এক বর্ণনায় এক মহিলা সাহাবী রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম! আমি তো কুরআন তিলাওয়াত করে জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন আমল পাইনি। এতদসত্ত্বেও কি আমরা জিহাদের জন্য বের হবো না? রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন না! তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হলো কবুল হজ্ব।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْأَةِ اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةُ

اخرجه النسائى فى سننه بعض رجال اسناده رجال الحسن والبواقى ثقات، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 84/144

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন- বৃদ্ধ, দুর্বল ও মহিলাদের জন্য জিহাদ হলো হজ্ব ও ওমরা।[২৬]

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ اَلْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيْفٍ

ابن ماجه كتاب المناسك باب الحج جهاد النساء، ورجال الصحيح، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 85/144

২৫. সহীহ বুখারী-১/২০৬
২৬. সুনানে নাসায়ী-২/২

হযরত উম্মে সালমা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা নকল করে বলেন, হজ্ব দুর্বলদের জন্য জিহাদ।[২৭]

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, শুরু যুগের মুসলিম মহিলাগণও ব্যাপকভাবে এ ধারণা রাখতেন যে, জিহাদ ইসলামের সমস্ত আমল অপেক্ষা উত্তম আমল।

এ কারণে বিভিন্ন সময়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মহিলারাও জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইতেন। যার ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সান্ত্বনা স্বরূপ বলেছেন যে, কবুল হজ্বই তোমাদের জন্য জিহাদ। এরপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ বিশেষ যুদ্ধে বিশেষ কাজের জন্য অনেক মহিলাকেও জিহাদের ময়দানে নিয়েছেন। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতেও মুসলমান মহিলাদেরকে সে পরিমাণ জিহাদী জযবাপূর্ণ জাগরণ করা চাই।

জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া

عَنْ مَعَاذِبْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَقَالَ : اِنْ شِئْتَ اَنْبَأْتُكَ بِرَأْسِ الاَمْرِ وَعَمُوْدِهٖ وَذَرْوَةُ سَنَامِه، قُلْتُ: اَجَلْ يَارَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: اَمَّا رَأْسُ الاَمْرِ فَالاِسْلاَمُ، وَاَمَّا عَمُوْدُه فَالصَّلاَةُ، وَاَمَّا ذِرْوَةُ سَنَامِه فَالْجِهَادُ،

ابن ماجه كتاب الفتن باب كيف اللسان فى الفتنة، ترمذى ابواب الايمان باب ماجاء فى حرمة الصلاة، فى حديث طويل، وقال هذا حديث حسن صحيح، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 132/169

হযরত মা'আজ বিন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন আমরা তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অবস্থান করছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- আমি কি তোমাদের বলব না যে, ইসলামে স্তম্ভ ও চূড়া কোনটি? আমরা

২৭. সুনানে ইব্‌নে মাজাহ-১/২১৪

আরজ করলাম অবশ্যই বলুন হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, দুনিয়ার বুকে সকল কাজের মূলে হল ইসলাম। আর ইসলামের স্তম্ভ হলো নামায আর ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।[২৮]

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذُرْوَةُ سَنَامِ الاِسْلاَمِ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ، لاَيَنَالُه اِلاَّ اَفْضَلُهُمْ

اخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير وقال: الهيثمى فيه على بن يزيد وهو ضعيف، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 133/169

হযরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। এ আমল ঐব্যক্তিই সম্পাদিত করতে পারবে, যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অত্যধিক প্রিয়।[২৯]

হাদীসেপাকে রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদকে আরবের মরুজাহাজ উটের সর্বোচ্চ অঙ্গ 'কুহান' চূটির সাথে উপমা দিয়েছেন। মুহাদ্দেসীনে কিরাম বর্ণনা করেন এ উপমা দ্বারা উদ্দেশ্য হল উটের যেমন সর্বোচ্চ অঙ্গ হলো তার চুটি। ঠিক অনুরূপ ইসলামনামী দেহে সর্বোচ্চ অঙ্গ বা আমল হল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

যে ব্যক্তি কোন উটের চূড়ায় আরোহন করে সমস্ত উট ও উটের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার নিচে চলে আসে। অনুরূপ যেব্যক্তি জিহাদনামী আমল পর্যন্ত পৌঁছতে পারল সে ইসলামের সমস্ত আমলের উপর ফযীলত পেয়ে বসল। মুজাহিদের আমলসমূহ ইসলামের সমস্ত আমলের উর্দ্ধে স্থান।

ঘটনা-১

বর্ণিত আছে কিছুসংখ্যক লোক আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের দরবারে গিয়ে এমতাবস্থায় তার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল যখন

২৮. মুসনাদে আহ্‌মদ-৫/২৩, সুনানে তরিমিযী-২/৮৯, মুসতাদরাকে হাকেম-২/৩৯৪
২৯. মু'জামে কাবীর, তাবরানী-৮/২২৪

মালেক ইবনে মারওয়ান অত্যন্ত অসুস্থ্য। তারা মালেক ইবনে মারওয়ানের সামনে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমার অন্তিম মুহূর্তে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছ। যখন আমি এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া পরিত্যাগ করে চিরস্থায়ী আখেরাতের দিকে চলে যাচ্ছি। আমি আমার জিন্দেগীর হিসাব মিলিয়ে দেখেছি, মুক্তিলাভের জন্য আমি সবচেয়ে আশাবাদী আমল ঐটুকুই পেয়েছি যা আমি যুদ্ধের ময়দানে জিহাদ ফী সাবীলিলাহ্‌র কাজে ব্যবহার করেছি। এ সকল খিলাফত ও হুকুমত দ্বারা কিছুই আশা করতে পারি না বিধায় তোমাদেরও নসিহত করছি যে, তোমরা হুকুমতের পিছনে পড়া থেকে নিজেদেরকে হিফাজত কর।

ঘটনা -২

ফুজায়ীল ইবনে আইয়াজ (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককে (রহ.) স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কোন আমলকে অধিক উত্তম পেয়েছেন? উত্তরে তিনি (রহ.) বললেন, ঐ আমলকেই পেয়েছি যাতে আমি মশগুল ছিলাম। আমি তাকে খুলেই জিজ্ঞাসা করলাম তা কি জিহাদ ও পাহারাদারী?

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক দৃঢ়তার সাথে বললেন, হ্যাঁ! আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার প্রতিপালক আপনার সাথে কি আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আমাকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

ঘটনা -৩

হযরত ফজল ইবনে রিয়াদ বর্ণনা করেন, একদা ইমাম আহ্‌মদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর সামনে জিহাদের আলোচনা চলছিল। তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন, নেকীসমূহের মাঝে জিহাদের চেয়ে নেকীর কোন আমল নেই। জিহাদে বের হওয়াই এক মস্তবড় ইবাদাত। তাছাড়া যেব্যক্তি দুশমনের সাথে মোকাবেলা করে সে ইসলাম ও তার ইজ্জতের হেফাজতকারী, তার চেয়ে আর সর্বোৎকৃষ্ট কে হতে পারে? যে অন্যের হিফাজতের জন্য অন্যের নিরাপত্তার জন্য নিজে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে অগ্রসর হয় এবং একপর্যায়ে নিজের জান-মালের নজরানা পেশ করে।

জিহাদ হজ্ব থেকে উত্তম

عَنْ ادَمَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : لَسَفَرَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَفْضَلُ مِنْ خَمْسِيْنَ حَجَّةٍ

كتاب الجهاد لابن مبارك وسنن سعيد بن منصور كتاب الجهاد باب ماجاء فى الغزو بعدالحج، ورجال اسناده ثقات مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 209/204

হযরত আদাম বিন আলী (রহ.) বর্ণনা করেন আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে শুনেছি তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করা পঞ্চাশবার হজ্ব করার চেয়ে উত্তম।[৩০]

قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُمْ بِالْحَجِّ فَاِنَّه عَمَلٌ صَالِحٌ، اَمَرَاللهُ بِه، وَالْجِهَادُ اَفْضَلُ مِنْهُ

مصنف ابن ابى شيبة كتاب الجهاد، رجال اسناده ثقات الامعاوية بن صالح ويونس بن سيف فيها حسن الحديث، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 210/205

হযরত ওমর ফারুক (রা.) বর্ণনা করেন হে লোক সকল! তোমরা হজ্ব কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার হুকুম প্রদান করেছেন আর জেনে রেখ, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ তার চেয়েও অনেক উত্তম।[৩১]

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদকারীর ঘরে বসে আমলকারীর সত্তরগুণ বেশী সওয়াব অর্জণ হয়। অনুরূপ হাজী মুজাহিদের অর্ধেক এবং ওমরাহ্ কারী হাজীগণের অর্ধেক ছাওয়াব লাভ করে।

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো থেকে সুস্পষ্ট যে, জিহাদ হজ্ব অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু যখন জিহাদ ফরযে কিফায়াহ্ তখন ফরজ হজ্ব জিহাদ অপেক্ষা উত্তম হবে। যদি জিহাদ ফরজ হয় তবে তা ফরয হজ্ব অপেক্ষা অনেক উত্তম।

---

৩০. সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর-৩/২/১৬৭-১৬৮, কিতাবুল জিহাদ, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক

৩১. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা-৪/৫৭৪, কিতাবুল জিহাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক

একজন ব্যক্তীর জন্য জীবনে একবার হজ্ব করাই ফরজ তারপর যতই হজ্ব করবে তার চেয়ে জিহাদ অনেকগুণে উত্তম ।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِىَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ وَغَزْوَةٌ لِمَنْ قَدْ حَجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ حِجَجٍ

احزيه الطبرانى فى المعجم الكبير والاوسط قال الهيثمى : فيه عبدالله بن صالم كاتب الليث، قال عبدالملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون، وضعفه غيره 511/5 مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 213/205

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ফরজ হজ্ব আদায় করবে তার একটি হজ্ব দশটি যুদ্ধের ময়দানে জিহাদ করার চেয়ে উত্তম । আর যেব্যক্তি একবার ফরয হজ্ব আদায় করে ফেলল, তার একটি যুদ্ধের ময়দানে অংশগ্রহণ করা দশটি হজ্বের চেয়ে উত্তম ।[৩২]

عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ كَثُرَ الْمُسْتَاذِنُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْحَجِّ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةٌ لِمَنْ قَدْ حَجَّ اَفْضَلُ مِنْ اَرْبَعِيْنَ حَجَّةً

سنن سعيد بن المنصور كتاب الجهاد باب ماجاء فى الغزوبعد الحج فى اسناده اسماعيل بن عباس وهو صدوق فى ماروى من اهل بلده وهشام الغاراو الغازالذى روى عنه اسماعيل فهوبلديه، والحديث من مراسيل مكحول ولابأس مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 214/206

হযরত মাকহুল (রহ.) বর্ণনা করেন, তাবুক যুদ্ধের সময় কিছুসংখ্যক লোক হজ্বের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট

৩২. মু'জামে আওসাত-৪/১১২, মুসতাদরাকে হাকেম, সুনানে বায়হাকী-৪/৩৩৪

অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন । যেব্যক্তি পূর্বে হজ্ব করেছে তারজন্য একবার জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ চল্লিশবার হজ্ব করার চেয়ে উত্তম ।[৩৩]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بَعْدَ حَجَّةِ الاِسْلاَمِ ، اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ حَجَّةٍ

كشف الاستاركتاب الجهاد باب فضل الجهاد، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 215/206

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফরয হজ্ব আদায় করারপর আলাহ তা'আলার রাহে কোন একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা একহাজারবার হজ্ব করার চেয়ে উত্তম ।[৩৪]

নিয়্যতের উপর নির্ভর করা হবে। ইখলাস, সাহসিকতার প্রতি লক্ষ্যকরে কারো জিহাদ দশ হজ্বের সমপরিমাণ আবার কারো জিহাদ চল্লিশ হজ্বের সমপরিমাণ আবার কারো জিহাদ এক হাজার হজ্বের সমপরিমাণ সাওয়াব অর্জণ হয় ।

কারো মতে, জিহাদের অবস্থার কারণে এ পার্থক্য হয় । যেমন কখনো যুদ্ধের জন্য মুজাহিদের অত্যধিক প্রয়োজন হওয়ার কারণে । যুদ্ধের ময়দান অত্যধিক ভয়াবহ হওয়ার কারণে এ সাওয়াবের পার্থক্য হয়ে থাকে । অতএব সমস্ত হাদীসগুলোই তার নিজ নিজ স্থানে ঠিক রয়েছে ।

জিহাদের জন্য রাতে বের হওয়া

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فَقَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللهِ! نَخْرُجُ اللَّيْلَةَ اَوْ نَمْكُثُ حَتَّى نُصْبِحَ ؟ فَقَالَ اَلاَتُحِبُّوْنَ اَنْ تَبِيْتُوْا فِىْ خِرَافِ الْجَنَّةِ

৩৩. আবু দাউদ ফযলুল জিহাদ, সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর ৩/২/১৬৮
৩৪. ইবনে আসাকীর

سنن كبرى كتاب السير باب فضل الجهاد فى سبيل الله، الطبرانى فى المعجم الاوسط قال الهيثمى رواه الطبرانى عن بكربن سهل الدمياطى، قال الذهبى مقارب الحديث وقال النسائى ضعف وفيه ابن لهيعة ايضا، 503/5 ولكن لابن لهيعة متابع حسن تابعه عمربن مالك الشرعبى وهوحسن الحديث روى به البيهقى فى سننه، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 229/220

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একরাতে একটি মুজাহিদ দলকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করলেন এবং বের হওয়ার হুকুম প্রদান করলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা কি এ রাত্রনিশিতেই বেরিয়ে যাব? না সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবো ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন তোমরা কি চাও না যে জান্নাতের বাগানসমূহে রাত্রিযাপন করবে।[৩৫]

জিহাদ রাসূল (সা.)-এর পিছনে নামায অপেক্ষা উত্তম

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا فِيْمْ vb مُعَاذُبْنُ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ. فَغَدَاالْقَوْمُ وَتَخَلَّفَ مُعَاذٌ حَتّٰى صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ. فَالْتَفَتَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلاَ اَرَاكَ سَبَقَكَ الْقَوْمُ بِشَهْرٍ فِىْ الْجَنَّةِ اِلْحَقْ اَصْحَابَكَ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللهِ! اِنِّىْ اَرَدْتُ اَنْ اُصَلِّىَ مَعَكَ وَتَدْعُوْلِىْ. لِيَكُوْنَ لِىْ بِذٰلِكَ الْفَضْلُ عَلٰى اَصْحَابِىْ فَقَالَ بَلْ لَهُمُ الْفَضْلُ عَلَيْكَ اَلْحَقْ اَصْحَابَكَ وَقَالَ: رَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. وَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

سنن سعيد ابن منصور، كتاب الجهاد باب ماجاء فى فضل غدوة وروحة فى سبيل الله، رجال اسناده ثقات والحديث من مراسيل الحسن بن ابى الحسن وقداشتهربالارسال ورى

---

৩৫. সুনানে কুবরা বায়হাকী-৯/১৫৮, তাবরানী আওসাত-৪/১১৯

بالتدليس ايضا قال الهيثنى: فيه زبان بن قائد وثقه ابو حاتم وضعفة جماعة وبقيه رحاله ثقات 517/5 ، وفى اسناده ابن الهيعه ايضا، وقدتابعه رشدبن عند الطبرانى وهوايضا ضعيف، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 230/220

হযরত হাসান বিন আবুল হাসান (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা প্রভাতে একটি যুদ্ধবাহিনী প্রেরণ করলেন। যাতে হযরত মা'আজ ইবনে জাবাল (রা.) ছিলেন। তিনি রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জোহরের নামায পড়ার জন্য পিছনে রয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বললেন, দ্রুত চলে যাও। যুদ্ধবাহিনীর সাথে মিলিত হও, কেননা তোমাদের সাথীরা জান্নাতের পথে একমাস অগ্রগামী হয়ে গেছে। হযরত মা'আজ বিন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি তো এজন্য রয়ে গেছি যে, আপনার পিছনে যোহরের নামায আদায় করবো এবং আপনার নিকট থেকে খুসুসী দু'আ নিয়ে তাদের অগ্রে চলে যাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার সাথীরাই অগ্রে চলে গেছে, তুমি দ্রুত যাও তাদের সাথে মিলিত হও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, একটি সন্ধ্যা জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু রয়েছে তদাপেক্ষা উত্তম, অনুরূপ এক সকাল জিহাদের পথে ব্যয় করা তাও দুনিয়া ও তার মাঝে যাকিছু রয়েছে তদাপেক্ষা উত্তম।[৩৬]

মুসনাদে আহ্‌মদের এক বর্ণনায় রয়েছে মা'আয ইবনে আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি জান তোমার সাথীরা তোমার চেয়ে কত অগ্রে পৌঁছে গেছে? সেব্যক্তি উত্তর দিলেন, এক সকাল মাত্র, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার সাথীরা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে যে দূরত্ব রয়েছে তার চেয়েও অধিক দূরত্বে পৌঁছে গেছে।[৩৭]

---

৩৬. সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর৩/২/১৭৯-১৮০

৩৭. মুসনাদে আহ্‌মদ -৩/৪৩৮

জিহাদের সফর রাসূল (সা.)-এর পিছনে জুম'আর চেয়েও উত্তম

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَاللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذٰلِكَ يَوْمَ جُمُعَةٍ قَالَ فَقَدِمَ اَصْحَابُه وَقَالَ اَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ اَلْحَقُهُمْ فَلَمَّا صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰهُ فَقَالَ لَه مَا مَنَعَكَ اَنْ تَغْدُوَ مَعَ اَصْحَابِكَ؟ قَالَ اَرَدْتُ اَنْ اُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ اَلْحَقَهُمْ فَقَالَ لَوْاَنْفَقْتَ مَافِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَا اَدْرَكْتَ غَدْوَتَهُمْ

قال الترمذى هذا حديث لانعرفه الامن هذا الوجه قال على بن المدينى قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحاكم من مقسم الاخمسة احاديث وعدها شعبه، وليس هذا الحديث فى ماعدها شعبه، وكان هذا الحديث لم يسمعه الحاكم من مقسم انفهى ففيه اسناد هذا الحديث انقطاع

سنن ترمذى ابواب الجمعة باب ماجاء فى السفر سوم الممعى مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 232/222

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ্ একটি যুদ্ধবাহিনী প্রেরণ করলেন। দিনটি ছিল শুক্রবার, তাই আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) চিন্তা করলেন জুম'আর নামাযটি রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে পড়ে সাথীদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে। তাই তিনি রয়ে গেলেন। নামাযান্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে দেখলেন, তখন ইরশাদ করলেন, হে আব্দুল্লাহ! যদি তুমি দুনিয়ার সমস্ত খাজানাকেও আল্লাহ্র রাহে খরচ করে দাও তবে তোমার সাথীদের এক সকাল সমপরিমাণ ফযীলত লাভ করতে পারবে না।[৩৮]

---

৩৮. সুনানে তিরমিযী-১/১১৮

সাহাবায়ে কিরামের জন্য দুনিয়ার সমস্ত বস্তুকে পরিত্যাগ করা সহজ ছিল; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত পরিত্যাগ করা বড়ই কষ্টকর ছিল। তারাতো ঐ আশেক, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নিক্ষিপ্ত সমস্ত তীর-বর্ষাকে নিজের বুক পেতে, খালি হাত দিয়ে প্রতিহত করতেন। তাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাত্রিকালীন বিচ্ছেদও অত্যন্ত অসহনীয় ছিল। সারারাত্র শুধু এ প্রত্যাশায়ই কাটাত যে, কখন সকাল হবে আর রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর খিদমতে গিয়ে তাঁর দিদারের মাধ্যমে চোখ ও অন্তরকে শান্ত করবে। তাদের জন্য দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ালো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিত্যাগ করে জিহাদের ময়দানে গমন করা। বড়ই আশ্চর্য যে, জিহাদের ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য তাও অত্যন্ত সহজ করে দিল। তথাপি যদি মাঝেমাঝে কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিহাদের গুরুত্ব বুঝিয়ে সতর্ক করতেন। আজ আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর জীবনের শেষ জুম'আ যা তিনি রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মূতার সেনাপতির নাম ঘোষণার দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন। চিন্তা করলেন জীবনের শেষ জুম'আটি আকায়ে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে আদায় করে দ্রুতগামী বাহনের মাধ্যমে সাথীদের সাথে মিলে যাবে। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সতর্ক করলেন এবং সকালে রওয়ানা হওয়া মুজাহিদদের ফযীলত বর্ণনা করলেন।

রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ জাতীয় তালিম ও তারবিয়াতের কারণে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) জিহাদকে নিজের জীবনের অপরিহার্য বস্তুর ন্যায় গ্রহণ করে নিয়েছেন। জিহাদের চেয়ে অত্যধিক মুহাব্বাতের আর কোন বস্তু দুনিয়াতে ছিল না। আজও যদি মুসলমান রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেখে যাওয়া সবকের প্রতি ভাল করে চিন্তা ফিকির করে এবং একিনের সাথে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখে তবে অবশ্যই আবার সে জিহাদী জযবা ফিরে আসবে এবং তার মাধ্যমেই পুরনো ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ইজ্জত ফিরে পাবে।

জিহাদে সকাল-সন্ধার ফযীলত

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا وَلَقَابَ قَوْسِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ . اَوْمَوْضِعُ قَيْدٍ يَعْنِىْ سَوْطِه خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا

صحيح البخارى، صحيح مسلم كتاب الامارة باب فضل الغزوة والروحة فى سبيل الله، مشارع الاشواق الى مصارع الغشاق 235/223

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এক সকালও এক বিকাল আল্লাহ তা'আলার রাহে (জিহাদের ময়দানে) অতিবাহিত করা দুনিয়ার ও তার মাঝে যা কিছু রয়েছে তদাপেক্ষা উত্তম। জান্নাতের একটি তীর বা চাবুক পরিমাণ স্থানের মূল্য দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু রয়েছে তদাপেক্ষা উত্তম।[৩৯]

আল্লামা নববী (রহ.) মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেন, সুবহে সাদেক থেকে সূর্য হেলে যাওয়া পর্যন্তকে اَلْغَدْوَةٌ বলা হয়। আর সূর্য হেলে যাওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্তকে رَوْحَةٌ বলা হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا -এর বর্ণনায় আল্লামা কাজী (রহ.) বর্ণনা করেন, দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ যদি কোন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হয় এবং সে ঐসমস্ত সম্পদ আল্লাহ তা'আলার মনোনীত পথে খরচ করে তবেও সে একজন মুজাহিদের এক সকাল ও এক সন্ধ্যা জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত করার সম পরিমাণ সাওয়াব লাভ করতে পারবে না।[৪০]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارَاحَ مُسْلِمٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مُجَاهِدًا . اَوْ حَاجًا مُهِلًّا . اَوْ مُلَبِّيًا . اِلاَّ غَرَبَتِ الشَّمْسُ بِذُنُوْبِه .

৩৯. সহীহ বুখারী-১/৩৯২, সহীহ মুসলিম-২/১৩৪
৪০. শরহুন নববী আলাল মুসলিম

قال الهيثمى رواه الطبرانى فى الدرسط وفيه من لم اعرفه 479/3 مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 239/225

হযরত সাহল বিন সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে মুসলমান আল্লাহর রাহে জিহাদ করা অবস্থায় অথবা হাজী তালবিয়া পড়া অবস্থায় সন্ধ্যা অতিবাহিত করে সূর্য তার সমস্ত গুনাহসহ অস্তমিত হয়। অর্থাৎ আলোচ্য ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।[৪১]

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدْوَةٌ اَوْ رَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا . وَلَوْ قُوْفُ اَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ رَجُلٍ سِتِّيْنَ سَنَةً

مصنف عبد الرزاق كتاب الجهاد باب فضل الجهاد، رواه مسلم كتاب الامارة باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله فى صحيح مرفوعامتصلاعن انس وسهل بن سعدوابى هريرة وليس فيها قوله ولوقوف احدكم فى الصف خيرعن عبادة الرجل ستين سنة واماالرجال اسناد عبدالرزاق فثقات الاان الحديث من مراسيل الحسن، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 247/228

হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এক সকালও এক বিকাল আল্লাহ্র পথে অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু রয়েছে তদাপেক্ষা উত্তম। তোমাদের মধ্য হতে কারো যুদ্ধের ময়দানে জিহাদের কাতারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অন্যত্র ষাট বছর ইবাদাতের চেয়ে উত্তম হবে।[৪২]

হাদীস শরীফের বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট যে, জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় সামান্য সময় ব্যয় করার অবর্ণনীয় ফযীলত। সাথে সাথে তার প্রস্তুতিবাচক বা তার জন্য উদ্বুদ্ধমূলক কাজে সময় ব্যয় করারও ফযীলত কম নয় বিধায় কারো জিহাদের ময়দানে যাওয়ার সৌভাগ্য না হলেও সে যেন অন্য সকল সংশ্লিষ্ট আমলের তথা উদুদ্ধ বা প্রস্তুতির মাধ্যমে সাওয়াব অর্জণ করে নেয়।

৪১. মু'জামে আওসাত, তাবরানী-৭/৯৬
৪২. মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক-৫/২৫৯, হাদীস নং-৯৫৪৩

জিহাদের ময়দানের ধুলি-বালি

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَبْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ.

صحيح البخارى كتاب الجمعة باب المشى الى الجمعة، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 209/234

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে জিব্রাইল (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেব্যক্তির দু'পা জিহাদের ময়দানে ধূলি-বালি মিশ্রিত হবে আল্লাহ তা'আলা তারজন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন।[৪৩]

উপরোক্ত হাদীসটি সামান্য শব্দ পরিবর্তনে বিভিন্ন কিতাবে বহু বর্ণনা রয়েছে। এখানে কিতাব সংক্ষিপ্ততার প্রতি লক্ষ্য রেখে এটিতেই সীমাবদ্ধ রাখা হল। তবে ফতহুল বারীর কিতাবুল জিহাদ, নাসায়ী শরীফে কিতাবুল জিহাদ, তিরমিযী শরীফে আবওয়াবু ফাযায়েলে জিহাদ এবং কাশফুল আসরারের কিতাবুল জিহাদ বিশেষভাবে দেখা যেতে পারে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ طُوْبٰى لِعَبْدٍ اٰخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِه فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَشْعَثَ رَأْسُه مُغْبَرَّةٌ قَدَمَاهُ

صحيح البخارى، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 272/237

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, সুসংবাদ এ বান্দার জন্য, যে আলু-থালু বেশ, ধূলিমাখা কেশ এবং ধূলি-বালিমিশ্রিত পা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার লাগাম ধরে যুদ্ধ করছে।[৪৪]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَايَجْتَمِعُ

৪৩. সহীহ্ বুখারী-১/১২৪
৪৪. সহীহ বুখারী-১/৪০৪

غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ

ترمذى ابواب فضائل الجهاد باب ماجاء فى فضل الغبارفى سبيل الله، نسائى كتاب الجهاد باب فضل من عمل فى سبيل الله على قدمه، قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 273/238

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে চোখ আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে সে চোখ কস্মিনকালেও জাহান্নামে যাবে না এমন কি যদিও দুধ পুনরায় তার স্থানে চলে যায় (অর্থাৎ দুধ দোহন করার পর যেমন তা পুনরায় স্থানে প্রবেশ সম্ভব নয় ঠিক অনুরূপ ক্রন্দনরত চোখ কস্মিনকালেও জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারে না) এবং কোন মুজাহিদের নাকে প্রবেশকারী ধূলা আর জাহান্নামের আগুন কস্মিনকালেও একত্রিত হবে না।[৪৫]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْاِيْمَانُ فِيْ جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَلَاغُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِيْ جَوْفِ رَجُلٍ.

مصنف ابن ابى شيبة كتاب الجهاد، وفيه حصين بن اللجلاج الذى يروى هذا الحديث عن ابى هريرة وهولايعرف له حال ومعنى الحديث ثابت من احاديث متعددة عن هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت، ابى امامة ابى الدرداء وابى بكررَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُم اجمعين

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন কোন মুসলমানের অন্তরে কৃপণতা আর ঈমান একত্রিত হতে পারে না। অনুরূপ কোন মুসলমানের শরীরে আচ্ছাদিত জিহাদের ধূলা-বালু আর জাহান্নামের ধোঁয়াও একত্রিত হতে পারে না।[৪৬]

৪৫. সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবু ফাযায়েলে জিহাদ-১/২৯২, সুনানে নাসায়ী, কিতাবুল জিহাদ-২/৪৫
৪৬. মুসাননিফে ইবনে আবী শাইবাহ, কিতাবুল জিহাদ-৪/৫৮৮

বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস, তাবেঈ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর জনৈক বুযূর্গ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ! আপনার সাথে আপনার প্রতিপালক কিরূপ ব্যবহার করেছেন? আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) বললেন, আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। বুযূর্গ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক! আপনার সে ইলমের কারণে কি আপনাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে যা আপনি বিশ্ববাসীর নিকট বিতরণ করেছেন ?

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) বললেন, না! ইলমের কারণে নয়। বরং জিহাদের ময়দানে যে ধূলি-কনা আমার শরীর স্পর্শ করেছে তার উসিলায় আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

জিহাদের ময়দানে ধূলি-বালু মেশ্‌ক আম্বরের ন্যায়

عَنْ رَبِيْعِ بْنِ زِيَادٍ اَنَّه قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيْرُ إِذَا بِغُلَامٍ مِنْ قُرَيْشٍ شَابٍّ مُعْتَزِلٍ عَنِ الطَّرِيْقِ يَسِيْرُ فَقَالَ رَسُوْل الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَيْسَ ذٰلِكَ فُلَانٌ؟ قَالُوْا : بَلٰى، قَالَ فَادْعُوْهُ، قَالَ: مَالَكَ اِعْتَزَلْتَ عَنِ الطَّرِيْقِ ؟ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهْتُ الْغُبَارَ، قَالَ: فَلَا تَعْتَزِلْه فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه اَنَّه لَزَرِيْرَةُ الْجَنَّةِ

ارواه ابن ابى شيبة فى مصنف وفى اسناده وبرة ابوكرزالحاوئى وهولايعرق له حال، والرابع بن زياد قداختلف فى صحبته، فكذ عد ابودود هذا الحديث من راسية

হযরত রাবী'আ ইবনে যিয়াদ (রা.) বর্ণনা করেন একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধবাহিনীর সাথে গমন করছিলেন, ইত্যবসরে এক কুরাইশ যুবককে দেখলেন সে রাস্তা পরিত্যাগ করে দূর দিয়ে হাঁটছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদের লক্ষ্য করে বললেন, সে কুরাইশের ঐ যুবক নয় কি? সাহাবায়ে কিরাম উত্তর দিলেন, হ্যাঁ! রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ডেকে নিয়ে আসো! ডাকা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, রাস্তার বাইরে কেন চলছ? যুবক

বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! রাস্তার এ ধূলা-বালি আমার পছন্দ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হে যুবক! তুমি এ ধূলা-বালু থেকে দূরে থেকো না। কেননা ঐ সত্তার শপথ যার কুদরতি হাতে আমার জান, এ সমস্ত ধূলা-বালি জান্নাতের আতর (সুগন্ধির কারণ)।[৪৭]

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَانَ لَه مِثْلُ مَا اَصَابَ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الطبرانى فى الاوسط، ورواه ابن ماجه ايضان فى سننه قال محمدقوادعبد الباقى: فى الزوائد: هذا اسنادحسن مختلف فى رجال اسناده 927/2 رقم الحديث 2775

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যেব্যক্তি পড়ন্ত বেলায় জিহাদের ময়দানে রাস্তা অতিক্রম করবে, কিয়ামতের দিন তারজন্য এ পরিমাণ মিশ্‌ক-আম্বর মিলবে, যে পরিমাণ ধূলা-বালি তার শরীরে লেগেছে।[৪৮]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْغُبَارُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اِسْفَارُ الْوُجُوْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ্‌র রাহে ধূলিমলিন চেহারা কিয়ামতের দিন চমকদার আলোকিত হবে।[৪৯]

কিয়ামতের দিন কিছুসংখ্যক চেহারা অত্যন্ত উজ্জ্বল-চমকপ্রদ হবে। যেব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার রাহে ধূলিমিশ্রত হবে সে চেহারা

---

৪৭. মারাসীলে আবু দাউদ শরীফ, পৃষ্ঠা-১৪, মুসান্নিফে ইবনে শাইবান-৪/৫৭১

৪৮. মু'জামে আওসাত, তাবরানী-২/২১২

৪৯. ইবনে আসাকীর, হিলয়াতুল আউলিয়া-৬/৯১

৫০. শিফাউস্ সুদূর

কিয়ামতের দিন ধূলি মুক্ত উজ্জ্বল হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং তার গোটা দেহ থেকে অত্যন্ত মেশক-আম্বরের সুঘ্রাণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে।

জিহাদের ধূলি-বালির জন্য পায়দল চলা

عَنْ زِرِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَشٰى عَنْ دَابَّتِه فِيْ سَفَرِه كَانَ لَه عِتْقُ رَقَبَةٍ

হযরত যারীর বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেব্যক্তি সফরে নিজের বাহন থেকে অবতরণ করে পায়দল চলবে তাকে একটি গোলাম আজাদ করার সাওয়াব প্রদান করা হবে।[৫০]

সফরের সময় সাওয়ারী কম, মুজাহিদ বেশী। ঐ অবস্থায় একে অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে বেশী সময় পায়দল চলার ব্যাপারে অথবা জিহাদের সফরে রাস্তার অধিক পরিমাণ ধূলি-বালি ভালভাবে সমস্ত শরীরে মিশ্রণ করার উদ্দেশ্যে অন্য ভাইকে সাওয়ারীতে আরোহণ করিয়ে নিজে পায়দল চলার ব্যাপারে এ হাদীস বলা হয়েছে।

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اَصْبَحَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ لِاَهْلِه جَهِّزُوْنِيْ فَاِنِّيْ لا ابيت فِيْهَا اللَّيْلَةَ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ كَاَنِّيْ اِنْتَهَيْتُ اِلٰى بَابِ السَّمَاءِ فَقَرَعْتُ الْبَابَ فَقِيْلَ: مَنْ ذَا؟ فَقِيْلَ: سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقِيْلَ: كَيْف يُفْتَحُ لِرَجُلٍ لَمْ تَغْبَرَّ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ لَيْلاً وَلاَ نَهَارًا

مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 277/2

হযরত কাশেম ইবনে মুহাম্মদ (রহ.) বর্ণনা করেন, কোন প্রভাতে হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ তাঁর স্ত্রীকে গিয়ে বললেন, আমাকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য যে সমস্ত আসবাব প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করে দাও। আমি

আর এক রাত্রির জন্যও আপন গৃহে অবস্থান করবো না। কারণ আমি আজ রাতে স্বপ্নযোগে আকাশের দিকে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে আকাশের দরওয়াজায় করাঘাত করলাম। ভিতর থেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, কে? উত্তরে আমি বললাম সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ। ভিতর থেকে উত্তর এলো, ঐব্যক্তির জন্য আসমানের দরজা কিকরে খুলতে পারি? যে কস্মিনকালেও নিজের পাদ্বয়কে জিহাদের ময়দানে ধূলি-মিশ্রিত করেনি। হযরত সালেম (রা.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও এ স্বপ্ন দেখেছেন।[৫১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ كُلُّ ثَلَاثَةٍ عَلٰى بَعِيْرٍ، قَالَ: وَكَانَ اَبُوْ لُبَابَةَ وَعَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ زَمِيْلَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكَانَ اِذَا كَانَ عُقْبَةُ رَسُوْلِ اللهِ قَالَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ نَحْنُ نَمْشِيْ عَنْكَ، فَيَقُوْلُ: مَا اَنْتُمَا بِاَقْوٰى مِنِّيْ وَمَا اَنَا بِاَغْنٰى عَنِ الاَجْرِ مِنْكُمَا

المستدرك للحاكم وقال: هذاحديث صحيح على شرحامسلم و لم يخرجاه واخريه ابن حبان فى صحيح، احمد فى مسنده وحسنه الهيثمى فى مجمع الزوائد

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধের সফরের সময় তিনব্যক্তির জন্য একটি করে উট ভাগে পড়ে। হযরত আবু লুবাবা, হযরত আলী (রা.) ও রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক উটের আরোহী ছিলেন। যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পায়দল চলার সময় আসত তখন উভয়ে হাত জোড় করে আরজ করতেন হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা আপনার অংশটুকু হেঁটে নিব আপনি সাওয়ারীতেই আরোহী থাকুন। রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ইরশাদ করলেন- তোমরা আমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী নও, আমি সাওয়ারের প্রতি তোমাদের চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী।[৫২]

---

৫১. শিফাউস্ সুদূর
৫২. মুসতাদরাক হাকেম ৩/৫৫৯

উল্লেখিত হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট

১. আল্লাহ তা'আলার রাহে পায়দল চলার অত্যধিক সাওয়াব ও ফযীলতের কাজ।

২. আমীরের জন্য উত্তম হল নিজের আরামের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করবে না। বরং মামুরদের ন্যায় সমভাবে নিজেও কষ্ট-মেহনত করে যাবে।

৩. সম্মিলিত সফরে সাথীদের থেকে কারো খুসুসী কোন ফায়দা গ্রহণ করা মোটেও সমীচীন নয়।

৪. সফরকারীদের উচিত সফরের মাঝে যারা নিজের চেয়ে বয়স্ক বা সম্মানীত মুরুব্বী রয়েছে তাদের ইকরাম করা, তাদের জন্য নিজের আরামকে কুরবান করা। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য হযরত আলী (রা.) ও হযরত আবু লুবাবাহ্ (রা.) করতে চেয়েছেন।

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও সর্বাধিক বিনয় প্রকাশ করেন।[৫৩]

একজন মুসলমানের জন্য এর চেয়ে আর কি হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন এবং তার ধোঁয়া থেকেও মুক্তি পেয়ে যাবে।

উল্লেখিত, সকল হাদীসই মুসলমানদের উৎসাহ প্রদানের জন্য। মুসলমান যেন অত্যন্ত সহজ আমলের দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে নেয়। আমলটি কতই সহজ যে, জিহাদের জন্য রওয়ানা হয়ে ইচ্ছা হোক বা নাই হোক ধূলি-বালি মুজাহিদের শরীরকে আচ্ছাদিত করবেই। সে অনিচ্ছাকৃত বা অনাকাঙ্খিত ধূলা-বালির জন্যই যদি এতবড় নে'আমত তথা জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায় তবে ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ আমলের জন্য কিপরিমাণ সাওয়াব অর্জণ হবে!

আমাদের পূর্বসূরীগণ এ মাটির পূর্ণ আজমত ও যথাযথ মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাই তারা যুদ্ধের সময়ে গিয়ে ইচ্ছাকৃত সে মাটি নিজের শরীরে মাখতেন, মাটির উপরই দ্বিধাহীন চিত্তে ঘুমিয়ে যেতেন। এ মাটির প্রত্যাশায় ক্ষমতা-সালতানাতকে লাথি মেরেছেন। এ মাটির নিচেই নিজেকে বিলীন করার প্রত্যাশায় বুক বেঁধে অসহায়তা মুসাফীরী জিন্দিগী

৫৩. মাশারেউল আশওয়াক

গ্রহণ করে নিতেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের বাসনা পূর্ণকরেছেন, সে মাটি দিয়েছে দুনিয়ার বুকে ইজ্জত। কিন্তু হায় আফসোস! আজ মুসলমান সে ঈমান ও ইয়াকীনকে দুর্বল করে হাদীস শরীফে দেয়া শিক্ষা ছেড়ে বসেছে। তারা এখন সে ইজ্জতের ধুলা-বালির দিক থেকে নজর সরিয়ে বেঈমানদের জুতার নিচের ধুলার প্রতি দৃষ্টি করে। তাই মুসলমানদের মাথার উপর লাঞ্ছনার তিমির আধার চেপে বসেছে।

হে মুসলমান! আবার আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদের ময়দানের ধূলাবালির গুরুত্ব অনুধাবনের প্রচেষ্টা করো। ইনশাআল্লাহ তোমাদের জন্য সমস্তকিছু অর্জণ হয়ে যাবে। দুনিয়ার ইজ্জত ফিরে পাবে, আখেরাতের মুক্তি সুনিশ্চিত হবে।

জেনে রেখ! মুসলমানদের পা আবার সেদিন ময়দানে জিহাদের ধূলিতে আচ্ছাদিত হবে অবশ্যই সেদিন সমস্ত কুফরী শক্তি মুসলমানদের পদতলে আশ্রয় নিবে।

জিহাদে অর্থ ব্যয়ের ফযীলত

মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ

মাকতাবাতুল কুরআন
নিখুঁত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ
أَلِيمٍ ✡ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ
بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ✡
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ
وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

হে ঈমানদারগণ ! আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যবসার সন্ধান দেব? যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদয়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। তা হলো এই যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনবে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করবেন, তোমাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নির্ঝর্ণামালা প্রবাহিত, আর তোমাদেরকে চিরস্থায়ী বেহেশ্‌তের উত্তম বাসগৃহে বসবাস করতে দিবেন। এটিই বিরাট সাফল্য।

- সূরা সফ্-১০-১২

দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবসা

ব্যবসা শব্দটি অতি পরিচিত, ছোট-বড় সকলেই চায় একটি লাভজনক ব্যবসা। ব্যবসায় সফলতা ও লাভজনক অবস্থানে পৌঁছার জন্য মানুষ কি না করছে? প্রত্যেকেই তার ব্যবসা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ধরে রাখার জন্য ও সফলতার সর্বোচ্চসোপানে পৌঁছার জন্য সকাল-সন্ধ্যা খেয়ে না খেয়ে হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে, পরিশ্রমী ঘামে গা ভিজিয়ে কাজ করে, অথচ এতে লাভ ও সফলতার কোনই নিশ্চয়তা নেই।

কোন প্রতারকের প্রতারণার শিকার হয়ে, হিসাবের ত্রুটি করে বা মূল্য পদস্খলন ঘটে কোটি টাকার ব্যবসায়ীও মুহূর্তের মাঝে পথের ফকিরে পরিণত হয়। দুনিয়ার ব্যবস্তা নীতিই হলো লাভ-লসের সংমিশ্রণ। সকাল বেলার ধনীরে তুই ফকীর সন্ধ্যা বেলা।

এ সকল অনিশ্চিত ধোঁকার ব্যবসার স্থানে মু'মিনদের জন্য এরূপ ব্যবসার সন্ধান রয়েছে যা দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানের লাভ-সফলতা সুনিশ্চিত। লস বা ক্ষতির কোন সম্ভাবনাই নেই।

সে ব্যবসার সন্ধান দিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ✡
تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ✡ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى
مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যবসার সন্ধান দেব? যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। তা হলো এই যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনবে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আলাহ্‌র রাহে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করবেন, তোমাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নির্ঝর্ণামালা প্রবাহিত আর

তোমাদেরকে চিরস্থায়ী বেহেশ্‌তের উত্তম বাসগৃহে বসবাস করতে দিবেন। এটিই বিরাট সাফল্য।[১]

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এ আয়াত প্রসঙ্গে লিখেন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছে আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যবসার সন্ধান দেব? যাতে শুধু লাভই রয়েছেন- কোন ক্ষতির আশংকা নেই। তাহলে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আনবে, অর্থ-সম্পদ ও জান দিয়ে আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করবে।

এ ব্যবসা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা সত্য উপলব্ধি কর। তোমরা খাঁটি মু'মিন হও এবং আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ কর, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝর্ণামালা প্রবাহিত।

এখানে একথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, জাগতিক ব্যবসার ফলে মানুষের আর্থিক অভাব-অনটন দূর হয়। পরমুখাপেক্ষীতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এমন ব্যবসার কথা বলা হয়েছে যা দ্বারা আখিরাতের চিরস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে নাজাত পাওয়া যায়।[২]

আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন, আয়াতে ঈমান এবং ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করাকে বাণিজ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে। কারণ বাণিজ্য যেমন কিছু ধন-সম্পদ ও শ্রম ব্যয় করার বিনিময়ে মুনাফা অর্জিত হয়। তেমনি ঈমান সহকারে আল্লাহ্‌র পথে জান ও মাল ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী নে'আমত অর্জিত হয়। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এই বাণিজ্য অবলম্বন করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার গোনাহসমূহ মাফ করবেন এবং জান্নাতে উৎকৃষ্ট বাসগৃহ দান করবেন। এ সব বাসগৃহে সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস-ব্যাসনের সরঞ্জাম থাকবে।[৩]

উপরোক্ত আয়াতগুলো সম্পর্কে ইবনে আবী হাতেম, হযরত সা'য়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন, যখন আয়াত নাযিল হলো, "এমন

---

১. সূরা সফ্-১০-১২
২. তাফসীরে নূরুল কুরআন-২৮/১৬৯। তাফসীরে আশরাফী-৬/৩৪০
৩. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন ৮/৫০৪

ব্যবসার সন্ধান দিব যা তোমাদেরকে যন্ত্রাণাদয়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে।" মুসলমানগণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে প্রশ্ন তুললেন এমনও কি কোন ব্যবসা আছে! তাহলে সেটা কি? আয়াত নাযিল হলো। "তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার রাহে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করবে।" এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ব্যবসা যদি তোমরা বুঝ। এ ব্যবসার পথ ধরেই তোমরা পাবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও নির্ঝরমালা প্রবাহিত জান্নাত। বাসস্থান হবে জান্নাতে আদ্নের মাঝে।

'আদন' শব্দটির অর্থ হলো অবস্থান করা। ইমাম কুরতুবী (রহ.) লিখেন জান্নাতের সাতটি নাম, দারুল হালাল, দারুস সালাম, দারুল খোলদ, জান্নাতে আদন, জান্নাতুল মা'আওয়া, জান্নাতুন না'য়ীম, জান্নাতুল ফেরদাউস।[৪]

জিহাদের এ ব্যবসার মধ্যে দুনিয়াবী লাভতো সুস্পষ্ট যে, সমস্ত কাফির-মুশ্‌রিকদের হিংস্র আক্রমণ ও নির্যাতন-নিপীড়ন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলবে আর আখেরাতে মাগফিরাত ও জান্নাত লাভের কথা উল্লেখ করা হলো।

জিহাদ জান্নাত লাভের উত্তম সাওদা

জান্নাত লাভ করা প্রতিটি বনী আদমের ঐকান্তিক প্রত্যাশা। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান কেউই এব্যাপারে পিছিয়ে নেই। তারা জান্নাতের পরিবর্তে স্বর্গ বলে জান্নাতকেই বুঝাতে চায়। সকল ধর্ম-বর্ণেরই পরম আশা ও প্রত্যাশা যে, জান্নাতে-স্বর্গে যাবে। সকলেই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে চিরস্থায়ী জান্নাত-স্বর্গ লাভের প্রচেষ্টা করে। হিন্দু প্রতিমা পূজা, তুলসি পূজাসহ বহু বস্তুর বন্দনার মাধ্যমে স্বর্গ লাভের আশা-প্রত্যাশা করে।

খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মরিয়ম (আ.) কে যথাক্রমে আল্লাহ্‌র বেটা, স্ত্রী, বোন মনে করে। রবিবার গীর্জায় গিয়ে উপাসনা করে একমাত্র স্বর্গ লাভের আশায়। এভাবে দুনিয়ার সকলেই জান্নাত, স্বর্গ লাভের এক মহান আশা বুকে বেঁধে স্ব-স্ব রীতি-নীতিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে

৪. তাফসীরে নূরুল কুরআন-২৮/১৭০

যাচ্ছে। অথচ ধ্যান-ধারণা বিশ্বাস ও পদ্ধতি তথা ঈমান ও আমলের ভ্রষ্টতার দরুন মুসলমান ব্যাতীত সকলেরই আমল হচ্ছে কুফরীও শিরকী।

তাদের অবস্থা হলো,

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

তারাই সেসব লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে পন্ড হয়ে গেছে অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে।[৫]

ফলে তাদের পরিণতি একমাত্র চিরস্থায়ী জাহান্নাম। কারণ তাদের নিকট তাওহীদের সঠিক দাওয়াত পৌঁছার পরও বহুত্ববাদে বিশ্বাসী রয়েছে। মুসলমানগণ সর্বদা একত্ববাদে বিশ্বাসী। এই তাওহীদপন্থীদের মাঝে আবার দু'টি ভাগ রয়েছে উম্মতে মুহাম্মাদী ও পূর্বকালের উম্মত। ইতিহাসে দেখা যায় পূর্বযুগের উম্মত বিজন বনে, গহীন জঙ্গলে বা পাহাড়ের গুহায় শত বছর কাটিয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করতেন কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদী মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বছরের জীবনে খুব কম সময়ই ইবাদাত করে। অথচ জান্নাতে সর্বাগ্রে প্রবেশ করবে। এর কারণ হলো তাদের মাঝে এমন কিছু আমল রয়েছে যার মধ্যে অল্পসময় অধীক পথ অতিক্রম করে ফেলে। এসমস্ত ইবাদাতের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো জিহাদ ফী সাবীলিলাহ। এ ইবদাতের নগদ জান্নাত দেয়ার ওয়াদা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময় জান-মালকে ক্রয় করে নিয়েছেন। জিহাদের ময়দানে জীবন দেয়ার সাথে সাথে জান্নাত দেয়া হবে। কবরের অবস্থান ও হাশরের মাঠের হিসাব-নিকাশের অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ্ তা'আলার নগদ বেচা-কেনা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন।

إِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوٰلَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
يُقٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰةِ
وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءانِ وَمَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِى
بَايَعْتُمْ بِهِ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

৫. সূরা কাহাফ-১০৪

নিশ্চয়ই আলাহ্ পাক মু'মিনদের নিকট থেকে ক্রয় করে নিয়েছেন তাদের জীবন ও সম্পদ। এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহ্র রাহে লড়াই করে (দুশমনকে) হত্যা করে অথবা প্রাণ দেয়। তাওরাত, ইঞ্জিল ও পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাকের এ প্রতিশ্রুতি সত্য হয়ে রয়েছে। প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহপাকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে আছে? অতএব তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে যে সাওদা করেছ তারজন্য আনন্দিত হও বস্তুতঃ এটিই মহান সাফল্য।[৬]

আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার বিভিন্ন ঘটনা মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন, তবে ইবনে জারীর মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কারজী (রা.) বর্ণনা করেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আপনার প্রতিপালক ও নিজের ব্যাপারে যেকোন শর্ত আমাদের দ্বারা মানিয়ে নিতে পারেন। তিনি ইরশাদ করলেন, আমি আমার প্রতিপালকের সম্পর্কে এ শর্ত পেশ করি যে, তোমরা শুধু তাঁরই বন্দেগী করবে, কোন কিছুকে তাঁর সঙ্গে শরীক করবে না। আর আমার নিজের ব্যাপারে এই শর্ত পেশ করি যে, যে জিনিস থেকে তোমরা নিজেদের জান-মালের হেফাজত কর সে জিনিস থেকে আমাকেও হেফাজত করবে। তাঁরা বললেন আমরা যদি তা করি তবে তার বিনিময়ে কি পাব? তিনি বললেন জান্নাত। সাহাবায়ে কিরাম বললেন এ ব্যবসা তো লাভজনক। আমরা এ ব্যবসা থেকে বিমুখ হবোনা।[৭]

এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। মু'মিনদের জন্য এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? মানুষের প্রাণ, ধন-সম্পদ সবই আলাহ্ তা'আলার মহান দান। সে দানকেই আবার আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। যারা নিজের জান-মাল বিক্রি করে দিয়েছে তাদের কাজ হলো আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করা। দুশমনকে হত্যা করা ও নিজের প্রাণ বিসর্জন করা। জিহাদের ময়দানে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর সন্তুষ্টির জন্য মৃত্যুবরণ করে তখন আল্লাহ তা'আলার দায়িত্ব যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর

৬. সূরা তাওবাহ্-১১১
৭. তাফসীরে মাজহারী ৫/৪১৬, তাফসীরে নূরুল কুরআন-১১/৫১

যদি তার মৃত্যু না হয় তবে আল্লাহ তা'আলা নিজ দায়িত্বে ঘরে পৌঁছিয়ে দিবেন এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দান করবেন।[৮]

ইমাম রাজী (রহ.) বলেন মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হলো তারা অব্যাহতভাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যেতে থাকে এমনকি তারা নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে নেয়। মুসলমানদের এক বিরাট দল রণাঙ্গনে শাহাদাত বরণের পরও তারা পূর্ণউদ্যামের সাথে জিহাদ চালিয়ে যেতে থাকে।[৯]

আলামা সানাউলাহ পানিপাথী (রহ.) লিখেছেন, আয়াতে বাক্যগুলো আদেশমূলক নয়, কিন্তু এর অর্থ আদেশমূলক। আলাহ পাক ইয়াহুদী ঈসরায়ীলী ও কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের আদেশ দিয়েছেন, অর্থাৎ আদেশ হচ্ছে তোমরা দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদ কর, আল্লাহ্র দুশনদের নিপাত কর এবং অকুণ্ঠচিত্তে সত্যের জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জন কর। বিনিময়ে পাবে চিরস্থায়ী জান্নাত।[১০]

উল্লিখিত আয়াতে, তাওরাত ইঞ্জিল ও কুরআনের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে অথচ বর্তমানে প্রশ্ন উঠেছে যে, ইঞ্জিলে তো জিহাদের আদেশ নেই। অতএব এ আয়াতে ইঞ্জিলেও এ ওয়াদা রয়েছে কথাটি কেমন হলো?

এ প্রশ্নের জওয়াবে হাকীমূল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত শাহ্ আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, ইঞ্জিলে জিহাদের আদেশ না থাকলেও হয়ত শেষ উম্মতের উপর যে জিহাদের আদেশ হবে এবং জিহাদের বিনিময়ে জান্নাত দেয়া হবে একথা উল্লেখ রয়েছে। অথবা সাধারণভাবে ধন-সম্পদ ও প্রাণ উৎসর্গ করার ফযীলত ইঞ্জিল কিতাবে ছিল তার ব্যাপকতার মধ্যেই জিহাদ রয়েছে। উত্তর দান প্রসঙ্গে যা বলা হলো, তা আধুনিক ইঞ্জিল কিতাবে নেই সে প্রশ্ন উদয় হতে পারে না। কারণ এখন যে ইঞ্জিল কিতাব প্রচলিত রয়েছে তা প্রকৃত ইঞ্জিল নয়।[১১]

৮. তাফসীরে মাজহারী -৫/৪১৮, তাফসীরে নুরুল কুরআন-১১/৫৩
৯. তাফসীরে কাবীর ১৬/২০০, তাফসীরে নূরুল কুরআন -১১/৫৩
১০. তাফসীরে মাযহারী ৫/৪১৯, তাফসীরে নূরুল কুরআন ১১/৫৩
১১. তাফসীরে আশরাফী -৩/১৮

আল্লামা আব্দুল মাজে দরিয়াবাদী (রহ.) বলেন যদিও তাওরাত এবং ইঞ্জিলে ইয়াহুদী-নাসারারা অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন-করেছে কিন্তু এতদসত্ত্বেও আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা এখনো তাওরাত-ইঞ্জিলে বর্ণিত রয়েছে। এটাও পবিত্র কালামের মু'জেযা।[১২]

জিহাদে অর্থ ব্যয়

মহান আল্লাহ্ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্কে ফরয করার সাথে সাথে জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয় করাকেও ফরয করেছেন। ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে মূল্যবান ও মুহাব্বতের বস্তু হল মু'মিনের জান ও মাল।

জিহাদের ময়দানে উভয় বস্তুর কুরবানী দিতে হয়, সেজন্য মহান আল্লাহ তা'আলা কালামে পাকের শতাধিক আয়াত দ্বারা জিহাদের আদেশ করেছেন। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যত স্থানেই জান ও মালের বর্ণনা রয়েছে বিশেষ করে একটি স্থান ব্যাতীত সমস্ত স্থানে মালের আলোচনা পূর্বে উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল। যথা-

সর্বাবস্থায় জিহাদের নির্দেশ

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড় হালকা অথবা ভারী অবস্থায়, নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করতে থাক।[১৩]

এ আয়াতে জান ও মালের মাঝে মালের আলোচনাকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাবুক যুদ্ধে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

১২. তাফসীরে মাজেদী ১/৪২৬, তাফসীরে নূরুল কুরআন ১১/৫৪

১৩. সূরা তাওবাহ্ - ৪১

সঙ্গে বের হওয়ার জন্য অনুপ্রাণীত করা হয়েছে। আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হল-

তোমরা আল্লাহ্র পথে বের হয়ে পড়, হালকা অবস্থায় অথবা ভারী অবস্থায়।

মুফাস্সীরিনে কিরামগণ এ বাক্যটির একাধিক অর্থ বর্ণনা করেছেন।

১. যুবক হও বা বৃদ্ধ জিহাদে বের হয়ে পড়। এমত পোষণ করেছেন। মুজাহিদ (রহ.) ইকরামা (রহ.) যাহ্হাক (রহ.) হাসান বসরী (রহ.)।
২. 'আল্লাহর রাহে জিহাদে বের হয়ে পড়' মজবুত থাক বা দূর্বল।
৩. 'আল্লাহর রাহে জিহাদে বের হয়ে পড়' অভাবগ্রস্ত হও বা সম্পদশালী।
৪. 'আল্লাহর রাহে জিহাদে বের হয়ে পড়' অস্ত্রশস্ত্র কম হোক বা অধিক। এমত পোষণ করেছেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.)।
৫. তাবূকে যুদ্ধের জন্য বের হয়ে পড়, যানবাহনে আরোহী অবস্থায় বা পদব্রজে।
৬. 'আল্লাহর রাহে জিহাদে বের হয়ে পড়' সম্পদশালী হও বা না হও। এ অর্থ নিয়েছেন হযরত ইবনে যায়েদ (রা.)।
৭. 'আল্লাহর রাহে জিহাদে বের হয়ে পড়' ব্যাস্ত থাক বা অবসর, এ অর্থ করেছেন হাকীম ইবনে তওবা (রা.)।
৮. 'আল্লাহর রাহে জিহাদে বের হয়ে পড়' সুস্থ্য বা অসুস্থ্য হও। এ অর্থ নিয়েছেন আল্লামা ইমাম হামদানী (রহ.)।
৯. 'আল্লাহ্র রাহে জিহাদে বের হয়ে পড়' তোমাদের আপনজন এবং চাকর, খাদেম থাকুক বা না থাকুক।
১০. 'আলাহ্র রাহে জিহাদে বের হয়ে পড়' অর্থ-সম্পদের বোঝা হালকা থাক বা ভারী।

কোন কোন তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, জিহাদের আহ্বান শ্রবণমাত্র আল্লাহ্র রাহে জিহাদে বের হয়ে পড়।[১৪]

ইমাম জুহ্রী (রা.) লিখেছেন হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যীব (রা.)-এর একটি চোখ অকেজো হয়ে যায়। লোকেরা বললো আপনি তো অসুস্থ

১৪. তাফসীরে মাজহারী -৫/২৯০-২৯১, নূরুল কুরআন -১০/২৬৮-২৬৯

জিহাদে অংশ গ্রহণ না করলেও হতো। তখন তিনি বললেন! আলাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদে বেরহয়ে পড় হালকা বা ভারী অবস্থায় তথা সুস্থ্য বা অসুস্থ্য অবস্থায়।

আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে জিহাদে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। যদি আমার দ্বারা যুদ্ধে অশং গ্রহণ করা সম্ভব নাও হয় তবে আমি মুসলমানদের দল ভারী করার উপকরণ হতে পারব, মুসলমানদের মাল-পত্র হিফাযত করতে পারবো।

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.)-এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, এ আয়াতে সকল মুসলমানদেরকে কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। নিজের মনমত হোক বা না হোক। অভিযান সহজ হোক বা কঠিন, কেউ সুস্থ্য হোক বা অসুস্থ্য, যুবক হোক বা বৃদ্ধ সবাইকেই এ অভিযানে প্রিয় নবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর সাথী হওয়া উচিত।

হযরত আবু ত্বালহা (রা.) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি আয়াতে বর্ণিত আদেশমোতাবেক সিরিয়া গমন করেন এবং নাসারাদের সঙ্গে জিহাদ করতে করতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, একদা হযরত আবু ত্বালহা (রা.) পবিত্র কুরাান তিলাওয়াত করার সময় এ আয়াতে পৌঁছে বললেন, আমার মনে হয় আমাদের প্রতিপালক তো বৃদ্ধ-যুবক সকলকেই জিহাদের আহ্বান করেছেন, হে আমার প্রিয় সন্তানেরা ! তোমরা আমার জন্য জিহাদে যাওয়ার ব্যবস্থা কর। জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য সিরিয়ায় যাব।

হযরত আবু ত্বালহা (রা.)-এর সন্তানেরা বললো- আব্বাজান, হুজুর সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর যুগে তাঁর নেতৃত্ব জিহাদ করেছেন, তারপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফত আমলে জিহাদে অংশনিয়েছেন, হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর যুগেও বাহাদুরীর সাথে জিহাদ করেছেন। এখন আপনার বয়স অনেক হয়েছে, জিহাদের ময়দানে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার মতো শক্তিও নেই আপনার শরীরে, তাই বলছি

আপনি বাড়ীতে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। আমরা আপনার পক্ষ থেকে জিহাদের জন্য বের হয়ে বীরবীক্রমে জিহাদ করি।

কিন্তু না! হযরত আবু ত্বালহা (রা.) সন্তানদের কথা মানলেন না, তখনই তিনি বাড়ী থেকে বের হয়ে পড়লেন। সমুদ্র পার হওয়ার জন্য নৌকায় আরোহণ করলেন। সমুদ্র আর পার হওয়া সম্ভব হলো না পথিমধ্যেই ইন্তেকাল করলেন। ইন্তেকালের পর নয়দিন পর্যন্ত এমন কোন মাটির সন্ধান মিলেনি যেখানে তাঁকে দাফন করা যায়। নয়দিন পর তীর পাওয়া গেলে সেথায় তাঁকে দাফন করা হয়। এরমধ্যে লাশে সামান্যও বিকৃতি ঘটেনি।

মু'মিনের অন্তরে জিহাদেরই আকাঙ্খা

لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

'যারা আলাহ্ তা'আলার প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে তারা নিজেদের সম্পদ ও জীবনদ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে অব্যাহতি লাভের জন্য আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থণা করে না। আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকীনদের সম্পর্কে অবগত।'[১৫]

এ আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা জান ও মালের আলোচনা করেছেন তন্মধ্যে মালকে পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

'যারা পশ্চাতে রয়ে গেল তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর বিরোধিতা করে বসে থাকার জন্য আনন্দ লাভ করল এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করাকে অপছন্দ করলো।[১৬]

---

১৫. সূরা তাওবাহ্ - ৪৪
১৬. সূরা তাওবাহ্ - ৮১

আলোচ্য আয়াতেও মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ উল্লেখ করেছেন এতে মালকে অগ্রে উল্লেখ করেছেন ।

দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য

لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ جَٰهَدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَٰتُ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছিল, তারা অর্থ-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে কল্যাণ, আর তারাই সফলকাম ।'[১৭]

এ আয়াতে মু'মিনদের কল্যাণ ও সফলতার হিসাব মাল-জান দ্বারা জিহাদের কথা উল্লেখ করেছেন এতেও মালকে পূর্বে উল্লেখ করেছেন ।

ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ

মু'মিন তো শুধু তারাই যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান এনেছে, এরপর কোন প্রকার সন্দেহ করেনি এবং নিজেদের সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারাই হলো ঈমানের দাবীতে সত্য ।[১৮]

আলোচ্য আয়াতে পরিপূর্ণ খাঁটি মু'মিনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয় وَجَٰهَدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ তারা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করে আর এ জিহাদে ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিতেও তারা কুণ্ঠিত হয় না । আলাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যই হয় তাদের জীবন-সাধনা । এখানেও লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মালকে পূর্বে উল্লেখ করেছেন ।

১৭. সূরা তাওবাহ্ - ৮৭
১৮. সূরা হুজরাত-১৫

বাণিজ্যের সন্ধান

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

হে মু'মিনগণ ! আমি কি তোমাদের এমন ব্যবসায়ের সন্ধান দেব ? যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে ।[১৯]

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.)-লিখেছেন, সাহাবায়ে কিরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এই আরজী পেশ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে কোন আমল সর্বাধিক প্রিয়? তখন এ সূরা নাযিলের মাধ্যমে সাহাবাদের জানিয়ে দিলেন যে,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসেন যারা আল্লাহ্‌র পথে সারিবদ্ধ হয়ে জিহাদ করে যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর ।[২০]

আর একই সূত্র ধরে এ আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যবসার সন্ধান দেব ? যাতে শুধু লাভই রয়েছে, কোন প্রকার ক্ষতির আশংকা নেই ।

আর তা হলো তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনবে । অর্থ-সম্পদ ও জান দিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করবে । এ ব্যবসা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পার । যদি তোমরা খাঁটি মু'মিন হও এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে তোমাদেরকে বসবাসের জন্য উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা হবে ।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, জাগতিক ব্যবসার ফলে মানুষের আর্থিক অভাব-অনটন দূর হয়, পরমুখাপেক্ষীতা থেকে রক্ষা পায় । কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এমন ব্যবসার কথা বলা হয়েছে যা দ্বারা আখেরাতের চিরস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে নাজাত পাওয়া যায় ।

১৯. সূরা সফ-১০
২০. সূরা সফ-৪

হযরত ইবনে আবী হাতেম, হযরত সা'য়ীদ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন।

যখন এ আয়াত تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ এমন ব্যবসা যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে। তখন মুসলমানগণ বললেন, এমন কোন ব্যবসা রয়েছে, যা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে নাজাতের কারণ হবে। যদি আমরা জানতে পারি তবে তার জন্য আমরা জান-মাল কুরবান করতে বিলম্ব করবো না, তখন পরবর্তী আয়াত নাজিল হয়।

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ

তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করবে নিজের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা। ব্যবসা হলো লেন-দেনের ব্যাপার। অর্থ-সম্পদ এবং প্রয়োজনে প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর আরাম-আয়েশ সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা। এটিও তেমনি লেন-দেনের ব্যাপার আর এর চেয়ে লাভজনক ব্যবসা অন্য কিছুই হতে পারে না। বাতিল বা ভিত্তিহীন বিশ্বাস বর্জণ করে সঠিক জ্ঞান অর্জণ করা এবং ঈমানের ন্যায় মহা মূল্যবান সম্পদ আহরণ করা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা।

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ -তা তোমাদের জন্য উত্তম পন্থা, যদি তোমরা এ সত্য অনুধাবন করতে পার।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হল প্রতিটি আয়াতেই মালের কথাকে পূর্বে আনা হয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে অতি সহজেই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, যতবড় অভিজ্ঞ, পারদর্শী মুজাহিদই হোন না কেন, ঘর থেকে বের হতেই হবে এবং যুদ্ধ সামগ্রী সংগ্রহ করতেই হবে, আর এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন অর্থ।

বর্তমান আধুনিকতার যুগেও বহু মু'মিন জিহাদের পরিপূর্ণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঘরে বসে অসহায়ের নিশ্বাস ছাড়ছেন। যুদ্ধের বহুক্ষেত্র রয়েছে দুনিয়াব্যাপী কিন্তু মুজাহিদ অর্থাভাবে যথার্থ প্রস্তুতি ও সঠিক গন্তব্যে

যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। কারণ ঘর থেকে বের হলেই অর্থের প্রয়োজন তাই আল্লাহ্‌র তা'আলা অধিক গুরুত্ব দিয়ে অর্থদানের কথা উল্লেখ করেছেন। শুধুমাত্র একটি স্থানে জানের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছেন, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা মূলতঃ মু'মিনের জানকেই ক্রয় করেছেন, মাল তো পড়ে থাকবে দুনিয়াতেই, তাই ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জানকে পূর্বে উল্লেখ করেছে।

মু'মিনের জান-মাল ক্রয়

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের নিকট থেকে ক্রয় করে নিয়েছেন তাদের জীবন ও সম্পদ। এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই করে (দুশমনকে) হত্যা করে অথবা জান দেয়। তাওরাত, ইঞ্জিল ও পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলার এ প্রতিশ্রুতি সত্য হয়ে রয়েছে।[২১]

আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। মু'মিনের জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? মানুষের জান ও ধন-সম্পদ সবই আল্লাহ্‌র দান, আর সে মহান দাতা আল্লাহ্ তা'আলাই আবার ক্রয় করে নিচ্ছেন মু'মিনদের থেকে তাঁর দানকৃত বস্তুসমূহ আরেক বড় দান জান্নাতের অনন্ত-অসীম নি'আমতের বিনিময়।

আমরা সহজেই বুঝতে পারি মু'মিনের জান-মাল যথাসর্বস্ব আল্লাহ্ তা'আলারই দান। এ দানকে স্বয়ং দাতা নিজেকে ক্রেতারূপে অভিহিত করে মু'মিনের দুনিয়াবী জান-মালের বিনিময়ে তাকে আখিরাতের জান্নাত প্রদান করবেন।

---

২১. সূরা তাওবাহ্-১১১

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- ‘জান্নাতে এমন সব নি‘আমত রয়েছে যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি, এমনকি কোন অন্তর কল্পনাও করেনি।

লক্ষণীয় বিষয় হল, দুনিয়ায় চলার ক্ষেত্রে যেহেতু মাল অপরিহার্য তাই অন্য সমস্ত আয়াতে মালের আলোচনা শুরুতে এনেছেন। আর এখানে যেহুতু মূল চুক্তি মু’মিনের জানের সাথে মাল তো আর জান্নাতে যাবে না। মাল ব্যয়ের দ্বারা মুমিনের রূহ জান্নাতে আরামে থাকবে। তাই এ আয়াতে জানের আলোচনাকে আল্লাহ্ তা‘আলা পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

জিহাদে দান করার দৃষ্টান্ত

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেকটি শীষে একশত দানা থাকে এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে বহুগুণে দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা‘আলা অত্যধিক দানকারী ও মহাজ্ঞানী।[২২]

‘আলাহ্‌র রাহে যারা দান করে তাদের প্রতিদান অনেক, তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত আলোচ্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেভাবে জমীনে একটি ধানের বীজ রোপন করলে তাতে সাতটি শীস উৎপন্ন হয়, আর প্রত্যেকটি শীষে একশত করে ধান হয়। এভাবে একটি ধানের বীজ থেকে সাতশত ধানের জন্ম হয়। অনুরূপ আল্লাহ্‌র রাহে সামান্য দানের প্রতিদান বা বিনিময়ও অনেক বেশী, তা শতশত গুণ হতে পারে, আবার তার চেয়ে বেশীও হতে পারে। কেননা আল্লাহ্ তা‘আলা অত্যধিক দানকারী, তাঁর দান অনন্ত-অসীম, তাঁর বদান্যতার কোন সীমা নেই।

কোন কোন তাফসীরকারকগণ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র রাহের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেছেন তা হলো, একমাত্র আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করা।

২২. সূরা বাকারা -২৬১

হযরত ইমরান ইবনে হাসীন (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেব্যক্তি জিহাদের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং নিজে আপন গৃহে অবস্থান করে। সে তার প্রত্যেকটি দেরহামের বিনিময়ে সাত হাজার দেরহামের সাওয়াব লাভ করবে।

قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّانَزَلَتْ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَبِّ زِدْاُمَّتِىْ فَنَزَلَتْ مَنْ ذَالَّذِىْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًاحَسَنًا فَيُضَاعِفَه لَه اَضْعَافًا كَثِيْرَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِّ زِدْاُمَّتِىْ فَنَزَلَتْ اِنَّمَايُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

البيهقى فى شعب الايمان، وفى اسناد البيهقى عيس بن المسيب ضعيف من طرق متعدده كلهاتدور على عيس بن المسيب هذا الاان حبان ذكره فى الثقات والحديث قدروى ابن حبان كتاب الجهاد باب ماجاء فى النفقة فى سبيل الله ، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 341/270

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, যখন এ আয়াত الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (যারা নিজ ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত..) অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু‘আ করলেন হে আমার প্রতিপালক আমার উম্মতের জন্য আরো অধিক দান করুন। অতঃপর আয়াত অবতীর্ণ হল مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا (কে সে ব্যক্তি? যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ প্রদান করবে..) ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ করে দিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার দু‘আ করলেন, হে আমার প্রতিপালক আমার উম্মতের জন্য আরো বৃদ্ধি করে দিন। অতঃপর আয়াত নাযিল হল- انما يوفى الصبرون اجرهم بغير حساب যে ধৈর্য্যধারণকারী হবে তার জন্য বে-হিসাব প্রতিদান মিলবে।[২৩]

২৩. শো‘আবুল ঈমান, বায়হাকী-৪/৩৬, সহীহ ইবনে হিব্বান-১০/৫০৫

আল্লাহ্‌কে ঋণ প্রদান

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ
اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَشْكُرُونَ ۞ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ مَّن ذَا
الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

হে রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম! আপনি কি তাদের কথা জানেন না? যে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর ভয়ে তাদের বাড়ী থেকে বের হয়েছিল? পরে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন, তোমরা মরে যাও ! অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জীবিত করলেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ কর এবং নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো নিশ্চিয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। কে সেই ব্যক্তি? যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। আর আলাহ্ তা'আলাই রিযিক সংকুচিত করেন এবং বৃদ্ধি করেন। আর তোমাদেরকে তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[২৪]

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম রাজী (রহ.) লিখেছেন, একটি উপদেশমূলক ঘটনা আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, ঘটনাটি হল-

বণী ইসরাইলের কিছু লোক একটি শহরে বাস করতো, তাদের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত হল তাদের সংখ্যা চার হাজার। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে তাদের সংখ্যা ছিল আট হাজার মতান্তরে নয় হাজার, ত্রিশ হাজার, চলিশ্র হাজার।

ইমাম রাজী (রহ.) বলেন, কুরআনে কারীমে যে শব্দ চয়ন করা হয়েছে তা দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই এলাকার লোকসংখ্যা দশ হাজারের

২৪. সূরা বাকারা-২৪৩,২৪৪,২৪৫

কিছু উপরে ছিল। যা হোক এ কথা প্রমাণিত হয় যে, অনেক লোক ছিল। ঘটনাক্রমে সেখানে একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি 'প্লেগ' দেখা দেয়, তারা এ অবস্থায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শহর ছেড়ে পলায়ন করে, দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি বিস্তৃত ময়দানে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা মনে করেছিল এভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

কিন্তু তারা জানতো না যে এই পৃথিবীতে যে একবার আগমন করে তাকে অবশ্যই এখান থেকে গমনও করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ সত্যকে হাতে কলমে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য তাদের নিকট দু'জন ফিরিশ্তা প্রেরণ করলেন। তারা উপরোল্লিখিত ময়দানের দু'দিকে দাঁড়িয়ে এমন বিকট শব্দ করলেন যে, উপস্থিত সকলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এদের মধ্যে একজনও জীবিত রইল না।

চার পার্শ্বের লোকেরা এসে হাজার হাজার মৃত মানুষের ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করল। তাদের চারদিকে একটি দেয়াল তুলে দিল, কিছু দিনের মধ্যে মৃত দেহগুলো পঁচে-গলে একাকার হয়ে গেল।

অনেকদিন পর বণী ইসরাঈলের একজন নবী হযরত হিয্‌কীল (আ.) ঐস্থান অতিক্রম করার সময় ভয়াবহ দৃশ্য দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এই বলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তাদের সকলকে পূনঃর্জীবন দান কর। আলাহ্ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন তুমি তাদের হাড়গুলো কে সম্বোধন করে ডাক।

তিনি ডাকলেন, হে পুরাতন হাঁড়সমূহ ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে স্ব স্ব স্থানে একত্রিত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতে অপূর্ব নমুনা দেখা গেল, এ হাড়গুলো আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ শ্রবণ করল এবং প্রত্যেকটি হাড় স্ব স্ব স্থানে অনতিবিলম্বে পূণঃস্থাপিত হল। এরপর হযরত হিযকীল (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ হলো হাড় সমূহকে গোশত ও চামড়ার আবরণ গ্রহণের আদেশ দিতে।

হযরত হিয্‌কীল (আ.) তাই করলেন। ঘোষণা দিলেন, হে হাড়সমূহ! আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে তোমার গোশত পরিধান করো, এবং রগ ও চামড়া দ্বারা সুসজ্জিত হও। সাথে সাথে সমস্ত কংকাল গোশ্ত বিশিষ্ট লাশে পরিণত হলো। তারপর রূহসমূহকে সম্বোধন করে বলা হলো, হে রূহ বা

আত্মাসমূহ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন তোমরা যেন যার শরীরে পূর্বে ছিলে তার শরীরে ফিরে আস। তাঁর একথা বলার সাথে সাথে আল্লাহ' তা'আলার বিস্ময়কর কুদরতের অপূর্ব নমুনাস্বরূপ প্রতিটি মানুষ জীবন্ত অবস্থায় তাঁর সম্মুখে দন্ডায়মান হলো এবং সকলেই বলতে লাগলো "সুবহানাকা লাইলাহা ইল্লা আনতা।" অর্থাৎ হে আল্লাহ্ ! তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি, হে আল্লাহ্ ! তুমি ব্যাতীত আর কোন মা'বুদ নেই। এ ঘটনার দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, মৃত্যু থেকে পলায়নের চেষ্টা বৃথা, কেননা মৃত্যু জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। জীবন ও মৃত্যু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলারই হাতে।

মৃত্যু যখন আসার তখন আসবেই। এক মুহূর্ত আগেও আসবে না, পরেও আসবে না। মহামারী বা জিহাদে যাওয়ার কারণে মৃত্যু আসবে না আর এগুলো থেকে দূরে থাকার কারণে কস্মিনকালেও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

যখন তাদের মৃত্যু আসে তখন এক মুহূর্ত বিলম্বও হয় না, আর তা এক মুহূর্ত পূর্বেও আসে না।[২৫]

যখন মৃত্যুর সঠিক মুহূর্ত আসে তখন তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা পৃথিবীতে কারোরই নেই এ সম্পর্কে পবিত্র কালামে পাকে বলা হয়।

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে অবশ্যই গ্রাস করবে। যদিও তোমরা সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে থাক।[২৬]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অবস্থিতি ও ভোগের সম্পদ রয়েছে।[২৭]

২৫. সূরা ইউনুস-৪৯
২৬. সূরা নিসা-৭৮
২৭. সূরা বাকারা-৩৬

অন্যত্র আরো ইরশাদ হচ্ছে-

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

এ বিশ্ব ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময় মহানূভব।[২৮]

পবিত্র কুরআন আরো ইরশাদ হচ্ছে-

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।[২৯]

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি জানিয়েদিন যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়ন করছ, সে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করবে। অতঃপর তোমাদেরকে মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাজির করা হবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তিনি তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করবেন।[৩০]

একথা চির নির্ধারিত যে, জন্মিলে মরতে হয়। জীবন এমন একবস্তু যাকে ধরে রাখা যায় না। মৃত্যুর অলংঘণীয় বিধান আর তার উপর সেখানেই কার্যকর হয়। রণক্ষেত্রেও হতে পারে, রোগের আক্রমনেও হতে পারে। যখন একথাই সত্য তবে কাপুরুষের ন্যায় মৃত্যুবরণের চেয়ে বীর পুরুষের ন্যায় মৃত্যুবরণই শ্রেয়।

মৃত্যুর ভয়ে যারা জিহাদ থেকে বিরত থাকে উল্লিখিত আয়াতগুলো তাদের জন্য সঠিক পথ প্রদর্শক। বিখ্যাত সাহাবী হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) মৃত্যুর পূর্বমূহুর্তে বলেছিলেন- 'তোমরা দেখ, আমার প্রতিটি

২৮. সূরা রহমান-২৬-২৭
২৯. সূরা আল-ইমরান-১৮৫
৩০. সূরা জুমু'আ-৮

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান। কিন্তু হায় আফসোস রণাঙ্গনে মৃত্যু লিপিবদ্ধ ছিল না বলেই আমি আজ শয্যাশায়ী হয়ে মৃত্যুবরণ করেছি। যারা মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছো তারা আমার জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।

পূর্বকালীন এক মহিলার ঘটনা

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এপর্যায়ে পূর্বকালীন একজন মহিলার একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। ঘটনাটি হল-

পূর্বকালে কোন এক শহরে এক মহিলা অন্তসত্ত্বায় দিন অতিবাহিত করছিল। নিয়মিতভাবে যখন তার প্রসব বেদনা শুরু হলো তখন তার একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলো। সে তার চাকরকে বললো তুমি কোথাও থেকে একটু আগুন নিয়ে আসো।

চারক ঘর থেকে বের হয়ে দেখল আগন্তুক ঘরের দরজায় দন্ডায়মান। আগন্তুক চাকরকে জিজ্ঞাসা করলো কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে, না পুত্র? চাকর জবাব দিল কন্যা। তখন আগন্তুক বললো শোন ! এ মেয়েটি একশত লোকের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। অতঃপর তার বিয়ে বর্তমানে এই বাড়ীতে যে চারক আছে তার সাথে হবে। অবশেষে একটি মাকড়সা তার মৃত্যুর কারণ হবে। চারকটি ঘরে ফিরে এসে একটি তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে ঐ নবজাতক মেয়েটির উদর চিরে ফেলল।

মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে চারকটি সেখান থেকে পলায়ন করলো। মেয়েটির মা এ অবস্থা দেখে দ্রুত তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। অল্পদিনে মেয়েটি পূর্ণ সুস্থ্য হয়ে উঠল। মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দরী-রূপবতী হয়ে উঠলো। পথভ্রষ্টতার কারণে সে নিজের সতিত্ব রক্ষা করতে পারেনি। আর ঐ চাকরটি সমুদ্র পথে বিদেশ চলে যায়। প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে এক যুগ পর দেশে ফিরে আসে।

অল্পকিছুদিন পর একজন বৃদ্ধকে ডেকে বললো, আমি বিয়ে করতে চাই। যদি কোন সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যায় তবে আমার বিয়ের ব্যবস্থা কর। অবশেষে ঐ মেয়েটির সঙ্গেই লোকটির বিয়ে হলো, শুরু হলো সংসার জীবন। একদিন কথায় কথায় স্ত্রী-স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলো।

আপনি তো এখানে অল্পকিছু দিন হয় এসেছেন। ইতিপূর্বে কোথায় ছিলেন বা আপনার বাসস্থান কোথায়?

উত্তরে স্বামী বললো, আমি এ এলাকায়ই এক মহিলার চাকর হিসেবে ছিলাম। তার একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। আমি সে শিশুটিকে হত্যা করে এ এলাকা থেকে পালিয়ে যাই। সাথে সাথে মেয়েটি বলল, তুমি যার পেট কেটেছিলে আমিই তো সেই মেয়ে। অতঃপর পেটের ক্ষত চিহ্ন দেখিয়ে দিল।

স্বামী বললো, তুমি কি তাহলে সেই মেয়ে? তোমার সম্পর্কে আমি জানি ইতিপূর্বে একশত পুরুষের সাথে সম্পর্ক করবে তা কি হয়েছে? মেয়েটি বললো তুমি ঠিকই বলেছ তবে সংখ্যা ঠিক আমার মনে নেই। তোমার সম্পর্কে আমি আরেকটি কথাও জানি, তাহলো তোমার মৃত্যুর কারণ হবে একটি মাকড়সা।

যাহোক তোমার সাথে যেহেতু আমার একটি সম্পর্ক হয়েই গেছে তাই আমি তোমার জন্য একটি পাহাড়ের চূড়ায় সুরক্ষিত ও উঁচু ইমারত নির্মাণ করে দিব। তুমি সর্বদা তাতে বাস করবে। কোন কীট-পতঙ্গ তাতে আসতে দিব না। যেমন কথা তেমনই কাজ, সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী হলো। একদা ঐ প্রাসাদে সুরক্ষিত একটি কামরায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বসে আছে।

এমতাবস্থায় হঠাৎ ছাদের উপর মাকড়সা দেখতে পেয়ে স্বামী বললো, দেখো ছাদে একটি মাকড়সা দেখা যাচ্ছে। স্ত্রী বললো এ মাকড়সাই কি আমার প্রাণ কেড়ে নিবে? তাহলে তার পূর্বেই তাকে শেষ করে দেই। চাকর-চাকরানীদের হুকুম করল ঐ মাকড়সাটিকে জীবিত অবস্থায় তার কাছে ধরে নিয়ে আসার জন্য, চাকররা তাই করল। স্ত্রী মাকড়সাটিকে অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে পদদলিত করল। একপর্যায়ে মাকড়সার শরীর থেকে এক প্রকার পানি বের হয়ে আধা ফোটার মত তার আঙ্গুলে লেগে গেলো। ফলে তার চেহারা বিষে কালো বর্ণ ধারণ করলো। মারা গেল ঐ মহিলা।

এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর স্থান এবং সময় নির্দিষ্ট। সে সময় হলে প্রত্যেককেই মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবে। একথাই চির সত্য। জিহাদে গেলে মৃত্যু আসবে এ জাতীয় ধারণা যেন কস্মিণকালেও না আসে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর ভয়ে পলায়নকারীদের অবস্থা বর্ণনা করেই বলেন-

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ

তোমরা কিন্তু মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন করো না বরং আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করো।[৩১]

কেননা দুষ্টের দমনের আর শিষ্টের পালনের জন্য তথা বিশ্ব-মানবের বৃহত্তম কল্যাণ সাধনের জন্য জিহাদ এক অনুপম বিধান।

এ বিধান বাস্তবায়নে অর্থ ব্যয়ের কোন বিকল্প নেই। তাই আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অর্থ ব্যয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলাকে ঋণ প্রদানের কথা বলা হয়েছে, এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, যখন-

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ

এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম দু'আ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার উম্মতকে (আল্লাহ্র রাহে দানের বিনিময়) আরও বৃদ্ধি করে দিন! তখন-

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

আয়াতটি নাযিল হয়।[৩২]

ইমাম রাজী (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- তিনি ইরশাদ করেন, আলোচ্য আয়াতটি হযরত আবু দারদাহ (রা.) সম্পর্কে। একদা হযরত আবু দারদাহ (রা.) প্রিয় নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর নিকট এসে বললেন, আমার দু'টি বাগান আছে যদি তার একটি আমি আল্লাহ্র রাহে দান করি তবে কি তার অনুরূপ বাগান জান্নাতে পাব? প্রিয় নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ

৩১. সূরা বাকারা -৯৪
৩২. সূরা হাদীদ-১১

করলেন, হ্যাঁ পাবে। পুনরায় প্রশ্ন করলেন আমার স্ত্রীও কি ঐ বাগানে আমার সঙ্গে থাকতে পারবে ? রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, হ্যাঁ। আবু দারদাহ (রা.) পুনরায় প্রশ্ন করলেন, আমার সন্তান-সন্ততিও কি আমার সাথে থাকতে পারবে? রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ। তখন তিনি তাঁর সর্বোত্তম বাগানটি আল্লাহ্র রাহে দান করলেন।

এ বাগানটির নাম ছিল হোনায়না। হযরত আবু দারদাহ (রা.) রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর দরবার থেকে গিয়ে সে বাগানে অবস্থিত নিজ বাড়ীতে আর একবারের জন্যও প্রবেশ করেননি। প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রীকে ডাক দিয়ে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললেন, তোমরা বেরিয়ে আস। কেননা এ বাগান আমি জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ্র রাহে দান করে দিয়েছি। তার স্ত্রী সন্তান-সন্ততিদের হাত ধরে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, আলাহ্ তা'আলা আপনার এ ব্যবসায় বরকত দান করুন।

কর্য বলা হয় ঐ টাকা-পয়সাকে যার সমান টাকা-পয়সা ফেরৎ পাওয়া যায়। কিন্তু এ আয়াতে সে অর্থে ব্যবহার হয়নি। এখানে ব্যবহার হয়েছে যে, বান্দা মহান আল্লাহকে করয দিবে তার সাধ্যমত, আর আল্লাহ্র তা'আলা যেমন বড় তার আদায়ও হবে তেমন বড়।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয় নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন, যেব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ আল্লাহ্র রাহে দান করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার ডান হাত কবুল করে,দানকৃত বস্তুটিকে আপন কৃপায় লালন-পালন করেন যেমন তোমরা বাছুরকে করে থাক। এমনকি সে খেজুরটি পাহাড়ের সমান হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম রোজগারই (হালাল) কবুল করেন।

আল্লাহ্র রাহে দান করার ক্ষেত্রে যারা অভাব-অনটনের কথা চিন্তা করে, সাধ্যথাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যতের চিন্তায় দান করা থেকে বিরত থাকে তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষের রিজিক সংকুচিত করেন এবং বৃদ্ধি করেন, বিধায় অভাবের ভয়ে আল্লাহ্র রাহে দান করার দ্বারা সম্পদ কস্মিণকালেও কমে না। শুধু বৃদ্ধিই পেতে থাকে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, প্রতিদিন সকালে যখন আল্লাহ্‌র বান্দাগণ জাগ্রত হয়, তখন দুইশত ফিরিশতা দু'আ করতে থাকে হে আল্লাহ্ ! যে দাতা, তাকে বিনিময় দান করো, আর যে কৃপন তার সম্পদ ধবংশ করো ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রতিয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌র রাহে দান করার ফযীলত ও মহত্ত্ব অপরিসীম, আর আল্লাহ্‌র রাহে দান থেকে বিরত থাকার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ ।

জিহাদে দানকারী পূর্ণ প্রতিদান ফিরে পাবে

وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যা কিছু ব্যয় করবে তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নিজেদের উপকারার্থেই এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত ব্যয় করো না । আর যা কিছু তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে তা সম্পূর্ণভাবে তোমরা প্রাপ্ত হবে আর তোমরা অত্যাচারিত হবে না ।[৩৩]

আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে যা কিছু ব্যয় কর তা শুধু তোমাদের নিজেদের উপকারার্থেই কর । কেননা, দান–খয়রাতের শুভ পরিণতি বা সাওয়াব তোমরাই লাভ করবে । দানের পর গ্রহীতার প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করো না বা অনুগ্রহ করেছ বলে চিন্তাও করো না । এমনিভাবে অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদও আল্লাহ্‌র পথে দান করো না ।

আর যা কিছু তোমরা দান-খয়রাত কর তা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, যা কিছু দান-খয়রাত করবে তার পূর্ণ বিনিময় তোমাদেরকে যথাসময় পরিপূর্ণভাবে প্রদান করা হবে । আর তোমাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না অর্থাৎ প্রাপ্য সাওয়াব থেকে এতটুকুও কম করা হবে না । এতে একথা ঘোষণা করা হলো যে, যদি দাতার উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ হয় তবে সে অবশ্যই তার দানে

৩৩. সূরা বাকারা -২৭২

পূর্ণসাওয়াব লাভ করবে । গ্রহিতা নেককার হোক বা বদকার, মুসলমান হোক কি অমুসলিম তাতে সাওয়াবের ব্যাপারে কোন কম-বেশী হবে না ।

এ পর্যায়ে বুখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন-

একব্যক্তি ইচ্ছা করল আজ রাতে আমি কিছু দান-সদকাহ করবো, রাতের বেলা সে কিছু অর্থ-সম্পদ নিয়ে বের হলো এবং অতি গোপনে একজন মহিলাকে দিয়ে চলে এল । সকালে মানুষের মধ্যে এ চর্চা হতে লাগলো যে, আজ রাতে কোন এক ব্যক্তি এক চরিত্রহীন স্ত্রী লোককে দান-খয়রাত করেছে । দানকারী একথা শ্রবণ করে আল্লাহ্‌র শুকর আদায় করল এবং মনে মনে সংকল্প করল আজ রাতে আবার সদকাহ করবো । তাই করল । পরদিন সকালে লোক মুখে শুনতে পেল, আজ রাতে কোন এক ব্যক্তি সম্পদশালী ব্যক্তিকে দান-খয়রাত করেছে । দাতা পুনরায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করল এবং পরদিন আবার সদকা করার দৃঢ় প্রত্যয় করল । সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অতি গোপনে এক ব্যক্তিকে কিছু দান করল । পরদিন জানতে পারল যাকে সে রাতে দান করেছে সে একজন চোর ছিল । একথা শুনে দাতা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা আদায় করল । পরবর্তী রাতে সে স্বপ্নে দেখল একজন ফেরেশতা তাকে বলছে-তোমার তিনদিনের সদকাই আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কবুল হয়েছে । হয়ত চরিত্রহীন মহিলা ধন-সম্পদ পাওয়ার কারণে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে । সম্পদশালী ব্যক্তি দান পেয়ে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং সেও আল্লাহ্‌র রাহে দান করতে অভ্যস্ত হবে । আর চোর ধন-সম্পদ পাওয়ার পর চুরির ন্যায় জঘন্য মন্দ কাজ ছেড়ে দিবে ।

জিহাদে দান প্রকাশ্যে না গোপনে

আল্লাহ্‌র পথে দান প্রকাশ্যে ও গোপন উভয় অবস্থাই হতে পারে । প্রকাশ্য দানের দ্বারা যদিও লোক দেখানোর মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে ।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে প্রকাশ্যে দান-সদকাকারী উচ্চস্বরে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতকারীর ন্যায় । আর গোপনে সদকা-খয়রাতকারী নিম্নস্বরে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতকারীর ন্যায় । সাবাহায়ে কিরাম থেকে

উভয় প্রকার দানের প্রমাণ রয়েছে। যদি কারো মাঝে সামান্যতম লোক দেখানোর আশঙ্কা থাকে তবে সে অবস্থায় গোপন দানের দ্বারাই সে পূর্ণ সাওয়াব প্রাপ্য হবে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) গোপন দানকে অধিক উত্তম বলে তার ফযীলত অধিক প্রমাণিত করেছেন। তিনি বুখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত আবু হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিন নিজের ছায়ায় স্থান দিবেন, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না।

১. সুবিচারক রাষ্ট্রনায়ক।
২. যে যুবক তার যৌবন আল্লাহ্র ইবাদাত-বন্দিগীতে অতিবাহিত করেছে।
৩. সেই দুই ব্যক্তি যারা শুধু আল্লাহ্র ওয়াস্তে একে অন্যকে ভাল বেসেছে।
৪. সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত মসজিদের চিন্তায়ই থাকে।
৫. যে ব্যক্তি একাকী আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং ক্রন্দন করে থাকে।
৬.সেইব্যক্তি যাকে কোন সুন্দরী নারী মন্দ কাজের জন্য আহ্বান জানায় তখন সে বলে আমি আল্লাহ্কে ভয় করি।
৭. যে ব্যক্তি দান করে এমন গোপনভাবে যে, তাঁর বাম হাত ডান হাতের দানের খবর রাখে না। এ হাদীস থেকে গোপনে দানের অধিক ফযীলত বুঝা যায়।

তিরমিযী শরীফ ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে-

فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ وَقَالَتْ يَارَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ اَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ

قَالَ نَعَمْ اَلْحَدِيْدُ

আল্লাহ্ তা'আলা যখন জমিন সৃষ্টি করলেন তখন জমিন দুলতে লাগল যেমন পানির উপর ভাসমান নৌকা। আলাহ্ তা'আলা বিশাল বিস্তৃত পর্বতমালা সৃষ্টি করে জমিনের উপর বসিয়ে দিলেন তখন জমিন স্থির হয়ে গেল।

অবস্থা দেখে ফিরিশ্তাগণ বিস্মিত হলেন এবং বললেন, হে পরওয়ারদেগার! তোমার সৃষ্টিতে পাহাড়ের চেয়েও শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি?

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ আছে, তা হল লোহা।

ফিরিশ্তাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে পরওয়ারদেগার ! তোমার সৃষ্টির মাঝে লোহার চেয়েও শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি? আলাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ আছে, আগুন।

ফিরিশ্তাগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, হে পরওয়ারদেগার! তোমার সৃষ্টির মাঝে অগ্নির চেয়েও শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি? আলাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ আছে, পানি।

ফিরিশ্তারা পুনরায় আরজ করলো, হে মহা পরাক্রমশালী ! তোমার সৃষ্টির মাঝে পানির চেয়েও শক্তিশালী কোনকিছু আছে কি? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ আছে, বাতাস।

ফিরিশ্তাগণ পুনরায় আরজ করলেন। হে মহাপরাক্রমশালী! তোমার সৃষ্টির মাঝে বাতাসের চেয়েও শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি? আলাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ আছে, তা হল আদম সন্তান যা ডান হাতে দান করে কিন্তু বাম হাত জানে না।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তার এত গভীরতম সম্পর্ক যে, সে অতি গোপনে তার যথাসর্বস্ব আল্লাহ্র রাহে বিলীন করতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হয় না। এমন ব্যক্তি সৃষ্টিজগতের মাঝে সর্বাধিক শক্তিশালী।[৩৪]

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

উত্তম সদকা হলো গোপনে অভাবগ্রস্থ লোকদেরকে প্রদান করা। অর্থ-সম্পদের স্বল্পতা সত্ত্বেও আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করা।[৩৫]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহ্র অত্যন্ত প্রিয়-

১. যে রাতে জাগ্রত হয়ে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করতে থাকে।

৩৪. সুনানে তিরমিযী-২/১৭৪, মুসনাদে আহমদ-১/১২৪
৩৫. তাফসীরে ইবনে কাসীর

২. যে ডান হাতে আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করে এমতাবস্থায় বাঁ হাত থেকেও তা গোপন থাকে।

৩. যে ব্যক্তি তার সাথী পলায়নের পরও জিহাদের ময়দানে দুশমনের মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাকে।[৩৬]

হযরত আবু যর (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আল্লাহ্ তা'আলা তিন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন আর তিনব্যক্তিকে অপছন্দ করেন। যাদের পছন্দ করেন তারা হলেন-

১. কোন এক মজলিসে এক অসহায় ব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে সাহায্য প্রার্থণা করেছে, ঐ মজলিসে তার কেউ নেই, এমতাবস্থায় মজলিসের কেউ তাকে সাহায্য করছে না, একব্যক্তি সেখান থেকে উঠে গিয়ে অত্যন্ত গোপনে যা একমাত্র আল্লাহ্ আর ঐ ব্যক্তি ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ জানে না অসহায়কে সাহায্য করে আল্লাহ তা'আলা এ দানকারীকে অত্যন্ত ভালবাসেন।

২. মুসলমানের কোন সৈন্যদল দুশমনের মোকাবেলা করতে করতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং রাতের শেষ প্রহরে নিদ্রা গ্রাস করে নেয়, সকলেই নিদ্রায় ঢলে পড়ে, এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে দু'আ ও পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করে।

৩. জিহাদের ময়দানে ঐ মুজাহিদ, যে তার সাথী পলায়নের পরও শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে শাহাদাত কিংবা বিজয়ের পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত।

যে তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা অপছন্দ করেন-

১. বৃদ্ধা ব্যভিচারী ২. অহংকারী ভিক্ষুক ৩. অত্যাচারী সম্পদশালী।

জিহাদে দানের মহত্ব

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ
آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

৩৬. তিরমিযী শরীফ

তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে তোমরা আল্লাহ্র রাহে জিহাদের জন্য ব্যয় কর। তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং জিহাদের জন্য আল্লাহ্র রাহে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।[৩৭]

আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা দু'টি বিষয়ের আদেশ প্রদান করেছেন।

১. আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি পূর্ণঈমান আনয়ন করা। কেননা ঈমান ব্যতীত পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে নাজাতের কোন পথ নেই। আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনার তাগিদ করা হয়েছে, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত পথ ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান আনা ও তাঁর মারেফাত হাসিল করা কস্মিণকালেও সম্ভব নয়।

২. তোমাদের ধন-সম্পদ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য, তাঁর রাহে জিহাদের জন্য ব্যয় কর। কেননা অর্থ-সম্পদের ব্যবহারের জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।

মূলতঃ অর্থ-সম্পদের একমাত্র প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলাই। তোমাদের জন্মের পূর্বে এ অর্থ-সম্পদ ছিল অন্যদের নিকট তখন তারাই প্রকাশ্যে তার মালিক ছিল। যখন তোমরা পৃথিবীতে থাকবে না, তখন অন্যরা এই ধন-সম্পদের অধিকারী হবে, তারা তা ভোগ করবে। অতএব অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার কোন যুক্তিই নেই।

বুদ্ধিমানের কাজ হলো আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সম্পদ তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা। তাই আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন- 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং তার অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্র রাহে দান করে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

অর্থ-সম্পদ যেমন তুমি পেয়েছ অন্যের থেকে, ঠিক তেমনিভাবে অন্যরাও পাবে তোমার নিকট থেকে, অথচ হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব

৩৭. সূরা হাদীদ-০৭

তোমার উপর বর্তাবে। তাই দুরদর্শী মানুষের কাজ হলো আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের জন্য ব্যয় করা। যেন পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে সে সম্পদের বিনিময়ে পুরষ্কার লাভ করা যায়।

রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সূরা তাকাছুর' পাঠ করে ইরশাদ করেছেন- মানুষ বলে, এটি আমার মাল, এটি তো আমার সম্পদ অথচ তার সম্পদ শুধু এতটুকুই যা সে খায়, পরিধান করে অথবা আল্লাহ্‌র রাহে দান করে। যা সে খেয়ে ফেললো তা শেষ হয়ে গেল, আর যে পোশাক পরিধান করলো তা পুরাতন হয়ে বেকার হয়ে গেল এবং যা কিছু সে আল্লাহ্‌র রাহে দান করলো তা তার সম্পদ হিসাবে রয়ে গেল।[৩৮]

জিহাদের ময়দানে দানের গুরুত্ব

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে (জিহাদের জন্য) ব্যয় কর না? অথচ আসমান যমীনের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।[৩৯]

পূর্ববর্তী আয়াতে ঈমান আনয়নের এবং আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করার আহ্বান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের জন্য দানের তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। কি হলো তোমাদের? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করছ না? অথচ আসমান ও যমীনের একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তা'আলা।

যারা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে ছিল, তারা বর্তমানে নেই আর যারা বর্তমানে আছে তারা ভবিষ্যতে থাকবে না, অবশেষে এক আল্লাহপাকই থাকবেন। তিনিই মালিকে মুখতার। সকল ধন-সম্পদ তাঁর হাতেই পড়ে থাকবে, প্রত্যেককে তার সবকিছু ছেড়ে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে। তাই সুস্থ্য বিবেকবান মানুষ স্বেচছায়-সাগ্রহে আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের জন্য দান করা তাঁর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়।

---

৩৮. মুসলিম শরীফ
৩৯. সূরা হাদীদ-১০

কেননা যারা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের জন্য ব্যয় করবে তার বিনিময়ে আখেরাতে অশেষ সাওয়াব লাভ করবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন, একদা একটি বকরী জবেহ করলেন, এ বকরীটির কোন অংশ রয়েছে কি? বলা হল একটি হাত রয়েছে, আর সবই বিতরণ করা হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এ হাতটি ব্যতীত সবই রয়েছে অর্থাৎ যা কিছু দান করা হয়েছে তার ছওয়াব আখেরাতের ফান্ডে জমা রয়েছে, আর যেহেতু হাতটি দান করা হয়নি তাই এর ছাওয়াবও জমা হয়নি।[৪০]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ? যার কাছে নিজের অর্থ-সম্পদের চেয়ে তার ওয়ারিশদের অর্থ-সম্পদ অধিক প্রিয়? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের নিজের অর্থ-সম্পদই অধিকতর প্রিয়।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেকের ধন-সম্পদ তাই যা সে (মৃত্যুর পূর্বে) আল্লাহ্‌র রাহে দান করার মাধ্যমে সম্মুখে প্রেরণ করে। আর ওয়ারিশদের সম্পদ তা যা সে রেখে যায়।[৪১]

মক্কা বিজয়ের পূর্বে দান

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহ্‌র রাহে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে, তারা অন্যের সমান নয়, তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, সব লোকের চেয়ে যারা (মক্কা বিজয়ের পর) অর্থ ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ তা'আলা সকলের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দান

---

৪০. তিরমিযী শরীফ
৪১. সহীহ বুখারী শরীফ-২/৯৫৩

করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলীর পূর্ণ খবর রাখেন।[৪২]

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্র রাহে জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয়ের ফযীলত বর্ণনা হয়েছে আর এ স্থানে মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা আল্লাহ্র রাহে দান করে তাদের ফযীলত বর্ণনা করা হল। মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদীনায় অবস্থান, বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য চরম সংকটময় মূহুর্ত, সে চরম মুহুর্তে যারা একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে দ্বীন ও ইসলামের জন্য জিহাদের পথে মুহাব্বতের অর্থ-সম্পদ কুরবানী করেছেন, স্বাভাবিকভাবেই তাদের মর্যাদা অন্যদের তুলনায় অধিক হবে।

স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যয় করা আর চরম সংখটময় মূহুর্তে ব্যয় করা সমান পতে পারে না, সাধারণ দান আর জিহাদের জন্য দান কস্মিনকালেও এক হবে না। তাই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে-

لَایَسْتَوِیْ مِنْكُمْ

তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে দান করেছে এবং ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে তাদের মর্যাদা ও ফযীলত অনেক বেশী। যারা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছে, আল্লাহ্র রাহে জিহাদের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং নিজেও জিহাদ করেছে, তাদের মর্যাদা অধিক। তবে যারা মুসলমানদের চরম সংকটময় মূহুর্তে মক্কা বিজয়ের পূর্বে করেছে তাদের মর্যাদা অধিক। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে তার মর্যাদা অনুসারে সাওয়াব দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

জিহাদে অর্থ ব্যয় পরিত্যাগ-ই ধ্বংসের প্রকৃত কারণ

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

তোমরা আল্লাহ্র রাহে অর্থ-সম্পদ ব্যয় কর। আর তা না করে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা।[৪৩]

৪২. সূরা হাদীদ-১০
৪৩. সূরা বাকারা -১০

ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার্থে, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার্থে জিহাদের কাজে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে গাফলতি করো না। এ ব্যাপারে গাফলতির পরিণাম হলো ধ্বংস। অতএব, তোমরা নিজেকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিওনা, কারণ যদি তোমরা জিহাদ বর্জণ কর ও জিহাদের চালিকাশক্তি অর্থ ব্যয় বন্ধ করে দাও তবে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে।

ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত হুজাইফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, উল্লিখিত আয়াতটি জিহাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (রহ.), তিরমিজী (রহ.), ইবনে হাব্বান ও হাকেম (রহ.) আনসারদের একটি অবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে, ইসলাম যখন বিজয়ী হয়েছে, মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন বিজয়ের মুকুটধারী সাবাহায়ে কিরাম (রা.) চিন্তা করলেন এখন তো আর জিহাদের প্রয়োজন নেই। জিহাদের জন্য ইতিপূর্বে আমরা যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছি তা গণীমতের মাল, ব্যবসা ও চাষাবাদের মাধ্যমে পুষিয়ে নেয়ার উপযুক্ত সময়।

এসব কথার বাতুলতা ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- জিহাদ থেকে বিরত থাকা, জিহাদের ব্যাপারে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করাকে পরিহার করার পরিণাম হলো নিশ্চিত ধ্বংস। অতএব! হে মু'মিনগণ! তোমরা ধ্বংসের পথ ধরো না।

আলামা সানাউলাহ পানিপথী (রহ.)-এ আয়াতের তাফসীরে বলেন: হে মুসলমানগণ! যদি তোমরা জিহাদ পরিত্যাগ কর তবে দুশমন তোমাদের উপর বিজয়ী হবে তোমরা ধবংস হয়ে যাবে।

হযরত যাহ্যাক ইবনে যোবাইর (রহ.) বর্ণনা করেন: আনসারগণ সর্বদা আল্লাহ্র রাহে মুক্তহস্তে দান করতেন, কিন্তু একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আল্লাহ্র রাহে দান থেকে বিরত হলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

ইমাম হাসান বসরী (রহ.)-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, কোন গোনাহগার ব্যক্তি আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং এভাবে গোনাহ্র কাজে মশগুল থাকা। এটিই হল নিজের ধ্বংসের কারণ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত ইকরামা (রা.) হযরত মুজাহিদ (রহ.) প্রমুখ সাহাবী বর্ণনা করেন, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, তোমরা জিহাদের পথে অর্থ ব্যয় বন্ধ করে নিজেদের ধবংস নিশ্চিত করো না।

যখনই কোন মুজাহিদ জিহাদের জন্য অর্থ চায়, তৎক্ষণাত সাধ্যানুযায়ী অর্থ দিয়ে দাও।

ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, জিহাদের পথে অর্থ ব্যয় কর, যদি একটি রমিও হয়। অর্থ ব্যয়ের মত আমার সামর্থ নেই বলে নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করো না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) অন্যত্র বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে জিহাদে যাওয়ার আদেশ করলেন। আদেশ শুনে কিছু গ্রাম্যব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে আবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা কিভাবে জিহাদে যাবো? (আল্লাহর শপথ) আমাদের নিকট সফর সামগ্রী ও যুদ্ধের কোন সরঞ্জাম নেই। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করে ধনীদের আদেশ করেছেন, তারা যেন দরিদ্র মুজাহিদদের সাহায্য করে জিহাদের পথে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। অন্যথায় মুজাহিদের সংখ্যা কমে যাবে আর এ সুযোগে কাফিররা অনায়াসে বিজয় লাভ করবে।

বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে শায়খুল হিন্দে উল্লেখ রয়েছে-তোমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয় করতে থাক। জিহাদ পরিহার করে নিজেদের ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। জিহাদের জন্য অর্থ সাহায্য বন্ধ হলে শত্রু প্রবল শক্তিশালী হয়ে যাবে আর তার মোকাবিলায় মুসলমান অপারগতার পরিচয় দিবে।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুফাসসীর হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রহ.) বলেন, জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয় কর। জিহাদের পথে অর্থ ব্যয় থেকে বিরত হয়ে নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। যদি তোমরা জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয় না কর, তবে তোমরা দুর্বল হয়ে যাবে আর কাফের সম্প্রদায়ের সবল হয়ে যাবে।[৪৪]

যুগ সংস্কারক মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র শাহ আব্দুল কাদের (রহ.) বর্ণনা করেন, তোমরা জিহাদ পরিত্যাগ করে আপন গৃহে বসে থেকো না। কারণ তোমাদের ধ্বংসের প্রকৃত উৎস তা-ই।

৪৪. তাফসীরে উসমানী-৩৮

মুফতী শফী (রহ.) বলেন, জিহাদের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা ফরয। এ আয়াত থেকেই ফুকাহায়ে কিরাম মাসআলা বের করেছেন যে, ফরয যাকাতের সাথে সাথে অন্য সদকাও ফরয করা হয়েছে। তবে তার জন্য কোন সময় বা পরিমাণ নির্ধারিত নেই। যখন যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়, তার ব্যবস্থা করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয হয়ে যায়।

এ আয়াতের অধিক গ্রহণীয় তাফসীর ইমাম কুরতুবী (রহ.) তাফসীরে কুরতুবীতে সর্বোত্তম ও পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা উল্লেখ করেন। তিনি হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আয়াতে হাত দ্বারা পূর্ণ মানব বুঝানো হয়েছে। তিনি প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমিযীর একটি হাদীস উল্লেখ করেন।

হযরত আবু ইমরান (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা রোমের একটি শহরে অবস্থান করছিলাম, হঠাৎ বিশাল এক রোমান বাহিনী মুসলমানদের মুখোমুখী অবস্থান নিল। মুসলমান মুজাহিদগণও প্রস্তুত। ইত্যবসরে হঠাৎ এক যুবক মুজাহিদ একাকী শত্রুর উপর আক্রমণ করে তাদের সম্মুখ ভাগের সকল কাতার চূর্ণ করে দুশমনের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। মুসলমানদের কণ্ঠে চীৎকার ধ্বনি বেরিয়ে এল। কেউ কেউ এ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'সুবহানাল্লাহ' যুবক নিজেকে ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করেছে। মুজাহিদদের এ উক্তি শুনে হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী (রা.) দাঁড়িয়ে দ্ব্যার্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন-

হে লোক সকল! তোমরা আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করছ কেন? তোমরা কি জাননা, এ আয়াত আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরাই এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপে জানি। তা হলো, আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর আমাদের মধ্যে কারো অন্তরে কল্পনা হলো জিহাদের আর প্রয়োজন কি? আমরা আপনগৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পদ, দেখা-শোনা করি। এ প্রসঙ্গেই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

এতে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ধ্বংসের দ্বারা জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়েছে। জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের ধ্বংসের প্রকৃত কারণ। তাই হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী (রা.) সারা জীবনই জিহাদ করেছেন, শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও তাঁর মত বুঝার ও জিহাদের ময়দানে শাহাদাত লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

জিহাদে দানের বরকত

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যাবের (রা.) সমস্ত যুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতা ও উদারতার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। জীবনের শেষ লক্ষ্য যেহেতু শাহাদাত ছিল, তাই কাফিরদের সংখ্যার কোন পরোয়া করতেন না। কাফের বীরদের বড় বড় ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করে জানবাজী রেখে একাই যুদ্ধ করতেন।

মালের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত উদার, সমস্ত যুদ্ধে তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেন। আপন অর্থ ছিল অত্যন্ত স্বল্প। ব্যক্তিগত সম্পদ অল্পদিনেই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন, হায়! জিহাদ চলবে আর আমি অর্থ দ্বারা সাহায্য করতে পারবো না? আলাহ্‌র সাথে কৃত বাণিজ্য কি তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে? চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন হযরত যাবের (রা.)

অত্যন্ত পেরেশান তাঁর অন্তর ! হঠাৎ মাথায় একটি বুদ্ধি উদয় হলো, হ্যাঁ! চমৎকার উপায়। তিনি চিন্তা করলেন, লোকেরা আমার কাছে বহু অর্থ আমানত রাখে। এই আমানতের টাকাগুলোতো তোমার থেকে নষ্ট হয়ে গেলে তারা আর পাবে না। অতএব যদি তারা এগুলো আমাকে করজে হাসানা হিসেবে দেয়, তাহলে তারাও নিশ্চিত টাকাগুলো পাবে, আর আমিও এই টাকাগুলোকে এমন এক ব্যবসায় ব্যবহার করবো যাতে শুধু লাভই লাভ ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই।

যেমন চিন্তা তেমন কাজ। পরদিন থেকেই যারা আমানত রাখতে আসল তাদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। দেখ ভাই! তুমি তো আমানত রাখছো, তোমার অর্থগুলো পরে পাওয়া দরকার, আমি তো জিহাদের সফরে চলে যাই খোদা না করুন কোন অবস্থায় যদি অর্থগুলো নষ্ট হয়ে যায় তবে তো আর কোনদিন তা ফেরৎ পাচ্ছ না। তার চেয়ে ভালো তুমি টাকাগুলো আমানত না রেখে আমাকে করজ হিসেবে দাও, তাহলে সেটা তুমি অবশ্যই আমার থেকে নিতে পারবে। সকলে আনন্দের সাথে তাই করতে আরম্ভ করল।

হযরত যাবের (রা.) যত অর্থ আসত সবগুলো ঘরে জমা না করে জিহাদের কাজে ব্যয় করে দিতেন, জিহাদের কাজে অর্থ ব্যয় করা তো আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ঘোষিত সফল বাণিজ্য, এতে কোন ক্ষতির আশংকা নেই।

হযরত যাবের (রা.) লোকদের অর্থকে করজ হিসেবে নিয়ে জিহাদের জন্য ব্যয় করতে লাগলেন- এমনকি হযরত যাবের (রা.)-এর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে আসল। তিনি বুঝতে পারলেন। তাই ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) কে বললেন। হে প্রিয় বৎস! আমার জিম্মায় বহু অর্থ করয রয়েছে যা আমি কারো থেকে চেয়ে আনি নাই, যারা আমার কাছে আমানত রাখতে এসেছে তাদের উপকারের জন্য করজ দানের মশওয়ারা দিয়েছি। তারা তাই করেছে। আমি সে অর্থগুলো জিহাদের কাজে ব্যয় করে দিয়েছি। এখন আমার উপর বহু অর্থ করজ রয়েছে। আমার ইন্তেকালের পর ঘোষণা করে দিও পাওনাদাররা যেন তাদের পাওনা নিয়ে নেয়।

আর তুমি সকলকে তা বুঝিয়ে দিও। যদি আমার রেখে যাওয়া সম্পদ দ্বারা তা সম্ভব না হয়, তবে যাবেরের মাওলার নিকট সাহায্য চেও।

আরবে মাওলানা শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হত। তার মধ্যে এটাও একটি ছিল যে, জীবিত অবস্থায় দুই জনের মাঝে এ মর্মে চুক্তি হত যে, আমাদের মাঝে যে পূর্বে মারা যাবে অপরজন তার হুকুক আদায় করে দিবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যাবের (রা.) ধারণা করলেন হয়ত পিতাজীর এমন কোন অঙ্গীকারাবদ্ধ বন্ধু রয়েছেন, তাই তার নাম জেনে রাখার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন। আব্বাজান আপনার মাওলা কে?

হযরত যাবের (রা.) বললেনঃ আমার মাওলা ও ওয়াদাকারী আমার প্রভু আলাহ তা'আলা। যদি ইন্তেকালের পর রেখে যাওয়া সম্পদ দ্বারা করজ আদায় না হয় তবে আমার রব আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থণা করবে।

হযরত যাবের (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত হাকেম ইবনে হাযযাম (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ বিন যাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতার করজের পরিমাণ ছিল বাইশ লাখ দেরহাম। এক দেরহাম হলো পাঁচ আনা তিন মাশা রূপার সমপরিমান। এখন হিসাব করা যেতে পারে বাইশ লাখ দেরহামে কি পরিমাণ রূপা হয়, তার মূল্যই বা কি পরিমাণ হবে। সামান্য চিন্তা করার দ্বারা বুঝা যাবে মুজাহিদীনের মালের মাঝে আলাহ তা'আলা কি পরিমাণ বরকত দান করেন।

হযরত যাবের (রা.)-এর ঋণ ছিল বাইশ লক্ষ দিরহাম কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন যাবের (রা.) কারো ধারণা খারাপ না হয়ে যায়, পাওনাদারদের মাঝে হতাশা না আসে, তাই আসল পরিমাণ গোপন করে বলতেন লক্ষ দিরহামের বেশী।

হযরত হাকেম ইবনে হাযযাম (রা.) তা শুনেই বললেন তোমার পিতার রেখে যাওয়া সম্পদ তো এই ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট নয়। চিন্তার বিষয় মূল ঋণ বাইশ লাখ দিরহাম অথচ তিনি লক্ষ দিরহাম শুনেই বললেন রেখে যাওয়া সম্পদ ঋণ পরিশোধে যথেষ্ট নয়। কিন্তু সুবহানাল্লাহ আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত প্রকাশ হয়ে গেল মুজাহিদের সাহায্যে।

হযরত যাবের (রা.)-এর রেখে যাওয়া সম্পত্তি এতই মূল্যবান হল, যে সম্পদ দ্বারা একলক্ষ দিরহাম ঋণ পরিশোধও অসম্ভব মনে হত! তার দ্বারা বাইশ লক্ষ দিরহাম ঋণ পরিশোধ করে, অবশিষ্ট সম্পদ তিনভাগ করে একভাগ হযরত যাবের (রা.)-এর ওসিয়ত অনুযায়ী জিহাদের জন্য দান করে দিলেন। বাকি দুইভাগ স্ত্রীদের দিলেন। হযরত যাবের (রা.)-এর চার স্ত্রী ছিল। অধিক বিবির কারণ ছিল অধিক পরিমান মুজাহিদ জন্ম হবে।

হযরত যাবের (রা.)-এর পূর্ণ সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধের পর জিহাদে অর্থ দেয়ার পর বাকি অংশের আট ভাগের এক ভাগ চার স্ত্রীর মাঝেবণ্টন করার পর প্রত্যেকের অংশে বার লাখ দিরহাম করে আসে।

পূর্ণ মালের হিসাব শুধু মুজাহিদদের মালের বরকত ও আলাহর কুদরত কে বান্দার সামনে প্রকাশ করার নিমিত্ত্বে নিম্নে তুলে ধরছি।

ঋণ পরিশোধ -		= ২২ লাখ দিরহাম।
স্ত্রীদের অংশ -	১২×৪	= ৪৮ লাখ দিরহাম।
সকল ওয়ারেসদের অংশ-	৪৮×৭	= ৩৩৬ লাখ দিরহাম।
ওয়াসিয়তের অংশ-		= ১৯২ লাখ দিরহাম।
মোট সম্পদ হলো-		= ৫৯৮ লাখ দিরহাম।

হাদীসের আলোকে জিহাদে অর্থ ব্যয়

বিশ্ব মানবের মুক্তির দূত, সাইয়্যিদুল মুরসালীন সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম মহান আল্লাহ তা'আলার আদেশ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহকে বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছেন। জিহাদের ক্ষেত্রে সামান্য অলসতা ও অবহেলাকে কঠোরভাবে বারণ করেছেন।

রাহমাতুলিল আলামীন জিহাদের প্রয়োজনে দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট মসজিদ, মসজিদে নববীতে অস্ত্র-অর্থ, সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করেছেন। এক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামদের এত অধিক পরিমাণ ফযীলতের হাদীস শুনিয়েছেন যে, দূর্বল, অসহায় সাহাবায়ে কিরামও দিনমজুরী করে সামান্য পরিমাণ অর্থ রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম -এর খিদমতে জিহাদের জন্য অর্পণ করতেন।

কেউ তো রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর পবিত্র জবান থেকে ফযীলতের হাদীস শুনে গৃহ উজাড় করে জিহাদে দান করে দিলেন, গৃহাবস্থা জিজ্ঞাসা করলে বিনয়ের সাথে উত্তর দিলেন আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-ই যথেষ্ট।

কেউ তো প্রতিযোগিতা করে গৃহের অর্ধেক সম্পদ জিহাদের জন্য দান করে দিয়েছেন। আবার কেউ তো এতো বেশী দান করেছেন যে, নিশ্চিত জান্নাত ক্রয় করে নিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম দানের উপর সন্তুষ্ট হয়ে জান্নাতি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। সে অসংখ্য হাদীসসমূহ থেকে নিম্নে কয়েকটি হাদীস তুলে ধরেছি।

জিহাদে অর্থ ব্যয়ে দ্বীগুণ সাওয়াব

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَازِىْ اَجْرُهٗ وَلِلْجَاعِلِ اَجْرُهٗ وَاَجْرُ الْغَازِىْ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত নবী কারীম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন- গাজী (আল্লাহ্র রাহের সৈনিক) কেবল জিহাদের ছাওয়াব পায় আর যেব্যক্তি তাঁকে প্রয়োজনীয়

সামগ্রী দান করে জিহাদের সামর্থবান করে তোলে সে সাহায্য করার প্রতিদানও পায় এবং গাজীর (জিহাদের) সাওয়াবও পায় ।[৪৫]

উল্লিখিত হাদীসটিতে মুজাহিদের সাহায্যকারীর ফযীলত বর্ণীত হয়েছে। হাদীসটি থেকে একথা সুস্পষ্ট জানা গেল, সশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শুধু যুদ্ধ করার সাওয়াব পাবেন, আর তাঁর সাহায্যকারীকে মুজাহিদের সাওয়াব দেয়া হবে। এর অর্থ এটা নয় যে, মুজাহিদের সাওয়াব কমিয়ে তাঁর সাওয়াবের অংশ থেকে সাহায্যকারীকে দেওয়া হবে; বরং তার সাওয়াব কমানো ব্যতীতই সাহায্যকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা সে পরিমাণ সাওয়াব দান করবেন।

একে সাতশ'গুণ বৃদ্ধি

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
اَنْفَقَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كُتِبَ لَه بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ

ترمذى ابواب الجهاد باب ماجاء فى فضل النفقة فى سبيل الله، النسائى كتاب الجهاد باب فضل النفقة فى سبيل الله، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق– 342/271

হযরত খুরায়ম ইবনে ফাতিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে কোন বস্তু ব্যয় করে দয়াময় আল্লাহ্ দয়া করে তাঁর আমলনামায় সাতশ'গুণ সাওয়াব দান করেন।[৪৬]

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে

وَعَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدِ الاَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ فَقَالَ هٰذِه
فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُوْمَةٌ

৪৫. সুনানে আবু দাউদ-১/৩৪২
৪৬. সুনানে তিরমিযী-১/২৯২

مسلم كتاب الامارة باب فضل الصدقة فى سبيل الله وتضعيفها، والحاكم كتاب الجهاد، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق– 345/273

হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.) বলেন, একদা একব্যক্তি লাগামসহ একটি উষ্ট্রী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, এটি আল্লাহ্র রাহে জিহাদের জন্য দান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন যাও! তুমি কিয়ামতের দিন তার বিনিময়ে লাগাম বিশিষ্ঠ সাতশ'উষ্ট্রী পাবে।[৪৭]

উপরোক্ত হাদীস দ্বয় থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, জিহাদের জন্য যে কোন অর্থ বা বস্তু ব্যয় করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা সাতশ'গুণ বৃদ্ধি করে দিবেন।

عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طُوْبٰى
لِمَنْ اَكْثَرَ فِى الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَاِنَّ لَه بِكُلِّ كَلِمَةٍ سَبْعِيْنَ اَلْفُ
حَسَنَةٍ كُلُّ حَسَنَةٍ مِنْهَا عَشْرَةُ اَضْعَافٍ مَعَ الَّذِىْ لَه عِنْدَ اللهِ مِنَ الْمَزِيْدِ،
قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَرَاُيْتَ النَّفَقَةَ؟ قَالَ: النَّفَقَةُ عَلٰى
قَدْرِ ذٰلِكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقُلْتُ لِمُعَاذٍ اِنَّمَا النَّفَقَةُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ،
فَقَالَ مُعَاذٌ قَلَّ فَهْمُكَ اِنَّمَا ذٰلِكَ اِذَا اَنْفَقُوْهَا وَهُمْ مُقِيْمُوْنَ فِىْ اَهْلِيْمِق غَيْرُ
غُزَاةٍ، فَاِذَا غَزَوْا وَاَنْفَقُوْا خَبَأَ اللهُ لَهُمْ مِنْ خِزَانَةِ رَحْمَتِه مَايَنْقَطِعُ عِنْدَ
عِلْمِ الْعِبَادِ وَصِفَتِہِمْ فَأُوْلٰئِكَ حِزْبُ اللهِ وَحِزْبُ اللهِ هُمُ الْغَالِبُوْن

مشارع الاشواق الى مصارع العشاق– 277

হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- জান্নাতের সুসংবাদ ঐব্যক্তির জন্য যে জিহাদে বের হয়ে অধিক পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার যিকির করে।

৪৭. সহীহ মুসলিম শরীফ-২/১৩৭

নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতিটি কথার পরিবর্তে সত্তর হাজার পূণ্য অর্জণ হয়। আর সে প্রত্যেক নেকীকে দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে। এ বৃদ্ধির সাথে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে অধিক প্রদান করবেন।

রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আলাহ্র রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম জিহাদে ব্যয় করার বিনিময় কি? রাসূলুলাহ্ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম! উত্তর দিলেন খরচের ক্ষেত্রেও এ প্রতিদান। যিকিরের ন্যায় যত ইচ্ছা বৃদ্ধি করে দেন। আব্দুর রহমান নামী জনৈক ব্যক্তি হযরত মু'আজ (রা.)-কে বললেন, আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করার প্রতিদান কি সাতশত গুণ যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে? হযরত মু'আজ (রা.) বললেন, তোমার ধারণা নিতান্তই সংকীর্ণ। সাতশতগুণ সাওয়াব ঐব্যক্তির জন্য, যেআপন গৃহে বসে অর্থ ব্যয় করে, জিহাদের জন্য বের হয়নি। যে ব্যক্তি জিহাদে বের হয়ে অর্থ ব্যয় করে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমতের এমন ভান্ডার খুলে দেন, যার ধারণাও কোন বান্দা করতে পারেনি। ঐ সমস্ত লোক হল আল্লাহ্র বাহিনী আর আলাহ্ তা'আলার বাহিনী সর্বদা বিজয়ী।[৪৮]

জিহাদের ময়দানে এক টাকায় সাত লাখ টাকা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه قَالَ مَنْ اَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَقَامَ فِىْ بَيْتِه فَلَه بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مَائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزٰى بِنَفْسِه فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْفَقَ فِىْ وَجْهِ ذٰلِكَ فَلَه بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ اَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلّٰى هٰذِه الاٰيَةَ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

ابن ماجه كتاب الجهاد باب فضل النفقة فى سبيل الله الترغيب والترهيب كتاب الجهاد باب نفقة فى سبيل الله، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق- 348/276

৪৮. মু'জামে কাবীর, তাবরানী-২০/৭৮

হযরত আবু হরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন, যেব্যক্তি আপন ঘরে বসে জিহাদের জন্য অর্থ প্রেরণ করল তাঁর প্রতিটি অর্থের বিনিময়ে সাতশ'গুণ করে সওয়াব প্রদান করা হবে। আর যে ব্যক্তি স্বশরীরে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করল এবং পূর্বব্যাক্তির ন্যায় জিহাদের জন্য দান করল তাঁর প্রতিটি অর্থের বিনিময়ে সাত লক্ষগুণ করে সাওয়াব প্রদান করা হবে।[৪৯]

অতঃপর নবী কারীম সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম পবিত্র কালামের এই আয়াত পাঠ করেন-

وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ আলাহ্ তা'আলা যার জন্য ইচ্ছা তাকে বৃদ্ধি করে দেন।[৫০]

উলিখিত হাদীসে জিহাদী কাজে সম্পৃক্ত দু'শ্রেণীর লোকের ফযীলত বর্ণনা করেছেন।

প্রথম শ্রেণী

আল্লাহ্র রাহে জিহাদের জন্য শুধু অর্থ সাহায্য করে, কিন্তু শারীরিক কোন কুরবানী পেশ করেন না। আপন গৃহে ব্যবসা-বাণিজ্যে অবস্থান করেই সময়মতো মুজাহিদদের জন্য অর্থ পাঠিয়ে দেন। তাদের প্রতিটি টাকার বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা সাতশ'টাকা দান করার সম পরিমাণ সাওয়াব প্রদান করেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী

আল্লাহ্র রাহে অর্থ সাহায্যের সাথে সাথে শারীরিক কুরবানীও পেশ করেন অর্থাৎ স্বয়ং যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় অবতরণ করেন এবং নিজের অর্থ-সম্পদ থেকে সাথীদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য বা অন্যকোন কাজে অর্থ প্রদান করেন। এমন ব্যক্তির প্রত্যেক টাকায় সাত লক্ষ টাকা প্রদান করার সাওয়াব প্রদান করেন।

তা ছাড়া উভয় শ্রেণীর অধীক ইখলাস ও স্বচ্ছতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের দরিয়ায় জোশ এসে তার পরিমাণ আরো অনেকগুণে বৃদ্ধি পেতে পারে।

৪৯. সুনানে ইবনে মাজাহ-১৯৮, শো'আবুল ঈমান, বায়হাকী
৫০. সূরা বাকারা-২৬১

মুজাহীদের জন্য সরঞ্জামাদি ব্যয় করা

যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক সময় যুদ্ধ অপেক্ষা অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন বেশী হয়। কারণ, সামরিক সরঞ্জাম ব্যতীত যুদ্ধ হয় না। এ কারণে ইসলামী জিহাদে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপক ফযীলতের কথা বলা হয়েছে। অর্থ জিহাদের একটি মৌলিক উপাদান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিহাদের ডাক দিতেন, তখন গরীব লোকেরাও জিহাদে অংশ নেয়ার জন্য রাসূলের দরবারে এসে উপস্থিত হতেন। কিন্তু অর্থের অভাবে অনেক সময় তিনি তাদের জন্য অস্ত্র ও বাহনের ব্যবস্থা করতে পারতেন না। ফলে তারা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ফিরে যেত। অর্থাভাবে জিহাদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তারা মনে যে ব্যথা পেত, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা তার উল্লেখ এভাবে করেন-

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا
وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ

সে সব লোকদেরও কোন অপরাধ নেই। যারা (হে রাসূল!)আপনার নিকট যান-বাহনের জন্য হাজির হলে আপনি বলেছিলেন আমার কাছে এমন কিছুই নেই যার উপর তোমাদেরকে আরোহণ করাতে পারি। তাই তারা অর্থ ব্যয়ে অসামর্থ হওয়ায় দুঃখে অশ্রু বিগলিত নেত্রে ফিরে গেল।[৫১]

জিহাদে যেতে না পেরে সাহাবায়ে কিরামদের (রা.) ক্রন্দন

আল্লামা সানাহ্ উল্লাহ পানিপথী (রহ.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, কিছু লোক তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণের আকাঙ্খায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আবেদন করে বললেন, হে রাসূল! আমাদের জন্য কিছু যানবাহন ব্যবস্থা করে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানিয়ে দিলেন যে, যান-বাহনের কোন ব্যবস্থা আপাতত সম্ভব নয়, তখন তারা অত্যন্ত ব্যথীত ও মর্মাহত হলেন। এমনকি তাদের নয়নযুগল হতে অশ্রু

৫১. সূরা তাওবাহ্-৯২

প্রবাহিত হতে লাগল। তারা অবশেষে এ কথাও বলেছিল, আমাদের জন্য জুতা ও মোজার ব্যবস্থা করে দিন! যেন আমরা আপনাদের পাশাপাশি পদব্রজে দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে পারি। অবশেষে কোন ব্যবস্থা না হওয়ার কারণে তারা ক্রন্দনরত অবস্থায় ব্যথীত হৃদয়ে ফিরে গেলেন।

হযরত ইবনে জারীর এবং হযরত ইবনে মরদবীয়া হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিরামগণের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে যানবাহনের আবেদন পেশ করলেন। এ সাহাবীগণ অত্যন্ত অভাবগ্রস্থ ছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী হওয়ার গৌরব থেকে বঞ্চিত হতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তখন তারা ক্রন্দনরত অবস্থায় ব্যথীত হয়ে ফেরত গেলেন এ জন্য যে, ব্যয় করারমত তাদের কাছে কিছুই ছিল না।

হযরত ইবনে ইসহাক ইউছুফ এবং ইবনে ওমরের সূত্রে লিখেছেন আলীয়া ইবনে জায়েদ যখন কোন যানবাহনের ব্যাবস্থা করতে পারলেন না এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কোন ব্যাবস্থা ছিল না, তখন তিনি রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নামায আদায় করলেন এবং ক্রন্দন করতে লাগলেন, এরপর এ দু'আ করলেন হে আল্লাহ্ ! তুমি জিহাদের আদেশ দিয়েছ এবং এজন্য অনুপ্রানীতও করেছ, অথচ আমার নিকট কোন যানবাহন নেই। এখন আমি আমার যা কিছু রয়েছে সবই মুসলমানদের জন্য সদকাহ করবো যা আমার উপর বর্তায়। আর এ দায়িত্ব পালনে আমার সম্পদ, দেহ, সম্মান সবই ব্যয় করবো। সকাল বেলা অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামদের সাথে আলীয়াও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- আজ রাতের সদকাহ আলীয়া দন্ডায়মান হয়ে অবস্থা বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- তোমার জন্য সুসংবাদ। শপথ সে সত্তার! যাঁর হাতে আমার প্রাণ!! তোমার সদকাহ কবুল হয়েছে এবং যাকাত হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ইবনে ইসহাক এবং মুহাম্মদ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, যানবাহনের ব্যাবস্থা না হওয়ায় কয়েকজন সাহাবী ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রিয়

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবার থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল ইয়ামিন ইবনে আমর নাজ্জারীর সঙ্গে। তাদেরকে ক্রন্দনরত দেখে তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তারা বললেন, আমরা যানবাহনের অভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি।

আর এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে না যেতে পারা আমাদের জন্য অসহনীয়। ইয়ামিন তাঁদের ক্রন্দনের কারণ জানতে পেরে তাদেরকে একটি উষ্ট্রী এবং প্রত্যেককে আটসের করে খেজুর দিলেন।

উক্ত ঘটনাগুলো দ্বারা একথা প্রমানীত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়ে সাহাবায়ে কিরামের হৃদয় আল্লাহ্ তা'আলার প্রেমে যুদ্ধমত্ত হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলার জন্য তারা জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্ব কুরবান করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। এ সকল সাহাবী ও কিয়ামত পর্যন্ত যারাই এ জাতীয় সমস্যায় উপণীত হবেন, তাদেরকে সাহায্য করে জিহাদের ময়দানে যাওয়ার ব্যবস্থা করা মুসলমানদের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদে অর্থ ব্যয়ের ফযীলত বর্ণনা করে বলেন-

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) থেকে বর্ণীত রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদরত মুজাহিদকে সরঞ্জাম দান করল। সেও জিহাদ করল। আবার যেব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদরত মুজাহিদদের পরিবারের তত্ত্বাবধান করল সেও জিহাদ করে।[৫২]

৫২. সহীহ বুখারী শরীফ-১/৩৯৯

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন।

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَانَ لَه مِثْلُ اَجْرِه مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقَصَ مِنْ اَجْرِ الْغَازِيْ شَيْئًا

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যেব্যক্তি কোন মুজাহিদের সাজ-সরঞ্জাম জোগান দিল, সে মুজাহিদেরই সমান সওয়াব লাভ করল। তবে তাতে মুজাহিদের সাওয়াব কমানো হবে না।[৫৩]

উল্লেখ্য, মুজাহিদকে অর্থনৈতিক সহযোগীতা বা পরিবারের দেখা-শোনার যে ফযীলত বর্ণীত হয়েছে তা শুধু ঐ সময়ের জন্য, যখন জিহাদ ফরযে কিফায়া থাকে এবং সমস্ত মুসলিমউম্মাহর পক্ষ থেকে একটি দল এ গুরুদায়িত্ব পালন করে অন্যরা তাদের আর্থিক সহযোগীতা ও পরিবার-পরিজনদের দেখাশোনা করে।

কিন্তু যদি কাফির-মুশরিক কর্তৃক মুসলমানদের উপর হামলা হয় বা অন্য কোন কারণে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন প্রত্যেকের উপর জীবন ও ধন-সম্পদ উভয়টি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া ফরয(জরুরী) হয়ে যায়। তখন শুধু অর্থ সহযোগীতা করলেই চলবে না। নিজেকেও যুদ্ধের ময়দানে সময় দিতে হবে।

সর্বাপেক্ষা উত্তম দীনার

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُه الرَّجُلُ عَلٰى عِيَالِه دِيْنَارٌ يُنْفِقُه عَلٰى دَابَّتِه فِيْ سَبِيْلِ اللهِ دِيْنَارٌ يُنْفِقُه عَلٰى اَصْحَابِه فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

مسلم شريف كتاب الزكاة باب فضل الصدقة على العيال والمملوك، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق– 359/280

৫৩. সুনানে ইবনে মাজাহ্-১৯৮

হযরত ছাওবান (রা.)বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- সর্বাপেক্ষা উত্তম দীনার হল (টাকা) যা মানুষ ব্যয় করে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য এবং যা মানুষ ব্যয় করে জিহাদে নিজের ঘোড়ার জন্য। আর সর্বোৎকৃষ্ট দীনার হল যা মানুষ জিহাদের ময়দানে সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করে।[৫৪]

আল্লামা আলূসী (রহ.) লিখেন, দানের সাওয়াব এত বৃদ্ধি পাওয়া এবং আল্লাহ্‌র নিকট এত প্রিয় হওয়া কেবল জিহাদেরই সাথে সম্পৃক্ততার কারণে।

অর্থাৎ জিহাদের জন্য ব্যয় করলেই আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রিয় হয়ে যান এবং এত অধিকপরিমাণ সওয়াব দান করেন যা জিহাদ ব্যাতীত দ্বীনের অন্যান্য কোন পথেই দেয়া হয় না।[৫৫]

নিজের দরিদ্রাবস্থায় দান করা

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ حَبْشِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَيُّ الاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقِيَامِ قِيْلَ فَاَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ قِيْلَ فَاَيُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَمَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ قِيْلَ فَاَيُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيْلَ فَاَيُّ الْقَتْلِ اَشْرَفُ قَالَ مَا اُهْرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ رواه ابوداود وفى رواية النسائى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَيُّ الاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ لاَشَكَّ فِيْهِ وَجِهَادٌ لاَغُلُوْلَ فِيْهِ وَحَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ قِيْلَ فَاَيُّ الصَّلوةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ ثُمَّ اِتَّفَقَا فِى الْبَاقِىْ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাবশী (রা.) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন কাজটি

৫৪. সহীহ মুসলিম শরীফ-১/৩২২
৫৫. তাফসীরে রুহুল মা'আনী-৭৮

সর্বাধিক উত্তম? উত্তরে তিনি বললেন দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে (নামায সম্পাদনরত) থাকা।

পূণরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন প্রকারের দান-সদকা সর্বাধিক উত্তম? তিনি বললেন নিজের দরিদ্রাবস্থা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র রাহে দান করা। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন প্রকার হিজরত উত্তম? উত্তরে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত জিনিসকে হারাম করেছেন, সেগুলোকে পূর্ণরূপে বর্জণ করা। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন ধরনের জিহাদ উত্তম? উত্তরে বললেন, জান ও মাল দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। অথবা জিজ্ঞাসা করা হলো কি ধরনের মৃত্যুবরণ উত্তম?

উত্তরে বললেন, ঐব্যক্তি যার রক্ত প্রবাহিত করা হয় এবং সাথে সাথে তার সাওয়ারী ঘোড়ারও পা কেটে ফেলা (সাওয়ারীকেও হত্যা করা) হয়। নাসায়ী শরীফের রেওয়ায়েতে রয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হলো কোন কাজ সবচেয়ে উত্তম ?

উত্তরে তিনি বললেন, এমন ঈমান পোষণ করা, যার মাঝে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। এমনভাবে জিহাদ করা যাতে চুরি ও আত্মসাৎ কিছুই না থাকে এবং মকবুল হজ্জ। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো কোন প্রকার নামায উত্তম? রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- লম্বা কুনূত (দীর্ঘক্ষণ দন্ডায়মান হয়ে নামায)পড়া। অবশিষ্ট বর্ণনা একই ধরনের।[৫৬]

মুজাহিদগণকে ছায়াদানের ব্যবস্থা করা

জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী সমুন্নত হয়, বাতিল নিপাত যায়, সত্য বিজয়ী হয়। আমর বিল মারূফ নাহী আনিল মুনকার-এর সুমহান মিশন জীবন লাভ করে। কুরআনের রাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলামের বিজয় ও মর্যাদা দেখে মানুষ ইসলামের শান্তিময় ছায়াতলে প্রবেশ করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদকারী ও জিহাদের সার্বিক ব্যাবস্থাকারীদের মর্যাদা এত বৃদ্ধি করে দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন যখন কোন ছায়া থাকবে না সেদিন জিহাদকে আশ্রয় দানকারী ও মুজাহিদকে ছায়া দানকারীদেরকে ছায়া প্রদান করা হবে।

৫৬. সুনানে আবু দাউদ-১/২০৪, সুনানে নাসায়ী-১/২৭১

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে ছায়া দান করল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে ছায়া দান করবেন।[৫৭]

যেহেতু মুজাহিদ আল্লাহ্র বাণী সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হয়, সেজন্য যেই তাদের সহযোগিতায় এগীয়ে আসবে তাঁর প্রতিদান আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই দান করবেন। তার মর্যাদা ও আল্লাহ্র মুহাব্বাত দেখে জান্নাতের সমস্ত দরজাগুলো তাকে আহ্বান করতে থাকবে।

জিহাদের জন্য তাঁবু দান করা

عَنْ اَبِيْ اُسَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَمِنْحَةُ خَادِمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْطَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

হযরত আবু উসামা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সর্বোত্তম সদকা হল আল্লাহ্ তা'আলার পথে তাঁবুর ছায়ার ব্যবস্থা করা, আল্লাহ্র পথে গোলাম দান করা, আল্লাহ্র পথে তাগড়া উষ্ট্রী দান করা।[৫৮]

তাঁবু, গোলাম বা খাদেম এবং উষ্ট্রী মুজাহিদদের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকে সর্বোত্তম সদকা বলে অভিহিত করেছেন।

মুজাহিদদের থাকার জন্য তাঁবু, সেবার জন্য গোলাম বা খাদেম এবং চলাচলের জন্য বাহনের প্রয়োজন পড়ে, আবার এ তিনটি বস্তু মূল্যবানও বটে, তাই আল্লাহ্ তা'আলার পথে এগুলো ব্যয় করলে বিপুল সাওয়াব পাওয়া যায়।

৫৭. বায়হাকী শরীফ-৯/১৭২
৫৮. সুনানে তিরমিযী-১/২৯২

জিহাদের জন্য দু'টি বস্তু দান

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ نُوْدِىَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ فَمَا عَلَىَّ مَنْ يُّدْعٰى مِنْ تِلْكَ الاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ، فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الاَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَعَمْ وَاَرْجُوْانْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ

فتح البارى كتاب الصوم باب الريان للصائمين، مسلم كتاب الزكاة باب من جمع الصدقة واعمال البر، النسائى كتاب الجهاد فضل النفقة فى سبيل الله تعالى، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق– 351/277

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন বস্তুর জোড়া আল্লাহ তা'আলার রাহে দান করবে, তাকে জান্নাতে ডাকা হবে, হে আল্লাহ তা'আলার বান্দা! এটা অতি উত্তম সর্বোৎকৃষ্ট। যে ব্যক্তি নামাযী হবে, নামাযের দরজা দিয়ে তাকে ডাকা হবে। যে সদকাকারী হবে, সদকার দরজা দিয়ে তাকে ডাকা হবে। যে রোজাদার হবে, তাকে রোজার দরজা দিয়ে ডাকা হবে। হযরত আবু বরক সিদ্দীক (রা.) বললেন, আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক আপনার উপর হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ সমস্ত দরজা থেকে ডাকার জন্য কি প্রয়োজন? আর কেউ কি এমন হবে যাকে এ সমস্ত দরজা থেকে ডাকা হবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার মনে হয় আপনিই তাদের অন্তর্ভূক্ত হবেন।[৫৯]

৫৯. সহীহ বুখারী -১/২৫৪, সহীহ মুসলিম-১/৩৩০, মুসনাদে আহমদ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْ قَالَ: زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِه دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ يَامُسْلِمُ هٰذَا خَيْرٌ هَلُمَّ اِلَيْهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ هٰذا رَجُلٌ لَاتَوٰى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَفَعَنِىْ مَالٌ قَطُّ اِلَّا مَالُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ فَبَكٰى اَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وقَالَ: وَهَلْ نَفَعَنِىْ اللهُ اِلَّا بِكَ وَهَلْ نَفَعَنِىْ اللهُ اِلَّا بِكَ

مشارع الاشواق الى مصارع العشاق– 352/278

মুসনাদে আহ্মদের এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাহে কোন প্রকার জোড়া দান করবে তাকে জান্নাতের নেগরান ফিরিশ্তা আহ্বান করবে। হে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত বান্দা! ইহা অতি উত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট এ দিকে এসো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এ কথা শুনে বললেন এতো ধবংস ও বরবাদী থেকে মুক্ত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন- আমাকে আবু বকরের মাল যে পরিমণ ফায়দা পৌঁছিয়েছে অন্য কোন মাল কখনও সেপরিমাণ ফায়দা পৌঁছতে পারবে না। একথা শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ক্রন্দনরত অবস্থায় বলতে লাগলেন, আল্লাহ তা'আলা তো আমাকে আপনার মাধ্যমে ফায়দা পৌঁছিয়েছেন! আল্লাহ তা'আলা তো আমাকে আপনার মাধ্যমে ফায়দা পৌঁছিয়েছেন।[৬০]

وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اِبْتَدَرَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ. فَسَأَلْنَاهُ مَاهٰذَانِ الزَّوْجَانِ؟ قَالَ دِرْهَمَيْنِ اَوْ خُفَّيْنِ اَوْ نَعْلَيْنِ اَوْثَوْبَيْنِ

مشارع الاشواق الى مصارع العشاق– 358/280

৬০. মুসনাদে আহমদ-২/৩৬৬

হযরত আবু যর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ থেকে কোন এক জোড়া আল্লাহ্ তা'আলার রাহে দান করে তবে জান্নাতের দারওয়ান ফিরিশ্তা তাঁর দিকে দৌঁড়ে আসবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম জোড়া ব্যয় করার কি উদ্দেশ্য, বলা হল দু'টি ঘোড়া, দু'টি উট, এমনিভাবে যে কোন দু'টি জিনিস। যেমন- দু'টি কাপড়, দু'টি জুতা, দুটি মুজা, দু'টি দিরহাম ইত্যাদি।[৬১]

আলোচ্য হাদীসে বর্ণীত জোড়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল দু'টি গোলাম কিংবা দু'টি উট বা দু'টি বকরী অথবা এ জাতীয় অন্য কোন বস্তু। আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের জন্য এ সমস্ত সম্পদ ব্যয় করা অপরিসীম ফযীলত ও ব্যয়কারীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ।

মুজাহিদ পরিবারের দেখা-শোনা করা

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِيًا اَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِىْ اَهْلِه بِخَيْرٍ اَصَابَهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

ابوداود، ابن ماجه، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق– 380/294

হযরত আবু উমামা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, নবী কারীম সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন- যে ব্যক্তি জিহাদ করেনি, কিংবা মুজাহিদদের সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থাও করেনি, কিংবা মুজাহিদদের (বাড়ী ঘরে) পরিবার-পরিজনদের দেখাশোনাও করেনি তাকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের পূর্বে যে কোন বিরাট বিপদে পতিত করবেন।[৬২]

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ اُمَّهَاتِهِمْ وَمَامِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ

৬১. সহীহ ইবনে হিব্বান-১০/১০৫, তারীখে ইবনে আসাকের
৬২. সুনানে আবু দাউদ-১/৩৩৯

يَخْلُفُ رَجلاً مِّنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ اَهْلِه فَيَخُوْنُه فِيْمُسَ اِلاوُقِّفَ لَه يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِه مَاشَاءَ فَمَاظَنُّكُمْ

হযরত বুরায়দা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুজাহিদদের স্ত্রীগণের মর্যাদা সাধারণ যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি তাদের মায়ের সমমর্যাদা রাখে, (অথাৎ যারা জিহাদে যায়নি তাদের জন্য মুজাহিদদের স্ত্রীগণ তাদের মায়ের তুল্য।) আর যেব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ না করে মুজাহিদ পরিবার-পরিজনের পাশে বাড়ীতে রয়ে গেছে এ অবস্থায় সে মুজাহিদের স্ত্রীদের সাথে খেয়ানত করে। কিয়ামতের দিন ঐ পাপিষ্ঠ লোকটিকে মুজাহিদের সামনে দণ্ডায়মান করা হবে এবং মুজাহিদকে লক্ষ্য করে বলা হবে এ লোকের আমলনামা হতে যে পরিমাণ ইচ্ছা নিয়ে নাও। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদেরকে সতর্কবাণীস্বরূপ বলেন, এ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?[৬৩]

হাদীসের পূর্ব আলোচনা তো সুস্পষ্ট। কিন্তু হঠাৎ করে সাহাবায়ে কিরামদেরকে জিজ্ঞাসা করা এ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ বাক্যটির কয়েক প্রকার অর্থ করেন।

ক. ঐ অবস্থায় উক্ত মুজাহিদ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? সে কি ঐ লোকটির কোন নেক আমল ছেড়ে দিবে? কস্মিনকালেও না; বরং মুজাহিদ ঐ ব্যক্তির সমস্ত নেক আমল নিজের জন্য নিয়ে নিবে।

খ. তোমরা কি সন্দেহ করছো যে, আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ সাজা দিবেন না? তোমাদের দৃঢ়বিশ্বাস রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা এভাবেই অন্যায়ের প্রতিশোধ আদায় করেন। সুতরাং তোমরা ও মুজাহিদদের স্ত্রীদের সাথে 'খিয়ানত' করার ব্যাপারে হুঁশিয়ার হয়ে যাও।

গ. তোমার ধারণা কি? যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা এ সুযোগ দিয়েছেন তার জন্য আরও কত মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র মুজাহিদদের জন্য নির্ধারিত। কাজেই তোমাদের উপরও কর্তব্য যে, তোমরা জিহাদে অংশ গ্রহণে সদা তৎপর থাক।

---

৬৩. সহীহ মুসলিম শরীফ-২/১৩৮

জিহাদের ময়দানে আপন কাজে অথবা অন্য মুজাহীদ সাথীদের প্রয়োজনে বা অস্ত্র-শস্ত্র ও যানবাহন ক্রয়ের কাজে যে অর্থ ব্যয় করা হয়। এমনকি মুজাহিদদের অবর্তমানে তাদের পরিবার-পরিজনদের দেখাশোনার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ ইবাদাত এবং এগুলো উত্তম সদকা। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ ইবাদাতটি অত্যন্ত পছন্দনীয় ও গ্রহণীয় এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ আমলকারী অত্যন্ত প্রিয়। অত্যধীক ফযীলত ও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অতি প্রিয় এই ইবাদাত হওয়ার কারণে মার্দূদ শয়তান সর্বদা মুসলমানদের পিছনে কাজ করে যাচ্ছে, যাতে কেউ জিহাদের পথে অর্থ ব্যয় করতে না পারে। শয়তান দ্বীনের অন্যান্য খাতে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে এত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না, যে পরিমাণ জিহাদের ক্ষেত্রে করে থাকে। মানুষের স্বভাবজাত চরিত্র হলো সম্পদের প্রতি অজ্ঞাত, মুহাব্বত, জিহাদে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপনতা করা, তার সাথে শয়তানের বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র। এরই পাশাপাশি জিহাদে ব্যয়ের ফযীলত সম্পর্কে অজ্ঞতা কোন অবস্থায়ই হাত প্রশস্ত করে মু'মিনকে জিহাদের জন্য ব্যয় করার সুযোগ করে দেয় না। যদি কেউ দুঃসাহস দেখিয়ে নিজেই জিহাদে চলে যাবে বলে তৈরী হয়ে যায়, তখনও শয়তান তাকে গিয়ে ধোঁকা দেয় তুমি তো জিহাদে চলে যাবে ঠিক আছে! কিন্তু এমতাবস্থায় যদি সমস্ত সম্পদ নিয়ে যাও তবে ফিরে এসে অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী হতে হবে এবং যুদ্ধে গেলে আহত, রোগাক্রান্ত হলে তখন বিপুল অর্থের প্রয়োজন হবে।

স্বাভাবিক দৃষ্টিতে মুজাহিদও তা মেনে নেয়। শয়তান মার্দূদ এর থেকে দু'টি বড় বড় ফায়দা লুটে নেয়। একটি হলো মুজাহিদের অন্তর থেকে শাহাদাতের যে প্রেরণা তা ক্ষণিকের জন্য হলেও পিছিয়ে দেয়। সে যেরূপ স্পৃহা জীবনবাজী রেখে যুদ্ধ করতো তাতে ধীরতা চলে আসে। দ্বিতীয়ত ময়দানে মুজাহিদ যুদ্ধ করার সময় শয়তান মুজাহিদদের সামনে তাদের স্ত্রী ও স্বজনদের মায়াবি চেহারাকে ফুটিয়ে তুলে মুজাহিদের কর্ণ-কুহরে তাদের কথার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বাজিয়ে তোলে।

যুদ্ধের প্রবল কষ্টের মুহূর্তগুলোতে সমস্ত আরামের জিন্দেগী বিলাসবহুল বাড়ী-গাড়ী ও গোলাম-বাঁদীর কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়। এতে করে অনেক সময় বড় বড় মুজাহিদগণের অন্তরও স্থির থাকতে পারে

না। নিজের অজান্তেই শরীরের শক্তি কমে আসে মনোবল ভেঙ্গে পড়ে অবশেষে পলায়নের উপক্রম হয়ে যায়। ঐমূহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে সাহায্য করেন তাঁরা সুদৃঢ় থাকেন। ঐ অবস্থায় মুজাহিদগণ নিজের অন্তরের সাথেই যুদ্ধ শুরু করে দেন।

নিজ অন্তরকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন, হে আমার অবাধ্য অন্তর ! যদি আজ স্ত্রীর মুহাব্বাতে, সন্তানের দরদে ও দুনিয়া আরামের জন্য জিহাদ থেকে পশ্চাদমুখী হও তবে যেনে রেখো আমার স্ত্রী তালাক, গোলাম বন্দি সমস্ত আজাদ ও সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য সদকাহ।

হে অন্তর ! এখন চিন্তা করে দেখ এই স্ত্রীবিহীন কোন সহায়সম্বল ব্যাতীত সমাজে অবস্থান করবে? না যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনবে? নফস ও শয়তানের সাথে এরূপ যুদ্ধ করে জিহাদের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে যারা ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়ে স্থান করে নিয়েছেন তাঁদেরই কয়েক জন।

নাজ্জাশীদের অর্থ ব্যয়

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ اَرْبَعِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّجَّاشِيِّ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدُوْا مَعَه اُحُدًا وَكَانَتْ فِيْهِمْ جِرَاحَاتٌ وَلَمْ يُقْتَلْ مِنْهُمْ اَحَدٌ، فَلَمَّا رَاَوْا مَا بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَالْحَاجَةِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا اَهْلُ مَيْسَرَةٍ فَأْذَنْ لَنَا نَجِئْ بِاَمْوَالِنَا فَنُوَاسِيَ بِهَا الْمُسْلِمِيْنَ فَاَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِه هُمْ بِه يُؤْمِنُوْنَ.... اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا قَالَ: فَجَعَلَ لَهُمْ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আবী সিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর সাথে আসা চল্লিশজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মাঝে কিছু সংখ্যক লোক আহত হয়েছেন, কেউ শাহাদাত লাভ করেননি। তারা যখন দেখলো মুসলমানদের আহতাবস্থা ও অর্থনৈতিক দৈন্যদশা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আরয করলেন হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা তো সম্পদ-শালী আপনি আমাদের অনুমতি প্রদান করুন। আমরা আমাদের ধন-সম্পদগুলো এনে আহত ও অসহায় মুসলমানদের সাহায্য করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুমতি প্রদান করলেন। তারা তাদের সম্পদ এনে মুসলমানদের সাহায্য করলেন। আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সূরায়ে ক্বাসাসের তিনটি আয়াত নাযিল করেন।[৬৪]

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)

ইসলামের শুরু থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সুখে-দুঃখে সর্বঅবস্থায় জান-মাল বিলিয়ে দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছেন, শিয়াবে আবী ত্বালিবে তিনবছর কষ্টসহ্য করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে হিজরতের সময় সমস্ত আয়োজন ও গারে সাওরে অবস্থানসহ সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে জান-মালের কুরবানী দেয়া হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। বিশেষভাবে তাবুক যুদ্ধের ঘটনা বহুল আলোচিত ও অবিস্মরণীয়।

তাবুক যুদ্ধ প্রতিকুল আবহাওয়া এবং অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে বিধায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে যুদ্ধের বাহন সরবরাহ ও অর্থ সাহায্যের জন্য আহ্বান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর যা কিছু ছিল সমস্ত কিছু এনে অকুণ্ঠচিত্তে তুলে দিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হস্তে। তাঁর সম্পদের ধরণ

৬৪. তারীখে ইবনে আসাকের, মু'জামূল আউসাত, তাবারানী-৮/৩২৩

ও প্রকৃতি দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু বকর! আপনি পরিজনের জন্য গৃহে কি রেখে এসেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, পরিবার-পরিজনের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যথেষ্ট।

যার বর্ণনা এভাবে হয়েছে-

وَقَدْ رُوِيَ اَنَّ اَفْضَلَ السَّابِقِيْنَ وَاَشْرَفَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَجْمَعِيْنَ سَيِّدَنَا اَبَابَكْرِ الصِّدِّيْقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِجَمِيْعِ مَالِه فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَاتَرَكْتَ لِاَهْلِكَ؟ قَالَ اللهُ وَرَسُوْلَه،

سنن الدارمی کتاب الزکات باب الرجل بصدیق بجمیع ماله، مشارع الاشواق الی مصارع العشاق– 298

প্রিয় পাঠক! ভাবুন সামান্য চিন্তা করুন। আপন জীবন ও সম্পদের চেয়েও তাঁরা কত অধিক ভালবাসতেন ইসলামকে। ইসলাম রক্ষায় জিহাদে অর্থ ব্যয়কে কি পরিমাণ গুরুত্ব দিতেন। আর আমরা ইসলামের জন্য কতটুকুই মুহাব্বাত রাখি এবং তার প্রয়োজনে জিহাদে অর্থ ব্যয়কে কতটুকুই গুরুত্ব প্রদান করি?[৬৫]

হযরত ওমর ফারুক (রা.)

ইসলামের অকুতোভয় সৈনিক, বীর শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক হযরত ওমর ফারুক (রা.) যার ইসলাম গ্রহণেই ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচনা হয়েছে। যে ইসলাম গৃহঅভ্যন্তরে সীমিত পরিসরে খুবই সামান্য আকারে প্রচার হচ্ছিল, মুসলমানদের সাধ্য ছিল না নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিবে বা কা'বা গৃহে গিয়ে প্রকাশ্যে নামায আদায় করবে। হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এ অবস্থার পরিবর্তন হলো। হযরত ওমর (রা.) প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিলে প্রথমে সকলে স্তম্ভিত হলেও

৬৫. সুনানে দারিমী-১/৩২৯

পরক্ষণেই সকলে তা নিস্তব্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করতে আরম্ভ করল। তিনি নিজের সমস্ত জান-মাল বিসর্জন দিয়ে কাফিরদের সকল বিরুদ্ধাচরণ উপেক্ষা করে মুসলমানদের নিয়ে পবিত্র কা'বা গৃহে প্রকাশ্যে নামায আদায় করেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে ফারুক উপাধিতে ভূষিত করেন।

মুসলমানদের চরম মূহুর্তে মক্কার কাফিররা যখন সর্বদিক থেকে নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে লাগল তখন আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসহায় সাহাবীদের মক্কা পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা.) সর্বদিক বিবেচনা করে হিজরতের সিদ্ধান্ত নিলেন। সাধারণভাবে কাফিরদের নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নীরবে বাড়িঘর পরিত্যাগ করে গোপনে যাত্রা করে। কিন্তু হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর নিকট নীরবে হিযরত করা মনঃপুত হলো না। তিনি পরিপূর্ণ অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কাফির দলের সম্মুখ দিয়ে সোজা কা'বা গৃহে পৌঁছে ধীরস্থিরতার সাথে কা'বাঘর তাওয়াফ করেন এবং নামায আদায় করেন। পরে অতি উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন, আমি এখন মদীনার পথে যাত্রা করছি। যদি কারো নিজ মায়ের কোল খালি করে মাকে কাঁদাতে ইচ্ছা হয় তবে খোলা প্রান্তে আমার বিরুদ্ধে হাজির হও। মক্কায় প্রভাবশালী নেতা হযরত ওমর ফারুক (রা.) নিজের সহায়-সম্পদ সমস্ত কিছু মক্কায় ফেলে রেখে ইসলামের মুহাব্বাতে মদীনা শহরে জায়গার অভাবে তিন মাইল দূরে কোবা নামক স্থানে রেফা'আ ইবনে আব্দুল মুনযিরের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যাঁর জীবন, পরিবার-পরিজন ও মাতৃভূমিই ইসলামের মুহাব্বাতের সামনে কিছুই না তিনি অর্জিত ধন-সম্পদ কি পরিমাণ ব্যয় করবেন তা সহজেই বুঝে আসে। সর্বদা প্রতিযোগীতা করে জিহাদে অর্থ ব্যয়ের চেষ্টা করতেন। তাবুক যুদ্ধে হযরত ওমর ফারুক (রা.) তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদের অর্ধেক এনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাজির করলেন যার পরিমাণ একশত উকিয়া অথবা চার হাজার দিরহাম। প্রতিযোগীতা ছিল হযরত আবু বকর সিদ্দীকের সাথে। এতো সম্পদের দিক থেকে অনেক বেশী পরিমাণ ও কুরবানির দিক থেকে অর্ধেক।

হযরত উসমান গণী (রা.)

হযরত উসমান গণী (রা.) ইসলামের শুরুলগ্ন থেকেই ইসলামের জন্য জান-মাল কুরবানী করে আসছিলেন। গোলাম মুক্তির ব্যাপারে, জিহাদী ফান্ড মজবুত করার জন্য এবং মসজিদে নববীর জায়গা ক্রয় করার জন্য মুক্ত হস্তে দান করে যাচ্ছিলেন। বিশেষভাবে তাবুক যুদ্ধের সংকটময় মূহুর্তে যে অর্থ দান করে ছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় ও মুসলমানদের স্বচ্ছ হৃদয়ে সোনালী হরফে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

তাবুক যুদ্ধের সময়টি ছিল গ্রীষ্মকাল। মরুভূমির তাপ বালুকার উপর দিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম। এদিকে মুসলমানগণ দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য কারণে ভীষণ অর্থকষ্টের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে সাহাবায়ে কিরাম নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী বড় অংকের দান এনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত করতে আরম্ভ করলেন।

কেউ নগদ টাকা, নিজের আসবাবপত্র এমনকি হাড়ি-পাতিল পর্যন্ত যুদ্ধে সাহায্যের জন্য হাজির করা হচ্ছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর আর্থিক অবস্থা সকলের চেয়ে ভাল ছিল। ইতোমধ্যে তাঁর তিজারতি কাফেলা পণ্যসামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে ফিরে এসেছে। তিনি একাই দশ সহস্রাধিক সৈন্যের অস্ত্র, যানবাহন ও যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামের ভার গ্রহণ করেন।

তাছাড়া নয়শত উট, একশত অশ্ব এবং এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন।

وَقَدْ جَهَّزَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ بِأَلْفِ دِيْنَار، فِىْ حِجْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّبُهَا بِيَدِهِ وَيَقُوْلُ، مَاضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ، يُرَدِّدُهَا مِرَارًا

ترمذى ابواب المناقب باب مناقب عثمان بن عفان، المسنداحمد، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق– 361/281

বর্ণিত আছে হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) তাবুক যুদ্ধের সংকটময় মূহুর্তে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার মাধ্যমে মুজাহিদ বাহিনীকে সাহায্য করলেন, তিনি স্বর্ণমুদ্রাগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোলে ঢেলে দিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজ হাতে নাড়াচাড়া করছিলেন এবং বলছিলেন ঃ

অদ্য হতে আর কখনো উসমানের কোন কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।

বারবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শব্দ উচ্চারণ করছিলেন।[৬৬]

শুধু এখানেই শেষ নয় এতো কিছু দানের পরও হযরত উসমান (রা.) বহু উটভর্তি খাদ্যসামগ্রী উপস্থিত করলেন যা ত্রিশ হাজার বাহিনীর সকলেই তৃপ্তি সহকারে আহার করলেন।

এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে-

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَللّٰهُمَّ اِرْضَ عَنْ عُثْمَانَ فَاِنِّىْ عَنْهُ رَاضٍ

سيرة بن هشام، غزوة تبوك، ماانفقه عثمان، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق– 362/281

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- হে আমার প্রতিপালক! আপনি উসমানের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান, নিঃসন্দেহে আমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট।[৬৭]

হযরত আয়েশা (রা.)

উম্মাহাতুল মু'মিনিন হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.) জন্মের পর থেকেই পিতার সাখাওয়াতী চরিত্র দেখে এবং বিশ্ব সেরা ব্যাক্তিত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহ্বতে এসে নিজেকে এমনভাবেই

---

৬৬. মুসনাদে আহমদ-৫/৬৩, সুনানে তিরমিযী-২/২১১
৬৭. সীরাতে ইবনে হিসাম, রাউযুল উনূফ-৭/৩০৭

গড়ে তুলেছিলেন যে, নিজের আরাম-আয়েশের জন্য কোন প্রকার অর্থ-সম্পদ জমা করতেন না।

সমস্ত কিছু আল্লাহ্র রাহে দান করে দিতেন। কোথাও থেকে হাদিয়া আসলে তাকেও মূহুর্তের মধ্যে অসহায় মুজাহিদ বা অবস্থা হিসেবে যেখানে বেশী প্রয়োজন দান করে দিতেন। একবারের ঘটনা হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর জন্য এক লক্ষ দিরহাম প্রেরণ করলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) অর্থগুলো পেয়ে সাথে সাথে সমস্ত টাকা জিহাদের জন্য অসহায় আহতদের জন্য দান করে দিলেন। এমতাবস্থায় সন্ধার সময় ইফতার করার মত একটি দিরহামও অবশিষ্ট ছিল না।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রা.)

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রা.) যাকে ইতিহাসের পাতায় দ্বিতীয় ওমর বলা হয়। তাঁর তাকওয়া-তাওয়াক্কুল ও ন্যায়বিচারের ঘটনা বিশ্ববিখ্যাত। তিনি আমীর হওয়া সত্ত্বেও ফকীরি জিন্দেগীকেই নিজের জন্য গ্রহণ করে নিয়েছেন। সমস্ত অর্থ-সম্পদ জিহাদের পথে দান করে দিয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে, ইন্তেকালের সময় স্ত্রী-পুত্রদের জমা করে সকলের অংশ শরী'আত অনুযায়ী ভাগ করে দিলেন। এতে করে এককে ছেলের ভাগে মাত্র এক দিরহাম করে সম্পদ এসেছে। ঐ যুগের একজন ধনাঢ্য ব্যাক্তি মাসলামা ইবনে আব্দুল মালেক তাঁর নিকট আরজ করল হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি আপনার ছেলেদের জিম্মাদারী আমার উপর অর্পণ করুন, আমি তাদের দেখাশোনা করবো। ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রা.) বললেন- আমার সন্তানরা যদি সালেহীন হয়, তবে সালেহীনদের জিম্মাদার হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা রয়েছেন। আর যদি তাঁরা সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত না হয় তবে আমি কেন আলাহ তা'আলার নাফরমানদের সাহায্য করবো? হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের ইন্তেকালের পর তাঁর এককে জন পুত্রের সম্পদে এতো অধিক পরিমাণ বরকত হয়েছে যে, প্রত্যেকে একশত ঘোড়া তাঁর সাওয়ার সাজ-সরঞ্জামসহ যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়েছেন।

হযরত হাতেম (রা.)-এর স্ত্রী

হযরত হাতেম বিন আসেম (রা.)-এর ঘটনা। তিনি কোন এক যুদ্ধের সফরে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললেন, আমি তো জিহাদে চলে যাচ্ছি তুমি বল কি পরিমাণ অর্থ-সম্পদ রেখে গেলে তুমি বাচ্চাদের নিয়ে চলতে পারবে ? স্ত্রী উত্তরে বললেন, হে স্বামী! আমি কক্ষণো আপনাকে আমার রিজিক দাতা মনে করি না। আমি শুধু আপনাকে আমার মতই রিযিক ভক্ষণকারী মনে করি। আপনার জিহাদে যাওয়ার প্রয়োজন তো জিহাদে চলে যান। আমাদের রিযিকদাতা আমাদের উপর সর্বদাই উপস্থিত রয়েছেন। আপনার কোনই চিন্তার প্রয়োজন নেই।

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.)

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَوْصٰى بِخَمْسِيْنَ اَلْفِ دِيْنَارٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَكَانَ الرَّجُلُ يُعْطٰى اَلْفُ دِيْنَارٍ

تاريخ بن عساكر، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق– 369/283

হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রা.) বর্ণণা করেন, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) জিহাদের জন্য ৫০ হাজার দিনার ওয়াসীয়ত করেন। অতঃপর তার বাস্তবায়নে এককে ব্যাক্তিকে এক হাজার দীনার করে দেয়া হল।[৬৮]

عَنِ الزُّهْرِىِ قَالَ اَوْصٰى عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ لِمَنْ بَقِىَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا بِسَبْعِ مِائَةِ دِيْنَارٍ لِكُلِّ رَجُلٍ فَأَخَذُوْهَا وَكَانُوْا مِائَةً وَأَخَذَ عُثْمَانُ فِيْمَنْ اَخَذَ وَهُوَ خَلِيْفَةٌ وَاَوْصٰى بِأَلْفِ فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

مشارع الاشواق الى مصارع العشاق– 370/284

যহরী কর্তৃক বর্ণিত যে, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) প্রত্যেক বদরী সাহাবীর জন্য সাতশত দীনার ওয়াসীয়ত করেছেন। ঐ

৬৮. তারীখে ইবনে আসাকের

সময় একশত বদরী সাহাবী দুনিয়াতে জীবিত ছিলেন। ওয়াসীয়তের মাল গ্রহণকারীগণের মধ্যে হযরত উসমান গণী (রা.)ও ছিলেন। যিনি তৎকালীন সময়ে আমীরুল মু'মিনিনও ছিলেন। তা ছাড়া হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) জিহাদের জন্য এক হাজার ঘোড়াও ওয়াসীয়ত করেছেন।[৬৯]

জিহাদে সামান্য ব্যয়ের ফযীলত

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًافَيَنْبَغِيْ لِلاِنْسَانِ اَلاَّيَسْتَقِلَّ مَاعِنْدَه فَإِنَّه وَاِنْ كَانَ يَسِيْرًا فَاِنَّ اللهَ يَجْعَلُه بِالْقَصْدِ الصَّالِحِ كَثِيْرًا

مشارع الاشواق الی مصارع العشاق– 371/284

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-ভাল কাজের ক্ষেত্রে সামান্য থেকে সামান্যকে তুচ্ছ মনে করো না।[৭০]

অতঃএব মানব মন্ডলীর শোভণীয় নয় যে, সে সামান্য দানের ক্ষেত্রে লজ্জা বোধ করবে। যদি নিয়্যত পরিশুদ্ধ থাকে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বৃদ্ধি করতে থাকবেন।

عَنْ كَعَبٍ اَنَّه قَالَ دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِيْ اِبْرَةٍ اَعَارَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدَخَلَتْ اِمْرَأَةٌ الْجَنَّةَ فِيْ مِسَلَّةٍ اَعَانَتْ بِهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

مشارع الاشواق الی مصارع العشاق– 372/284

হযরত কা'আব (রা.) বর্ণণা করেন, একব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করেছে একটি সূত্র-এর কারণে যে, সূত্রটি আল্লাহ্ তা'আলার রাহে জিহাদের জন্য ঋণ দিয়ে ছিল এবং একজন মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করেছেন, একটি সূত্র-এর কারণে যে, সূত্রটি সে জিহাদের জন্য দান করেছিল।

৬৯. তারীখে ইবনে আসাকের
৭০. মুসনাদে আহ্মদ-৫/১৭৩

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنْفِقْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَوْ بِمِشْقَصٍ

مصنف ابن ابی شیب کتاب فضل الجهاد

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদের জন্য ব্যয় করতে থাক, যদিও তা একটি তীরের কাঠির মাধ্যমেই হোক না কেন।[৭১]

৭১. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা-৪/৫৮৬

পাহারার ফযীলত

মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ

মাকতাবাতুল কুরআন
নিখুঁত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

আল্লাহ তা‘আলার ইরশাদ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা বিপদে ধৈর্যধারণ কর এবং দুশমনের মোকাবিলায় সুদৃঢ় থাক এবং (ইসলাম ও মুসলমানদের) সীমান্ত রক্ষায় সুসজ্জিত হয়ে থাক। আল্লাহকে ভয় কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।

-আল-ইমরান-২০০

পাহারার পরিচয়

পাহারাদারী দু'ধরণের হয়ে থাকে ।

প্রথমত : ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পাহারাদান করা ।

দ্বিতীয়ত : মুজাহিদগণের ঘাঁটি, মুসলমানদের সংরক্ষিত কোন স্থান বা বিশেষ কোন ব্যাক্তিকে পাহারাদান করা ।

হাদীসে পাকেও এ দু'জাতীয় পাহারার জন্য দু'টি শব্দ ব্যাবহার করা হয়েছে ।

رباط শব্দটি হাদীসেপাকে বিশেষত। ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারাদানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আর বাকী সমস্ত ধরণের পাহারাদারীর জন্য حراسة শব্দটি ব্যবহার হয়েছে ।

আল্লামা ইবনে নোহ্হাছ (রহ.)-এ উভয়প্রকার পাহারা সম্পর্কে চমৎকার বলেছেন-

وَعُلِمَ اَنَّ الْحِرَاسَةَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالٰى مِنْ اَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ وَاَعْلَى الطَّاعَاتِ وَهِيَ اَفْضَلُ اَنْوَاعِ الرِّبَاطِ وَكُلُّ مَنْ حَرَسَ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ مَوْضِعٍ يُخْشٰى عَلَيْهِمْ فِيْهِ مِنَ الْعَدُوِّ فَهُوَ مُرَابِطٌ وَلَايَنْعَكِسُ فَلِلْحَارِسِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَجْرُ الْمُرَابِطِ

জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্র রাহে পাহারাদারী করা এক মস্তবড় ইবাদাত, অধিক সাওয়াবের কাজ। আর 'রিবাত' পাহারাসমূহের মাঝে সর্বোৎকৃষ্ট পাহারা ।

প্রত্যেক ঐব্যক্তি যিনি মুসলমানদের ঝুঁকিপূর্ণ তথা শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণস্থানে অটল দাঁড়িয়ে পাহারা দান করে তাকেই 'রিবাত' বলা হয় । ঝুঁকিমুক্ত এলাকায় পাহারাদানকে 'রিবাত' বলা হবে না । তা حِرَاسَة তথা সাধারণ পাহারা । তবে হ্যাঁ! এ সাধারণ পাহারাই যদি যুদ্ধের ময়দানে প্রদান করা হয় তবে অবশ্যই 'রিবাতের' সাওয়াব পাবে ।

ইমাম রাগীব ইস্পাহানী (রহ.) রিবাত সম্পর্কে বলেন-

اَلرِّبَاطُ هُوَ مُرَابَطَةٌ فِيْ ثُغُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ

রিবাত বলা হয় ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানায় দুশমনের মুকাবিলা করার জন্য নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখাকে ।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন-

اَلْمُرَابِطُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَالَّذِيْ يَشْخَصُ اِلٰى ثَغْرٍ مِنَ الثُّغُوْرِ لِيُرَابِطَ فِيْهِ مُدَّةً مَّا

ফুকাহায়ে কিরামদের নিকট মুরাবিতু ফী সাবীলিল্লাহ্ ঐব্যক্তিকে বলা হয়, যে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানাসমূহের মধ্য হতে কোন এক সীমানায় দুশমনের মোকাবেলা করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতিসহ কিছুকালের জন্য চলে যায় ।[১]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন-

যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতিসহ ইসলামী রাষ্ট্রের কোন এক সীমানায় অবস্থান করাকেই রিবাত বলা হয় ।

পাহারা সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের উল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, 'রিবাত' ও সাধারণ পাহারার মাঝে সামান্য পার্থক্য রয়েছে । রিবাতের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে আর সাধারণ পাহারাদারকে রিবাতের সাওয়াব লাভের জন্য জিহাদের ময়দান শর্ত রয়েছে ।

ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান । এতে যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের বিধান দেয়া হয়েছে ঠিক তদ্রূপ নামায, রোযা তথা পূর্ণ দীনকে যথার্থ মর্যাদার সংরক্ষণের বিধানও দেয়া হয়েছে। ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থাও একটি মস্তবড় ইবাদাত, তাকওয়া বা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয় ।

---

১. তাফসীরে কুরতুবী-৪/৩২৪

উম্মতের সমস্ত উলামায়ে কিরাম, ফুকাহায়ে ইজাম, সালফে-সালেহীন প্রত্যেকেই প্রতিরোধ কার্যকে ওয়াজিব মনে করেন। হাশওয়ান নামক এক সম্প্রদায় এবং ফিরকায়ে জাহেরীর বহু অজ্ঞ ব্যাক্তি প্রতিরোধ ব্যাবস্থাকে ওয়াজিব মনে করে না। তারা আমর বিল মা'আরুফ ও নাহি আনিল মুনকারকেও অস্বীকার করে। অস্ত্রধারণকে অসৎ কাজ মনে করে, অথচ ফিৎনা মিটানোর জন্য অস্ত্র ব্যাবহার অপরিহার্য।

সত্যিকার দীনদার বিচক্ষণদের চিন্তা-চেতনা হলো, যেব্যক্তি সশস্ত্র পাহারা ও অস্ত্রের সাহায্যে প্রতিরোধকে অস্বীকার করে, সে উম্মাতের মাঝে সবচেয়ে বড় অপরাধী ও ইসলামের চরম দুশমন। প্রতিরোধ ব্যাবস্থার জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন নেই-এ কথাই উম্মতে মুসলিমার বড় ধবংস ও বরদারী কুড়িয়ে এনেছে।

নেককার মুত্তাকীদের উপর ফাসেক, ফাজের, জবর-দখলকারী, অগ্নী পূজারী ও অন্য সমস্ত ইসলামের শত্রুদের বিজয় সূচীত হওয়া বিজ্ঞ ব্যাক্তিদের জন্য সংকীর্ণ ও সংকুচিত হয়ে যাওয়া, জুলুমের ব্যাপক প্রসার হয়ে যাওয়া, ইসলামী রাষ্ট্রের পতন, নাস্তিকতা, খোদাদ্রোহীতা আত্মপ্রকাশ সশস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা পরিত্যাগ করার কারণেই হয়ে থাকে।

ইমাম আবু বকর হাসান রাযী (রহ.) বলেন-

আমার ধারণামতে, ইসলাম ও মুসলমানদের ধবংসাত্মক হল একথা যে, ইসলামে সশস্ত্র পাহারা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিষ্প্রয়োজন।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন-

فَالْعَدُوَّ الصَّائِلُ الَّذِىْ يُفْسِدُ الدِّيْنَ وَالدُّنْيَا لَاشَيْئَى اَوْجَبَ بَعْدَ الْاِيْمَانِ مِنْ دَفْعِهَا

যে দুশমন দীন ও দুনিয়ার উপর আঘাত হানে তাকে প্রতিরোধ করা ইসলামের সর্বপ্রথম কর্তব্য। ইসলামের শত্রুদের হাত থেকে দীন ও আহলে দীনকে বিশেষভাবে উলামায়ে কিরামদেরকে হিফাজতের জন্য সাধ্যানুযায়ী সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরয।

কুরআন, হাদীস, ইজমা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল ও উম্মতের ঐকমত্য, এত সুস্পষ্ট যে, তার দলীল সাব্যস্ত করা সূর্যের অস্তিত্বের দলীল উপস্থাপন করার ন্যায়। তথাপি সংশয় নিরসনের জন্য কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা, সাহাবায়ে কিরামগণের কর্ম ও বাণী সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণনা করছি।

পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিপদে ধৈর্য্যধারণ কর এবং দুশমনের মুকাবিলায় সুদৃঢ় থাক এবং (ইসলাম ও মুসলমানদের) সীমান্ত রক্ষায় সুসজ্জিত হয়ে থাক। আল্লাহকে ভয় কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।[২]

এ আয়াতে মুসলামানদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন-' হে মুমিনগণ! তোমরা যদি দুনিয়া-আখেরাত দু'জাহানেই সাফল্যমণ্ডিত হতে চাও তবে আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যে সুদৃঢ় ও অবিচল থাক। ইসলামী বিধি-নিষেধের উপর সুদৃঢ়ভাবে আমল করতে থাক। নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা করতে থাকে। আপন প্রতিপালকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর, তাঁর প্রতি মুহাব্বত ও তাঁর আনুগত্য যেকোন মূল্যে প্রকাশ করতে থাক।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) বলেন-

সবরের অর্থ হলো বিপদাপদের মোকাবেলায় ধৈর্য্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়া, অস্থির না হওয়া।

وَصَابِرُوا۟ অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণের মোকাবিলায় অটল থাকা, লৌহপ্রাচীরের ন্যায় শক্ত-সুদৃঢ় এবং পাহাড়ের (হিমালয়ের) ন্যায় অটল-অবিচল হয়ে দণ্ডায়মান থাকা। যুদ্ধের সময় দুশমন যেভাবে কষ্টভোগ করে অনুরূপ তোমরাও কষ্ট বরদাশত করো। তাদের কষ্টের পিছনে তো

২. আল-ইমরান-২০০

পরকালে কিছুই নেই শুধু কঠিনতর শাস্তি। পক্ষান্তরে তোমাদের কষ্টের বিনীময়ে রয়েছে অনন্ত অসীম জান্নাত, যার মোকাবেলায় দুনিয়ার সকল কষ্ট একান্তই নগণ্য। وَرَابِطُواْ অর্থাৎ মুসলমানদের দুশমনের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকা।

আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ.) লিখেছেন যে, رَابِطُواْ শব্দটির অর্থ দুশমনের সাথে জিহাদ করা। এ উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের প্রহরা দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত।

সশস্ত্র অবস্থায় স্বয়ং রাসূল সা.

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ قَالَ وَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً سَمِعُوْا صَوْتًا قَالَ فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى فَرَسٍ لِاَبِىْ طَلْحَةَ عُرْىٍ وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَه فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوْالَمْ تُرَاعُوْاثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدْتُه بَحْرًا يَعْنِىْ اَلْفَرَسَ

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, সমগ্র দুনিয়ার সকল সৌন্দর্যের শীর্ষে ছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাখাওয়াতির মাঝে ছিলেন সর্বোত্তম এবং বাহাদূরীর ক্ষেত্রে ছিলেন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাহাদূর, যা যুদ্ধের ময়দান ছাড়াও সর্বাবস্থায় প্রমাণীত হত, তারই একটি নমুনা নিম্নরূপ।

এক নিশিতে মদীনাবাসী ভয়ংকর আওয়াজে বিচলিত হয়ে ভয়ংকর স্থানে মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হতে শুরু করলেন। ইত্যবসরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু ত্বালহা (রা.)-এর ঘোড়ায় আরোহণ অবস্থায় আপন তলোয়ার স্কন্ধে ঝুলিয়ে ভয়ংকর স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন এবং সাহাবীদের সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছিলেন, হে লোক সকল! তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, (কারণ, আমি দেখে এসেছি সেখানে

ঘাবড়াবার কিছুই নেই) অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এই ঘোড়াটিকে সমুদ্রের ন্যায় পেয়েছি।[৩]

সহীহ বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ঘোড়ার উপর জ্বিন ব্যাতীত আরোহণ করেছিলেন। এর দ্বারা মুহাদ্দিসীনগণ বর্ণনা করেন যে, খাতোমূল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া চালনায় অত্যধিক পারদর্শী ছিলেন।

উল্লিখিত ঘটনা থেকে একথা প্রমাণীত হয় যে, যুদ্ধের সেনাপতির জন্য এককতারও অবস্থা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করা জায়েয।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।[৪]

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ 'তোমরা আমার সুন্নতকে মজবুতির সাথে আঁকড়ে ধর।' বর্তমান ওলামায়ে কিরামগণের জন্য এই বিধান প্রযোজ্য নয় কী?

সশস্ত্র পাহারাকে সুন্নাতের পরিপন্থী মনে করা এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন-চরিতের বহির্ভূত মনে করা অসংখ্য হাদীস ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করার নামান্তর।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গাজওয়া ও সারীয়া সমূহের বর্ণনা ও জিহাদের হাদীসসমূহের মাঝে সশস্ত্র পাহারার ঘটনা ভরপুর। সেসব অসংখ্য হাদীস থেকে সামান্য নিম্নে উল্লেখ করা হল

স্বয়ং রাসূল সা.-এর তরফ থেকে পাহারাদারের অন্বেষণ

عَنْ اَبِىْ رَيْحَانَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كُنَّامَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةٍ فَاَتَيْنَاذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى شَرَفٍ فَبِتْنَاعَلَيْهِ فَاَصَابَنَا

৩. সহীহ বুখারী শরীফ-১/৪২৬
৪. সূরা আহযাব-২১

بَرْدٌ شَدِيْدٌ حَتّٰى رَاَيْتُ مَنْ يَحْفِرُ فِي الْاَرْضِ حُفْرَةً يَدْخُلُ فِيْهَا وَيُلْقِيْ عَلَيْهِ الْحَجَفَةَ يَعْنِي التُّرْسَ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ النَّاسِ قَالَ مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ وَاَدْعُوْلَه بِدُعَاءٍ يَكُوْنُ فِيْهِ فَضْلٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اُدْنُهْ فَدَنَا فَقَالَ مَنْ اَنْتَ فَتَسَمّٰى لَه الْاَنْصَارِيُّ فَفَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدُّعَاءِ فَاَكْثَرَمِنْهُ قَالَ اَبُوْرَيْحَانَةَ فَلَمَّا سَمِعْتُ مَادَعَا بِه رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اَنَا رَجُلٌ اٰخَرُ قَالَ اُدْنُهْ فَدَنُوْتُ فَقَالَ مَنْ اَنْتَ فَقُلْتُ اَبُوْرَيْحَانَةَ فَدَعَا لِيْ بِدُعَاءٍ وَهُوَ دُوْنَ مَادَعَا لِلْاَنْصَارِيِّ ثُمَّ قَالَ حُرِّمَتِ النَّارُ عَلٰى عَيْنٍ دَمَعَتْ اَوْبَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَحُرِّمَتِ النَّارُ عَلٰي عَيْنٍ سَهَرَتْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

হযরত আবু রায়হান (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা এক যুদ্ধে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রাত যাপনের লক্ষ্যে উঁচুস্থানে আরোহণ করলাম। প্রচণ্ড শীতের কারণে মুজাহিদগণ ভূমিতে গর্ত করে আশ্রয় নিচ্ছিল। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আজ আমাদের পাহারা কে দিবে? আমি তার জন্য অনেক দু'আ করবো। একজন আনসারী সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি পাহারা দেব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার নিকট এসো! মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? আনসারী সাহাবী আপন পরিচয় দিলেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দু'আ করতে শুরু করলেন। আবু রায়হান (রা.) বলেন, দোয়া শুনে আমার চোখে পানি চলে আসল। আমি আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমিও পাহারা দিব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকেও নিকটবর্তী হওয়ার আদেশ দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? আমি বললাম, আমি

আবু রায়হান। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্যও দু'আ করলেন। কিন্তু আনসারী অপেক্ষা কম। সবশেষে বললেন, জাহান্নামের আগুন ঐ চক্ষুর জন্য হারাম, যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে এবং যে চক্ষু জিহাদের ময়দানে বিনিদ্র রাত কাটায়।[৫]

পাহারার জন্য সাথী অন্বেষণ

عن جابر رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ (وَفِيْهِ) فَقَالَ مَنْ يَكْلَؤُنَا لَيْلَنَا؟ فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ فَكُوْنَا بِفَمِ الشِّعْبِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ اِلٰى فَمِ الشِّعْبِ اِضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْاَنْصَارِيُّ يُصَلِّيْ وَاَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأٰى شَخْصَه عَرَفَ اَنَّه رَبِيْئَةٌ لِّلْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَه فِيْهِ فَنَزَعَه حَتّٰى رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ اَسْهُمٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ اَنْبَهَ صَاحِبَه فَلَمَّا عَرَفَ اَنَّهُمْ قَدْنَذَرُوْا بِه هَرَبَ فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَابِالْاَنْصَارِيِّ مِنَ الدَّمِ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلَاّ اَنْبَهْتَنِيْ اَوَّلَ مَارَمٰى قَالَ كُنْتُ فِيْ سُوْرَةٍ اَقْرَأُهَا فَلَمْ اُحِبَّ اَنْ اَقْطَعَهَا

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, কোন এক যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিলেন, আজ কে আমাদের পহারাদারী করবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহ্বানে একজন মুহাজির এবং একজন আনসার সম্মতি প্রকাশ করলেন। তাদের উভয়কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাঁটির প্রধান ফটকে পাহারার নির্দেশ দিলেন। উভয়ে ঘাঁটির মুখে পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছিলেন। মোহাজের শুয়ে পড়লেন আর আনসার নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন, শত্রু এসে তীর নিক্ষেপ করল। সে তীর নামাযরত আনসারীর পায়ে বিদ্ধ হল তিনি তা টেনে খুলে ফেললেন। এরপর একে একে আরো তিনটি তীর বিদ্ধ হল, তিনি সাধারণভাবে উপড়ে ফেললেন। নামায সমাপ্ত করে মুহাজির সাথীকে

---

৫. মুসনাদে আহ্মাদ

ডাকলেন, এতক্ষণে দুশমন পলায়ন করেছে। মুহাজির জাগ্রত হয়ে আনসারী সাহাবীর পায়ে রক্ত দেখে বললেন ঃ সুবাহানাল্লাহ ! আপনি প্রথম বিদ্ধ তীর তোলার সময় আমাকে ডাকলেন না কেন? উত্তরে আনসারী বললেন, আমি পবিত্র কালামে পাকের মধুময় একটি সূরা তিলাওয়াত করছিলাম। তার মাঝখান থেকে ছেড়ে দেয়া পছন্দ করিনি।

ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদ্বয় হলেন হযরত আমর বিন ইয়াছির (রা.) ও হযরত উবান বিন বশীর (রা.)।

হুনাইনের যুদ্ধে পাহারাদার অন্বেষণ

হযরত সাহল বিন হানযালিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, হুনাইনের যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রাত্রি পর্যন্ত ভ্রমণ করলেন। যখন ইশার নামাযের সময় নিকটবর্তী হল তখন একজন অশ্বারোহী উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনার পূর্বেই ঐ সমস্ত স্থানগুলো পরিদর্শন করে এসেছি, হাওয়াজীন গোত্রের লোকেরা নিজেদের ঘর-বাড়ী, আসবাব-পত্র সমস্ত কিছু নিয়ে হুনাইনের ময়দানে উপস্থিত হয়েছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং ইরশাদ করলেন-

تِلْكَ غَنِيْمَةُ الْمُسْلِمِيْنَ غَدًا اِنْ شَاءَ اللهُ

'আগামীকাল এ সমস্ত মুসলমানদের জন্য গণীমতে পরিণত হবে ইনশা আল্লাহ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ আজ এ রাত্রিতে কে আমাদের পাহারাদারী করবে? হযরত আনাস ইবনে আবু মুরসাদ (রা.) আরজ করলেন হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আজ রাত্রিতে সকলের পাহারাদারী করব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন فَارْكَبْ তুমি সাওয়ার হয়েযাও! সাহাবী সাওয়ার হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

اِسْتَقْبِلْ هٰذَا الشِّعْبَ حَتّٰى تَكُوْنَ فِىْ اَعْلاَهُ وَلاَنُغْرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ

উমুক ঘাঁটির দিকে উঁচু স্থানে চলে যাও এবং তোমার দিক থেকে যেন রাত্রি বেলা অতর্কিত আমাদের উপর হামলা না হয়। ফজরের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের স্থানে গমন করলেন এবং ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত পড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন- তোমাদের ঘোর সাওয়ার পাহারাদারকে দেখছ কী? সাহাবায়ে কিরাম উত্তর করলেন, আমরা দেখিনি। ফরযের ইকামাত হয়ে গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ালেন এবং ঘাঁটির দিকেও বিচক্ষণ দৃষ্টিপাত করলেন। নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

اَبْشِرُوْا فَقَدْ جَاءَ فَارِسُكُمْ

সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমাদের শাহ্ সাওয়ার আগমন করছে।

একথা শোনামাত্র আমরা বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে ঘাঁটির দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। দেখলাম হযরত আনাস ইবনে আবু মুরসাদ (রা.) আগমন করছেন। তিনি সোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে দন্ডায়মান হলেন এবং আরজ করলেন হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আপনার নির্দেশণা অনুযায়ী উমুক ঘাঁটির উঁচুস্থানে পাহারা দিয়েছি। সকাল বেলা আগমনের পূর্বে আমি উভয় ঘাঁটি নিরিক্ষণ করে এসেছি কোথাও কোন লোকের সন্ধান পাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ 'তুমি কি রাত্রে ঘোড়া থেকে অবতরণ করেছ? উত্তরে সাহাবী বললেন, নামায ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যাতীত অবতরণ করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন-

قَدْ وَجَبَتْ فَلاَ عَلَيْكَ اَنْ لاَّ تَعْمَلَ بَعْدَهَا

سنن ابی داود کتاب الجهاد باب فضل الحرس فی سبيل الله تعالی سنن الكبری كتاب السيرباب فضل الحرس فی سبيل الله، مشارع الاشواق الی مصارع العشاق 730/430

তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল, এরপর তুমি যদি অন্য কোন আমল নাও কর। তোমার ক্ষতিকারক কোন অবস্থা থাকবে না।[৬]

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হুজুর সা.-এর প্রহরী

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّه قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اَخْبِرُوْنِيْ مَنْ اَشْجَعُ النَّاسِ؟ قَالُوْا اَنْتَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ اَمَّا اِنِّيْ مَا بَارَزْتُ اَحَدًا اِلَّا انْتَصَفْتُ مِنْهُ وَلٰكِنْ اَخْبِرُوْنِيْ بِاَشْجَعِ النَّاسِ قَالُوْا لَا نَعْلَمُ فَمَنْ؟ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّه لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ جَعَلْنَا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِيْشًا فَقُلْنَا مَنْ يَكُوْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ لِئَلَّا يَهْوِيَ اِلَيْهِ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَوَاللهِ مَا دَنَا مِنْهُ اَحَدٌ اِلَّا اَبُوْ بَكْرٍ شَاهِرًا بِالسَّيْفِ عَلٰى رَأْسِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَهْوِيْ اِلَيْهِ اَحَدٌ اِلَّا اَهْوٰى اِلَيْهِ فَهٰذَا اَشْجَعُ النَّاسِ

একদা হযরত আলী (রা.) ঘোষণা দিলেন, হে লোক সকল ! তোমরা বল, সবচেয়ে বড় বাহাদুর কে? উত্তরে উপস্থিত সকলে বলে দিলেন, আমিরুল মু'মিনীন ! আপনিই সর্বাধিক বাহাদুর। হযরত আলী (রা.) বললেন, তোমাদের ধারণা ভুল। পূর্ণরায় বল, সবচেয়ে বড় বাহাদুর কে ? এবার সকলেই নম্রসুরে বললেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। কারণ, বদর যুদ্ধে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি তাঁবু তৈরী করে ঘোষণা দিলাম যে, এই তাঁবুর মুখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাহারার জন্য কে প্রস্তুত আছ? আল্লাহর শপথ ! সেই ঝুঁকিপূর্ণ কর্ম সম্পূর্ণ করার জন্য একমাত্র সাহসী বীর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কেই পাওয়া গেল। যখনই কোন মুশরিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করত; তখনই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ঈগলের ন্যায় দ্রুত আক্রমণের দ্বারা প্রতিহত করতেন।[৭]

৬. সুনানে আবু দাউদ-১/৩৩৮
৭. হিকায়েতে সাহাবা-২/১২৪

হযরত ওমর ফারুক (রা.) রাসূলুল্লাহ সা.-এর পাহারাদারী

عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ لَمَّا سَارَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ قُرَيْشًا خَرَجَ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ ابْنُ وَرَقَاءَ يَلْتَمِسُوْنَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَقْبَلُوْا يَسِيْرُوْنَ حَتّٰى اَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ فَاِذَا هُمْ بِنِيْرَانٍ كَاَنَّهَا نِيْرَانُ عَرَفَةَ فَقَالَ اَبُوْ سُفْيٰنَ مَا هٰذَا لَكَاَنَّهَا نِيْرَانُ عَرَفَةَ فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرَقَاءَ نِيْرَانُ بَنِيْ عَمْرٍو فَقَالَ اَبُوْ سُفْيٰنَ عَمْرٌو اَقَلُّ مِنْ ذٰلِكَ فَرَاٰهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَدْرَكُوْهُمْ فَاَخَذُوْهُمْ فَاَتَوْا بِهِمْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْلَمَ اَبُوْ سُفْيَانَ

হযরত হেশাম থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয় অভিযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কার নিকটবর্তী স্থানে উপণীত হন তখন এ খবর কোরাইশদের নিকট পৌঁছলে আবু সুফিয়ান বিন হারব, হাকিম বিন হেযাম ও বোদায়েল বিন ওয়ারাকা, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিম বাহিনীর খরব জানার উদ্দেশ্যে বের হল। তাঁরা অগ্রসর হতেই পুরো আরাফাত ময়দান অগ্নী প্রজ্বলিত দেখল, আবু সুফিয়ান বলে উঠল, এ কি? মনে হচ্ছে যে আরাফার ময়দান জুড়ে আগুন জ্বলছে। বোদায়েল বিন ওয়ারাক্বা বলল, এসব বণী আমেরের প্রজ্বলিত আগুন। আবু সুফিয়ান বলল, বণী আমেরের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক কম। তাদের কথোপকথন চলছিল, ঠিক সে মূহুর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহ রক্ষী সাহাবীগণ তাদের ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাজির করলেন। সেখানেই আবু সুফিয়ান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮]

আল্লামা কাসতালানী (রহ.) বর্ণনা করেন, ঐ দেহরক্ষীদের মধ্যে আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.)-ও ছিলেন।

৮. সহীহ বুখারী ২/৬১৩

মদীনার বুকে হুজুর সা.-কে সশস্ত্র পাহারা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا تَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهَرَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ اَصْحَابِيْ يَحْرُسُنِيْ اللَّيْلَةَ اِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلاَحٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقَالَ اَنَا سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ جِئْتَ لِاَحْرُسَكَ فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيْطَهُ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি চিন্তিত কেন? উত্তরে তিনি বললেন, যদি আমার সাহাবীদের মধ্য হতে কেউ আমাকে পাহারা দিত, তবে কতই না উত্তম হত ! আমি অস্ত্রের আওয়াজ শ্রবণ করছি। ইত্যবসরে এক সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি ? উত্তরে বললেন, আমি সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস। প্রিয় নবীর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে পাহারার জন্য উপস্থিত হয়েছি। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত প্রশান্তির সাথে ঘুমিয়ে ছিলেন যে, আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাসিকা ধ্বনি শ্রবণ করছিলাম।[৯]

قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَفِي الْحَدِيْثِ الْاَخْذُ بِالْحَذْرِ وَالاِحْتِرَاسُ مِنَ الْعَدُوِّ وَاَنَّ عَلَى النَّاسِ اَنْ يَحْرُسُوْا سُلْطَانَهُمْ خَشْيَةَ الْقَتْلِ وَفِيْهِ الثَّنَاءُ عَلَى مَنْ تَبَرَّعَ بِالْخَيْرِ وَتَسْمِيَتُه صَالِحًا وَاِنَّمَا عَانِي النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ مَعَ قُوَّةِ تَوَكُّلِه لِلْاِسْتِنَانِ بِه فِيْ ذٰلِكَ وَقَدْ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ مَعَ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا اشْتَدَّ الْبَأْسُ كَانَ اَمَامَ الْكُلِّ وَاَيْضًا فَالتَّوَكُّلُ لاَيُنَافِيْ تَعَاطِي

৯. সহীহ বুখারী ১/৪০৪, সহীহ মুসলিম শরীফ--২/২৮০, তারীখে মাদানী-১/৩০০

الْاَسْبَابِ لِاَنَّ التَّوَكُّلَ عَمَلُ الْقَلْبِ وَهِيَ عَمَلُ الْبَدَنِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, এ হাদীসে শত্রু থেকে সাবধাণতা অবলম্বন এবং তাদের ক্ষতি থেকে বাঁচতে পাহারাদারীর ব্যবস্থা গ্রহণের বৈধতার প্রয়োজন প্রমাণিত হয়। এতে মানুষের জন্যও তাদের বড়দের হত্যার ভয়ে শত্রুর অবস্থা সম্পর্কে পাহারাদারী জরুরী প্রমাণিত হয়। এতে পাহারাদারীর প্রশংসা রয়েছে এবং পাহারাদারীর কাজ ভাল বলে অভিহিত করা হয়েছে। নিশ্চয় এর দ্বারা তাওয়াক্কুলের শক্তির সাথে বাহ্যিক ব্যবস্থা গ্রহণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সম্মতি প্রমাণিত হয়। অতএব, তাওয়াক্কুল বাহ্যিক উপায়-উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করাকে নিষিদ্ধ করেনি। কেননা তাওয়াক্কুল কলবের আমল আর উপায়-উপকরণ দৈহিক আমল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ-উটনি বেঁধে তাওয়াক্কুল কর।'[১০]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) উপরোক্ত হাদীস থেকে কয়েকটি মাসআলা বের করেন, যা নিম্নরূপ ঃ

১. সর্বদা সশস্ত্র পাহারা গ্রহণ করা।
২. শত্রু থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করা।
৩. সকলের উপর মুরুব্বীদের সংরক্ষণ জরুরী।
৪. পাহারাদার ব্যাক্তি প্রশংসিত হওয়া।
৫. নবী-যবানে পাহারাদারকে সৎকর্মপরায়ণ উপাধিতে ভূষিত করা।
৬. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতকে বাস্তবায়নের জন্য অন্যদের শুভ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৭. আত্মরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়।

১০. ফতহুল বারী-৬/৬১

ক্বায়েস বিন সা'ঈদ (রা.)-এর পাহারাদান

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُوْنُ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ مِنَ الْاَمِيْرِ

হযরত আনাস (রা.)বর্ণনা করেন, হযরত ক্বায়েস বিন সা'ঈদ (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখপানে পাহারাদার হিসেবে গমন করেন ।[১১]

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এ হাদীসকে উল্লেখ করতে গিয়ে যে অধ্যায় বর্ণনা করেন তা হলো-

بَابُ اِحْتِرَازِ الْمُصْطَفٰى مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فِىْ مَجْلِسِهٖ اِذَا دَخَلُوْا

মুশরিকদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাহারাদার নিযুক্ত করা ।[১২]

নবী সা.-এর সম্মুখে অস্ত্র উঁচিয়ে পাহারাদার

اِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُوْ اِلَى الْمُصَلّٰى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلّٰى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ اَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهٗ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْاُمَرَاءُ

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন নামাযের জন্য গমন করে রক্ষীদেরকে অস্ত্র

১১. সহীহ তিরমিযী ১/৫৪৮
১২. ফতহুল বারী ১৩/১১৯

উত্তোলনের আদেশ দিতেন। রক্ষীগণ অস্ত্র উত্তোলন করে অগ্রে পথ চলতেন। কখনো অস্ত্রকে নামাযের সামনে সুতরা হিসেবে ব্যবহার করতেন। শাসকের প্রচলিত পাহারা-ব্যবস্থা এই সুন্নাত থেকেই নেয়া হয়েছে ।[১৩]

قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى وَفِى الْحَدِيْثِ اَلْاِحْتِيَاطُ لِلصَّلَاةِ وَاَخْذُ اٰلَةِ دَفْعِ الْاَعْدَاءِ لَاسِيَّمَا فِى السَّفَرِ

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ফতহুল বারীতে উল্লেখ করেন, এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বহিরাগত শত্রু থেকে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ, আর সফরের সময় বিশেষভাবে হাতিয়ার গ্রহণ জরুরী ।[১৪]

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ يُلْبِسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْعَصَا فَيَمْشِىْ اَمَامَهٗ

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জুতা পরিধান করিয়ে অস্ত্র উঁচিয়ে অগ্রে চলতেন ।'[১৫]

নবী সা.-এর মিম্বরে বেলাল (রা.)-এর পাহারা

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ وَبِلَالٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهٗ وَاِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءُ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ هٰذَا عَمْرُو بْنُ عَاصٍ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ

হযরত হারেস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মদীনায় আগমন করে প্রত্যক্ষ করলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে গমন করলে সাথে

১৩. সহীহ বুখারী -১/৭১
১৪. ফতহুল বারী-১/৪৩৩
১৫. তারীখে মাদানী-১/৩০০

সাথেই হযরত বেলাল (রা.) গলায় অস্ত্র ঝুলিয়ে পাহারার জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। আরো প্রত্যক্ষ করলাম যে, কিছু লোক কালো ঝাণ্ডা হাতে দণ্ডায়মান। আমি উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম, এই ঝাণ্ডা কিসের? উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে উত্তর এলো, এটা হযরত আমর ইবনে আস (রা.)-এর নেতৃত্ব যাতুস-সালসিল থেকে আগত মুজাহিদদের ঝাণ্ডা।[১৬]

হযরত মুহাম্মদ বিন কায়সার ও আবদুল্লাহ বিন শফীক (রা.) বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য পালাক্রমে পাহারা দেয়া হত। যখন وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ আয়াতটি অবতীর্ণ হল, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন, "হে লোক সকল ! তোমরা আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন কর।" কারণ আল্লাহ তা'আলা আমার হেফাজতের অঙ্গীকার করেছেন। হযরত আব্বাস (রা.) উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বপর্যন্ত পাহারা দিতেন।

হযরত আসমাতা ইবনে মালেক খাতেমী (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমরা উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বশস্ত্র পাহারা প্রদান করতাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ পাহারাদারের উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, সমস্ত সাহাবীগণ পালাক্রমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাহারাদানের সৌভাগ্য অর্জন করেন। কিন্তু তন্মধ্যে কিছু বিশেষ সাহাবীর নাম প্রসিদ্ধ রয়েছে, যাঁরা এই খিদমতের ক্ষেত্রে বিশেষ সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তাঁরা হলেন-

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিশেষ পাহারাদার

১. আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ পাহারাদার।
২. আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.)।
৩. আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী।
৪. যায়েদ বিন ইবনুল আওয়াম।
৫. হযরত আব্বাস।

১৬. সুনানে ইবনে মাজা-২০২

৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ।
৭. হযরত বেলাল।
৮. হযরত আবুজর গিফারী।
৯. হযরত সাঈদ বিন মা'আয।
১০. হযরত হুজায়ফা।
১১. হযরত আম্মার।
১২. হযরত আবু আইয়্যুব।
১৩. মুহাম্মদ বিন মুসলিম।
১৪. হযরত ক্বায়েস বিন সাঈদ।
১৫. হযরত সাঈদ ইবনে বশীর।
১৬. হযরত আনাস বিন মুরসাদ।
১৭. হযরত আবু রায়হান।
১৮. হযরত যাওয়াক বিন আবদে ক্বায়েস।
১৯. হযরত আসমা বিন খালেক খাতিমী।
২০. হযরত আদরা আসলামী।
২১. মাহজুন বিন আবেদ'আ (রা.)।[১৭]

আক্রমণের মোকাবিলা আক্রমণ দ্বারা

শরী'আতের বিধান হল, যে আক্রমণ করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসে তার সাথে মোকাবেলা হবে অস্ত্রের দ্বারা। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধে পাপিষ্ঠ উতবা, শাইবা ও ওয়ালীদের মোকাবেলায় সশস্ত্র বাহাদুর হযরত হামযা, হযরত আলী ও হযরত আবু উবাইদা (রা.)-কে পাঠিয়েছেন। শত্রু যখন বাকযুদ্ধের জন্য আসে তখন কঠিন প্রতিবাদের মাধ্যমে তার মোকাবেলা করা হবে। যেমন উহুদ যুদ্ধে আবু সুফিয়ান এসেছিল। তার মোকাবেলার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

১৭. হাশিয়ায়ে বুখারী, ফতহুল বারী, তাফসীরে মাযহারী, দুররে মানসুর, ত্বাবরানী, তারীখে মদীনা, হায়াতে সাহাবা।

আহত অবস্থায় হযরত ওমর ফারুক (রা.) কে পাঠিয়েছিলেন। কেউ অন্যায়ভাবে আক্রমণ করলে নিশ্চুপ বসে থাকা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়ার শামিল। মুসলমানদের মধ্যেও যদি কেউ অন্যের উপর আক্রমণ করে তার মোকাবেলায়ও অনুরূপ করতে হবে, যতক্ষণ না আক্রমণ থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ

যদি মু'মিনদের দুই দলে যুদ্ধ হয় তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। যদি একদল অপর দলের উপর চড়াও হয় তবে আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি ফিরে আসে।[১৮]

আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ একাধিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনায় খোদ মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়বস্তুও আছে। এখন সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্য ঘটনাগুলোকে অনুরূপ দেখে সেগুলোকেও বিবরণের কারণের মাঝের শরীক করে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে আসলে যুদ্ধ-জিহাদের সরঞ্জাম ও উপকরণের অধিকারী রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করা হয়েছে।[১৯]

মুসলমানদের দুই দলের কয়েক প্রকার হতে পারে। বিবাদমান উভয় দল ইমামের শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে না। একদল শাসনাধীন হবে ও অন্য দল শাসনবহির্ভূত হবে।

প্রথমোক্ত অবস্থায় সাধারণ মুসলমানের কর্তব্য হবে উপদেশের মাধ্যমে উভয়দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। যদি উপদেশে বিরত না হয় তবে ইমামের পক্ষ হতে মীমাংসা করা ওয়াজিব। যদি ইসলামী সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে উভয় পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করে তবে কেসাস ও রক্তপাতের বিধান প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় উভয় পক্ষকে বিদ্রোহী বলে সাব্যস্ত করা

১৮. সূরা-হুজরাত-৯
১৯. তাফসীরে রুহুল মা'আনী

হবে। দুই দলের মধ্যে একদল যুদ্ধ থেকে বিরত থাকলে অপর পক্ষ জুলুম ও নির্যাতন অব্যাহত রাখলে দ্বিতীয় পক্ষকে বিদ্রোহী মনে করা হবে এবং প্রথম পক্ষের সাথে গিয়ে দ্বিতীয় পক্ষকে দমন করতে হবে। দ্বিতীয় পক্ষের সমস্ত অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং তাদের গ্রেফতার করে তাওবাহ্ না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা হবে। যুদ্ধরত অবস্থায় কিংবা তারপর তাদের সন্তান-সন্ততিকে গোলাম-বাঁদী হিসেবে এবং তাদের ধন-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হবে।

সাধারণভাবেই সকলের বুঝে আসে তাওয়াক্কুল করে ঘরে বসে থাকলেই রিযিক এসে পৌঁছে যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে অবশ্যই তা পারেন। কিন্তু নেযাম এটা নয়। ঠিক অনুরূপ আত্মরক্ষা ও ধন-সম্পদের হেফাযতের জন্য তাওয়াককুল করে বসে থাকলে চলবে না। তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে- এটাই শরী'আত। শত্রু বিপুল অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আসবে আর মুসলমান তার মোকাবেলায় হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। এটাকে একপ্রকার তাওয়াককুল বলে অনেকেই মুসলমানদের নিষ্ক্রিয় ও পঙ্গু করার জন্য ইয়াহুদী খ্রীষ্টানদের দালাল হিসেবে কাজ করছে। কেউ আবার তাদের চক্রে পড়ে জ্ঞানহীনতার কারণে কুরআনের আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে যে, কেউ অন্যায়ভাবে হত্যার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে কিছু না বলা উত্তম 'সবর'।

তারা বলে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ

আমাদের আদি-পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তান হযরত হাবীল-কাবীলকে বলেছিলেন ঃ

যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর, আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করবো না।[২০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত হাবীলের এ নিষেধ কেবল 'ইক্বদাম' তথা অগ্রে আঘাত হানাকে নিষেধ

২০. সূরা মায়িদাহ-২৮

করেছিল। ‘দিফা’ তথা প্রতিরোধকে নিষেধ করেনি। প্রতিরোধ বা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হবে-এই ধারণা করেই কাবীল হযরত হাবীলের উপর ঘুমন্তাবস্থায় আক্রমণ করেছে।

আর যদি ধরে নেয়া হয় যে, হাবীল ‘দিফাকে’ও নিষেধ করেছেন তবে তা ঐ শরী‘আতে ছিল। কিন্তু আমাদের শরী‘আতে কুরআনের শত শত আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাজারো হাদীস এবং আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সকল সাহাবীর আমল দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ্। এখানে শুধু বলার উদ্দেশ্য হল, শত্রু যে পরিমাণ প্রস্তুতি নিয়ে আসবে মুসলমানদেরকে তার চেয়ে অধিক পরিমাণ প্রচেষ্টা করতে হবে। যেমন, জাহিলিয়াতের যুগে কাফেরদের ছিল তীর-তলোয়ার, ঢাল-বল্লম নিয়ে এর আর এর মোকাবেলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’জন সাহাবীকে পাঠিয়ে মিনজানিক প্রযুক্তি অর্জন করে যা সর্বপ্রথম তায়েফ যুদ্ধে তা ব্যবহার করেছেন। এটাই প্রমাণ করে যে শত্রুর সাথে মুসলমান প্রযুক্তিগত ও অস্ত্রের ব্যাপারে প্রয়োজনে তাদের তৈরী সামগ্রী নিয়ে অগ্রে চলে যাবে। এমনটি করা যাবে না যে তারা একটি হারাম বস্তু নিয়ে এসেছে এখন আমি তা থেকে ফায়দা নিয়ে আগে শক্তি সঞ্চয় করি বা ক্ষমতা অর্জন করি, পরে ক্ষমতা বলে তা পাল্টিয়ে দেব। এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। কারণ কেউ যদি মনে করে এখন সুদের ব্যবসা করে অর্থ সঞ্চয় করে নেই পরে এগুলো নিয়ে ভাল ব্যবসা করে মসজিদ-মাদরাসা করে জিহাদের অস্ত্র কিনে দুনিয়া ভরে দিব। তবে সকলেই বলবে এ লোক জেনে শুনে এ ধরনের কাজ করার দ্বারা সমস্ত ব্যবসা সুদের হয়ে যাবে এবং সারা জীবনের সমস্ত ইবাদাত বরবাদ হবে।

অস্ত্র মু’মিনের প্রতীক

অস্ত্র প্রতিটি মুসলমানের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট অনুকম্পা শ্রেষ্ঠত্ব ও মুহাব্বতের প্রধান প্রতীক। কারণ, মু’মিনের জন্য অস্ত্রধারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে অকাট্য আদেশ।

অস্ত্র ইসলামের শান-শওকাত আভিজাত্য, বড়ত্ব, শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বকে বৃদ্ধি করে।

অস্ত্রের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অগাধ বিশ্বাস ও মুহাব্বত ছিল। অস্ত্র শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেখে যাওয়া অমর উত্তরাধিকার সম্পত্তি। রাত্রি-নিশিথে শয়ন কক্ষেও সাহাবায়ে কেরাম আপন গলদেশ থেকে অস্ত্রমালাকে দূর করতেন না। অস্ত্রের প্রশিক্ষণ মসজিদে নববীতে প্রদান করা হত এবং ক্রয়ের জন্য স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে চাঁদা সংগ্রহ করতেন। উল্লিখিত অবস্থা বিবেচনার পর অস্ত্রকে সকল ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী ও বদমাশদের মার্কা মনে করা নিঃসন্দেহে মূল্যবান ঈমান ধ্বংসের কারণ।

ভীষণ অনুতাপের বিষয় হলো, বর্তমান বিশ্বের সর্বনিকৃষ্ট কাফের, মুশরেক, গুণ্ডা-পাণ্ডারা হাতিয়ার মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দীন, ধ্বংসের কঠিন পাঁয়তারা করছে। যদি গুণ্ডা-পাণ্ডা ও বদমাশ আপন অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নামায-রোযাকে ব্যবহার করে তবে কি সেগুলোকে বদমাশদের কাজ বলে পরিত্যাগ করে ঘরে বসে যাবে? কুরআন-হাদীস কর্তৃক অনুমোদিত কোন কাজ ফেৎনা বা বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে না। যদিও স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন মানবের চর্মচক্ষু তা প্রত্যক্ষ করতে পারে না। যেমন, ক্বিতালের (যুদ্ধবিগ্রহ) মাধ্যমে ফেৎনা নির্মূল হওয়া, ক্বিসাসের মাঝে বহু জীবন প্রত্যক্ষ করা ইত্যাদি। অস্ত্রধারণের মাঝেই মুসলমানের মঙ্গল নিহিত রয়েছে, যা কুরআন-হাদীস থেকে প্রমানীত।

নিম্নে এমন কিছু হাদীস তুলে ধরার চেষ্টা করবো যাতে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্ত্রধারণ করেছেন, অস্ত্রের প্রশংসা করেছেন এবং অস্ত্রধারণের জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। মানব জাতির মাঝে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অধিক তাকওয়া ও তাওয়াককুল ওয়ালা এবং মুস্তাজাবুদ দা‘আয়াহ আর কেউ নেই। তাঁর জীবনীতে যেহেতু অস্ত্র ছাড়া, পাহারা ব্যতীত কোন তাকওয়া তাওয়াক্কুল নেই, ময়দানে যাওয়া ব্যতীত শুধু দু‘আর মধ্যে ইসলামের বিজয় নিয়ে আসেননি। তাই সামান্য ঈমানওয়ালাকেও এই আক্বীদা-বিশ্বাস রাখতে হবে, অস্ত্রধারণ করা, পাহারাদার নিযুক্ত করা কস্মিনকালেও তাকওয়া-তাওয়ক্কুলের পরিপন্থী নয় বরং অস্ত্র ও সমস্ত পাহারা তাকওয়া-তাওয়াক্কুলের শতগুণে বৃদ্ধি করে। বিধায় আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র-কালামে পাকেও বহু আয়াত অবতীর্ণ করেছেন মুসলমানকে অস্ত্রধারণ করার জন্য।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের অস্ত্রধারণ কর।[২১]

অস্ত্রধারণ যদি তাওয়াক্কুল পরিপন্থী হয় তবে আল্লাহ তা'আলার এ আদেশের যৌক্তিকতা কোথায়? তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন,

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً

কাফেররা চায় তোমরা কোনরূপে অস্ত্র থেকে অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে।[২২]

এ আয়াতদ্বয়ের বাস্তবায়নে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম (রা.) মৃত্যু পর্যন্ত অস্ত্র নিয়ে জিহাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা অস্ত্রকে নিজের পোশাকের ন্যায় ব্যবহার করতেন। নামাযের সময় অস্ত্র নিয়ে মসজিদে যেতেন। অস্ত্রগুলোকে সকলের সামনে (মিহরাবে) রেখে নামায পড়তেন।

এমনকি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ

তোমরা নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী তাদের (কাফিরদের)বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ কর এবং পালিত ঘোড়া দ্বারা।[২৩]

এ আয়াতের বাস্তবায়নে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ

২১. সূরা নিসা-৭১
২২. সূরা নিসা-১০২
২৩. সূরা আনফাল-৬০

اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيِ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ

হযরত উক্‌বা ইবনে আমের (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি (মসজিদে নববীর) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছেন, তোমরা তোমাদের শত্রুদের (মোকাবিলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জণ কর। জেনে রাখ! প্রকৃত শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা।[২৪]

সেযুগে যুদ্ধের অন্যান্য হাতিয়ারের তুলনায় তীর ছিল অধিক কার্যকর। এ কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে তীরের কথাটি উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য হাতিয়ারের কোন মূল্য নেই। বরং অন্য সকল হাতিয়ার এই তীর নিক্ষেপের শামিল।

আয়াত ও হাদীসের বাস্তবরূপ দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদেরকে মসজিদে নববীতে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

মসজিদে নববীতে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِيْ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, একদা হাবশার কিছু লোক মসজিদে নববীতে অস্ত্রের মহড়া দিচ্ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে তা প্রত্যক্ষ করছিলেন।[২৫]

মসজীদে নববীতে তীর সংগ্রহ

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه اَمَرَ رَجُلاً كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ اَنْ لاَّ يَمُرَّ بِهَا اِلاَّ وَهُوَ اٰخِذٌ نُصُوْلِهَا

২৪. সহীহ মুসলিম শরীফ
২৫. সহীহ বুখারী শরীফ -১/৬০

একদা এক সাহাবী মসজিদে চাঁদা হিসাবে সংগ্রহ করছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি তীরের ফলাকে সংরক্ষণ কর, যাতে কেউ আহত না হয়ে যায়।[২৬]

আল্লাহ্ তা'আলা আপন কৃপায় উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝে অস্ত্রের প্রতি আবারো সেই মুহাব্বাত ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন।

অস্ত্র পরিচালনায় উৎসাহ প্রদান

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الرُّوْمُ وَيَكْفِيْكُمُ اللهُ فَلَا يَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّلْهُوَ بِاَسْهُمِه

হযরত উক্‌বা ইবনে আমের (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, অচিরেই রোম সাম্রাজ্য তোমাদের জন্য বিজীত হবে। আল্লাহ্ই তোমাদের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন তীর পরিচালনা শিক্ষা করার মধ্যে অলসতা না করে।[২৭]

রোমীয়রা তীর পরিচালনায় ছিল খুব সুদক্ষ। সুতরাং তাদেরকে পরাস্ত ও প্রতিহত করতে হলে তীর নিক্ষেপ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতকালে রোম সাম্রাজ্যের অধিকাংশ এলাকা মুসলমানের দখলে এসে যায়।

হযরত ইসমাঈল আ. তীরন্দাজ ছিলেন

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَوْمٍ مِنْ اَسْلَمَ يَتَنَاضَلُوْنَ بِالسُّوْقِ فَقَالَ اِرْمُوْا بَنِىْ اِسمَاعِيْلَ فَاِنَّ اَبَاكُمْ

২৬. সহীহ মুসলিম শরীফ ২/৩২৮
২৭. সহীহ মুসলিম শরীফ

كَانَ رَامِيًا وَاَنَا مَعَ بَنِىْ فُلَانٍ لِاَحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ فَاَمْسَكُوْا بِاَيْدِيْهِمْ فَقَالَ مَالَكُمْ قَالُوْا وَكَيْفَ نَرْمِىْ وَاَنْتَ مَعَ بَنِىْ فُلَانٍ قَالَ اِرْمُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ

হযরত সালমা ইবনে আকওয়া (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আসলাম' গোত্রের একদল লোকের নিকট গমন করেন। তারা বাজারে তীর নিক্ষেপণ প্রতিযোগীতায়রত ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ঈসমাঈলের বংশধর! তোমরা তীর চালনা কর। কেননা তোমাদের পিতামহ তীরন্দাজ ছিলেন। আর (তিনি উভয়দলের একদলের সাথে মিলিত হয়ে বলেন) আমি অমুক গোত্রের পক্ষে আছি। এরপর অপর দল তীর চালনা বন্ধ করে দিল। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কি হল (যে, তোমরা তীর চালনায় বিরত রইলে?) উত্তরে তারা বললেন, আমরা কি করে তীর ছুঁড়তে পারি, আপনি যে অমুক দলের সাথে আছেন! এবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা তোমরা তীর চালাতে থাক, আমি তোমাদের সকলের সাথেই আছি।[২৮]

السوق-এর প্রসিদ্ধ অর্থ বাজার, আর কেউ কেউ বলেন, السوق বহুবচন এক বচন ساق অর্থ পায়ের গোড়ালি। অর্থাৎ তারা পায়ে দাঁড়িয়ে তীরন্দাজি করছিল। সাওয়ারীর উপর হয়ে নয়।

তীর নিক্ষেপ দ্বারা গোলাম আযাদের সওয়াব

عَنْ اَبِىْ نَجِيْحٍ السُّلَمِىُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَلَه دَرَجَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَلَه عِدْلُ مُحَرَّرٍ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى الْاِسْلَامِ كَانَتْ لَه نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৮. সহীহ বুখারী শরীফ

হযরত আবু নাজীহ্ সুলামী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যাক্তি আলাহ্র রাস্তায় তীর নিক্ষেপ দ্বারা (কোন কাফেরের উপর) আঘাত হানে, তার জন্য বেহেশতে বিশেষ মর্যাদা আছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করল (চাই কাফেরের গায়ে লাগুক বা না লাগুক) তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করারসম পরিমাণ সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি ইসলামের কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় বার্ধক্যের শুভ্রতায় পৌঁছে কিয়ামতের দিন তার জন্য তা উজ্জ্বল নূরে পরিণত হবে।

(বায়হাকী ঈমানের অধ্যায়ে, আবু দাউদ শরীফে এই হাদীসের কেবলমাত্র প্রথম অংশটি, নাসায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় অংশটি এবং তিরমিযী শরীফে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশটি বর্ণিত হয়েছে। তবে বায়হাকী ও তিরমিযীর রেওয়াতের মধ্যে ফিল ইসলামের স্থলে ফী সাবীলিল্লাহ্ বর্ণিত হয়েছে।)

এক তীরে তিন জান্নাত

তীর নিক্ষেপের ফযীলতের উপর রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অস্ত্রধারণ করা, তীর নিক্ষেপ করা যদি তাওয়াক্কুল বা তাকওয়ার পরিপন্থী হতো তবে রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর সমস্ত হাদীসের উপর আমলের কি পদ্ধতি হবে? এ প্রশ্ন সচেতন পাঠক সমাজের সামনে।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِيْ صُنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيْ بِهِ وَمُنْبِلَهُ وَارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَاَنْ تَرْمُوْا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا كُلُّ شَيْئٍ يَلْهُوْ بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ اِلَّا رَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيْبُهُ فَرَسِهِ وَمَلَاعَبَتُهُ اِمْرَأَتَهُ فَاِنَّهُمْ مِنَ الْحَقِّ

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন- আলাহ্ তা'আলা এক তীরের উসীলায় তিন প্রকার লোককে জান্নাত প্রদান করেন। ১. তীর প্রস্তুতকারী, (যে সওয়াবের নিয়্যতে তা তৈরি করে।) ২. তীর নিক্ষেপকারী। ৩. তীর প্রদানকারী। সুতরাং তোমরা তীরন্দাজী ও সওয়ারীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর। অবশ্য তোমাদের তীরন্দাজী প্রশিক্ষণ আমার নিকট তোমাদের সওয়ারী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। নিন্মোক্ত (তিনটি) কাজ ব্যতীত মানুষের সর্বপ্রকার খেল-তামাশা বাতিল ও অন্যায়। ১. ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করা। ২. ঘোড়াকে যুদ্ধের শিষ্টাচারীতার প্রশিক্ষণ দেয়া। ৩. স্ত্রীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করা। মোটকথা এই কাজগুলো স্বীকৃত ও বৈধ।[২৯]

তীর নিক্ষেপের স্থান পরিদর্শন

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيِّ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ وَكَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ فَكَانَ اِذَا رَمِى تَشَرَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْظُرُ اِلَى مَوْضِعِ نَبْلِهَا

হযরত আনাস (রা.) বলেন, (ওহুদ যুদ্ধে) হযরত আবু ত্বালহা (রা.) নবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর সঙ্গে একই ঢালের আড়ালে আত্মরক্ষা করছিলেন। আর আবু ত্বালহা (রা.) ছিলেন একজন সুদক্ষ তীরন্দাজ। যখন তিনি তীর নিক্ষেপ করতেন, তখন নবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম উঁকি মেরে নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার জায়গা লক্ষ্য করতেন।[৩০]

তীর নিক্ষেপ বর্জণ করা

রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম তীর নিক্ষেপ তথা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে তাকে ছেড়ে দেয়াকে নাফরমানী বলেছেন বা নিজের দলভুক্ত

২৯. সুনানে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ
৩০. সহীহ বুখারী শরীফ

নয় বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যদি তা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী হয় তবে কি করে তা সম্ভব।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ عَلِمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَه فَلَيْسَ مِنَّا اَوْقَدْ عَصٰى

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তীর পরিচালনা শিখার পর তা বর্জণ করল সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অথবা বলেছেন, সে নাফরমানী করল।[৩১]

সে আমাদের দল ভুক্ত নয়-কথাটি ভীতি প্রদর্শনমূলক ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। তবে বর্জণকারীর যে গুনাহ ও নাফরমানী হবে তাতে সন্দেহ নেই। কেননা, তাকে পরিহার করা মানে হলো জিহাদ হতে অনীহা প্রকাশ করা। অথচ সাধারণ পর্যায়ে জিহাদ ফরয, যদিও সর্বদা সকলের উপর ফরযে আইন নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তলোয়ার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ তাকওয়া ও তাওয়াককুল ওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধের ময়দানে খালি হাতে অবতরণ করেননি তিনি মাত্র দশ বছরে দশটি তলোয়ার ব্যবহার করেছেন।

সেগুলোর নাম ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে-

১. মাছুর : এটিই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম তলোয়ার। এটি তিনি আপন পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন।

২. আল-আজাব : বদর যুদ্ধে গমনকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত সা'আদ বিন উবাদাহ (রা.) হাদিয়া দিয়েছেন।

৩. জুলফিকার : এটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ তলোয়ার। এটি আস বিন মুনাব্বাহ নামক

৩১. সহীহ মুসলিম শরীফ

জনৈক কাফিরের ছিল। বদরের যুদ্ধে গণীমত হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হস্তগত হয়। এর হাতল ও খাপ রৌপ্যের নির্মিত।

৪. কিলয়ী : এটি কিলায়া নামক স্থান থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসেছে।

৫. বাত্তার : অধিক কর্তনশীল।

৬. মাখ্যাম : অধিক কর্তনশীল।

৭. রুসূব : শরীর পূর্ণ প্রবেশকারী।

৮. কাজীব : অধিক ধারালো তলোয়ার।

৯. সামসাম : অধিক কর্তনশীল শক্ত তলোয়ার। এটি কোনদিন বিন্দু পরিমাণ বাঁকাও হয়নি।

১০. লাহীফ : এটি মধ্যম শ্রেণীর তলোয়ার।

তলোয়ারের বাঁট রৌপ্যমণ্ডিত

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা যখন অত্যন্ত সংকটময়, পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই- ঐ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তলোয়ারের বাঁট রৌপ্যমণ্ডিত ছিল।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ

হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলোয়ারের বাঁটের উপরিভাগ রৌপ্যমণ্ডিত ছিল।[৩২]

قبيعة বাঁটের গোড়ার টুপি, কেউ বলেন, তলোয়ারের গোড়ায় এবং বাঁটের মাথায় দুই পার্শ্বে দুটি নাকের ন্যায় মোড়ানো গুটলীকে বলা হয়।

৩২. সুনানে তিরমিযী, সুনানে আবূ দাউদ

তলোয়ার সোনা-রুপা মোড়ানো

সাধারণত পুরুষের জন্য সোনা-চান্দি ব্যবহার করা হারাম। তাকওয়া তাওয়াক্কুলের তো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু অস্ত্রের ক্ষেত্রে সে হারামকে পর্যন্ত হালাল করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তলোয়ার ঐ যুগের সবচেয়ে ভাল তলোয়ার যে তৈরি করত অর্থাৎ বনূ হানিফা থেকে বানাতেন। তলোয়ারের বাঁট সোনা-রুপায় মোড়ানো ছিল।

عَنْ هُوْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ مَزِيْدَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعلى سَيْفِه ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ

হযরত হুদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ তার দাদা মাযীদাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন এমন অবস্থায় প্রবেশ করেন যে, তাঁর তলোয়ারের কবজির মধ্যে সোনা-রুপা মোড়ানো ছিল।[৩৩]

মিনজানীক ব্যবহার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ যুগের সর্বাধুনিক হাতিয়ার মিনজানীক আবিষ্কারের প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য দু'জন সাহাবীকে দূর দেশে পাঠিয়েছেন। তাঁরা তা শিখে এসে মদীনাতে তৈরি করে তায়েফ যুদ্ধে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।

عَنْ ثَوْبَانَ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ الْمِنْجَنِيْقَ عَلى اَهْلِ الطَّائِفَ

হযরত সাওবান ইবনে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফবাসীদের উপর আক্রমণের জন্য মিনজানীক স্থাপন করেন।[৩৪]

৩৩. সুনানে তিরমিযী-১/২৯৮
৩৪. সুনানে তিরমিযী

আধুনিককালের আবিষ্কার কামানের ন্যায় দূর হতে পাথর ইত্যাদি নিক্ষেপ করার যন্ত্রকে মিনজানীক বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বর্ম

মাত্র দশ বছরের জিহাদী জীবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেরটি লৌহবর্ম ব্যবহার করেছেন।

১. যাতুল ফুযূল, ২. যাতুল ওয়াশীহ, ৩. যাতুল হাওয়াশ, ৪. আস্‌সাদিয়া, ৫. ফিজ্জাহ, ৬. বাত্‌রাহ্‌, ৭. খারনুক, ৮. আজইয়াওযা, ৯. বাওহা, ১০. সুফারাহ, ১১. শাওহাত, ১২. কাবতুম, ১৩. আস সাদ্দাদ।

উল্লেখিত বর্মগুলো কখনো একটি কখনো দু'টিও একসাথে ব্যবহার করতেন। লৌহবর্ম ব্যবহার করা হয় যাতে শত্রুপক্ষের আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। এ আমল থেকেও কত সুস্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে, হেফাজতের সমস্ত ব্যাবস্থা করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতেন।

উহুদের যুদ্ধেও রাসূল সা. দু'টি বর্ম ব্যবহার করেছেন

وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ رَجُلٍ قَدْسَمَّاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ يَوْمَ اُحُدٍبَيْنَ دِرْعَيْنِ اَوْ لَبِسَ دِرْعَيْنِ

হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত যে, উহুদের যুদ্ধের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি বর্ম ব্যবহার করেছিলেন। তিনি একটির উপর আরেকটি পরিধান করেছিলেন।[৩৫]

دِرْعٌ অর্থ লৌহ-নির্মিত পোশাক, যুদ্ধের সময় তা পরিধান করা হয়। হাদীস থেকে এ কথাই প্রমাণিত হল যে, যুদ্ধের ময়দানে আত্মরক্ষা বা নিজের হেফাযতের জন্য লৌহবর্ম ইত্যাদি পরিধান করা জায়েয এবং তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।

৩৫. সুনানে আবূ দাউদ১/৩৪৯

রাসূলুল্লাহ সা. দু'টি বর্ম একত্রে ব্যবহার করেন

كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَانِ يَوْمَ أُحُدٍ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধে দুটি লৌহবর্ম একত্রে ব্যবহার করেছেন।[৩৬]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَانِ يَوْمَ أُحُدٍ ذَاتُ الْفُضُوْلِ وَفِضَّةٌ وَكَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ دِرعَانِ ذَاتُ الْفُضُوْلِ وَالسَّعْدِيَةُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের দিন দু'টি লৌহবর্ম একত্রে ব্যবহার করেছেন-যার একটির নাম 'যাতুল ফুযূল' অপরটি 'ফিজ্জাহ' এবং হুনাইনের যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি লৌহবর্ম ব্যবহার করেছেন। একটি 'যাতুল ফুযুল' আর অন্যটি 'আস্ সাদিয়া।[৩৭]

অস্ত্র নবুওয়াতের প্রতীক

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَيْنَ يَدِى السَّاعَةَ بِالسَّيْفِ وَجَعَلَ وَرَزَقِى تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِيْ

হযরত ইবনে ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত তলোয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে এবং আমার রিযিক বর্শার ছায়াতলে রাখা হয়েছে।[৩৮]

---

৩৬. সুনানে তিরমিযী-১/২৯৮
৩৭. শরহে তরকানী -৩/৩৮০
৩৮. সহীহ বুখারী শরীফ-১/৪০৮, মুসনাদে আহমাদ-২/৫০

রাসূলুল্লাহ সা.-এর শিরস্ত্রাণ ব্যবহার

عَنْ سَهْلٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَرْحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ جَرَحَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه

হযরত সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উহুদের প্রান্তরে আহত হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে বলা হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মুবারক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছে এবং যুদ্ধে মাথা রক্ষার মজবুত টুপি ভেঙ্গে গেছে।[৩৯]

রাসূলুল্লাহ সা.-এর অস্ত্র ক্রয়

قَالَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ (تَحْتَ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ نَفْقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَابَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلُ مَالِ اللّٰهِ

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ নজীর থেকে প্রাপ্ত সম্পদ উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের পূর্ণ এক বছরের খরচ প্রদান করে বাকী মালকে ঐস্থানে ব্যয় করতেন যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার মাল ব্যয় করা যায়।[৪০]

অন্য একটি হাদীসে এই স্থানটিকেই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে -

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَتْ اَمْوَالُ بَنِى النَّضِيْرِ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يُوْجِفُ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بَخَيْلٌ

---

৩৯. সহীহ বুখারী শরীফ - ১/৪০৮
৪০. সহীহ বুখারী শরীফ -১/৪৩৬

وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً وَكَانَ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهٖ نَفْقَةَ سَنَةٍ يَجْعَلُ مَابَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عِدَّةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন বনূ নজীরের প্রাপ্ত সম্পদ যা আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করেছেন কোন প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ ব্যতীত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো থেকে উম্মাহাতুল মুমিনীনদের পূর্ণ এক বছরের খরচ প্রদান করে বাকী সম্পদ দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র, বাহন ইত্যাদি ক্রয় করতেন এবং তাদের জিহাদের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন।[৪১]

উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য পাহারাদার নিযুক্ত করেছেন, নিজেই পাহারা দিয়েছেন যুদ্ধের ময়দানে, অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, শত্রুর আক্রমণ থেকে হেফাজতের জন্য লৌহবর্ম শুধু পরেনই নাই বরং এক সাথে দু'টি পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন, শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করতেন। নিজের অর্থ দ্বারা অস্ত্র, ঘোড়া ক্রয় করেছেন। এগুলো যদি তাওয়াককুল পরিপন্থী হতো তবে সাইয়্যেদুল মুরসালীন কখনো তা করতেন না।

মসজিদে অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ

عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ مَرَّ فِيْ شَيْئٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا اَوْ اَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلٰى نِصَالِهَا لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهٖ مُسْلِمًا

আবূ বুরদা ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি শুনেছি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তীর নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে, তার জন্য উচিত হবে তীরের ফলাগুলোকে কোন বস্তুর দ্বারা সংরক্ষণ করে নেয়া, যাতে কোন মুসলমান আঘাতপ্রাপ্ত না হয়।[৪২]

৪১. সহীহ বুখারী শরীফ - ১/৪৩৭
৪২. সহীহ বুখারী শরীফ-১/৬৪

عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلْتُمْ مَسَاجِدَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَسْوَاقِهِمْ اَوْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَسَاجِدِهِمْ وَمَعَكُمْ مِنْ هٰذِهِ النَّبْلِ شَيْئٌ فَاَمْسِكُوْا بِنُصُوْلِهَا لَا تُصِيْبُوْا اَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَتُؤْذُوْهُ اَوْ تَجْرَحُوْهُ

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা তীরসহ মসজিদে বা বাজারে গমন করবে, তখন তার ফলাকে সংরক্ষণ কর, যাতে কোন মুসলমান তার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত না হয় এবং কেউ কষ্ট না পায়।[৪৩]

হাদীস থেকে বুঝা যায় বর্তমান মসজিদে বা কোন লোক সমাবেশে উপস্থিত হলে অস্ত্রের গুলি চেম্বারে লোড করে রাখা নিষেধ।

অস্ত্র হাতে খুৎবা প্রদান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে অস্ত্র নিয়ে খুৎবা প্রদান করতেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মসজিদে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তলোয়ার খুৎবা দিতেন, কিন্তু এখন মুসলমানের সে ঐতিহ্য কোথায়?

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الاَضْحٰى اَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقِيْعَ فَتَنَاوَلَ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهَا

হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্ত্রের উপর ভর করে ঈদের খুৎবা প্রদান করতেন।[৪৪]

মুসলমান যে এলাকাকে জিহাদের মাধ্যমে বিজয় করবে, সে এলাকার খতীব হাতে অস্ত্র নিয়ে খুৎবা প্রদান করবে, যাতে সাধারণ মানুষ অস্ত্রের দ্বারা বিজিত এলাকা বুঝতে পারে এবং যারা মুসলমানদের প্রতি সামান্য

৪৩. মুসনাদে আহমদ-১/৪১৩, সুনানে আবু দাউদ-১/২৫৬
৪৪. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ৩/২৮৭

অনীহা প্রকাশ করে তারা যেন সতর্ক হয়ে যায় যে, মুসলমানদের হাতে এখনো অস্ত্র রয়েছে। তারা অস্ত্রের মাধ্যমেই মুরতাদ-গাদ্দার ও মুনাফেকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।[৪৫]

হারাম শরীফে ঈদের দিন অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করা

হারাম শরীফে ঈদের দিন যেহেতু লোকের সংখ্যা অনেক বেশী হয়। প্রচণ্ড ভীড় আহত বা যখমী হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে-তাই এ অবস্থায় অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করাকে নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী, আলামা বদরুদ্দীন আইনী ও আলামা কাস্তুলানী (রহ.) বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রন্থে দু'টি শর্ত উল্লেখ করেছেন।

১. অস্ত্র খোলা থাকার কারণে যাতে কোন মুসলমান আহত বা আঘাত প্রাপ্ত না হয়।

২. গর্ব-অহংকার ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্য না হতে হবে।

কিন্তু যদি দুশমনের ভয় থাকে, তবে কোন প্রকার ক্ষতি নেই। সর্বস্থানে সর্বসময় অস্ত্রধারণ জায়েয। একথাই ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

وَقَالَ الْحَسَنُ نُهُوْن حَمْلِ السِّلاَحِ يَوْمَ الْعِيْدِ اِلاَّاَنْ يَّخَافُوْا عَدُوًّا

ইমাম হাসান বসরী (রহ.) মসজিদে পাহারার জন্য বিশেষ কক্ষ তৈরী করা এবং নামাযের সময় সশস্ত্র পাহারা দান করা খোলাফায়ে রাশেদা, তাবেঈ ও পরবর্তী মুজতাহিদ সালেহীনদের যুগে ছিল কি?

পূর্বযুগে ও আমাদের পূর্বসূরীদের জন্য মসজিদে বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা ছিল কি না এ প্রশ্ন কেবল হাদীস, নবী জীবন ও মুসলিম ইতিহাস বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিই করতে পারে। কারণ বিশেষ পাহারা দানের ব্যবস্থা তো রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম- এর যুগ থেকেই চলে আসছে। তবে মসজিদে বিশেষ কক্ষ স্থাপন হযরত উসমান গণী (রা.)-এর যুগ থেকে শুরু হয়, যার বর্ণনা বহু ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

---

৪৫. বাহরুর রায়েক-১৪৮

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ بَعْدَ مَقْتَلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَمِلَ مَقْصُوْرَةً مِنْ لَبَنٍ فَقَامَ يُصَلِّيْ فِيْهَا نَّاسٍ خَوْفًا مِنَ الَّذِىْ اَصَابَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَتْ صَغِيْرَةً

ইমাম মালেক বিন আনাস (রহ.) বলেন, হযরত ওসমান (রা.) যখন খিলাফতের মসনদে আসীন হলেন। ওমর ফারুক (রা.)-এর শাহাদাতের পর হযরত উসমান (রা.) মসজিদে নববীতে একটি সুরক্ষিত পাহারার কক্ষ তৈরী করলেন, যার মাঝে সশস্ত্র পাহারা দেয়া হয় এবং এই পাহারা অবস্থায় আমীরুল মু'মিনীন নামায পড়তেন।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ اَنَّ عَفَّانَ اَوَّلَ مَنْ وَضَعَ الْمَقْصُوْرَةَ مِنْ لَبَنٍ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهَا السَّائِبَ بْنَ خَبَّابٍ وَكَانَ رَزَقَه دِيْنَارَيْنِ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ فَتُوُفِّىَ عَنْ ثَلاَثَةٍ رِجَالٍ مُسْلِمٍ وَبُكَيْرٍو عَبْدِ الرَّحْمنِ فَتَوَاسَوافِى الدِّيْنَارَيْنِ فَجَرَيَافِى الدِّيْنَارَيْنِ ان عَلى ثَلاَثَةٍ مِنْهُمْ اِلى يَوْم

উসমান উবনে আফফান সর্বপ্রথম ইটের দ্বারা ছোট কক্ষ তৈরী করেন এবং সায়েব ইবনে খাব্বানকে পাহারাদারির জন্য নির্বাচন করেন। তাতে তার প্রত্যেক মাসে দুই দিনার ভাতা নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর তিনি তিনজন ব্যক্তিকে তার স্থানে রেখে ইন্তেকাল করেন। সে তিনজন হলেন মুসলিম, বুকাইর এবং আব্দুর রহমান। তারা সকলেই সমান হারে দুই দিনার করে পেত। অতঃপর তারা তিনজনেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতেন।'

আলামা সামহদী (রহ.) কিতাবুল মাকসুবাহ-এর ১৫তম খণ্ডে উল্লেখ করেন-

اِتَّخَذَهَا عُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهَ فِى الْمَسْجِدِ وَمَاكَانَ مِنْ اَمْرِهَا بَعْدَه

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগ থেকেই মসজিদে সশস্ত্র পাহারা শুরু হয় এবং তারপরেও তাঁর সে নির্দেশ অনুযায়ী সে পাহারাকক্ষ অবশিষ্ট থাকে।

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণীত হয় যে, মসজিদে নববীতে সর্বপ্রথম সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা.) করেছেন। এই পাহারা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পাহারাদারের জন্য দুই দিনার করে ভাতা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর পাহারা ব্যবস্থা

হযরত আলী (রা.) মু'আবিয়া (রা.) ও আমর ইবনুল আস (রা.)-কে হত্যা করার জন্য কুখ্যাত তিন খারেজী ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, যখনই উল্লিখিত তিন মহাপুরুষ ফজরের নামায পড়ার জন্য বের হবেন, তখনই একযোগে হামলা করে বসব। ঘাতকদের অপ্রত্যাশিত হামলার কারণে হযরত আলী (রা.) কুফায় এবং আমর ইবনুল আস (রা.)-এর নায়েব খারেজা ইবনে হোজায়ফা (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। বারেক নামী এক কুখ্যাত খারিজী হযরত মু'আবিয়া (রা.) ফজর নামাযে যাবার পথে তলোয়ার ও খঞ্জর দ্বারা হামলা করে সফল হতে পারেনি। সুদক্ষ প্রশিক্ষিত দেহরক্ষীদের হাতে গ্রেফতার হয়ে যায়। হযরত মু'আবিয়া (রা.) শাস্তি হিসেবে তাকে হত্যার আদেশ প্রদান করেন। হত্যার আদেশ শুনে সে বলল, আমাকে হত্যা করবেন না। আমি আপনাকে অত্যন্ত আনন্দের একটি সংবাদ শোনাব। তা হল, আজ আমারই এক ভাই আলী ইবনে আবী তালেবকে খুন করেছে। যেহেতু আলী ও মু'আবিয়া (রা.)-এর মাঝে মতানৈক্য ছিল, তাই কুখ্যাত কাণ্ডজ্ঞানহীন ঘাতক ভাবছিল, হযরত মু'আবিয়া (রা.) খুশি হয়ে তাকে ছেড়ে দিবেন।

হযরত মু'আবিয়া (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি করে বুঝতে পারলে যে, তোমার সাথী অভিযানে সফল হয়েছে? উত্তরে সে বলল, হযরত আলী (রা.)-এর কোন দেহরক্ষী নেই। হযরত মু'আবিয়া (রা.) ঘাতকের সংবাদে মর্মাহত হলেন এবং তাকে হত্যার জন্য আদেশ প্রদান করলেন। এরপর থেকেই জামে মসজিদে ইমামের জন্য নিরাপত্তা কক্ষ নির্মাণ করেন।

সশস্ত্র পাহারা দ্বারা যাঁরা নামায আদায় করেন

মসজিদে সশস্ত্র পাহারা শুধু আমীরুল মু'মিনীন মু'আবিয়া (রা.)-এর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তাঁর আদেশে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি আমীর, গভর্ণর ও বিচারকগণ মসজিদে পাহারার জন্য বিশেষ হেফাজত কক্ষ তৈরি করার আদেশ দেন। হেফাজত কক্ষে পাহারা অবস্থায় যারা নামায আদায় করেছেন, তাদের কয়েক জনের নাম ঃ

১. আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)
২. আমীরুল মু'মিনীন হযরত মু'আবিয়া (রা.)
৩. আমীরুল মু'মিনীন হাসান বিন আলী (রা.)
৪. আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আজীজ (রা.)
৫. রঈসুল মুফাস্সিরীন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)
৬. খাদেমে খাতেমুল মুরসালীন হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)
৭. হযরত হোসাইন বিন আলী (রা.)
৮. হযরত সায়েব বিন ইয়াজীদ (রা.)
৯. হযরত কাশেস বিন মুহাম্মদ বিন আবী বকর (রা.)
১০. হযরত নাফে (রহ.)
১১. হযরত সালেম (রহ.)
১২. হযরত আলী ইবনে হোসাইন (রহ.)
১৩. আবুল কাশেম (রহ.)
১৪. হযরত মা'আমার (রহ.) [৪৬]

পাহারার ফযীলত

وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِّن صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِه وَاِنْ مَاتَ فِيْهِ جَرٰى عَلَيْه عَمَلُه الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُ وَاُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُه وَاَمِنَ الْفُتَّانَ

---

৪৬. সহীহ মুসলিম ১/২২৮, সুনানে কাবীর বাইহাকী ২/১৯১, মুসান্নিফে আব্দীর রাজ্জাক ১/৪১৪, মুসান্নিফে ইবনে আবী শায়বা ২/৪৯

صحيح مسلم كتاب الامارة باب الرباط فى سبيل الله عزوجل، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 576/369

হযরত সালমান ফার্সী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, জিহাদের ময়দানে একদিন একরাত পাহারাদারী করা ধারাবাকিভাবে এক মাস রোযা ও এক মাস রাত জেগে ইবাদাত করার চেয়ে উত্তম। যদি কোন ব্যাক্তি পাহারারত অবস্থায় মারা যায়, তবে তাঁর জীবনে কৃত সমস্ত নেক আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাকে জান্নাতের রিযিক দেয়া হবে এবং কবর-হাশরের কঠিন পরীক্ষা থেকে মুক্তি দেয়া হবে।[৪৭]

পাহারাদারের আমল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلٰى عَمَلِهٖ اِلَّا الْمُرَابِطَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهٗ يُنْمٰى لَهٗ عَمَلُهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

سنن ابى داود كتاب الجهاد باب فى فضل الرباط، ترمذى ابواب فضائل الجهاد، باب من جاء فى فضل من مات مرابط، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 585/371

হযরত ফুযালা ইবনে উবাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মৃত্যুর পর প্রত্যেক ব্যাক্তির আমল বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু জিহাদের মাঝে পাহারা দানকারী মুজাহিদদের নেক আমল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে এবং জিহাদের মাঝে পাহারা দানকারী মুজাহিদ কবরের আযাব থেকে হেফাযতে থাকবেন।[৪৮]

জাহান্নাম থেকে নিরাপদ চক্ষু

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

৪৭. সহীহ মুসলিম শরীফ- ২/১৪২
৪৮. সুনানে তিরমিযী-১/২৯১, সুনানে আবু দাউদ -১/৩৩৮

وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, দু'টি চক্ষু এমন রয়েছে যাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। একটি ঐ চক্ষু যা আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে, অপরটি ঐ চক্ষু যা জিহাদের পথে রাত জেগে পাহারা দেয়।[৪৯]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةُ اَعْيُنٍ لَا تَمَسُّهَا النَّارُ، عَيْنٌ فُقِئَتْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

المستدرك 82/2 مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 714/414

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেছেন- তিনটি চক্ষু যেগুলোকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।

১. ঐ চক্ষু যা আল্লাহ্ তা'আলার রাহে শাহাদাত লাভ করেছে।
২. ঐ চক্ষু যা রাত্রি জেগে আল্লাহ্র রাহে পাহারাদারী করেছে।
৩. ঐ চক্ষু যা আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে ক্রন্দন করেছে।[৫০]

عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةُ اَعْيُنٍ لَا تُحْرِقُهُمُ النَّارُ اَبَدًا عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ سَهِرَتْ بِكِتَابِ اللّٰهِ، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

كتاب الاجهاد لابن مبارك، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 718/416

৪৯. সুনানে তিরমিযী-১/২৩৯
৫০. মুসতাদরাকে হাকেম -২/৪০৩ হাদীস নং ২৪৭৬

হযরত আবু ইমরান আনসারী (রা.) থেকে বর্ণীত রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- তিনটি চক্ষু যেগুলোকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।

১. ঐ চক্ষু যা আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে ক্রন্দন করে।

২. ঐ চক্ষু যা রাত জেগে আল্লাহ তা'আলার কিতাব তিলাওয়াত করে।

৩. ঐ চক্ষু যা রাত জেগে আল্লাহ্ তা'আলার রাহে পাহারাদারী করে।[৫১]

হাদীসটিতে আল্লাহ্র রাহে পাহারা দানকারীর ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। জিহাদের ময়দানে পাহারাদারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কোন ঘাঁটি হলে ঘাঁটিতে অবস্থিত সমস্ত মুজাহিদ, সীমান্ত হলে ইসলামী রাষ্ট্রের সমস্ত মুসলমান একজন মুজাহিদের বিনিদ্র রাত কাটানোর বিনিময়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারে। তাই ঐ মুজাহিদের দুনিয়ার সামান্য এ কষ্ট আখিরাতের ভয়াবহ জাহান্নাম থেকে চির মুক্তির সনদ হয়ে যাবে।

একথা স্বীকার্য যে, পাহারাদারীর কাজ অনেক কষ্টদায়ক। অন্ধকারে একাকী দাঁড়িয়ে থাকা শীতের কষ্ট, অনিদ্রা এবং শত্রুর আঘাত বরদাস্ত করে অন্যদের নিরাপত্তা রক্ষা করা সামান্য কথা নয়। আপন সাথীর জন্য, দেশের জন্য শত্রুর মুকাবিলায় সর্বপ্রথম বুক পেতে দেয়া, সকল মুসিবতকে হাসিমুখে বরণ করার নামই পাহারা। এটি একজন মুজাহিদের জন্য অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ বিষয়। অন্ধকার রজনী চতুর্দিক নীরবতা-নিস্তব্ধতার মাঝে ব্যাঘ্র প্রহরী সম্পূর্ণ সতর্ক-সজাগ দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছেন-এ ভরসায় খোদার পথে ত্যাগী সৈনিকগণ আগামীদিনের সজীব ও সতেজতার জন্য মিষ্টি ঘুমে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন- এ অবস্থায় যদি প্রহরীর ক্লান্তি অনুভব হয়, আঁখিযুগল ঘুমে বন্ধ হয়ে আসে তবে সকলের হালাকী অনিবার্য।

স্বীয় পিতা-মাতা কুরবান হোক প্রিয় মুজাহিদের উপর, যিনি নিজের আরাম-আয়েশ, আশা-আকাঙ্খা ও সকল প্রয়োজনকে সাথী-সঙ্গীদের জন্য উৎসর্গ করে থাকেন।

সর্বদা রোযা অপেক্ষা উত্তম

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

৫১. কিতাবুল জিহাদ, ইবনে মুবারক

وَسَلَّمَ قَالَ رِبَاطُ شَهْرٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ دَهْرٍ وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اٰمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَغُدِىَ عَلَيْهِ وَرِيْحَ بِرِزْقِه مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجْرٰى عَلَيْهِ اَجْرُ الْمُرَابِطِ حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ،

الطبرانى، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 577/369

হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণীত, রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন- জিহাদের ময়দানে একমাস পাহারা দেয়া সর্বদা রোজা রাখা অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি পাহারা অবস্থায় মারা যাবে, সে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। তাঁর সমীপে সকাল-সন্ধ্যা উত্তম রিযিক আসবে। আর তাঁর পাহারা কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।[৫২]

পাহারাদার জান্নাতী রিযিকপ্রাপ্ত হবে

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلٍ يَنْقَطِعُ عَنْ صَاحِبِه اِذَامَاتَ اِلاَّ الْمُرَابِطُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّه يُنْمٰى لَه عَمَلُه وَيُجْرٰى عَلَيْهِ رِزْقِه اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 578/372

হযরত ইরবাজ বিন সারীয়াহ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেছেন, মৃত্যুর সাথে সাথে প্রত্যেক আমলকারীর আমল বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু যেব্যক্তি জিহাদের ময়দানে পাহারাদারী করবে, তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং পাহারার কারণে পাহারাদারকে কিয়ামত পর্যন্ত জান্নাতে নিয়মিত হিসেবে জান্নাতী রিযিক দেয়া হবে।[৫৩]

৫২. মু'আজামে কাবীর, তাবারানী

৫৩. মু'আজামে কাবীর, তাবারানী-১৮/৬৪১

পাহারাদারী দুনিয়া ও তার মাঝে যা আছে তদাপেক্ষা উত্তম

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

فتح الباری کتاب الجهاد باب الرباط یوم فی سبیل الله، مشارع الاشواق الی مصارع العشاق 575/368

হযরত সাহাল বিন সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- জিহাদের ময়দানে একদিন পাহারাদারী করা দুনিয়া ও তাঁর মাঝে যা কিছু রয়েছে তদাপেক্ষা উত্তম। জান্নাতে একটি লাঠি ঝুলানো পরিমাণ স্থান দুনিয়া ও তাঁর মাঝে যা কিছু রয়েছে তদাপেক্ষা উত্তম।[৫৪]

ঈদের দিন পাহারাদারী করা

عَنْ يَحْيى بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ عِيْدًا مِنْ أَعْيَادِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ ثُغُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ كَانَ لَه مِنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدَ رِيْشِ كُلِّ طَيْرٍ فِيْ حَرِيْمِ الْاِسْلَامِ

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে কাছির (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি ঈদের দিন মুসলিম সীমান্ত সমূহের কোন একটি সীমান্ত পাহারা দেয়ার জন্য যাবে, তাকে ইসলামের এই রাষ্ট্রে অবস্থিত সমস্ত পাখি পরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে।[৫৫]

জিহাদের ময়দানে একরাত পাহারাদারী করা

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالى يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ

৫৪. সহীহ বুখারী শরীফ-১/৪০৫
৫৫. কানজুল উম্মাল-৪/১০৭২৫

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حَرْسُ لَيْلَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ رَجُلٍ وَقِيَامِه فِيْ أَهْلِه اَلْفَ سَنَةٍ اَلسَّنَةُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَّسِتُّوْنَ يَوْماً وَالْيَوْمُ كَاَلْفِ سَنَةٍ

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, জিহাদের ময়দানে একটি রাত পাহারাদারী করা ঘরে বসে এক হাজার বছর নামায-রোযা করার চেয়ে উত্তম। উল্লিখিত বছর হবে তিনশত ষাট দিনে। তবে একদিন হবে এক হাজার বছরের ন্যায়।[৫৬]

"সুবহানাল্লাহ" উল্লিখিত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করলে সত্যিই অবাক হতে হয় যে, এক রাত জিহাদের ময়দানে পাহারার কি পরিমাণ ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে একটি রাত পাহারা দেয়া ১,০০০ × ৩৬০= ৩,৬০,০০০, ১,০০০ × ৩৬,০০০০= ৩৬,০০০০০০০।

৩,৬০,০০০ × ৩৬,০০০০= ১২,৯৬০,০০,০০,০০০ দিন।

বারহাজার নয়শত ষাট কোটি দিন ইবাদাতের সাওয়াব লাভ হবে।

একরাতের পাহারাদারী হাজার রাত অপেক্ষা উত্তম

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا كَتَمْتُكُمُوْهُ كَرَاهِيَةَ تَفَرُّقِكُمْ عَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ. فَلْيَخْتَرْ كُلُّ اَمْرِىءٍ لِنَفْسِه مَاشَاءَ

ترمذی فضائل الجهاد باب فضل الرباط، ولفظ الترمذی وهوعلی لمنبریقول انی کتمتکم حدیثا سمعته من رسول الله صلی الله علیة وسلم کراهیة تفرقکم عنی ثم یدالی ان احدثکم لیختار امرالنفسه ما بداله سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یقول: رباط یوم فی سبیل الله خیرمن الف یوم فیما سواه من المنازل هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه، نسائی کتاب الجهاد باب فضل الرباط، مشارع الاشواق الی مصارع العشاق621/384

৫৬. সুনানে ইবনে মাজাহ-২/২০৪

হযরত ওসমান (রা.) একদা মিম্বরে উপবিষ্ট হয়ে ইরশাদ করলেন। হে মুসলমানগণ ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাদীস শ্রবণ করেছি তোমরা সকলে মদীনা ছেড়ে চলে যাবে আশংকা করে এতদিন বলিনি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার রাহে একদিন পাহারাদারী করা অন্যত্র ইবাদাতরত অবস্থায় হাজার দিন অতিবাহিত করার চেয়ে উত্তম। অতঃএব তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আপন পছন্দের পথটি বেছে নিতে পার।[৫৭]

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَانَتْ كَأَلْفِ لَيْلَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

ابن ماجه كتاب الجهاد باب فضل الرباط فى سبيل الله، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 622/374

হযরত মুস'আব ইবনে সাবেত (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, যেব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাহে একরাত পাহারাদারী করবে, তাকে একহাজার রাত নফল নামায পড়া ও একহাজারদিন রোযা রাখার পরিমাণ সাওয়াব দেয়া হবে।[৫৮]

হাদীসে উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার রাহে একদিন পাহারাদারী দুনিয়ার অন্য যেকোন স্থানে হাজার দিন অতিবাহিত করার চেয়ে উত্তম। এ স্থানের মাঝে মক্কা-মদীনা ও বাইতুল মাকদাসও অন্তর্ভুক্ত। যদি মক্কা-মদীনা ও বাইতুল মাকদাস অন্তর্ভুক্ত না হত, তবে হযরত উসমান (রা.) এ হাদীসটিকে কিছুদিনের জন্য লোকদের থেকে গোপন রাখতেন না। যেহেতু এ হাদীস শোনার দ্বারা মক্কা-মদীনা খালি হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল তাই হযরত ওসমান (রা.) কিছু দিন তা কাউকে শোনাননি।

৫৭. তিরমিযী শরীফ
৫৮. ইবনে মাজাহ-২/১৯৮

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনও তাবে-তাবেঈনগণের এক বিশাল জামা'আত যার সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। মক্কা-মদীনা পরিত্যাগ করে শামের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে জিহাদ ও পাহারাদারীর জন্য গমন করেছেন, তাদের মধ্যে হতে কেউতো শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে নিয়েছেন আবার কেউ সাধারণ মৃত্যুবরণ করেও শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছেন।

হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রা.)-এর বক্তব্য

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রা.) মক্কা শরীফ থেকে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হলে মক্কাবাসীর মাঝে প্রবল শোকছায়া ছড়িয়ে গেল এবং ছোট-বড় সকলেই বিদায় জানাতে সমবেত হলো। মক্কার শেষ প্রান্তে পৌঁছে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, লোকেরাও তাকে ঘিরে প্রচণ্ড কান্না শুরু করলো, সকলের অজস্রধারার কান্না দেখে তিনিও কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে তিনি সকলকে সম্বোধন করে বললেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে অপছন্দ করে বা তোমাদের শহরের উপর অন্য কোন শহরকে প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছি এমনটি নয়। বরং আমার পূর্বে এমন সকল লোক জিহাদের জন্য চলে গেছে যে, যদি মক্কার সমস্ত পাহাড় সমূহকে সোনা দ্বারা রূপান্তরিত করে দেয়া হয়, আর আমি সেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলার রাহে দান করি তবে খোদার কসম ! ঐ সকল লোকদের একদিনের আমলের পরিমাণ হবে না।

প্রতিপালকের কসম! তারা দুনিয়া ছেড়ে আমাদের অগ্রে চলে গেছেন, অতএব আমাদের চেষ্টা করা দরকার যেন আমরা আখিরাতে তাদের সাথে শরীক হতে পারি। আমি তো এখন আল্লাহ তা'আলার দিকে যাচ্ছি। এ বয়ান রেখে তিনি শাম দেশে চলে গেলেন এবং শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে নিলেন।[৫৯]

৫৯. কিতাবুল জিহাদ ইবনে মুবারক

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর অভিমত

قَدْ نَقَلَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ اِبْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ اِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلٰى اَنَّ اِقَامَةَ الرَّجُلِ بِاَرْضِ الرِّبَاطِ مُرَابِطًا اَفْضَلُ مِنْ اِقَامَتِهِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدَسِ

مجموع الفتاوى 28/5، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 386

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমীয়া (রহ.) সম্মিলিত ওলামায়ে কিরামগণের বর্ণনা নকল করেন যে, কোন এলাকায় ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বা কোন মুজাহিদ বাহিনীর হিফাজতের জন্য পাহারাদারী করা মক্কা-মদীনা ও বাইতুল মাকদাসের এলাকায় অবস্থান করা অপেক্ষা অধিক উত্তম ।[৬০]

ইমাম আহ্‌মদ বিন হাম্বল (রহ.)

عَنِ الْاِمَامِ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ اِنَّهُ سُئِلَ الْمَقَامُ بِمَكَّةَ احَبُّ اِلَيْكَ اَمِ الرِّبَاطِ؟ قَالَ اَلرِّبَاطُ اَحَبُّ اِلَيَّ وَقَالَ اَحْمَدُ اَيْضًا لَيْسَ يَعْدِلُ عِنْدَنَا شَيْئٌ مِنَ الاَعْمَالِ اَلْغَزْوَ وَالرِّبَاطَ انتهى

المغنى 349/8 ، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 386

হযরত ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল আপনার নিকট মক্কায় অবস্থান করা অধিক প্রিয়? না পানারাদারী করা? ইমাম সাহেব উত্তরে বললেন, আমার নিকট পাহারাদারী অধিক প্রিয় ।

ইমাম মালেক (রহ.)

وَقَدْ سَأَلَ رَجُلٌ اَلْاِمَامَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ اَيُّمَا اَحَبُّ اِلَيْكَ اَلْاِقَامَةُ

৬০. মাজমুওয়ায়ে ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া-৫/২৭

بِالْمَدِيْنَةِ الشَّرِيْفَةِ اَوِ الْاِقَامَةُ بِالْاَسْكَنْدَرِيَّةِ؟ فَقَالَ بَلْ اَقِمْ بِالْاِسْكَنْدَرِيَّةِ

একদা একব্যক্তি হযরত মালেক (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করবো? না পাহারাদারীর জন্য ইস্কান্দারীয়াতে যাব? হযরত মালেক (রহ.) বললেন তুমি ইস্কান্দারীয়াতে গিয়ে অবস্থান কর । সীমান্ত পাহারা দানের কয়েকটি ফযীলত ।

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ سِيَاحَةٌ وَاِنَّ سِيَاحَةَ اُمَّتِىْ اَلْجِهَادُ وَاِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةٌ وَرُهْبَانِيَّةُ اُمَّتِىْ اَلرِّبَاطُ فِىْ نُحُوْرِ الْعَدُوِّ

طبرانى، مجمع الزوائد، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 653/393

হযরত আবু উসামা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন- নিশ্চয় প্রত্যেক উম্মতের জন্য ভ্রমণ বা সফরের ক্ষেত্র রয়েছে । আমার উম্মতের সে ক্ষেত্র হল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ । আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য বৈরাগ্যতা রয়েছে । আমার উম্মতের জন্যও বৈরাগ্যতা রয়েছে । আমার উম্মতের জন্য বৈরাগ্যতা হল দুশমনের সম্মুখপানে পাহারাদারী করা ।[৬১]

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ. فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ! اِنَّا كُنَّا حَدِيْثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ. وَاِنَّا كُنَّا نُصِيْبُ مِنَ الاٰثَامِ وَالزِّنَا وَاِنَّا اَرَدْنَا اَنْ نَحْبِسَ اَنْفُسَنَا فِىْ بُيُوْتٍ نَعْبُدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا حَتّٰى نَمُوْتَ. قَالَ فَتَهَلَّلَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اِنَّكُمْ سَتُجَنِّدُوْنَ اَجْنَادًا وَيَكُوْنُ لَكُمْ ذِمَّةٌ وَخَرَاجٌ وَسَيَكُوْنُ لَكُمْ عَلٰى سِيْفِ الْبَحْرِ مَدَائِنُ وَ قُصُوْرٌ فَمَنْ اَدْرَكَ ذٰلِكَ فَاسْتَطَاعَ اَنْ يَحْبِسَ نَفْسَهُ فِىْ مَدِيْنَةٍ

৬১. মু'আজামে কাবীর, তাবারানী-৮/৭৭০৮

مِّنْ تِلْكَ الْمَدَائِنِ اَوْ قَصْرٍ مِنْ تِلْكَ الْقُصُوْرِ، حَتَّى يَمُوْتَ فَلْيَفْعَلْ

كتاب الجهاد ابن مبارك، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 654/393

হযরত উরওয়া ইবনে রোয়াইমিন (রা.) বর্ণনা করেন, একদা কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা নবমুসলিম ইতিপূর্বে আমরা অধিক গুনাহ ও অসংখ্য অনাচার ব্যভিচার করেছি। এখন আমরা ইচ্ছা করেছি আমাদেরকে আপনঘরে আবদ্ধ করে নিব এবং মৃত্যুপর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদাত করে যাব।

বর্ণনাকারী বলেন, তাদের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মুবারকে নূরের জ্যোতি চমকাচ্ছিল। তিনি বললেন, অচিরেই তোমরা একটি বাহিনীর সাথে জিহাদের জন্য বের হয়ে যাবে। কাফির তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করে কর প্রদান করবে। সমুদ্রের নিকটবর্তী সীমান্তে তোমাদের জন্য শহর তৈরী হবে। শহর পর্যন্ত যারা পৌঁছতে পারবে তারা সেখানে ইবাদাতের জন্য মৃত্যুপর্যন্ত অবস্থান করবে।[৬২]

عَنْ يَزِيْدَ الْعُقَيْلِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّه سَيَكُوْنُ فِيْ اُمَّتِيْ قَوْمٌ تُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُوْرُ وَتُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْحُقُوْقُ، وَلَا يُعْطَوْنَ حُقُوْقَهُمْ، اُولٰئِكَ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْهُمْ اُولٰئِكَ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْهُمْ

كتاب الجهاد ابن مبارك، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 657/395

হযরত ইয়াজীদ আক্বলী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন আমার উম্মতের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক এমন রয়েছে, যাদেরকে পাহারাদারীর জন্য সীমান্তে পাঠাতে হবে। তাদের থেকে প্রতিপক্ষ তাদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে চাইবে। কিন্তু তারা তাদের অধিকার বিন্দুপরিমাণও ছাড়বে না। ঐ সমস্ত লোক আমার থেকে

৬২. কিতাবুল জিহাদ ইবনে মুবারক

আর আমি তাদের মধ্য হতে। তারা আমার মধ্য হতে আর আমি তাদের মধ্য হতে।[৬৩]

عَنْ عَصْمَةَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رِجَالاً مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَضِّلُوْنَ الرِّبَاطَ عَلَى الْجِهَادِ قُلْتُ لِاَبِيْ وَلِمَ؟ قَالَ لِاَنَّ فِي الْجِهَادِ شُرُوْطًا كَثِيْرَةً لَيْسَتْ فِي الرِّبَاطِ

مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 658/395

হযরত আসমা ইবনে রাশেদ বর্ণনা করেন, আমার পিতা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু সংখ্যক সাহাবীদের থেকে শুনেছি তারা পাহারাকে জিহাদের উপর প্রাধান্য দেয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আব্বাজান ! সাহাবায়ে কিরাম এমনটি কেন করতেন ? তিনি বললেন জিহাদের মাঝে এমনকিছু শর্ত রয়েছে যা পাহারার মাঝে নেই।

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمُّوْا بِالرِّبَاطِ فَاِنَّ مَنْ هَمَّ بِالرِّبَاطِ كُتِبَ لَه بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ فَانْ اَوْفٰى بِالرِّبَاطِ لَمْ تُصِبْهُ خَطِيْئَةٌ وَلَا ذَنْبٌ

مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 660/396

হাকেম ইবনে উতাইবাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- পাহারাদারীর চিন্তা-ফিকির কর। কেননা যেব্যাক্তি পাহারাদারীর চিন্তা-ফিকি্র করে আল্লাহ তা'আলা তার দু'চোখের মধ্যখানে তথা কপালে জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরোয়ানা লিখে দেন এবং যেব্যাক্তি পাহারাদারী করতে থাকে তাকে কোনপ্রকার গুনাহ বা পাপাচার পথভ্রষ্ট করতে পারে না।

৬৩. কিতাবুল জিহাদ ইবনে মুবারক

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَابَطَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَانَ كَعِبَادَةِ اَلْفِ رَجُلٍ كُلُّ رَجُلٍ يَعْبُدُ اللهَ اَلْفَ عَامٍ

ابن عساكر، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 662/396

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত, রাসূলুলাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন- একদিন আল্লাহ্‌ তা'আলার রাহে পাহারাদারী করা হাজার হাজার ব্যাক্তির হাজার বছর ইবাদাত করা অপেক্ষা উত্তম ।[৬৪]

عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ اُرَابِطَ يَوْمًا فِيْ سَاحِلِ الْبَحْرِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَدْخُلَ سُوْقَكُمْ هٰذِهٖ فَأَشْتَرِىَ مِائَةَ رَقَبَةٍ فَأُعْتِقَهَا، وَمِنْ اَنْ اَعْتَكِفَ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا ثَلَاثِيْنَ سَنَةً

مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 663/396

হযরত মাকহুল (রা.) থেকে বর্ণীত রাসূলুলাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন আমার নিকট সমুদ্রবর্তী সিমান্তে একদিন পাহারাদারী করে বাজার থেকে শত গোলাম ক্রয় করে মুক্ত করার চেয়ে উত্তম এবং আমার এ মসজিদ তথা মসজিদে নববীতে ত্রিশ বছর ইতিকাফ করার চেয়ে উত্তম ।[৬৫]

শবে কদরের ইবাদাতের চেয়ে উত্তম

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ رِبَاطُ لَيْلَةٍ اِلٰى جَانِبِ الْبَحْرِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُوَافِقَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ اَحَدِ

৬৪. তারীখে ইবনে আসাকের
৬৫. শিফাউস সূদূর

الْمَسْجِدَيْنِ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ اَوْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ، وَرِبَاطُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ عِدْلُ سَنَةٍ وَتَمَامُ الرِّبَاطِ اَرْبَعُوْنَ لَيْلَةً

مصنف عبد الرزاق كتاب الجهاد باب الرباط، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 613/381

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ইরশাদ করেন, সমুদ্রের দিকে মুসলমানদের হিফাজতের জন্য এক রাত্রি পাহারাদারী করা আমার নিকট শবে ক্বদরে বাইতুল্লাহ শরীফে বা মসজিদে নববীতে ইবাদাত করার চেয়ে অধিক উত্তম ।

তিন দিন পাহারাদারী করা একবছর ইবাদাত অপেক্ষা উত্তম । পাহারা দারীর পূর্ণ নিসাব হল চলিশ রাত্র পাহারাদারী করা ।[৬৬]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِيْ سَوْدَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ بِمَرَابِطِ يَافَا فَقَالَ رِبَاطُ هٰذِهٖ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 615/381

হযরত উসমান ইবনে আবু সাওদাহ্‌ (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সাথে বাইতুল মাকদাসের নিকটবর্তী 'ইয়াকা' নামক স্থানে পাহারাদারী করছিলাম । এমতাবস্থায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ইরশাদ করেন, আমার নিকট এ পাহারাদারী বাইতুল মাকদাসে শবে কদরের রাত্রি অতিবাহিত করার চেয়ে অধিক প্রিয় ।

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ فِي الرِّبَاطِ فَفَزِعُوْا اِلَى السَّاحِلِ ثُمَّ قِيْلَ لَا بَأْسَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ، وَاَبُوْهُرَيْرَةَ وَقِفَ فَمَرَّبِهٖ اِنْسَانٌ فَقَالَ مَا يُوْقِفُكَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ! فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

৬৬. মুসান্নেফে আব্দুর রাজ্জাক-৫/২৮০, হাদীস নং ৯৬১৬

عِنْدَالْحَجْرِالْاَسْوَدِ

كتاب الجهاد باب فضل الجهاد، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 616/382

হযরত মুজাহিদ (রা.) বর্ণনা করেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) একদা পাহারারত অবস্থায় ছিলেন, হঠাৎ কোন একটি ভীতিকর অবস্থার কারণে সকলেই আশ্রয়স্থলে দৌঁড়ে পলায়ন করল, অতঃপর বুঝা গেল মূলতঃ তা ভীতিকর কোন অবস্থাই ছিল না। তাই সকলে আবার পূর্বস্থানে ফিরে এল। হযরত আবূ হুরায়রাকে তার পূর্বঅবস্থানেই দাঁড়ানো পেল। এক ব্যাক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আবূ হুরায়রা! কি জিনিস আপনাকে এখানে দৃঢ়পদ রেখেছে, তিনি বললেন, আমি রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম থেকে শুনেছি একটি মূহুর্ত আল্লাহ তা'আলার রাহে দৃঢ় থাকা লাইলাতুল ক্বদরে হাজরে আসওয়াদকে সামনে নিয়ে নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম।[৬৭]

শবে কদরের হাজারো ফযীলত কুরআন ও হাদীসে বর্ণীত হয়েছে। এ রাতের ফযীলতের উপর পূর্ণ একটি সূরা কালামেপাকে অবতীর্ণ হয়েছে-

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ✡ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ✡ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ✡ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ✡ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ

নিঃসন্দেহে আমি কুরআনমাজীদকে লাইলাতুল কদরে অবতীর্ণ করেছি। আপনার কি জানা আছে, লাইলাতুল কদর কী? লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এইরাতে ফিরিশতা ও রুহুল কুদ্স আপন প্রতিপালকের নির্দেশে সকল কল্যাণময়বস্তু নিয়ে অবতীর্ণ হয়। এ রজনী সম্পূর্ণই শান্তিময়। পূর্ণ্যময় রজনী প্রভাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।[৬৮]

---

৬৭. সহীহ ইবনে হিব্বান-১০/৪৬১ হাদীস নং-৪৬০৩, শো'আবুল ঈমান, বায়হাকী-৪/৪০, হাদীস নং-৪২৮৬

৬৮. সূরা কদর-১-৫

সূরাটি মক্কা মুকারারমায় নাযিল হয়। এতে পাঁচটি আয়াত, ত্রিশটি শব্দ, একশত একুশটি হরফ রয়েছে।

পূর্ণ সূরাতে চারটি বড় বড় বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত উল্লেখ রয়েছে।

১. এ রজনীতে কুরআনে কারীম নাযিল হয়েছে।
২. এ রজনীতে রহমতের ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়।
৩. এ রজনী এক হাজার মাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
৪. এ রজনীতে সুবহি সাদিক পর্যন্ত খায়ের-বরকত, শান্তি-নিরাপত্তার বারি বর্ষিত হয়।

আরো বহু ফযীলত রয়েছে যা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে উলেখ সম্ভব নয়। শুধু কুরআনে বর্ণীত এ চারটি ফযীলতের উপর চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, এ রাতের কত ফযীলত । একজন ব্যাক্তি এক হাজার মাস ইবাদাত করে যে সাওয়াব অর্জণ করবে এক রাতেই তা অর্জিত হবে। এত ফযীলতময় রাত যার সন্ধানে সকলেই ব্যাকুল, রাতটি কোন একদিনের সাথে নির্ধারিত নয়, রমজান মাসের শেষ দশ দিনের যে কোন বেজোড় রাতে হতে পারে। দীনদার ব্যাক্তিগণ সমস্ত রাতকেই শবে কদর মনে করে ইবাদাত করে থাকেন। এতে করে পাঁচ রাত্রি ইবাদাত করার দ্বারা নিশ্চিত শবে কদর পাওয়া যায় ও উল্লিখিত ফযীলত অর্জন হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদগণের জন্য এত পুরস্কার রেখেছেন যে, ভীতিপূর্ণ স্থানে এক রাত্রি পাহারাদারী করার দ্বারা নিশ্চিতভাবে শবে কদরের চেয়েও অধিক পরিমাণ সওয়াব অর্জন হয়।

পাহারা দানকারীর নেক 'আমল বৃদ্ধি

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اُجْرِيَ عَلَيْهِ اَجْرُ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُ وَاُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقًا وَاَمِنَ مِنَ الْفِتَنِ وَبَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اٰمِنًا مِّنَ الْفَزَعِ

ابن ماجه كتاب الجهاد باب فضل الرباط فى سبيل الله، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 596/375

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যাক্তি জিহাদের পথে পাহারা দান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাঁর সমস্ত নেক আমল বৃদ্ধি করা হবে, যা জীবিত অবস্থায় সে করত এবং তাঁর জন্য জান্নাত থেকে রিযিকের ব্যাবস্থা করা হবে। তাঁকে কবর ও কিয়ামতের ভয়ংকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দেয়া হবে।[৬৯]

সাধারণ মৃত্যুতে শাহাদাতের মর্যাদা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا مَاتَ شَهِيْدًا وَوُقِىَ فَتَّانَ الْقَبْرِ وَغُدِىَ عَلَيْهِ وَرِيْحَ بِرِزْقِه مِنَ الْجَنَّةِ وِأُجْرِىَ لَه عَمَلُه،

مصنف عبدالرزاق كتاب الجهاد باب الرباط، ابن ماجه كتاب الجنائز باب ماجاء فيمن مات مرابطا، مشارع الاشواق الى مصارع العشاقى 600/376

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যাক্তি পাহারা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। তাকে কবরের আজাব থেকে মুক্তি দান করা হবে, সকাল সন্ধ্যা তার জন্য জান্নাত থেকে রিযিক প্রদান করা হবে এবং তার আমলসমূহকে কিয়ামত পর্যন্ত জারী রাখা হবে।[৭০]

পাহারাদার মুনাফেকী থেকে মুক্ত

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَمَّ بِرِبَاطٍ كُتِبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ فَاِذَا خَرَجَ فَارِصِلاً وَكَّلَ اللهُ بِه مَلاَئِكَةً يَّحْفَظُوْنَه مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه وَعَنْ يَّمِيْنِه وَعَنْ

---

৬৯. সুনানে ইবনে মাজাহ -২/২০৩

৭০. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-৫/২৮৩, সুনানে ইবনে মাজাহ-১/১১৭

يَّسَارِه فَاِذَا هُوَوَصَلَ كَانَتْ دَعْوَتُه مُسْتَجَابَةً، فَاِنْ مَاتَ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَهُوَ وَافِدٌ لِثَلاَثِيْنَ يَشْفَعُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِنْ قُتِلَ فَهُوَشَهِيْدٌ وهُوَوَافِدٌ لِسَبْعِيْنَ يَشْفَعُ لَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 604/377

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন- যে ব্যাক্তি জিহাদের ময়দানে পাহারার ইচ্ছা পোষণ করবে, তার উভয় চোখের মধ্যবর্তী স্থান তথা কপালের মাঝে মুনাফেকী থেকে মুক্ত লিখে দেয়া হবে। যখন উক্ত ব্যাক্তি ঘর থেকে বের হবে আল্লাহ তা'আলা তার সামনে-পিছে, ডানে-বামে তাকে হিফাজত করার জন্য ফিরিশতা নির্দ্ধারণ করবেন। যখন মুজাহিদ পাহারার স্থানে পৌঁছে যাবে, তখন শহীদের মর্যাদা প্রদান করা হবে। কিয়ামতের দিন এব্যাক্তি ত্রিশ ব্যাক্তির জন্য সুপারিশ করবে। আর যদি পাহারা অবস্থায় তাকে শহীদ করে দেয়া হয় তবে সে কিয়ামতের দিন সত্তর ব্যাক্তির জন্য সুপারিশ করবে।[৭১]

আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত দয়া ও করুণা হল এই যে, যদি কোন বান্দা সত্য দিলে কোন ইবাদাত করার ইচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু কোন অপ্রত্যাসিত দুর্যোগের কারণে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম না হয় তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তার পূর্ণপ্রতিদান দান করবেন।

উপমা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে, কোন ব্যক্তি যদি হজ্বের পাকা নিয়্যত করে এবং পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং এমতাবস্থায় হঠাৎ মারা যায়, তবে কিয়ামতের দিন তার আমলনামায় হজ্বের সাওয়াব প্রদান করবেন। ঠিক তদ্রুপ উল্লিখিত হাদীসে আল্লাহ তা'আলার রাহে পাহারা দানকারী মুজাহিদের উল্লেখ রয়েছে। মুজাহিদ আপন গৃহ থেকে শাহাদাতের নিয়্যতেই বের হয় এবং নিজেকে পাহারার স্থানে উপস্থিত করে। এতদ সত্ত্বেও যদি শাহাদাত নসীব না হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা নিয়্যত অনুযায়ী তাকে শাহাদাতের পূর্ণ মর্যাদা দান করবেন।

---

৭১. ইবনে আসাকীর

পুলসিরাত পার হও

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَبْعَثُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَقْوَامًا يَمُرُّوْنَ عَلَى الصِّرَاطِ كَهَيْئَةِ الرِّيْحِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ وَلَاعَذَابٌ قَالُوْا: مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَقْوَامٌ يُدْرِكُهُم مَوْتُهُمْ فِي الرِّبَاطِ

كتاب الجهاد ابن المبارك، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 609/379

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণীত তিনি ইরশাদ করেন কিয়ামতের দিন কিছুসংখ্যক লোককে দাঁড় করানো হবে যারা প্রবাহমান বাতাসের গতীতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। তাদের উপর কোন প্রকার হিসাব হবে না এবং কোন প্রকার আযাবও হবে না। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম! তারা কোন সকল লোক হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- তারা ঐসমস্ত লোক হবে যাদের মৃত্যু পাহারারত অবস্থায় হবে।[৭২]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُبْعَثُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَقْوَامٌ يَمُرُّوْنَ عَلَى الصِّرَاطِ كَهَيْئَةِ الرِّيْحِ حَتّٰى يَلِجُوا الْجَنَّةَ. قِيْلَ وَمَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: قَوْمٌ اَدْرَكَهُمُ الْمَوْتُ وَهُمْ فِي الرِّبَاطِ

مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 610/379

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন- কিয়ামতের দিন কিছুসংখ্যক লোকদের উঠানো হবে, যাদের চেহারায় নূর চমকাতে থাকবে। তারা কোন প্রকার হিসাব-কিতাব ব্যাতীত প্রবাহিত বাতাসের গতীতে জান্নাতে চলে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

৭২. কিতাবুল জিহাদ, ইবনে মুবারক

ওয়াসালাম! তাঁরা কারা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করলেন- যাদের মৃত্যু পাহারারত অবস্থায় হবে।[৭৩]

রাসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান

قَالَ اَبُوْ عَطِيَّةَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ فَحَدَّثَ اَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رَاٰهُ اَحَدٌ مِّنْكُمْ عَلٰى عَمَلٍ مِّنْ اعمَالِ الْخَيْرِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ حَرَسْتُ مَعَه لَيْلَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَه وَصَلّٰى عَلَيْهِ فَلَمَّا اُدْخِلَ الْقَبْرَ حَثَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِه مِنَ التُّرَابِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اَصْحَابَكَ يَظُنُّوْنَ اَنَّكَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنَّكَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ

المعجم الكبير، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 738/419

হযরত আতিয়া (রহ.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম কোন এক স্থানে অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁকে সংবাদ দেয়া হল হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম উমুক ব্যক্তির ইন্তেকাল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে লোক সকল! তোমরা কি তাকে কোন ভাল কাজ করতে দেখেছ? এক ব্যাক্তি উত্তর করলেন হ্যাঁ! আমি এক রাত্রিতে তার সাথে জিহাদের ময়দানে পাহারাদারী করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম সাহাবায়ে কিরামসহ উপস্থিত হলেন এবং জানাযার নামায আদায় করলেন। অতঃপর তাকে কবরে রাখা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম নিজ হাতে কবরে মাটি দিলেন এবং ইরশাদ করলেন- তোমার সাথীরা তোমাকে জাহান্নামী মনে করছে আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি জান্নাতী।

অন্যএক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)

৭৩. ইবনে আসাকীর

রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অনুরোধ করলেন যে, হে আলাহ্র রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম! ঐব্যক্তির জানাযায় শরীক হবেন না, কেননা সে ফাসেক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম কোন সূত্রে জানতে পারলেন যে, ঐব্যক্তি কোন এক রাত্রিতে মুজাহিদগণের পাহারাদারী করেছে, তখন রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম তার জানাযায় অংশ নিয়েছেন এবং হযরত ওমর (রা.) কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন।

يَاابْنَ الْخَطَّابِ مَنْ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَجَبَتْ لَه الْجَنَّةُ

হে ইবনে খাত্তাব ! যেব্যাক্তি আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করল তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।[৭৪]

রাসূলুলাহ সা.-এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের পর মক্কার কাফের ও মদীনার মুনাফিক আবদুলাহ বিন উবাই ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ও সাহাবায়ে কিরামদের বিরুদ্ধে আবদুলাহ বিন উবাই মক্কার মুশরিকদের নিকট সাহায্যের পত্র লিখেন। সে করুণ মূহূর্তে রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম কাফির ও তাদের দোসর মুনাফিকদের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ও নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلَ مَاقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ يَسْتَهِرُّمِنَ اللَّيْلِ

১. রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম অধিকাংশ রাতই বিনিদ্র কাটাতেন এবং সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকতেন।[৭৫]

৭৪. আবু দাউদ শরীফ, মাশারে'উল আশওয়াক্ব-৪২০/৭২৯
৭৫. ফতহুল বারী-২/৬০

২. রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম সর্বদা সশস্ত্র অবস্থায় থাকতেন ও পরিস্থিতির উপর কড়া সতর্কদৃষ্টি রাখতেন। বুখারী শরীফে বর্ণীত আছে, হযরত আনাস (রা.) বলেন, মানবজাতির মাঝে সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিক সাহসী হলেন-

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْفَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوْا نَحْوَالصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِاسْتَقْبَلَ ا الْخَبَرَوَهُوَعَلى فَرَسٍ لِاَبِيْ طَلْحَةَ عَرْيٍ وَفِيْ عُنُقِه السَّيْفُ وَهُوَيَقُوْلُ لَمْ تُرَاعُوْا

একদা গভীর রাতে মদীনার উপকণ্ঠ হতে এক বিকট শব্দ শোনা গেল, সমস্ত মদীনাবাসী অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ঘটনাস্থল অভিমুখে ছুটে গেল। সেদিন সর্বাগ্রে রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেন এবং সাহাবায়ে কেরামদের অভয়বাণী শোনালেন। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, ঐ সময় রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম আবু ত্বালহা (রা.)-এর লাগামবীহীন ঘোড়ার উপর আরোহণ করেছিলেন এবং রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর গলায় তলোয়ার ঝুলানো ছিল।[৭৬]

৩. রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম সমস্ত সাহাবাদেরকে দিবা-রাত্রি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থাকার নির্দেশ দিতেন, অস্ত্রহীন থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন।

عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُه الْمَدِيْنَةَ اَمَنَتْهُمُ الاَنْصَارُ وَرَمَتْهُمُ الْعَرَبُ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدٍه فَكَانُوْالاَيَبِيْتُوْنَ اِلاَّبِالسِّلاَحِ وَيُصْبِحُوْنَ وَيُصْبِحُوْنَ الاَمْنَة

৭৬. সহীহ বুখারী শরীফ -১/৪০৭

হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা.) বর্ণনা করেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন এবং মদীনার আনসারগণও তাঁদেরকে পূর্ণ আশ্রয় প্রদান করলেন, তখন আরবের সমস্ত গোত্র মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। সে বিভীষিকাময় অবস্থায় সাহাবায়ে কিরাম (রা.) দিবা-রাত্রি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকতেন, ক্ষণিকের জন্যও অস্ত্র থেকে বিমূখ হতেন না।[৭৭]

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুজরাকে সাহাবায়ে কিরাম পাহারা দিতেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আকাঙ্খা করতেন যে, কোন বিশ্বস্ত ব্যাক্তি তাঁর হুজরায় পাহারা দান করুক। বুখারী শরীফের বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণীত হয় যে, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত বিনিদ্রায় কাটাতেন। যখনই কোন মুসলমান রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুজরাকে পাহারা দিতেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরামে নিদ্রা যেতেন।[৭৮]

অস্ত্র মুসলমানের ইজ্জত

হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) একদা মুসলিম বন্দি মুজাহিদদের মুক্তির ব্যাপারে রোম বাদশাহ্র দরবারে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। বাদশাহর শাহী মহলের নিকট পৌঁছার পর জাবলা নাম্নী কাফির সেনাপতি তাঁকে বললো- হে আরবের অধিবাসী! তুমি বাদশাহর শাহী মহলের নিকট পৌঁছে গেছ, তাই ঘোঁড়া থেকে অবতরন কর এবং নিজের তলোয়ারটাকে এখানেই জমা রেখে যাও। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) বললেন, ঘোড়া থেকে তো অবতরণ করবো, কিন্তু তলোয়ার কক্ষণো রেখে যাব না, কারণ, তলোয়ার আমাদের ইজ্জত। আমি ঐ ইজ্জতের বস্তুকে ছেড়ে দিব? যার সাথে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন হয়েছে।[৭৯]

---

৭৭. মুসনাদে দারেমী
৭৮. সহীহ বুখারী শরীফ -১/৪০৪
৭৯. ফুতুহুস্ শাম-১৬৪

অস্ত্র আমাদের অলংকার

আরমেনিয়াহ বিজয় হওয়ার পর হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) কিছু মুজাহিদসহ কোন এক ব্যাপারে বাদশাহ্র সাথে কথা বলার জন্য আগমন করলেন। শাহী মহলের নিকট পৌঁছার পর বাদশাহ্র রক্ষীরা হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ও তাঁর সাথীদের থেকে অস্ত্র জমা নিতে চাইলে হযরত খালেদ (রা.) কঠিন ভাষায় নিষেধ করে দিলেন এবং ধমকের স্বরে বললেন, তোমরা কি জান না? আমরা ঐ জাতি যারা জান দিয়ে দেয় কিন্তু হাতিয়ার অন্যের হাতে অর্পণ করে না।

তোমরা ভালভাবে জেনে রেখো! আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুনিয়ায় আগমনই হয়েছে তলোয়ারসহ এবং এ তলোয়ারকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের গলায় অলংকার হিসেবে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। অতএব ইজ্জত ও মর্যদার যে অলংকার আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রদান করেছেন তা কোনদিন আমাদের থেকে পৃথক করতে পারবে না।[৮০]

অস্ত্র মুসলমানের শক্তি

মিশরের শাহী মহলে হযরত আমর ইবনে আস (রা.) তলোয়ার কাঁধে ঝুলিয়ে প্রবেশ করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় বাদশাহ্র রক্ষীরা আমর ইবনে আস (রা.)-এর গলা থেকে তলোয়ার ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে তিনি অত্যন্ত ধমকির স্বরে বললেন, 'আমাকে যদি তলোয়ারসহ প্রবেশ করতে দেয়া না হয়, তাহলে আমি এখান থেকেই চলে যাবো। তোমাদের সাথে আলোচনার জন্য কস্মিনকালেও তলোয়ার থেকে পৃথক হবো না।

তোমাদের কি জানা নেই? আমরা ঐজাতি যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের মাধ্যমে ইজ্জত প্রদান করেছেন, ঈমানের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন এবং তলোয়ারের বরকতে শক্তিশালী করেছেন। এই তলোয়ারের মাধ্যমে আমরা শিরক্কারী ও অহংকারী সকল সম্প্রদায়ের চিন্তা-চেতনা ও অবস্থানকে সঠিক করে দিয়েছি।[৮১]

---

৮০. ফুতুহুস্ শাম -২/১১৭
৮১. ফুতুহুল মিসর-২২

পাহারাদার ও জাহান্নামের মাঝে

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَابَطَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَه وَبَيْنَ النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدَقٍ كَسَبْعِ سَمَوَاتٍ وَسَبْعِ اَرْضِيْنَ

مجمع الزوائد 289/5 مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 617/382

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যেব্যক্তি একদিন আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের ময়দানে পাহারাদারী করল আল্লাহ তা'আলা তাকে ও জাহান্নামের মাঝে সাতটি খন্দক তৈরী করে দিবেন, যার প্রতিটি খন্দক সাত আসমান-যমীন সম বরাবর হবে ।[৮২]

পূর্ব জিন্দেগীর নামায ও রোযার সমপরিমাণ সাওয়াব

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَجْرِ الرِّبَاطِ، فَقَالَ مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً حَارِسًا مِنْ وَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ كَانَ لَه اَجْرُ مَنْ خَلْفَه مِمَّنْ صَامَ وَصَلّى

مجمع الزوائد 289/5مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 318/383

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাহারাদারীর ফযীলত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- যেব্যক্তি একরাত মুসলমানদের পাহারাদারী করল, তাকে তার পূর্ব জিন্দেগীর নামায ও রোযার সমপরিমাণ সাওয়াব প্রদান করা হবে ।[৮৩]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه قَالَ مَنْ خَرَجَ مُرَابِطًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَانَ لَه مِنْ جَمِيْعِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ مِنْ كُلِّ

৮২. মু'আজামে আওসাত, তাবরানী-৫/৪১৬ হাদীস নং-৪৮২২
৮৩. মু'আজামে আওসাত, তাবরানী- ৯/২৮ হাদীস নং-৮০৫৫

بَرٍّ وَفَاجِرٍ، وَامْرَاةٍ وَصَبِيٍّ، وَمِنْ كُلِّ مُعَاهِدٍ وَبَهِيْمَةٍ، وَطَائِرٍ فِيْ بَرٍّ اَوْ بَحْرٍ قِيْرَاطًا اَمِنُ الْأَجْرِ اِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْقِيْرَاطُ، مِثْلَ جَبَلِ اُحُدٍ

مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 619/383

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যেব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাহে পাহারাদারীর জন্য বের হল, তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত উম্মতের নেকী-বদী, বাচ্চা-মহিলা যিম্মি-জানোয়ার, জলে-স্থলে অবস্থিত সকল পক্ষীকুল সকল কিছুর পক্ষ হতে এক এক কিরাত সাওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত দেয়া হবে । এক কিরাতের সমপরিমাণ উহুদ পাহাড়ের সমান ।[৮৪]

পাহারাদারকে সমস্ত হাজীর সাওয়াব প্রদান

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ الْيَمَانِيُّ، قَالَ: قَدِمْتُ مِنَ الْيَمَنِ فَأَتَيْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ اللهِ! اِنِّيْ جَعَلْتُ فِيْ نَفْسِيْ اَنْ اَنْزِلَ جِدَّةَ فَأُرَابِطَ بِهَا كُلَّ سَنَةٍ، وَاَعْتَمِرَ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً، وَاَحُجَّ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ حَجَّةً وَاَقْرَبَ مِنْ اَهْلِيْ أَهٰذَا اَحَبُّ اِلَيْكَ اَمْ اٰتِيَ الشَّامَ؟ فَقَالَ لِيْ يَا أَخَا الْيَمَنِ! عَلَيْكَ بِسَوَاحِلِ الشَّامِ، عَلَيْكَ بِسَوَاحِلِ الشَّامِ فَاِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ يَحُجُّه فِيْ كُلِّ عَامٍ مِائَةُ أَلْفٍ، وَثَلَاثُمِائَةِ اَلْفٍ، وَمَاشَاءَ اللهُ مِنَ التَّضْعِيْفِ لَكَ مِثْلُ حَجِّهِمْ وَعُمْرَتِهِمْ وَمَنَاسِكِهِمْ

تاريخ مدينة دمشق 125/2 مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 620/383

হযরত আল্লামা ইব্রাহীম ইয়ামানী বর্ণনা করেন যে, আমি একদা ইয়ামান থেকে বিখ্যাত সাহাবী হযরত সুফিয়ান সাওরী (রা.)-এর খিদমতে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলাম । হযরতের সাক্ষাতে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু আব্দুল্লাহ ! আমি ইচ্ছা পোষণ করেছি যে, আমি

৮৪. শিফাউস সূদূর

সামান্য সময় সাধারণ পাহারাদারী করবো। প্রত্যেক মাসে একটি করে ওমরা করবো। প্রত্যেক বছর একটি করে হজ্ব করবো এবং নিজ পরিবারের নিকট অবস্থান করবো। এখন আপনি বলে দিন, এটা আমার জন্য ভাল হবে? নাকি আমি একবারে শামের সীমান্তবর্তী এলাকায় গিয়ে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ করবো?

উত্তরে হযরত সুফিয়ান সাওরী (রা.) বলেন, হে আমার ইয়ামানী ভাই! তুমি শাম সীমান্তে গিয়ে পাহারাদারী করো। কেননা এ বাইতুল্লা হতে প্রতি বছর এক দুই লাখ এমনকি তিন লাখ পর্যন্ত লোক এসে হজ্ব করে। তাদের সমস্ত হজ্ব-ওমরা এমনকি সমস্ত ইবাদাতের সাওয়াব তোমাকে প্রদান করা হবে।[৮৫]

সুবহানাল্লাহ! বর্তমানে তো পঁচিশ-ত্রিশ কোটি মানুষ হজ্ব করে, তাদের সকলের সাওয়াব একজন পাহারাদানকারীর আমলনামায় লিখা হবে।

দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত পাহারা

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَزَالُ الْجِهَادُ حُلْوًا خَضِرًا مَاأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ وَاَنْبَتَتِ الاَرْضُ وَسَيَنْشَأُ نَشَأٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَقُوْلُوْنَ لاَ جِهَادَ وَلاَ رِبَاطَ اُولٰئِكَ هُمْ وُقُوْدُ النَّارِ بَلْ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِّنْ عِتْقِ اَلْفِ رَقَبَةٍ وَمِنْ صَدَقَةِ اَهْلِ الاَرْضِ جَمِيْعًا

مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 670/398

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-যতদিন পর্যন্ত আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, যমীনে উৎপাদিত হবে সবুজ স্যামল শস্য ততদিন জিহাদ সজীব-সচল থাকবে। শিগগিরই মুশরিকদের মধ্য হতে কিছুসংখ্যক লোক উঠবে যারা বলবে বর্তমানে জিহাদ ও পাহারার বিধান অবশিষ্ট নেই। এ সকল লোক দোজখের জ্বালানি হবে। আল্লাহ্ তা'আলার রাহে একরাত

৮৫. তারীখে ইবনে আসাকের-১/২৮৪

পাহারাদারী করা হাজার গোলাম আজাদ ও সমগ্র জগতবাসীর সদকাহ্ অপেক্ষা উত্তম।[৮৬]

সর্বোত্তম ব্যাক্তি

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِه فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يَطِيْرُ عَلٰى مَتْنِه كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً اَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلٰى مَتْنِه يَبْتَغِى الْقَتْلَ. اَوِ الْمَوْتَ مَظَانَّه وَرَجُلٌ فِيْ غُنَيْمَةٍ فِيْ شَعَفَةٍ مِّنْ هٰذِه الشَّعَفِ. اَوْبَطْنِ وَادٍ مِّنْ هٰذِه الاَوْدِيَةِ يُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّه حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْيَقِيْنُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فِيْ خَيْرٍ

مسلم كتاب الامارة باب فضل الجها والرباط، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 671/398

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐব্যাক্তি যে জিহাদের জন্য নিজের ঘোড়ার লাগাম প্রস্তুত করে রাখে। সে যখনই দুশমনের সংখ্যাবোধ করে এবং জিহাদের এলান শুনে, তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার পিঠে চড়ে সেদিকে ছুটে চলে। সে সত্য দিলে শাহাদাতের আকাঙ্খা করে এবং মৃত্যুকে নিশ্চিত জানে। এব্যক্তির জীবন অতিবাহিত করা ঐ ব্যক্তির তুলনায় অধিক উত্তম যে কোন পাহাড়ে বা বিজনভূমিতে অবস্থান করে নামায আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং মৃত্যুপর্যন্ত স্বীয় প্রভুর ইবাদাত করে। মানুষের সাথেও তার সম্পর্ক ভাল।[৮৭]

পাহারার সময়সীমা

৮৬. তারীখে ইবনে আসাকের

৮৭. সহীহ মুসলিম শরীফ-২/১৩৬

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرُ فِي الْاَوْسَطِ رُوِيْنَا عَنْ عَطَاءٍ اَنَّه قَالَ تَمَامُ الرِّبَاطِ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا

مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 402

আল্লামা ইবনে মঞ্জুর (রহ.) বর্ণনা করেন, আমাদের নিকট হযরত আত্বাহ্ (রহ.) থেকে এ বর্ণনা পৌঁছে। তিনি বলেন, পরিপূর্ণ রিবাত বিরাত (পাহারাদারী) চলিশ্রদিন।

قِيْلَ لِاَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ هَلْ لِلرِّبَاطِ وَقْتٌ؟ قَالَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا

হযরত আমহদ ইবনে হাম্বাল (রহ.)- কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'রিবাত' তথা পাহারাদারীর কোন সময়-সীমা রয়েছে ? তিনি বললেন চল্লিশদিন।[৮৮]

قَالَ اِسْحٰقَ اِنَّمَا قَالَ هٰذَا اَكْثَرَه

আলামা ইসহাক (রহ.) বর্ণনা করেন চল্লিশদিন পাহারার সর্বউদ্ধ সময়। (তার চেয়ে কম একদিন বা একঘন্টা পাহারাদারীকেও রিবাত বলা হয়)।

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَامُ الرِّبَاطِ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا وَمَنْ رَابَطَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَشْتَرِ وَلَمْ يُحْدِثْ حَدَثًا، خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِه كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّه

اخرجه الطبرانى فى الكتبرقال الهيثمى فيه ايوب بن مدرك وهومتروك وشبه ربن حبان الى الوضع انتهى 578/5

হযরত আবূ উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন, পূর্ণ পাহারাদারীর সময়সীমা চল্লিশদিন। যে ব্যাক্তি চলিশ্রদিন পর্যন্ত পাহারাদারী করবে এবং এ সময়ের মাঝে সে কোন ক্রয়-বিক্রয় করেনি এবং কোন প্রকার বিদ'আত করেনি, তবে সে গুনাহ

৮৮. আল মুগনী ইবনে কুদামা-১০/৭

থেকে এমন পবিত্র হয়ে যাবে যেন সে মায়ের পেট থেকে এইমাত্র জন্মগ্রহণ করেছেন।[৮৯]

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ اَيْنَ كُنْتَ؟ قَالَ قُلْتُ فِي الرِّبَاطِ قَالَ كَمْ رَابَطْتَ؟ قَالَ ثَلَاثِيْنَ قَالَ فَهَلَّا اَتْمَمْتَ اَرْبَعِيْنَ؟

مصنف عبدر الرزاق كتاب الجهاد باب الرباط، وفيه رجلاسمه ابن مكمل ذكره ابن ابى حاتم و لم يدكرفبه جرحا افادته حببيب الرحمن الاعظمى كمافى تعليق المصنف، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 686/404

হযরত ইয়াযীদ ইবনে হাবীব (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, আনসারগণের মধ্য হতে কোন এক আনসার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় ছিলে ? আনসারী বললেন, পাহারাদারীর জন্য সীমান্তে ছিলাম। হযরত ওমর ফারুক (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন কতদিন সেখানে পাহারা দিয়েছ? আনসারী বললেন, ত্রিশ দিন। হযরত ওমর ফারুক (রা.) বললেন তুমি চল্লিশ দিন কেন পূর্ণ করলে না।[৯০]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)- এর সন্তান

حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ اِبْنًا لِابْنِ عُمَرَ رَابَطَ ثَلَاثِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ اَعْزِمُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتُرَابِطَنَّ عَشْرًا حَتّٰى تَتِمَّ الْاَرْبَعِيْنَ

اخرجه ابن ابى شيبه فى مصنفه وفى اسناده عمر بن عبدالله المدنى مولى غفرة وهوضعيف وفى اسناده ايضا رجل من ولده عبد الله بن عمر ولا يدرى من هو،

৮৯. মু'আজামে কাবীর, তাবরানী-৮/১৩৩
৯০. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-৫/২৮০

مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 687/404

বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর কোন এক সন্তান ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী এলাকায় ত্রিশ রাত্রি পাহারা দিয়ে ফিরে আসেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি তুমি ফিরে যাও, আর দশদিন পাহারা দিয়ে চল্লিশদিন পূর্ণ কর।

সীমান্ত পাহারাদারী করা

عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَابَطَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ اَجْزَأَتْ عَنْهُ رِبَاطُ سَنَةٍ

مسنداحمدقال الهيثمى رواه احمد والطبرانى من رواية اسماعيل بن عياش عن المديعين وبقيه رجاله ثقات 546/5 والحديث حسن ان شاء الله 362/6 مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 689/405

হযরত উম্মে দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেব্যক্তি কোন মুসলিম সীমান্তে তিনদিন পাহারা দিল তার জন্য এক বছরের পাহারাদারীর সাওয়াব প্রদান করা হবে।[৯১]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِذَا رَابَطْتَ ثَلَاثًا فَلْيَتَعَبَّدِ الْمُتَعَبِّدُوْنَ مَاشَاءُوْا

اخرجه ابن ابى شيبة فى مصنفه وبعال اسناده ثقات، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق 671/398

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, যখন তোমাদের মধ্য হতে

৯১. মুসনাদে আহমাদ-৭/৫০৪

কেউ তিনদিন পাহারাদারী করবে তারপর ইবাদাত যা ইচ্ছা করতে পার। কেননা তোমার ইবাদাতের সমান অন্য কেউ হতে পারবে না।[৯২]

পাহারাদারের নাম কবরে লিখে দেয়া হবে

হযরত শুরাহ্বীল ইবনে সামাত (রা.) বলেন যে, আমি পারস্যের একস্থানে পাহারারত অবস্থায় ছিলাম, অধিক সংকটময় মূহুর্ত যাচিছল, এমতাবস্থায় হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর আগমন হল। তিনি বললেন হে ইবনে সামাত! আমিকি তোমাকে এমন এমন হাদীস শোনাবো, যা তোমার পাহারার কাজে উৎসাহ যোগাবে?

তাহলে শোন! আমি রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন পাহারা অবস্থায় একদিন একরাত অতিবাহিত করা একমাস তাহাজ্জুদ পড়া থেকে উত্তম। যদি ঐব্যাক্তি এ অবস্থায় মারা যায় তবে সে কবরের আযাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে এবং তাঁর কবরে লিখে দেয়া হবে যে, এব্যাক্তি পাহারাদানকারী এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ ইবাদাতগুলো কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি হতে থাকবে।

পাহারাদার মুনাফেকী থেকে মুক্ত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণীত, রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বর্ণনা করেন, যেব্যাক্তি পাহারাদানের নিয়াত করলো তাঁর উভয় চক্ষুর বরাবর কপালের মাঝে লিখে দেয়া হবে, এইব্যাক্তি মুনাফেকী থেকে মুক্ত। যখন ঐব্যাক্তি পাহারার উদ্দেশ্যে আপন ঘর থেকে বের, হবে তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর হিফাজতের জন্য ফিরিশতা নির্দ্ধারণ হয়ে যাবে। অতঃপর সে যখন পাহারার স্থানে উপস্থিত হবে তখন তাঁর সমস্ত দু'আ কবুল করা হবে। যদি ঐ অবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যু হয় তবে কিয়ামতের দিন শহীদ হিসেবে উত্থিত হবে এবং ত্রিশজনের জন্য সুপারিশ করবে। আর যাকে কতল করা হবে সে শহীদ হিসেবে তো উঠবেই সাথে সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করবেন।

৯২. মুসান্নেফে ইবনে আবী শাইবা-৪/৫৮৩

জান্নাতের সুসংবাদ

হযরত সাহাল বিন সালেহ (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধে গমনকালে একস্থানে এসে ঘোষণা করলেন, কে আছো আজ রাতে আমাদের এ ঘাঁটি পাহারা দিবে? এলান শুনে সাফওয়ান বিন আবদে ক্বায়েস (রা.) দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আমি পাহারাদান করবো। অন্ধকারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বসে যাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার পাহারাদারের জন্য ঘোষণা দিলেন। সাফওয়ান (রা.) পূণঃরায় দাঁড়িয়ে লাব্বাইক বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? তিনি উত্তরে বললেন, আমি ইবনে আব্দে ক্বায়েস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন বস! পূণঃরায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহারাদানের জন্য ঘোষণা দিলেন এবারও হযরত সাফওয়ান (রা.) দণ্ডায়মান হলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পূণঃরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে ? তিনি বললেন, আমি আবু সাব্বা'আ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও তোমরা অমুক অমুক স্থানে গিয়ে পাহারাদান কর। একথা শুনে হযরত সাফওয়ান (রা.) উঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আমিই প্রত্যেকবার আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। মুশরিক জাসুসের (গোয়েন্দা) ভয়ে প্রত্যেকবার কুনিয়াত (উপনাম) ও লকবের (উপাধী) মাধ্যমে নামের পরিবর্তন করেছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি কেউ এমন ব্যাক্তিকে দেখতে চায় যে আগামীকাল জান্নাতের বাগানে বিচরণ করবে, তবে এব্যাক্তিকে দেখে নাও।

সাহাবী হযরত সাফওয়ান (রা.) সুসংবাদ শুনে সোজা নিজের ঘরে চলে গেলেন এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে স্ত্রীকে সুসংবাদ প্রদান করে আপন ঘর থেকে বের হতে উদ্যত হলেন। স্ত্রী এসে দামান ধরে বিনয়স্বরে বললেন, হে স্বামী ! আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ? হযরত অত্যন্ত দ্রুততার সাথে দামান ছাড়িয়ে সামনে চলে গেলেন এবং ভিন্ন দিকে মুখ

ফিরিয়ে বললেন, 'আল্লাহ্ হাফেজ' আমি চলে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ্ কিয়ামতের দিন জান্নাতে সাক্ষাত হবে। পরেরদিন এ মহান ব্যাক্তি শাহাদাতের সুধা পান করে জান্নাতে চলে যান।

কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় প্রার্থণা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিনিদ্র থাকা, সাহাবায়ে কিরামের সর্বদা সশস্ত্র থাকা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বদা অস্ত্রসজ্জিত থাকা এ কারণে নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের ভয় করতেন বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মানবজাতির মাঝে সবচেয়ে বেশী সাহসী ও বাহাদুর ছিলেন।[৯৩]

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে আল্লাহ্! আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকল প্রকার কাপুরুষতা, অলসতা, অক্ষমতা ও বৃদ্ধকালীন দুর্বলতা থেকে এবং আরো আশ্রয় প্রার্থণা করছি জীবন-মরনের সকল অনিষ্টতা থেকে এবং বিপজ্জনক কবরের আজাব থেকে।[৯৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তো কাপুরুষতা থেকে এমন আশ্রয় প্রার্থণা করতেন, যেমন কুফর ও শিরক থেকে করতেন।

হযরত সাহাবায়ে কিরাম ভীরুতা ও কাপুরুষতাকে বহু ত্রুটি ও রোগ মনে করতেন। এইজন্য একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে আবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। কারণ আমার মাঝে ভীরুতা-কাপুরুষতা ও অধিক নিদ্রার রোগ রয়েছে।

৯৩. সহীহ বুখারী শরীফ-১/৩৯৫
৯৪. সহীহ বুখারী শরীফ-১/৩৯৬

রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম তাঁর জন্য দু'আ করলেন। যার ফলে সে কাপুরুষতা ও অধিক নিদ্রার ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করেন।[৯৫]

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম কাপুরুষতা এবং কৃপণতাকে পুরুষের জন্য ধ্বংসাত্মক ব্যাধী বলে উল্লেখ করেছেন। বিধায় এই ধারণা করা মহা পাপ যে, রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সশস্ত্র হওয়া এবং পাহারাদারী করা কাফিরদের ভয়ের কারণ ছিল। অনুরূপ রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ও সাহাবায়ে কিরামের সশস্ত্র হওয়া, পাহারার ব্যবস্থা করা (নাউযুবিল্লাহ) তাকওয়া-তাওয়াককুল কম হওয়ার কারণেও নয়। রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম অপেক্ষা বড় ঈমানদার আর কে হবে? সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর ঈমানের দৃঢ়তা তো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকে বর্ণনা করেছেন।

দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের সামনে সাহাবায়ে কিরামের ঈমানকে মাপকাঠি রাখা হয়েছে। তাঁদের ঈমানের মত ঈমান প্রস্তুত করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। এখন বিবেচনার বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর ঈমান এত উঁচু ও উন্নত যে সেপর্যন্ত অন্য কোন নবী-রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এমনকি নৈকট্যশীল ফিরিশ্তাগণও পৌঁছতে পারবে না। সেই নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম কেন অস্ত্র হাতে নিলেন? আপন হুজরায় সশস্ত্র সাহাবাদের পাহারা বসালেন? যুদ্ধের ময়দানে পবিত্র শরীরে লৌহবর্মে আবৃত করলেন, মাথা মুবারকে কেন শিরস্ত্রাণ পরতে গেলেন?

এরপরও কি কোন বিবেকবান ব্যাক্তি বলতে পারে যে, অস্ত্র ধারণ করা নবীর মর্যাদা পরিপন্থী? যেমনটি আজ ওলামাদের মর্যাদা পরিপন্থী বলা হয়। বলা হয় পাহারাদারী তো তাওয়াক্কুল ও বীরত্বের পরিপন্থী (নাউজু বিলাহ) শরীর ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার ভয়ে গায়ে লৌহবর্ম, মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিধান করা দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক। (নাউজু বিল্লাহ)

---

৯৫. খাসায়েসুল নববী-১৩৪

মূলতঃ উলিখিত সমস্ত কিছু রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম একমাত্র আল্লাহ তা'আলার আদেশে তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই করেছেন। মুহাদ্দেসীনে কিরাম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম আপন শরীরে দু'টি লৌহবর্ম এজন্য পরিধান করেছেন যাতে উম্মতের মাঝে হিফাযত ব্যবস্থারপ্রতি গুরুত্ব বুঝে আসে এবং উম্মত তার পদ্ধতি শিক্ষা করতে পারে। রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম মাথা মুবারকে লোহার শিরস্ত্রাণ পরেছেন, যাতে উম্মত মাথার সংরক্ষণ থেকে বিমুখ না হয়ে যায়। রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম সর্বদা এজন্যই অস্ত্র ধারণ করেছেন, যাতে কাফেররা মুসলমানদের দুর্বল-অসহায় না ভাবে বরং সর্বাবস্থায় মুসলমানদের দেখে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে।

রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম যুদ্ধের প্রস্তুতি এজন্যই নিয়েছেন যে, রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ও তাঁর আনীত দীন দুনিয়াতে পরাস্ত হওয়ার জন্য আগমন করেনি ; বরং সমস্ত কুফর ও শির্ককে পরাভূত করে স্বগৌরবে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী থাকার জন্য আগমন হয়েছে। যার বর্ণনা রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এভাবে করেছেন যে, আমার নাম ماحى (নির্মূলকারী)। অর্থাৎ আলাহ তা'আলা সমস্ত কুফর-শিরককে দুনিয়ার বুক থেকে নির্মূল করার জিম্মাদারী আমাকে প্রদান করেছেন।

দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মূল্যবান বস্তু সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন স্বর্ণ-রৌপ্য হিফাজতের জন্য কত কি করে থাকে! এমনকি পায়ের জুতাকেও সংরক্ষণের জন্য মসজিদে বহু ব্যবস্থা করে থাকে। ব্যাংক ও ব্যাবসা কেন্দ্রে সংরক্ষণের জন্য সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। বাসভবন, দোকান ও অফিস-আদালত সংরক্ষণের জন্য শুধু দরজার উপরই নির্ভর করা যায় না; বরং তার জন্য মজবুত তালা ও দারোয়ানের ব্যবস্থা রাখা হয়। কিন্তু কেউ তাকে খারাপ মনে করে না। শরী'আতে হিফাজত ব্যবস্থায় পাহারাদারীর জন্য কুকুর রাখাকে জায়েয করা হয়েছে। দুনিয়ার এই তুচ্ছ সম্পদের জন্য যখন সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে উত্তম ও জরুরী মনে করা হয়, তখন আল্লাহ তা'আলার মনোনীত দীন ও দীনের অনুসারী মুসলমান এবং দীনের ধারক-বাহক ওলামায়ে কেরাম তো ঐ সমস্ত বস্তু অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান।

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জত নামক এ মহামূল্যবান তিনটি সম্পদ দান করেছেন। সাথে সাথে এগুলোকে সংরক্ষণের জন্য বিধানও প্রদান করেছেন। মুসলমান যদি ইসলামী বিধান অনুযায়ী নিজেদের হেফাজত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে কাফিররা মুসলমানের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পাবে না।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের আলোচনা করেছেন, যাতে মুসলমান ভালভাবে তাদের শত্রু ও বন্ধুদের চিনে নেয়। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জানিয়ে দিয়েছেন, কে বড় শত্রু কে ছোট! কার শত্রুতার কি পদ্ধতি। এ বিষয়ে কুরাআনে বহু আয়াত বিদ্যমান, উপমাস্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করছি।

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশ্‌রিকদেরকে পাবেন।[৯৬]

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

তারা তোমাদের সাথে সাধ্যপরিমাণ যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে তোমরা দীন থেকে ফিরে দাঁড়াও। যতক্ষণ তাদের সামর্থ্য থাকবে।[৯৭]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا

مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা মু'মিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধন করতে কোনপ্রকার ত্রুটি করেনা, তোমরা কষ্টে থাক তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে ওঠে। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য।[৯৮]

---

৯৬. সূরা মায়েদা-৮২
৯৭. সূরা বাকারা-২১৭
৯৮. সূরা আল-ইমরান-১১৮

এ বিষয়ে অসংখ্য আয়াত কুরআনে পাকে বিদ্যমান রয়েছে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য মুসলমানদের পূর্বথেকে কাফিরের চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত করা এবং সর্বোচ্চ সতর্ক করা যে, কাফিররা কখনো মুসলমানদের অবস্থার উপর তুষ্ট নয়, তাদের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা ইসলাম ও মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করা।

ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনরা সূচনালগ্ন থেকেই ইসলামকে নির্মূল করার জন্য বহুমুখী চক্রান্ত করে আসছে। এমনকি রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করার জন্য পর্যন্ত ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে বহু চেষ্টা তারা করেছে। কখনো খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে, উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করে, যুদ্ধের ময়দানে সম্মিলিত হামলার মাধ্যমে, কখনো বা এককভাবে ঘোড়া প্রস্তুত করে, বর্ষা তৈরী করে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় শিয়রে তলোয়ার উঠিয়েও শহীদ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সকল চক্রের মোকাবেলায় রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। কারণ মহান আলাহ তা'আলা আল-কুরাআনে শুধু কাফিরদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও মোসলিম বিদ্বেষের কথাই উল্লেখ করেননি, সাথে সাথে এমন কর্ম-পদ্ধতিকে ইবাদাত আখ্যায়িত করেছেন, যার মাধ্যমে কাফেরের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ ও ইসলাম চিরবিজিত হবে। কুফরীর রাজপ্রাসাদে ইসলামের হেলালী ঝাণ্ডা উড্ডীন হবে। ইসলাম ও মুসলমান সম্মানজনক নিরাপত্তার সাথে মহান প্রভুর ইবাদাত করতঃ ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৃথিবীকে শান্তিময় রাজ্যে পরিণত করবে।

নামাযের সময় অস্ত্র রাখার বিধান

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সামাজিক অবকাঠামো সংরক্ষণের সাথে সাথে প্রত্যেককে ব্যাক্তিগতভাবেও কাফিরদের থেকে আপন দীন, জান-মাল ও ইজ্জতের হিফাজতের সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন। যার অসংখ্য প্রমাণ কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান। পবিত্র কালামে আল্লাহ তা'আলা কোন নামাযীকেও শত্রু থেকে সম্পূর্ণ গাফেল হয়ে একমাত্র আলাহর উপর ভরসা করার জন্য বলেননি, বরং শত্রু হামলার আশংকার সময় 'সালাতুল খাওফ'-এর বিধান প্রদান করেছেন। মসজিদে অস্ত্র রাখার জন্য মিহরাব তৈরির আদেশ প্রদান করেছেন।

মহান আলাহ্ ইরশাদ করেন-

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً

আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন অতঃপর নামাযে দাঁড়ান, তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অতঃপর যখন তারা সিজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল আসে, যারা নামায পড়েনি। অতঃপর তারা আপনার সাথে নামায পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। কাফিররা চায় তোমরা কোনরূপে অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে।[৯৯]

আয়াত থেকে এমনটি মনে করার অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের পর এখন 'সালাতুল খাওফ'-এর বিধান রহিত হয়ে গেছে। কারণ, তখনকার প্রেক্ষাপটে আয়াতে এ বিধান বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্যমান থাকলে ওজর ব্যাতীত অন্য কেউ নামাযে ইমাম হতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর এখন যে ইমাম হবেন, তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং 'সালাতুল খাওফ' পড়াবেন। কাফিরদের আগ্রাসনও আক্রমণ যেমন অব্যাহত রয়েছে অনুরুপ ফিকাহবিদগণের মতে 'সালাতুল খাওফ'-এর বিধান এখনও রয়েছে।

কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বিবরণী ও দুনিয়ার বাস্তব অবস্থা একথাই প্রমাণ করে যে, কাফির সর্বাবস্থায় মুসলমানদের দিকে ওঁৎ পেতে বসে আছে। কখন তারা অস্ত্র থেকে বিমুখ হয়, এটাই কাফিরদের সর্বক্ষণের কামনা।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও আকাঙ্খা কী? আল্লাহ বলেন-

৯৯. সূরা নিসা-১০২

وَيُرِيدُ اللّٰهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِينَ

আল্লাহ চান সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে।[১০০]

তার বাস্তবায়নের জন্য ইরশাদ হচ্ছে-

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعاً

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অস্ত্র ধর এবং পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়।[১০১]

মু'মিনদের অগ্রসর হওয়ার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নিজের কুদরতকে প্রকাশ করেন। মুসলমানদের ময়দানে রেখে স্বয়ং কুদরতী হাতে কাফিরদের মূল কর্তন করেন।

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করেছেন, আর তুমি (মাটির মুষ্ঠি) নিক্ষেপ করনি, যখন তারা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং যেন তিনি ঈমানদারদের প্রতি এহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী পরিজ্ঞাত।[১০২]

মূলতঃ কাফিররা মুসলমানদের চীরশত্রু! তারা ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য ধোঁকা, মিথ্যা ও প্রতারণামূলক হাজারো ষড়যন্ত্রের পথ অবলম্বন করছে।

বাদশাহ্দের পরাস্ত করাণার্থে আপন স্ত্রী-কন্যার সতীত্ব বিসর্জন করতে পর্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করছে না। সাথে সাথে অস্ত্র ও সৈন্য তৈরির জন্য কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে। এ সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কবল থেকে মুসলিম উম্মাহ্কে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহ বহুবিধ বিধান প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান হল, কাফিরদের

১০০. সূরা আনফাল-৭
১০১. সূরা নিসা-৭১
১০২. সূরা আনফাল-১৭

অন্তরে ভীতি সঞ্চার করার জন্য সাধ্যপরিমাণ যুদ্ধসামগ্রী প্রস্তুত করা, উন্নত থেকে উন্নততর অস্ত্র সংগ্রহ করা। উল্লিখিত কর্ম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাফিরদের অন্তর কম্পিত ও সন্ত্রস্ত হবে। তারা মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জতের উপর হস্তক্ষেপ তো দূরের কথা চোখ তুলে তাকানোরও সাহস পাবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

আর প্রস্তুত কর কাফিরদের সাথে যুদ্ধের জন্যে যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি-সামর্থের মধ্য হতে এবং পালিত ঘোড়া থেকে যাতে প্রভাব পড়ে, ভীতির সঞ্চার হয় আল্লাহর শত্রুদের উপর, আর তোমাদের শত্রুদের উপর।[১০৩]

আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণীত হয় যে, মুসলমানদের জন্য সর্বাবস্থায় অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধসামগ্রী প্রস্তুত রাখা অত্যাবশ্যক। বিশেষভাবে যখন কাফির কর্তৃক হামলার সমূহসম্ভবনা না থাকে, তখন অস্ত্র-শস্ত্র ও সামগ্রী সংগ্রহের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। তাবুক যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রতিরক্ষার জন্য এবং রোমানদের সম্ভাব্য হামলা মোকাবেলা করার জন্য নজিরবিহীন প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন ও সাহাবায়েই কিরামদের থেকে ব্যাপক অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন, বিপুল অস্ত্র ক্রয় করে প্রচণ্ড গরমের মাঝে দীর্ঘ ভ্রমণ করে হামলার আশংকা দূরীভূত করে দিয়েছেন, যা হয়তো পরে বিরাট আকারে আঘাত হানার আশংকা ছিল। পূর্ব প্রস্তুতির কারণে এই যুদ্ধে সংঘাত হয়নি। তথাপি যারা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। সমস্ত মুসলমানদেরও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার আদেশ প্রদান করেছেন। অবশেষে পঞ্চাশদিন পর আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবাহ্ কবুল করেন।

১০৩. সূরা আন'আম-৬০

অস্ত্রের প্রতি রাসূল সা.-এর মুহাব্বত

মক্কার এক দুরাচার খালেদ বিন সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শহীদ করার জন্য মদীনার নিকট এসে এক মজবুত ঘাঁটি করেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেয়ে ৫ই মুহাররম ৪র্থ হিজরীতে হযরত আনাস (রা.)- কে পাঠালেন হতভাগাকে হত্যা করার জন্য। হযরত আনাস (রা.) সাফল্যের সংবাদ নিয়ে এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং পুরস্কার হিসেবে একটি হাতিয়ার উপহার দিলেন।

স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্ত্র ক্রয় করতেন। বুখারীর বিশুদ্ধ বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে,

فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلى اَهْلِه نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَابَقِيَ فَيَجْعَلُه مَجْعَلَ مَالِ اللهِ وَفِي الحاشية مَجْعَلَ مَالِ اللهِ بِاَنْ يَجْعَلَه فِيْ السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বণী নজীর থেকে প্রাপ্ত সম্পদ পরিমাণমত উম্মাহাতুল মু'মিনদের দিয়ে বাকি অংশ যুদ্ধের অস্ত্র ও ঘোড়া ক্রয়ে ব্যয় করতেন এবং মুসলমানদের উপকারার্থে ব্যবহার করতেন।[১০৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্ত্রকে মুহাব্বাত করতেন, অস্ত্র দ্বারা আত্মতৃপ্তি অর্জণ করতেন। আরবের বিখ্যাত ও উন্নত তলোয়ার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিল। সর্বদা অস্ত্র বৃদ্ধির এক চিন্তা-ফিকির করতেন। বদর যুদ্ধের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় মুসলমানদের নিকট মাত্র দু'টি ঘোড়া, আটটি তরবারী ও সামান্য কিছু সামগ্রী ছিল। অল্পদিনের ব্যবধানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্যই সংগ্রহ করে ছিলেন এগারটি তলোয়ার, আটটি বর্শা, ছয়টি কামান, দু'টি তীর রাখার থলি, দু'টি লোহার শিরস্ত্রাণ, সাতটি যুদ্ধ পোশাক, চারটি ঢালসহ যুদ্ধে যাওয়ার ঘোড়া, খচ্চর, উট, উটনি

১০৪. সহীহ বুখারী শরীফ- ২/৫৭৫

ইত্যাদি। উলামাদের জন্য অস্ত্র তাওয়াককুল পরিপন্থী ধারণাকারীদের এ সমস্ত বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈ ও সম্মানিত ওলামায়ে কিরাম সশস্ত্র পাহারা বেষ্টনিতে নামায পড়িয়েছেন। আত্মরক্ষা ব্যবস্থা থেকে সামান্য বিমুখ হননি। কারণ তাঁরা জানতেন ইসলামের ইজ্জত মুসলমানদের ইজ্জত, হিফাজত ও অগ্রযাত্রা তার উপর নির্ভর করে। যদি মুসলমান দুর্বল, নিরাপত্তাহীন হয়ে যায়, তবে ইসলামী বিধানাবলীও অরক্ষিত, বিনষ্ট হয়ে যাবে।

হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ, হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর মত উঁচুপর্যায়ের ইমাম ও বুযূর্গ নিজ হাতে অস্ত্রধারণ করেছেন, যুদ্ধের ময়দানে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন। এই আমলের কারণে হাসান বসরী (রহ.)-এর ইলমী যোগ্যতা কমেনি, মর্যাদার দিক থেকেও সামান্য নীচু হননি। তাসাউফ-তাকওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্ব জুড়ে অসংখ্য খ্যাতি রয়েছে। ইসলাম বিদ্বেষী বাদশাহরা বলত, বুযূর্গী ও অস্ত্রধারণ তো দু'টি পৃথক জিনিস, আপনি কেন এই অস্ত্র উত্তোলন করেছেন? সমস্ত তিরস্কারকে পায়ের নিচে দাফন করে ইমাম হাসান বসরী (রহ.) জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত জিহাদের কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন।

তাবেঈদের পর সম্মানিত ওলামায়ে কিরাম মুহাদ্দিস ও বড় বড় ফিকাহবিদগণ পাহারার ব্যবস্থা করেছেন, নিজ হাতে অস্ত্রধারণ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাবুরক (রহ.)-এর মত বড় মুহাদ্দিস ইমাম, আওজায়ী (রহ.)-এর মত বড় ফিকাহ্বিদগণও যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছিয়ে থাকেননি। পূর্বসূরী সকলেই ইলমী খিদমত করেছেন, তাসনিফাতের কাজ করেছেন। তাজকিয়ার কাজ করেছেন। সাথে জীবনের একটি বড় অংশ জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন। তাদের মধ্যে হাজার হাজার ওলামায়ে কিরাম শাহাদাত লাভ করেছেন। কেউ অস্ত্রকে ইলম পরিপন্থী ও জিহাদকে বুযূর্গীর খেলাফ মনে করেননি।

বর্তমান ইসলামী লেখকদের লেখা, কতুবখানা ও প্রকাশনা এমন হয়েছে যে, তার মাঝে জিহাদের ফযীলত, জিহাদের বিধি-বিধান উল্লেখ নেই। কেউ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলে রাষ্ট্রীয়ভাবে মানব বিবেকে তাকে অপরাধী মনে করা হয়। অথচ আমাদের পূর্বপুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল

জিহাদের কারণে ইলমের বরকত হয়, সাহাবায়ে কিরাম কুরআনে পাকে যা শোনতেন তা বাস্তব ময়দানে দেখতেন, তাদের সামনে আল্লাহ্র রহমত ও সাহায্য একটি উপভোগযোগ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

শেষ যুগে এসে ওলামায়ে হিন্দ একই পথ গ্রহণ করে দুনিয়ার নক্ষত্র হয়ে রয়েছেন, ইলমের নমুনা সৃষ্টি করেছেন। উপমহাদেশের তাসাউফ সম্রাট হাজী ইমাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.) হুজ্জাতুল ইসলাম কাশেম নানুতবী (রহ.), ফকীহুলমিল্লাত আবূ হানীফা সানী, হযরত মাওলানা রশীদ আহ্মদ গাঙ্গুহী (রহ.) বরকতুল আসর হযরত মাওলানা হাফেজ যামেন শহীদ (রহ.), ইমামুয যামান হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আহমদ শহীদ (রহ.) আলেমে রব্বানী হযরত মাওলানা শাহ্ ইমাঈল শহীদ (রহ.) হাতে অস্ত্র ধারণ করেছেন, ময়দানে অবতরণ করেছেন। আহ্লে ইলমদের এ কাফেলা মসজিদ-মাদ্রাসার মাঝে জিল্লতীর জীবন-যাপন করার চেয়ে ইজ্জতের মৃত্যুকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁরা ময়দানে অবতরণ করে ইংরেজদের মুকাবেলা করেছেন। আফসোস! শত আফসোস نبی السیف 'তলায়ার ওয়ালা নবীর' উম্মত আজ তলোয়ারের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করছে। আল্লাহ্র হুকুমের প্রতি অনীহা প্রকাশ করছে। যে মিম্বর থেকে আসমা নামী ইয়াহুদীকে হত্যার হুকুম হয়েছে, ঐ মিম্বর থেকে দীনের ধ্বংস দেখে ধর্মের সবক প্রচারিত হচ্ছে না, যে মিম্বর থেকে কায়াব বিন আশরাফের হত্যার নির্দেশ হয়েছে। সে মিম্বর থেকে সালমান রুশদী, আহ্মদ শরীফের মত মুরতাদদের হত্যার বিধান-প্রদান করা হয় না।

নফস ও শয়তান থেকে মুজাহিদ নিজেকে পাহারা দান

সশস্ত্র পাহারা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী কিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম সশস্ত্র পাহারার আমল করেছেন কিনা এ বিষয়ে আলোচনার পর এখন পাঠকবৃন্দের নিকট মুজাহিদগণের অন্য আরেক প্রকার পাহারার কথা তুলে ধরছি-যা সশস্ত্র পাহারা থেকেও অত্যন্ত কঠিন, বাহ্যিক শত্রুর চেয়েও বিরাট শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান সে শত্রু।

পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ (রহ.) একদা মুজাহিদের বড় বড় জিম্মাদারদের এক খুসূসী বৈঠকে গোপন পাহারার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেন।

মুফতী সাহেব বলেন, মুজাহিদগণ সশস্ত্র পাহারার মাধ্যমে ও সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে বহু পূণ্য অর্জণ করছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। মুজাহিদগণের ভয়ে সারা দুনিয়ার তাগূত কম্পিত। বিশাল বিশাল পরাশক্তি তাদের হাজার হাজার সাঁজোয়া যান ও হাওয়াই জাহাজের বহর নিয়েও ভুখা-নাঙ্গা অল্প সংখ্যক মোজাহিদের মোকাবিলায় টিকতে পারছে না। রাশিয়ার মত পরাশক্তি লেজগুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। এ সমস্ত বিজয়ের আনন্দপূর্ণ মূহুর্তে আরেক পরাশক্তি অদৃশ্য আক্রমণ করে বিগত সময়ের সমস্ত বিজয়কে পরাজয়ে রুপান্তরিত করে দিবে। সে দুই পরাশক্তি আমেরিকা-রাশিয়ার মত পরাশক্তির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। দুনিয়ার শক্তিগুলোর কাছে এমন কোন বাহিনী নেই যা মানুষের অন্তরে ঢুকে মনোবলকে ভেঙ্গে দিবে, এমন কোন বোমা নেই যে বোমার দ্বারা মুজাহিদগণের পূণ্যেরস্তুপকে ধ্বংস করে দিবে। কিন্তু এ দুই পরাশক্তি মুজাহিদগণের পিছনে বিশেষভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যে, সুযোগ পেলেই আঘাত হেনে বসবে পূণ্যেরস্তুপে, শ্রম দিয়ে, রক্ত দিয়ে, হাজারো কষ্ট সহ্যকরে অর্জিত নেক আমলকে মূহুর্তের মাঝে ধ্বংস করে দিতে পারে। সে পরাশক্তি দু'টি হল 'মারদূদ শয়তান'- কিয়ামত পর্যন্ত যার হায়াত, যে কোন প্রকার আকৃতি সে ধারণ করতে পারে। আর অপরটি 'নফস আম্মারা'- যা সর্বদা সাথে থাকে, মন্দ কাজের প্রবঞ্চনা দেয়।

মুফতী সাহেব বলেন, মুজাহিদগণের জন্য সশস্ত্র পাহারা যেমন অপরিহার্য, জিহাদ করা যেমন ফরয। এই দুই পরাশক্তির মোকাবেলা করা, তাদের পক্ষ থেকে পাঠানো বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য জীবন বেলার শাহী তোরণে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় দাঁড়িয়ে পাহারাদান করাও তদাপেক্ষা অধিক জরুরী ও ফরয। তাই আমি আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ মুজাহিদ বন্ধুদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি উপদেশবাণী ধারাবাহিকভাবে নাম্বার দিয়ে উল্লেখ করছি এ বিষয়গুলোর উপর আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আমাকে এবং সমস্ত মুজাহীদকে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন!

এক.

রেজায়ে মাওলা

জিহাদ যত প্রকারই হোক না কেন আবূ দাউদের বর্ণনা মতে জিহাদ তিন প্রকার. جاهدوا باموالكم وانفسكم والسنتكم জিহাদ করবে মালের বিনিময়, জানের বিনিময় বা জবান দ্বারা জিহাদের প্রতি উৎসাহের মাধ্যমে। এই তিন অবস্থার যে কোন অবস্থাই সামনে আসুক সমস্ত কিছুর মূল্যে থাকতে হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি।

আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বপ্রথম কাজ হলো, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় পাহারা দান করা। গভীরভাবে লক্ষ্য রাখা যে, কোন গুনাহ নিজের আমলের মাঝে প্রবেশ করে জিহাদের রূহকে ধ্বংস করে দেয় কি না! সামান্য থেকে সামান্য গুনাহের কারণে জিহাদের পথ থেকে চিরতরে বঞ্চিত হতে হয়। অনেকেই জিহাদের ময়দানে বীর-বাহাদুর, ময়দান কাঁপানো শাহ সাওয়ার, গগন কাঁপানো বক্তা-এক নামে যার দুনিয়াব্যাপী প্রসিদ্ধি। কিন্তু হৃদয় গহীনে সামান্য বড়ত্ব-অহংকারের কারণে সমস্ত ইবাদাত ধ্বংস হয়ে আখিরাতের মুসাফির হয় শূণ্য হাতে।

দুই.

জিকরুল্লাহ

মুজাহীদগণের জন্য আল্লাহর যিকির অধিক পরিমাণ করা জরুরী। কারণ যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদগণের কদম সুদৃঢ় করেন, বিজয় ও সাহায্য সুনিশ্চিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন কাফিরবাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, যাতে তোমাদের উদ্দেশ্যে কতৃকার্য হতে পার।[১০৫]

---

১০৫. সূরা আনফাল-৪৫

মু'মিনের জন্য জিহাদের ময়দানে দৃঢ়পদ থাকার জন্য সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো, وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيراً 'অধিক পরিমাণ আপন প্রভুর স্মরণ করা' এ আমলের বিকল্প কোন হাতিয়ার নেই, এই হাতিয়ার পূর্ণ হলে বাহ্যিক হাতিয়ার স্বল্প হলেও لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'নিশ্চিত বিজয় তোমাদের জন্য।'

জিহাদ দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্প্রেমের সবচেয়ে বড় নিদর্শণ। আপন জান-মাল, স্ত্রী-পুত্র সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়া একমাত্র আল্লাহর জন্য, এরচেয়ে অধিক মুহাব্বাতের নিদর্শন আর নেই। দুনিয়ার শাশ্বত বিধান হল ত্যাগ ও কুরবানীর সময় মাহবুবার নাম স্মরণ করার দ্বারা কষ্ট লাঘব হয়, মাহবুবারও অধিক নৈকট্য অর্জণ হয়। দুনিয়ার শতসিদ্ধ বিধান হল من احب شيئا اكثر ذكره 'মুহাব্বাতকারীর জন্য জরুরী হল তার মাহবুবাকে অধিক স্মরণ করা। আমাদের মাহববুকে হাকীকী আল্লাহ তা'আলা। যুদ্ধের ময়দানে তাঁর অধিক স্মরণ দ্বারা কষ্ট লাঘব হয়, বিজয়-সাহায্য সুনিশ্চিত।

তিন.

সবর ও মুজাহাদা

পূর্বযুগের নবী (আঃ) ও তাঁদের উম্মতগণ জিহাদ করেছেন। আলাহ্ তা'আলা তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনা সামরিক অবস্থান, উম্মতে মুহাম্মদীর শিক্ষার জন্য উল্লেখ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেন -

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِينَ

আর বহু নবী ছিলেন যাদের সঙ্গী-সাথীরা অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে। তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে আল্লাহ তা'আলা তাদের ভালোবাসেন।[১০৬]

---

১০৬. সূরা আল-ইমরান-১৪৬

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

তারা আর কিছুই বলেনি, শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে, আমাদেরকে দৃঢ় রাখ এবং কাফিরদের উপর সাহায্য ও বিজয় দান করো।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, জিহাদের পথ অত্যন্ত কঠিন। এপথে নবী ও তাঁর সঙ্গীদেরও দুঃখ-মসিবত এসেছে, কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদকারীদের উপর দুঃখ মসিবত আসতেই থাকবে। তবে সর্বাবস্থায় মুজাহিদকে আপন মিশনের উপর দৃঢ়পদ থাকতে হবে। দৃঢ়পদ থাকার আমল দু'টি।

প্রথমত. যবানে থাকতে হবে অধিক পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার যিকির, আর অন্তরে থাকতে হবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ফিকির, স্মরণ করতে হবে وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ অর্থাৎ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُجَاهِدِينَ আলাহ মুজাহিদকে ভালবাসেন। জিহাদের কাজ আল্লাহ্ নিকট অধিক প্রিয় বিধায় একাজে যেন কোনপ্রকার ক্রুটি না হয়ে যায়-পাহারা দিতে হবে সর্বদায়, আল্লাহ্র মুহাব্বাতের পাত্র আমাকে হতে হলে কি পরিমাণ সত্যতা প্রয়োজন!

দ্বিতীয়ত. নাফরমানী তথা সমস্ত গুনাহের কাজগুলোকে পরিহার করতে হবে। আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষার মাঝে আপন জীবনকে গুছিয়ে আনতে হবে।

চার.

সর্বদা গুণাহ থেকে বেঁচে থাকা

সাহাবায়ে কিরাম জিহাদে যাওয়ার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ও খোলাফায়ে রাশেদা মুজাহিদগণকে তাকওয়া, পরহিজগারী, গুণাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকার জোর তাকীদ প্রদান করতেন। আল্লাহ্র যিকির ও নেক আমলের প্রতি অধিক পরিমাণ গুরুত্ব

প্রদান করতেন। কারণ, রূহ ব্যাতীত যেমন মানুষ চলতে পারে না, তদ্রুপ এ সমস্ত আমল ব্যাতীত জিহাদ চলতে পারে না।

পাঁচ.

তাওয়াক্কুল

জিহাদের ক্ষেত্রে ক্ষমতা, অস্ত্র, অভিজ্ঞতা ও সংখ্যাধিক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না, সর্বদা কৃতজ্ঞ দৃষ্টি রাখবে এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থণায় মুহ্তাজী দৃষ্টি রাখবে। বস্তুর প্রতি দৃষ্টি প্রদর্শনকারীর পতন অনিবার্য। হুনাইনের যুদ্ধ তার বাস্তব প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে থাকা সত্ত্বেও প্রথম পরাজয়ে মুসলমান দিশেহারা হয়ে যায়। পরক্ষণেই মাত্র কয়েক জনের দৃঢ়তা, আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষীতার কারণে পূর্ণ বিজয় ফিরে আসে। মুজাহিদগণের কদম মজবুত সুদৃঢ় হয়ে যায় আর কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয় ফলে দিশেহারা হয়ে তারা পলায়ন করে।

ছয়.

আমলের হিফাজত

দুনিয়ার মাঝে বস্তু যতবেশী গতিসম্পন্ন হয়, বিভ্রান্তে তার ক্ষতিও ততবেশী হয়। যেমন বাইসাইকেল ও রিকসার এক্সিডেন্টে কারো প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকে না। অনুরূপ একই স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ারই বস্তু উড়োজাহাজ। তার গতি অধিক দ্রুত, তাই তার বিভ্রান্তে বা এক্সিডেন্টে একজনেরও প্রাণ রক্ষা পায় না, কেউ বেঁচে গেলেও তা অলৌকিক, কিরামত ও খোদায়ী নিদর্শণ মনে করা হয়। ঠিক তদ্রূপ জিহাদ একটি অত্যন্ত গতিপূর্ণ ইবাদাত-যা মূহুর্তের মাঝে বান্দাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اَلْجِهَادُ مُخْتَصَرُ طَرِيْقِ الْجَنَّةِ ‘জিহাদ জান্নাতের সংক্ষিপ্ত পথ।’ তাই তারা পরিচালনার ক্ষেত্রে চালক মুজাহিগণকে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত।

দুনিয়ার মাঝে মূল্যবান বস্তুর প্রতি চোরদের অধিক লিপ্সা থাকে। যেমন স্বর্ণ- রৌপ্যের প্রতি চোর সর্বদা লেগেই থাকে আর মনিব এ সমস্ত

বস্তুকে অত্যন্ত যত্নসহকারে রাখে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ সমস্ত সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত ইবাদাত অপেক্ষা উত্তম ও মূল্যবান। হাদীস শরীফে বর্ণীত আছে-

مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَه الْجَنَّةُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে উটের দুধ দোহন পর্যন্ত যুদ্ধ করে তারজন্য জান্নাত ওয়াজিব।

এত মূল্যবান বস্তুকে চুরি করার জন্য শয়তান ও নফস সর্বদা লিপ্ত রয়েছে। তাই এ মূল্যবান ও দ্রুতগতি সম্পন্ন বস্তুটি পাহারা দিতে হবে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায়। মুজাহিদকে সর্বদা বেঁচে থাকতে হবে গীবত-শেকায়েত, অহংকার, ফ্যাসাদ ইত্যাদি থেকে। অন্যথায় এমন ক্ষতি হবে যার মাশুল দেয়ার মত কোন উপায় থাকবে না। নিজের সমস্ত জান-মাল ব্যয় হবে যুদ্ধের ময়দানে, আবার জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনেও জ্বলতে হবে। (আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে) হেদায়েত করুন। আমীন !

আল্লামা রূমী (রহ.) নফস ও শয়তানের চমৎকার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তিনি বলেন, গ্রামের এক অলস লোকের বাড়ীতে চোর প্রবেশ করে আশ্রয় গ্রহণ করে মনিবের খাটের নীচে। বাড়িওয়ালা চোর আসার সামান্য অবস্থা বুঝতে পেরে শুয়ে থেকেই কেরোসিনের বাতিতে আগুন ধরানোর প্রচেষ্টা করল। মালিক আগুন জ্বালাতেই চোর নিচে থেকে দু'আঙ্গুলের মৃদু আঘাতে বাতি নিভিয়ে দিল, মনিব আবারো জ্বালালো, চোর আবার বন্ধ করে দিল। এমতাবস্থায় মনিবের চোখে ঘুম প্রচণ্ড। সে বাতি জ্বলছে না বিধায় আপন ঘুমে বিভোর হয়ে গেল। এ ঘটনা বর্ণনা করে রুমী (রহ.) বলেন, এ চোর হলো নিজের নফস, আপন শরীরে থেকে কখনো দিল ভাল কাজ করতে চাইলে তা নিভিয়ে দিয়ে মনিবকে মন্দের মাঝে ফেলে দিয়ে সমস্ত পূণ্যগুলো চুরি করে নিয়ে যায়।

অপর একব্যক্তি সস্তা মূল্যে কিছু শস্য ক্রয় করে একটি বড় গোলায় জমা করে রেখেছে। গোলাটি ছিল মাটির উপর চতুর্দিক দিয়ে মজবুত বেষ্টনীও বাইরে দরজায় মজবুত তালাবদ্ধ। মনিব দু'দিন পরপর গোলার চার পাশ দেখে আসেন এবং তার মজবুত বেষ্টনির উপর তুষ্ট হয়ে চলে যান। বহুদিন পর শস্যের দাম অধিক হয়েছে, মার্কেটে এখন আর এ বস্তু

কিনতে পাওয়া যায় না। মনিব অত্যন্ত আনন্দের সাথে গিয়ে দরজা খুলে দেখে হায়! দুর্ভাগ্য নিচ দিয়ে মাটি সুড়ং করে বিশাল একদল ইঁদুর এসে সমস্ত শস্য খেয়ে ফেলেছে। এখন আর কোন বস্তু বাকী নেই।

আল্লামা রুমী (রহ.) বলেন, এ ইঁদুরদল হল শয়তান ও তার চেলাচামুণ্ডা। হুঁশ আসবে কিয়ামতের কঠিন মূহুর্তে, তখন কোন উপায় থাকবে না। আল্লাহ আমাদের এ উভয় শ্রেণীর শয়তান থেকে হিফাযত করুন।

সাত.

আল্লাহ তা'আলার শোক্‌রগোজারী

অন্তর গহীনে এ ধারণা পোষণ করতে হবে যে, বান্দা ভাল-মন্দ যা কিছু করে সমস্ত কিছু পরাক্রমশালী আলাহ্‌রই ইশারায়। যত ভাল কাজ করা হয় একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে এবং যত মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা হয় তা-ও করুণাময়েরই সাহায্যে।

এ কথা কস্মিনকালেও যেন অন্তরে উদয় না হয় যে, আমারতো এ যোগ্যতা আছে। যোগ্যতা বলেই এ পদে অধীষ্ঠ। খেয়াল রাখতে হবে, যিনি যোগ্যতা দিয়ে আমাকে-আপনাকে এ পদে অধিষ্ঠিত করেছেন তিনি এক মূহুর্তে সমস্ত কিছু ছিনিয়েও নিতে পারেন। শিক্ষার জন্য অতীতে বড় বড় অনেক বুযূর্গকে ঈমানের মত মহামূল্যবান সম্পদ, থেকেও বঞ্চিত করেছেন। সর্বদা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে, তাঁরই বড়ত্ব-মহত্ত্ব বর্ণনা করতে হবে এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থণা করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা কালামে পাকের বিভিন্ন স্থানে তাঁর হাবীব সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً

যদি আমার কুদরতী হাত আপনার সাহায্যে না থাকত, তবে আপনি মুশরিকদের প্রতি সামান্য ঝুঁকে পড়তেন।[১০৭]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

১০৭. সূরা বণী ইসরাইল-৭৪

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ

যদি আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হত, তবে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল।[১০৮]

আলাহ তা'আলা তাঁর হাবীব সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম-কে আরো জানিয়ে দিচ্ছেন-

وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً ۞ إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا

আমি ইচ্ছা করলে আপনার কাছে ওয়াহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম। অতঃপর আপনি নিজের জন্য তা আনয়নের ব্যাপারে আমার মোকাবিলায় কোন দায়িত্ব বহনকারী পাবেন না। এ প্রত্যাহার না করা আপনার পালনকর্তার মেহেরবানী, নিশ্চয়ই আপনার প্রতি তাঁর করুণা বিরাট।[১০৯]

সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ إِلاَّ قَلِيلاً

যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত, তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যাতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত।[১১০]

অন্যত্র সাহাবায়ে কিরামকে সতর্ক করে বলেন-

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلٰكِنَّ اللهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

যদি আলাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা

১০৮. সূরা নিসা-১১৩
১০৯. সূরা বনী ইসরাইল-৮৬-৮৭
১১০. সূরা নিসা-৮৩

পবিত্র করেন, আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।[১১১]

অন্যএক স্থানে সাহাবায়ে কিরামের উক্তি নকল করে বলেন,

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ

যদি আল্লাহ আমাদের হেদায়াত না করতেন, তবে কখনও আমরা হেদায়াত পেতাম না।

নয়.

অহংকার থেকে বাঁচা

আল্লামা রুমী (রহ.) আত্মঅহংকার ও বড়াইয়ের উত্তম দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেন, একটি গাধা পেশাব করল। তার পেশাবের মাঝে একটি খরটুকরা ভাসতে আরম্ভ করল। তার উপর একটি পিপীলিকা বসে চিন্তা করছে, আমি এখন লোহিত সাগরে টাইটানিকে অবস্থান করছি।

গাধার পেশাব তার নিকট بَحْرِ اَحْمَرْ লোহিত সাগর, ছোট খড় টুকরাটি তার দৃষ্টিতে টাইটানিক তূল্য, আর সে একজন দক্ষ নাবিক। দুনিয়াবাসীর নিকট পিপীলিকার ধারণা যেমন আখেরাত অন্বেষিতদের দৃষ্টিতে আত্মঅহংকারীর দৃষ্টান্ত তার চেয়েও হাজারগুণে নিকৃষ্ট।

দশ.

আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নৈরাশ না হওয়া

শয়তান কত বড় ইবাদাতকারী, নৈকট্যশালী ও জান্নাত ভ্রমণকারী ছিল। কিন্তু আত্মঅহংকারিতা চিরদিনের জন্য বিতাড়িত করে দিয়েছে। আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে দ্রুত চলনেওয়ালা মুজাহিদকে গাফেল হওয়া চলবে না। কখনো বড় বড় জেনারেলরাও নাফরমান হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। আলাহ্‌র রহমত থেকে হতাশ হওয়া যাবে না। কারণ বহু বড় বড় বদমাইশও মূহুর্তের মধ্যে পূণ্যবান হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং অসৎ লোকদের থেকে সর্বদা হিফাযত করুন।

১১১. সূরা আন্-নূর -২১

মুজাহিদের ফযীলত

মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ

মাকতাবাতুল কুরআন
নিখুঁত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

মুজাহিদ সর্ব উৎকৃষ্ট

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ الْخُدْرِیِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتی رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَیُّ النَّاسِ اَفْضَلُ؟ قَالَ مُؤْمِنٌ یُجَاهِدُ بِنَفْسِه وَمَالِه فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِیْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ یَعْبُدُ رَبَّه وَیَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّه

صحیح البخاری کتاب الجهاد باب افضل الناس مومن المجاهد بنفسه وماله، صحیح مسلم کتاب الامارة باب فضل الجهاد والرباط، مشارع الاشواق91/147

হযরত সাঈদ ইবনে খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন একদা এক ব্যাক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে জিজ্ঞাস করলেন হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তি সর্ব উৎকৃষ্ট ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ মুমিন যে, নিজের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করে। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাস করলেন তার পর কোন ব্যক্তি সর্ব উৎকৃষ্ট ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঐ ব্যক্তি যে কোন নির্ধারিত স্থানে একাগ্রচিত্তে ইবাদত করে এবং অন্য লোকদের কে নিজের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করে।[১]

উল্লেখিত হাদীস থেকে একথা সুস্পষ্ট যে একাকীত্ব ও সন্ন্যাসিত্বতা থেকে জিহাদ অধিক উৎকৃষ্ট। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ-

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَرْوَةُ سَنَامِ الْاِسْلَامِ اَلْجِهَادُفِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ لاَیَنَالُه اِلاَّاَفْضَلُهُمْ

قال الهیثمی روان الطبرانی وفیه علی بن یزیدوهوضعیف 5/499 مشارع

১. সহীহ বুখারী -১/৩৯১, সহীহ মুসলিম-২/১৩৬

الاشواق 92/148

হযরত আবু উমামা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ইসলামের সর্ব উচ্চ চূড়া হলো জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ আর এ সর্ব উচ্চ চূড়ায় ঐ ব্যক্তিই আরোহণ করতে পারে যে, মুসলানদের মাঝে সর্ব উৎকৃষ্ট।[২]

মুজাহিদ জাহেদ আবেদের চেয়ে উত্তম

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَأُخْبِرُکُمْ بِخَیْرِالنَّاسِ مَنْزِلَةً بَعْدَه؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِیْ غَنَمٍ لَه یُقِیْمُ الصَّلاَةَ وَیُؤْتِی الزَّکَاةَ وَیَعْبُدُاللّٰهَ وَلاَیُشْرِكُ بِه شَیْئًا

ابن عساکر، مشارع الاشواق 98/151

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন আমি কি তোমাদের মধ্যে সর্ব উৎকৃষ্ট ব্যক্তি কে তার উল্লেখ করবো না ? সে ঐ ব্যক্তি যে জিহাদের ময়দানে যাওয়ার জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে রয়েছে, 'অর্থাৎ জিহাদের জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন আমি কি তোমাদের নিকট উত্তম ব্যক্তির বর্ণনা দিব না ? সে ঐ ব্যক্তি যে বকরী নিয়ে জন বিচ্ছিন্ন এলাকায় চলে যায় এবং তথায় রীতিমত নামায আদায় করে, 'যাকাত প্রদান করে এবং কোন প্রকার শরীক ব্যতিত আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে।[৩]

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّرَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِشِعْبٍ فِیْهِ عُیَیْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٍ فَقَالَ لَواعْتَزَلْتُ

২. মু'জামে কাবীর তাবারানী-৮/২২৩
৩. তারীখে ইবনে আসাকের

النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِيْ هذَا الشِّعْبِ؟ وَلَنْ اَفْعَلَ حَتَّى اَسْتَاْذِنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَذلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَتَفْعَلْ فَاِنَّ مَقَامَ اُحَدِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِه فِيْ بَيْتِه سَبْعِيْنَ عَامًّاَالاَتُحِبُّوْنَ اَنْ يَغْفِرَاللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلُكُمُ الْجَنَّةَ؟ اُغْزُوْافِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَه الْجَنَّةُ

سنن ترمذی ابواب فضائل الجهاد باب فی الغدووالرواح فی سبیل الله، البیهقی كتاب السير باب فضل الجهادفی سبيل الله، قال الترمذی هذاحديث حسن 294/1

مشارع الاشواق 99/151

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীর মধ্য হতে এক সাহাবী কোন এক যুদ্ধে গমন কালে মনোরম এক স্থানে একটি মিষ্টি পানির ঝরনা দেখে বলতে আরম্ভ করলেন, হায়! কতইনা উত্তম হতো যদি আমি সকল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী এখানে ইবাদত করতাম। পরক্ষণেই আবার বললেন না আমি এমনটি করবো না যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুমতি প্রাপ্ত হবো। অতঃপর বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে বললেন এমনটি কক্ষণো করো না কারণ তোমাদের জিহাদের ময়দানে প্রতিটি মুহুর্ত ঘরে বসে সত্তর বছর নামায পড়ার সওয়াব অর্জন হবে। তুমি পছন্দ করো না যে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করতে থাক কেননা যে ব্যক্তি উটের দুধ দোহন করার মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত জিহাদের ময়দানে অবস্থান করলো তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।[8]

আলোচ্য হাদীসে - فواق ناقة শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে যার অর্থ হলো উটের দুধ দোহন করার মাঝে সামান্য বিরতি। কিছু সময় দুধ দোহনের

৪. সুনানে তিরমিযী-১/২৯৪

পর বাচ্চাকে ছেড়ে দেয়া হয় সে স্তনের দুধ এনে দেয়ার পর পুনরায় তা দোহন করা হয়। মধ্যবর্তী এ সামান্য সময়কে فواق ناقة বলা হয়। কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম فواق ناقة এর ব্যাখ্যায় বলেন দুধ দোহনের সময় একহাত পুনরায় ঐ স্থনে ধরার মধ্যবর্তী যে স্বল্প সময় তাকেই فواق ناقة বলা হয়।

এ সামান্যতম সময় যে ব্যক্তি দুশমনের মুকাবেলায় লড়াই করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। এ থেকে সুস্পষ্ট যে সমস্ত আমল অপেক্ষা জিহাদ অতি উত্তম ইবাদত।

সামান্য চিন্তার বিষয় সাহাবায়ে কিরাম যাদের রিযিক সম্পূর্ণ হালাল ছিল, এবং একাগ্রচিত্তে ইবাদতের পূর্ণ হক্ব আদায় করার মত যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ ছিল তাদেরকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ পরিহার করে একাগ্রচিত্তে ইবাদতে অনুমতি দেননি। অতঃপর আমাদের মত লোকদের জন্য জিহাদ পরিহার করার কি করে বৈধ হতে পারে। আমাদে ঈমান ও আমলের মাঝে কমজুরি অসংখ্য গুনাহে ভরপুর, নফস বিজয়ী রিযিক সন্দেহ যুক্ত ইখলাসের করুন দন্যদসা ইবাদত কবুল হওয়ার এতো প্রতি বন্ধকতার মাঝে ঐ ব্যক্তি সৌভাগ্য বান যে জিহাদে শরিক হওয়ার মত তৌফিক পেয়েছে। বদনসীব ঐ ব্যক্তি জন্য যে মিছে এই দুনিয়ার ধোকায় পরে ও মৃত্যুর ভয়ে ভিত হয়ে জিহাদকে পরিত্যাগ করেছে।

عَنْ عَسْعَسْ بْنِ سَلاَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ سَفَرٍفَفَقَدَرَجُلاًمِّنْ اَصْحَابه فَقَالَ اَرَدْتُ اَنْ اَخْلُوْبِجَبَلٍ وَاَتَعَبَّدَ قَالَ فَلاَتَفْعَلْهُ وَلاَيَفْعَلُه اَحَدُكُمْ فَلَصَبْرُسَاعَةٍ فِيْ بَعْضِ مَوَاطِنِ الاِسْلاَمِ اَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً خَالِيًا،

مشارع الاشواق 101/153

হযরত আশআশ ইবনে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে একজন সফর সঙ্গী

হারিয়ে ফেললেন, অনেক খোঁজা খুজির পর তার সন্ধান পাওয়া গেলে জিজ্ঞাস করা হলো তুমি কোথায় ছিলে ? লোকটি উত্তর দিল আমি ইচ্ছা করেছি পাহারের চূড়ায় গিয়ে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবো ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন এমনটি করো না এবং কাউকে এমনটি করতে দিও না । কেননা ইসলামের জিহাদ সমূহের মাঝে কোন এক জিহাদে সামান্য সময় যুদ্ধ করা একাকী চল্লিশ বছর ইবাদত করার চেয়ে উত্তম ।[৫]

মুজাহিদগণের ফযীলত বর্ণনা করে চিঠি

হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম (রহ.) বর্ণনা করেন যে, ১৭৭ হিজরীতে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মুজাহিদ হযরত শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) যিনি ছয় মাস হাদীসের দরস দিতেন আর ছয়মাস রণাঙ্গনে শত্রুর মুকাবিলায় জিহাদ করতেন । তিনি মুজাহিদ বেশে তুছুছ রণাঙ্গন থেকে জিহাদের মর্যাদা সম্বলিত চেতনা মুখর একটি কবিতা পবিত্র মক্কা-মদীনার আবেদ হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায (রহ.) (যিনি সর্বদা রোযা অবস্থায় হারামের মাঝে ইবাদত রত থাকতেন)-এর নামে প্রেরণ করেছিলেন-

يَاعَابِدَالْحَرَمَيْنِ لَوْاَبْصَرْتَنَا ☆ لَعَلِمْتَ اَنَّكَ فِى الْعِبَادَةِ تَلْعَبُ

ধ্যানে মগ্ন সাধু সাধক হায়রে মক্কা-মদিনায়
দেখলে মোদের বলতে তুমি আছ খেল-তামাশায় ।

مَنْ كَانَ يُخَضَّبُ جِيْدُه بِدُمُوْعِه ☆ فَنُحُوْرُنَا بِدِمَائِنَاتَتَخَضَّبُ

তোমরা বক্ষ ভাসিয়েছ নয়নের জল বানে,
আমরা হেথা রঙ্গীন করি বুকের তাজা খুনে ।

৫. শোয়াবুল ঈমান বায়হাকী-৪/১৪

أَوكَانَ يَتْعَبُ خَيْلُه فِىْ بَاطِلٍ ☆ فَخُيولُنَايَوْمُ الصَّبِيْحَةِ تَتْعَبُ

যুদ্ধের মাঠে অশ্ব প্রভাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে,
শ্রান্ত ঘোড়াটি তখন মোদের প্রবৃত্তির সাথে লড়ে ।

رِيْحُ الْعَبِيْرِلَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيْرُنَا ☆ رَهْجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْاَطْيَبُ

মৃঘনাভীর গন্ধ যদিও তোমাদের কাছে প্রিয়,
যোদ্ধা ঘোটকের ক্ষুরধুলি মোদের পছন্দনীয় ।

وَلَقَدْأَتَانَامِنْ مَقَالِ نَبِيِّنَا ☆ قَوْلٌ صَحِيْحٌ صَادِقٌ لاَيُكْذَبُ

প্রিয় নবীজীর অমর বাণী বেজেছে মোদের কানে,
সত্য, সঠিক শুদ্ধ যাহা কে তারে মিথ্যা জানে ।

لاَيَسْتَوِىْ غُبَارُ خَيْلِ اللهِ فِىْ ☆ أَنْفِ امْرِئٍ وَدُخَانُ نَارٍتَلَهَّبُ

জাহান্নামের ধোঁয়া সেথায় ঢুকবে কেমন করে?
জিহাদের ধুলিকণা লেগেছে যার নাসিকা তরে ।

هذَاكِتَابُ اللهِ يَنْطِقُ بَيْنَنَا ☆ لَيْسَ الشَّهِيْدُ بِمَيِّتٍ لاَيُكْذَبُ

কুরআনে পাকে ঘোষিত হয়েছে সব মানবের তরে,
শহীদ কখনো যায়না মরে, কে বলে মিথ্যা তারে ।

হারাম শরীফের বিশিষ্ট বুযুর্গ শায়খ ফুযাইল ইবনে আয়ায (রহ.) কবিতাগুলো পাঠকালে কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক যথার্থ বলেছে । উল্লেখিত শেরগুলোর মাছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে মুজাহিদ গণের ফযিলত বর্ণনা করেছেন । মুজাহিদের জীবন ও মরণ উভয়টি একজন আবেদ অপেক্ষা অতি উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন । হযরত ফোযায়েল ইবনে আয়াজ অত্যন্ত বড় মুহাদ্দিস আবেদ ও যাহেদ ছিলেন, তিনি দিবা নিশি মক্কা-মদীনায় ইবাদতে মশগুল থাকতেন । তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রা.) পত্রটি অত্যন্ত আনন্দচিত্ত্বে গ্রহণ করে নিয়েছেন । পত্র পড়ে মূল্যবান

নসিহতের জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের শুকরিয়া আদায় করেছেন। এবং পত্র বাহককে পুরুষ্কৃত করেছেন।

মুজাহিদগণ সর্ব উৎকৃষ্ট

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوْسٌ فِيْ مَجْلِسٍ لَهُمْ فَقَالَ اَلاُاُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِالنَّاسِ مَنْزِلاً؟ قَالُوْابَلى يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ رَجُلٌ اَخَذَبِرَأْسِ فَرَسِه فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَمُوْتَ اَوْيُقْتَلَ اَلاُاُخْبِرُكُمْ بِالَّذِيْ يَلِيْهُ؟ قُلْنَابَلى يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ اِمْرُأٌ مُعْتَزِلٌ فِيْ شِعْبٍ يُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ وَيَعْتَزِلُ شُرُوْرَ النَّاسِ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِشَرِّالنَّاسِ؟ قُلْنَابَلْ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ الَّذِيْ يُسْأَلُ بِاللهِ وَلاَيُعْطِيْ،

سنن ترمذی ابواب فضائل الجهاد باب ماجاء ای الناس خیر، النسائی کتاب الزکاة باب من یسال بالله ولایعطی به، کتاب الجهاد لابن المبارك، قال الترمذی هذا حديث غريب من هذا الوجه، ويروى هذا الحديث من غيروجه عن ابن عباس عن النبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 295/1 مشارع الاشواق 102/155

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন একবার কোন স্থানে সাহাবায়ে কিরাম বসা ছিল ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এসে বলেছেন আমি কি তোমাদের ঐ লোকের সন্ধান দিব না যে মানুষের মাঝে সর্ব উৎকৃষ্ট ? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি অবশ্যই বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, মানুষের মাঝে সর্ব উৎকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে, নিজের যুদ্ধা ঘোড়ায় লাগাম ধরা অবস্থায় মারা যায় অথবা শাহাদাত বরণ করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তার পরবর্তী শ্রেণীর কথা বর্ণনা করবো? সাহাবায়ে

কিরাম বললেন। হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঐ ব্যক্তি যে, জনবিচ্ছিন্ন এলাকায় গিয়ে নির্জনে ইবাদত করে, যাকাত আদায় করে এবং কোন মানুষই তার অনিষ্টতার শিকার হয় না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বললেন আমি কি বলব না দুনিয়ার মাঝে সর্ব নিকৃষ্ট কে ? সাহাবায়ে কিরাম বললেন অবশ্যই ! বলুন হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সর্ব নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে, আল্লাহ তা'আলার দোহাই দিয়ে কিছু চায়। এবং সে দোহাই সত্ত্বও কিছু পায় না।[৬]

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسِ عَامَ تَبُوْكَ وَهُوَمُضِيْفٌ ظَهْرَه اِلى نَخْلَةٍ فَقَالَ اَلاُاُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِالنَّاسَ وَشَرَّالنَّاسِ اِنَّ مِنْ خَيْرَالنَّاسَ رَجُلٌ عَمِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَلى ظَهْرِفَرَسِه اَوْعَلى ظَهْرِبَعِيْرِه اَوْعَلى قَدَمَيْهِ حَتّى يَاْتِيَهُ الْمَوْتُ وَاِنَّ مِنْ شَرِّالنَّاسِ رَجُلٌ فَاجِرٌيَقْرَأُكِتَابَ اللهِ لاَيَرْعَوِىْ اِلى شَيْءٍ مِّنْهُ،

المجتبى كتاب الجهاد فضل من عمل فى سبيل الله على قدمه، البيهقى كتاب السيرباب فضل الجهاد فى سبيل الله والمستدرك كتاب الجهاد، رجال اسناد النسائى ثقات الاان ربا الحطاب رجل مجهول الذى روى عنه ابو الخير مرثدبن عبدالله والظاهر ان الرجل وان كان مجهولافهومن طبق كبار التابعيى مشارع الاشواق 105/159

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, তাবুকের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খেজুরের বৃক্ষে হেলান দিয়ে বয়ান করছিলেন হে লোক সকল ! আমি কি তোমাদের বলব না, দুনিয়ার মাঝে সর্ব উৎকৃষ্ট ও সর্ব নিকৃষ্ট ব্যাক্তি কে?

---

৬. সুনানে তিরমিযী-১/২৯৪, কিতাবুল জিহাদ ইবনে মুবারক-২২৭

নিশ্চয়ই দুনিয়ার মাঝে সর্ব উৎকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে ঘোড়া, উট বা পায়ে চলে, মৃত্যু পর্যন্ত জিহাদ করে। আর সর্ব নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে, কুরআন পড়ে কিন্তু তার উপর কোন আমল করে না।[৭]

عَنْ يُوْسُفَ بْنِ يَعْقُوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوْا أَذَى الْمُجَاهِدِيْنَ فَاِنَّ اللهَ يَغْضَبُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ كَمَايَغْضَبُ لِلْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَيَسْتَجِيْبُ لَهُمْ كَمَايَسْتَجِبُ لِلَاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَلَاطَلَعْتْ شَمْسٌ وَلَاغَرَبَتْ عَلى اَحَدٍاَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنْ مُجَاهِدٍ

مشارع الاشواق 108/157

হযরত ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন মুজাহিদগণকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাক কেননা আল্লাহ তা‘আলা মুজাহিদগণকে কষ্ট দান কারীর প্রতি এ পরিমাণ রাগান্বিত হন যেমন নবী ও রাসূলদেরকে কষ্ট দান কারীর প্রতি হন। আল্লাহ তা‘আলা মুজাহিদগণের দু‘আ এমন কবুল করেন যেমন নবী ও রাসূলগণের দু‘আ কবুল করেন। সমগ্র বিশ্বে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে, আল্লাহ তা‘আলার নিকট মুজাহিদের চেয়ে বেশী প্রিয়।[৮]

মুজাহিদগণের আহার নিদ্রার ফযীলত

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ اَنَّ رَجُلاًكَانَ عَلى عَهْدِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له مَالٌ كَثِيْرٌفَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَخبِرْنِىْ بِعَمَلٍ اُدْرِكُ به عَمَلَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ كَمْ مَالُكَ؟ قَالَ سِتَّةُ الافِ دِيْنَارٍ فَقَالَ لَوْاَنْفَقْتَهَا فِىْ طَاعَةِ اللهِ

৭. সুনানে নাসায়ী-২/৪৪

৮. তারীখে ইবনে আসাকের

لَمْ تَبْلُغْ غُبَارَ شِرَاكِ نَعْلِ الْمُجَاهِدِفِى سَبِيْلِ اللهِ وَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ اُدْرِكُ به عَمَلَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ لَوْقُمْتَ اللَّيْلَ وَصُمْتَ النَّهَارَلَمْ تَبْلُغْ نَوْمَ الْمُجَاهِدِفِىْ سَبِيْلِ اللهِ،

كتاب السنن كتاب الجهاد باب ماجاء فى فضل الجهاد فى سبيل الله، بعض رجال اسناد رجال الحسن الاان الحديث من مراسيل الحسن بن ابى الحسن وقدربى بالتدليس ايضا، مشارع الاشواق 109/157

হযরত হাসান ইবনে আবী হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে এক সম্পদশালী ব্যক্তি এসে আরজ করলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন কিছু আমল বর্ণনা করে দিন যার মাধ্যমে আমি মুজাহিদগণের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাস করলে তোমার কাছে কি পরিমাণ সম্পদ রয়েছে ? লোকটি বললো ছয় হাজার দিনার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এই সম্পদ যদি আল্লাহ তা‘আলার মনোনীত পথে দান করে দাও তবে ও একজন মুজাহিদের পায়ের নিচে জুতার বালি সমপরিমাণ হতে পারবে না।

অন্য এক ব্যক্তি এসে আরজ করলেন হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন কিছু আমল বর্ণনা করে দিন যার দ্বারা আমি মুজাহিদের আমলের সমমর্যায়ে পৌঁছব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন যদি তুমি সারা রাত্র নামায পড় আর দিন ভর রোযা রাখ তবেও মুজাহিদগণের ঘুমের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না।[৯]

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلُ اللهِ اِنَّ النَّاسَ قَدْغَزَوْاحَبَسَنِىْ شَيْئٌ فَدُلَّنِىْ عَلى عَمَلٍ يُلْحِقُنِىْ بِهِمْ قَالَ هَلْ

৯. সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর-২/১৫০

تَسْتَطِيْعُ قِيَامَ اللَّيْلِ؟ قَالَ اَتَكَلَّفُ ذٰلِكَ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ صِيَامَ النَّهَارِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ اِحْيَاءَكَ لَيْلَكَ وَصِيَامَكَ نَهَارَكَ كَنَوْمَةِ اَحَدِهِمْ،

مصنف ابن ابی شیبة، وفی اسناده مغیرة بن زیاد وهومن رجال الحديث الحسن والحديث من مراسيل مكحول الشامی، مشارع الاشواق111/158

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অন্য সাথীরা জিহাদের ময়দানে আমি কোন এক কারণে যেতে পারিনি এখন আমাকে একটি আমল বলে দিন যাতে আমি তাদের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি রাত্র জেগে নামায পরার ক্ষমতা রাখ ? লোকটি বলল, কষ্ট হলেও তা করে নিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি সারা দিন রোযা রাখতে সক্ষম ? লোকটি বললো, হ্যাঁ !

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার বললেন, তোমার সারা রাত্রি ইবাদত করা এবং দিনভর রোজা রাখা একজন মুজাহিদের ঘুমানোর সম বরাবর।[১০]

(উল্যেখিত হাদীসগুলো মুরসাল তবে তার মাঝে শব্দের পরিবর্তনে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মারফু হাদীস ও রয়েছে।

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَيَسْتَطِيْعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقُوْمَ فَلاَيَفْتُرَ وَيَصُوْمَ فَلاَيُفْطِرَ مَاكَانَ حَيًّا؟ فَقِيْلَ يَاأَبَاهُرَيْرَةَ وَمَنْ يُطِيْقُ هذَا؟ قَالَ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِيَدِهِ اِنَّ نَوْمَ الْمُجَاهِدِفِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْهُ،

كتاب الجهاد لابن المبارك، مشارع الاشواق112/159

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হে লোক সকল তোমরা কি

১০. মুনান্নেফ ইবনে আবী শাইবাহ-৪/৫৬৬

পারবে বিরতিহীন ভাবে নামায পরবে এবং ধারাবাহিক ভাবে রোযা রাখবে? উপস্থিত সকলে বলল হে আবু হুরায়রা তা কি করে সম্ভব ! আবু হুরায়রা (রা.) বললেন ঐ সত্বার শপথ যার হাতে আমার জান। মুজাহিদ ব্যক্তির ঘুমও তদপেক্ষা উত্তম।[১১]

বিবেচ্য বিষয় হলো আল্লাহর রাহে মুজাহিদগণের ঘুমেরই এ পরিমাণ ফযিলত তবে রাত্রিজেগে তাহাজ্জত গুজার মুজাহিদের ফযীলত কি হবে। মুজাহিদগণ পায়ের ধুলুর ফযিলত যদি এরূপ অতুলনীয়া হয় তবে তাদের সমস্ত শরীর ও অন্য বস্ত্রসহ সকল ইবাদতের কি মর্যাদা হবে? এ সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ যারা অলসতা ও অক্ষমতার কারণে এ মহা মূল্যবান নিয়ামত থেকে বঞ্চিত তাদের অধীক কান্না করা উচিত। আর যারা সবল ও দীন্বের অন্য কাজের সাথে সম্পৃক্ত তাদেরও এ নিয়ামতের জন্য চিন্তিত হওয়া উচিত।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِفِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ نَهَارَه اَلْقَائِمِ لَيْلَه حَتّٰی يَرْجِعَ مَتٰی يَرْجِعُ،

كشف الاستار كتاب الجهاد باب فضل الجهاد، مشارع الاشواق117/160

হযরত নুমান ইবনে বসীর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন, মুজাহিদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে, মুজাহিদ জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে রোযা অবস্থায় নামাজে দাড়িয়ে যায় কোন ধরনের বিরতি ছাড়া মুজাহিদ ফিরে আসা পর্যন্ত।[১২]

মুজাহিদের ঘুম সত্তর হজ্বের চেয়ে উত্তম

১১. কিতাবুল জিহাদ ইবনে মুবারক

১২. মুসনাদে আহমদ

عَنْ سَعِيْدِبْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ قَالَ نَوْمَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌمِنْ سَبْعِيْنَ حَجَّةً تَتْلُوْهَا سَبْعُوْنَ عُمْرَةً،

كشف الاستار كتاب الجهاد باب فضل الجهاد، مشارع الاشواق118/160

হযরত সাঈদ বিন আব্দুল আজীজ (রা.) বর্ণনা করেন আল্লাহর রাহে মুজাহিদের ঘুম ওমরাসহ সত্তর বার হজ্ব করার চেয়েও উত্তম ।

মুজাহিদের আহার রোজার চেয়ে উত্তম

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلطَّاعِمُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَالصَّائِمِ فِىْ غَيْرِه سَرْمَدًا،

كشف الاستار كتاب الجهاد باب فضل الجهاد، مشارع الاشواق119/160

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন জিহাদের ময়দানে মুজাহিদগণের আহার করা জিহাদ ব্যতিত অন্যদের সারা জীবন রোযা রাখার সমান ।

মুজাহিদের আমল দশগুণ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اِمْرَأَةً اَتَتْهُ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ! اِنْطَلَقَ زَوْجِىْ غَازِيًا وَكُنْتُ اَقْتَدِىْ بِصَلاَتِه اِذَاصَلَّى وبِفِعْلِه كُلِّه، فَاَخبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُبَلِّغُنِىْ عَمَلَه حَتّى يَرْجِعَ، قَالَ لَهَا اَتَسْتَطِيْعِيْنَ اَنْ تَقُوْمِىْ وَلاَتَقْعُدِىْ، وَتَصُوْمِىْ وَلاَتَفْطُرِىْ، وَتَذْكُرِىْ اللهَ وَلاَتَفْتَرِىْ حَتّى يَرْجِعَ، قَالَتْ : مَااُطِيْقُ هذَايَارَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه لَوْطُوِّقْتِيْهِ مَابَلَغْتِ الْعُشْرَمِنْ عَمَلِه،

المسنداحمد، تقريت التهذيب، مشارع الاشواق120/160

হযরত মু'আজ ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন হে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি সর্বদা আমার স্বামীর সাথে সমভাবে ইবাদত করতাম এখন আমার স্বামী জিহাদে চলে গেছে আমি কি আমল করলে তাঁর সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবো । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার দ্বারা কি সম্ভব যে তুমি দিনে রোজা অবস্থায় সর্বদা নামাযে দণ্ডায় মান থাকবে? সামান্য ফোরসতে অধীক পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার যিকির করবে । বিনয় স্বরে মহিলা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দ্বারা তা কি করে সম্ভব ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যদি তোমার দ্বারা তা সম্ভব ও হতো তবুও তুমি তোমার স্বামীর দশভাগের একভাগ পরিমাণ হতে পারতে না ।

মুজাহিদের জান্নাতে মর্যাদা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ امَنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِه وَاَقَامَ الصَّلاَةَ (وَاتَى الزَّكَاةَ) وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، هَاجَرَفِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْجَلَسَ فِىْ اَرْضِهِ الَّتِىْ وُلِدَفِيْهَا، قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ! اَفَلاَنُنْبِئُ النَّاسَ بِذلِكَ؟ قَالَ: اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِى سَبِيْلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَاِذَا سَأَلْتُمُوااللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَاِنَّه وَسْطُ الْجَنَّةِ وَاَعْلى الْجَنَّةِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُاَنْهَارُ الْجَنَّةِ وَفَوْقَه عَرْشُ الرَّحْمنِ،

الاشواق صحيح البخارى كتاب الجهاد باب درجات المجاهدين فى سبيل الله، مشارع 122/162

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম করে যাকাত প্রদান করে এবং রমযান মাসে রোযা রাখে আল্লাহ তা'আলার উপর জরুরী হয়ে যায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো। চাই সে হিজরত করুক বা আপন গৃহে অবস্থান করুক। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য কিছু বলুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আল্লাহ তা'আলা জিহাদ কারী মুজাহিদগণকে জান্নাতে শত দারাজাত দান করবেন। একদরজা থেকে অন্য দরজার দুরত্ব আসমান জমিনের মধ্যবর্তী স্থান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাতুল ফেরদাউসের তামান্না করো। কেননা তা জান্নাতের মধ্যবর্তী সর্ব উচ্চস্থান। যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং উপরে আল্লাহ্ তা'আলার আরশ অবস্থিত।[১৩]

জান্নাতের শত দরজা

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِنِ الْخُدْرِیِّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَضِیَ بِاللّٰہِ رَبًّاوَبِالْاِسْلَامِ دِیْنًاوَّبِمُحَمَّدٍصَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ رَسُوْلاً، وَجَبَتْ لَہ الْجَنَّۃُ، فَعَجِبَ لَہَااَبُوْسَعِیْدٍفَقَالَ: اَعِدْہَا عَلَیَّ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ، فَأَعَادَہَا عَلَیْہِ ثُمَّ قَالَ: اَعِدْہَا عَلَیَّ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ، فَأَعَادَہَا عَلَیْہِ ثُمَّ قَالَ: وَاُخْرٰی یَرْفَعُ اللّٰہُ بِہَا لِلْعَبْدِ مِائَۃَ دَرَجَۃٍ مَابَیْنَ کُلِّ دَرَجَتَیْنِ کَمَابَیْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، قَالَ: وَمَاہِیَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ؟ قَالَ: اَلْجِہَادُفِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ،

صحیح مسلم کتاب الامارة باب بیان ماعده الله تعالی للمجاهدین فی الجنة،

১৩. সহীহ বুখারী, ফতহুল বারী কিতাবুল জিহাদ

مشارع الاشواق 123/123

হযরত আবু সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে প্রভূ, ইসলামকে সত্য ধর্ম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সত্য নবী হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। কথাটি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর নিকট অত্যন্ত আশ্চর্য মনে হলো। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পূণরায় বলার অনুরোধ করলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি পূনরায় বলে ইরশাদ করলেন আরেকটি আমল এমন রয়েছে যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে জান্নাতে শতস্থর (দরজা) উর্ধ্বে স্থান দান করেন যার প্রত্যেক স্তরের দূরত্ব আসমান-যমিনের মধ্যবর্তী স্থান।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) জিজ্ঞাস করলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ টি কোন আমল ?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করা।[১৪]

জিহাদ এ উম্মতের সন্নাসীত্ব

عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ اَنَّہ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِیْ قَالَ: اُوْصِیْکَ بِتَقْوَی اللّٰہِ فَاِنَّہ رَأْسُ الاَمْرِ کُلِّہ، قُلْتُ: یَارَسُوْلَ اللّٰہِ زِدْنِیْ قَالَ: وَعَلَیْکَ بِتِلَاوَۃِ الْقُرْاٰنِ وَذِکْرِاللّٰہِ، فَاِنَّہ نُوْرٌلَّکَ فِی الْاَرْضِ وَذُخْرٌ لَکَ فِیْ السَّمَاءِ، قُلْتُ: یَارَسُوْلَ اللّٰہِ زِدْنِیْ، قَالَ: اِیَّاکَ وَکَثْرَۃَ الضِّحْکَ فَاِنَّہ یُمِیْتُ الْقَلْبَ وَیَذْہَبُ بِنُوْرِ الْوَجْہِ، قُلْتَ: یَارَسُوْلَ اللّٰہِ زِدْنِیْ، قَالَ: عَلَیْکَ بِالْجِہَادِ فَاِنَّہ رَہْبَانِیَّۃُ اُمَّتِیْ، قُلْتُ: یَارَسُوْلَ اللّٰہِ زِدْنِیْ

১৪. সহীহ মুসলিম-২/১৩৫

قَالَ: اَحِبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَجَالِسْهُمْ، قُلْتَ يَارَسُوْلَ اللهِ زِدْنِىْ، قَالَ: اُنْظُرْاِلى مَنْ هُوَتَحْتَكَ وَلاَتَنْظُرْاِلى مَنْ هُوَفَوْقَكَ،

مشارع الاشواق 126/164

হযরত আবু জর (রা.) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে গিয়ে অনুরোধ করলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে কিছু নসিহত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন আল্লাহ তা'আলাকে অত্যাধিক ভয় করা তাকওয়ার উপর দৃঢ় থাকা কেননা তাকওয়াই হল দীনে ইসলামের মূল।

আমি বললাম আমাকে আরো নসিহত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন অধীক পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত কর এবং সর্বদা আল্লাহ্‌র তা'আলার যিকির কে নিজের জন্য অত্যাবশ্যক মনে করো। কেননা তা দুনিয়াতে তোমাদের জন্য নূর হবে এবং আখেরাতের প্রাচুর্য্য হবে। আমি আবার ও অনুরোধ করলাম আমাকে আরো নসিহত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন অধীক হেসো না কেননা তা তোমার হৃদয় কে মুর্দা করে, চেহারার নূর নষ্ট করে। পুনরায় আবার অনুরোধ করলাম আমাকে আরো কিছু নসিহত করুন, তুমি জিহাদকে নিজের জীবনের অবিচ্ছেদ্য কাজ মনে করো কেননা এটাই আমার উম্মতের সন্নাসিত্ব, আবার বললাম আমাকে আরও নসিহত করুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন দারিদ্রদেরকে মুহাব্বাত করো তাদের সাথে অবস্থান করো। আমি বললাম আরও কিছু বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন তুমি অর্থ-সম্পদ ও সুস্থতার ক্ষেত্রে তোমার চেয়ে দুর্বলদের প্রতি লক্ষ্য করো বড়দের প্রতি লক্ষ্য করো না।[১৫]

জিহাদ উম্মতের বৈরাগ্যতা

১৫. মুসনাদে আহমদ-৬/২২৭, সহীহ ইবনে হিব্বান-২/৭৬

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! اَوْصِنِىْ، قَالَ: وَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فَاِنَّها جماعُ كُلِّ خَيْرٍ، وَعَلَيْكَ اَلْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَاِنَّهَا رَهْبَانِيَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِاللهِ وَتِلاَوَةِ كِتَابِه فَاِنَّه نُوْرٌلَّكَ فِى الاَرْضِ وَذِكْرٌلَّكَ فِى السَّمَاءِ وَاخْزَنْ لِسَانَكَ اِلَّامِنْ خَيْرٍفَاِنَّكَ بِذلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ،

اخرجه الطبرانى فى المعجم الصغيروقال: تفردبه يعقدبن عبدالله القمى انتهى قلت ويعقوب القمى رجل حسن الحديث لابأس فى تفرده، مشارع الاشواق127/124

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমত এসে আরজ করলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল আমাকে কিছু নসিহত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন তাক্বওয়াকে ভালভাবে গ্রহণ করো কেননা তা সমস্ত ভাল কাজের মূল। জিহাদকে অপরিহার্য মনে করো কেননা এটাই উম্মতের বৈরাগ্যতা। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও আল্লাহ তা'আলার যিকির সর্বদা করতে থাক কেননা তা তোমাদের জন্য দুনিয়াতে নূর হবে পরকালে মুক্তির উপায় হবে। নিজের জবানকে অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে হেফাজত কর কেননা এর দ্বারাই শয়তান তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে যায়।

জিহাদ বৈরাগ্যতা

عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِكَفَاعِلِه، وَاِنَّ لِكُلِّ اَمَّةٍ رَهْبَانِيَّةً وَاِنَّ رَهْبَانِيَّةَ هذِهِ الاُمَّةِ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، اَللّهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِىْ فِىْ

بُكُوْرِهَا،

القعة المطلوبه من هذا الحديث قدرواها ابويعلى واحدفى مسنديهماقال الهيثمى

فيه زيدالعمى وثقه احمد وغيره وضعيفه ابوزرعه وعره ويقية رجاله رجال الصحيح

مشارع الاشواق 128/165 506/5

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ভাল কাজের আহ্বানকারী ভাল কাজ সম্পাদন কারীর ন্যায়। সমস্ত উম্মতদের জন্য যেমন বৈরাগ্যতা রয়েছে আমার উম্মতের জন্য বৈরাগ্যতা হল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। আমার প্রতিপালক আমার উম্মতের জন্য সকালকে করেছেন বরকতপূর্ণ।[১৬]

জিহাদ ও বৈরাগ্যতা

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল-হালিমী (রহ.) বর্ণনা করেন হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুশারী খৃষ্ট সম্প্রদায় দুনিয়ার কিছু সাময়িক আসবাব পত্র থেকে আলাদা হয়ে দুনিয়ার মাঝেই নির্জন কোন এলাকায় প্রভূর স্বরণে উপাষণায় লিপ্ত হয়।

পক্ষান্তরে মুজাহিদ ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়াকে পদধলিত করে নয়নবীরাম মন মুগ্ধ কর ধরায় মায়া জাল ছিন্ন করে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির আশায় সম্পূর্ণ দুনিয়া থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে শাহাদাতের মৃত্যুতে প্রভু ডাকে সারা দেয়ার জন্য পাগল পারা হয়ে ছুটে পণাঙ্গণে।

সন্নাসী ঘর-বাড়ী জন বিহীন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রভু প্রেমে তার আহার-নিদ্রা সংকোচিত হয়ে আসে জাহান্নামের ভয়ে অশ্রু-সিক্ত নয়নে বিনয়ী প্রার্থনা আসে।

পক্ষান্তরে মুজাহিদ ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-পুত্র পরিহার করে আল্লাহর মুহাব্বতে পাগল হয়ে আহার-নিদ্রা পরিহার করে নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত উপেক্ষা করে। জাগতীক সকল কষ্ট হাসীমুখে বরণ করে জান্নাত-জাহান্নাম ভুলে

১৬. তারীখে ইবনে আসাকের

গিয়ে স্বীয় প্রভুর জন্য বুকে তাজা রক্ত ডেলে দিতে ছুটে চলে রণাঙ্গণে। খৃষ্ট্রবাদের বৈরাগ্যতার একটি উদ্দেশ্য হলো মাখলুকের মন জয় করতে পারলে সে স্রষ্টার মনও জয় করে নিতে পারবে। জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে তাদের হাত থেকে মানুষকে নিরাপদ রাখার নিমেত্বেই চলে যায় জঙ্গলে বা পাহাড়ের চূড়ায়।

পক্ষান্তরে মুজাহিদ জিহাদের মাধ্যমে কাফেরকে কুফরীর অনিষ্ঠতা থেকে মুক্ত করে। মুসলমানদেরকে অসহনীয় জুলুম থেকে রক্ষা করে এবং নিজেদেরকে নিশ্চিত জাহান্নাম থেকে পরিত্রান করে। মাখলুকের সেবায় নিয়জিত হয়ে তাদেরকে শান্তি পৌঁছায়। তাদের অন্তরের দু'আ অর্জন করে তাদের মঙ্গল চেয় তাদেরকে অসহায় ভাবে জালেমদের হাতে ফেলে যায় না বরং নিজের জান-মাল দিয়ে তাদের পাশে থাকে তাদের উপর আসা আঘাতগুলোকে বুক পেতে বরণ করে। রক্তের স্রোতে জালেম শহীর মসনদে বসিয়ে মাখলুকের জন্য শান্তি বয়ে আনে।

মুজাহিদের জিম্মাদার আল্লাহ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ جَاهَدَفِىْ سَبِيْلِه لَايُخْرِجُه مِنْ بَيْتِه اِلَّاالْجِهَادُفِىْ سَبِيْلِه وَتَصْدِيْقٌ بِكَلِمَاتِه اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرُدُّه اِلى مَسْكَنِه بِمَانَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْغَنِيْمَةٍ

بخارى كتاب التوحيد باب قول الله تعالى قل لوكان البحرمداد لكلمات ربى لنفدالبحرقبل ان تنفدكلمات ربى ولوجئنابمثله مددا، صحيح مسلم كتاب الامارة باب فضل الجهاد، نسائى كتاب الجهادباب ماتكفل الله عزوجل لمن يجاهدفى سبيله، مشارع الاشواق 136/173

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন আল্লাহ তা'আলা সকল মুজাহিদদের জন্য হিম্মাদার তিনি তাদের সকল জিম্মাদারী নিয়েছেন হয়তো তাদেরকে

জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা গনিমত দ্বারা পরিপূর্ণ করে নিরাপদে আপন ফিরিয়ে গৃহে ফিরিয়ে দিবেন। শর্ত হল মুজাহিদ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জিহাদের উদ্দেশ্যে আপন ঘর থেকে বের হতে হবে।

অপর এক হাদীসের বর্ণিত-

عَنْ اَبِیْ مَالِكٍ الاَشْعَرِیِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ انْتَدَبَ خَارِجًافِیْ سَبِيْلِ اللّٰه اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰه وَتَصْدِيْقَ مَوْعِدِه وَاِيْمَانًا بِرُسُلِه، فَاِنَّه عَلَى اللّٰه ضَامِنٌ فَاِمَّااَنْ يَّتَوَفَّاهُ فِى الْجَيْشِ فِی اَیِّ حَتْفٍ شَاءَ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَاِمَّااَنْ يَسِيْحَ فِیْ ضَمَانِ اللّٰه وَاِنْ طَالَتْ غَيْبَتُه حَتّٰى يَرُدَّه سَالِمًامَعَ مَانَالَ مِنْ اَجْرٍاَوْغَنِيْمَةٍ،

ابن عساکر، مشارع الاشواق 140/174

হযরত আবু মালেক আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলার সমস্ত ওয়াদা-অংঙ্গীকারের প্রতি ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমানের সাথে জিহাদের জন্য বের হল, আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত জিম্মাদারী নিয়ে নেন। হয়তো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন সে যে অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করুক। নতুবা নিজ জিম্মায় সর্বদা লালন পালন করতে থাকবেন এমনকি গনীমত বা যথোউপযুক্ত বিনিময় দিয়ে সালামতের সাথে আপন গৃহে পৌঁছাবেন।[১৭]

মুজাহিদের গুনাহ মা'আফ

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَاخَرَجَ الْغَازِیْ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰه جُعِلَتْ ذُنُوْبُه جِسْرًاعَلٰى

১৭. তারীখে ইবনে আসাকের

بَابِ بَيْتِه فَاِذَا خَلَّفَه خَلَّفَ ذُنُوْبَه كُلَّهَافَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مِنْهَا مِثْلَ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ، وَتَكَفَّلَ اللّٰهُ لَه بِاَرْبَعٍ، بِاَنْ يَخْلُفَه فِيْمَا يُخَلِفُ مِنْ اَهْلٍ وَمَالٍ، وَاَیُّ مَيْتَةٍ مَاتَ بِهَااَدْخَلَه الْجَنَّةَ، وَاِنْ رَدَّه، رَدَّه سَالِمًابِمَااَصَابَ مِنْ اَجْرٍاَوْغَنِيْمَةٍ، وَلاَتَغْرُبُ شَمْسٌ اِلاَّغَرُبَتْ بِذُنُوْبِه،

مواردالظمان كتاب الجهاد باب فضل الجهاد، صحيح ابن خزيمة كتاب الامارة باب ضمان الله الغدى الى المسجدولارائح اليه، مشارع الاشواق 243/226

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন মুজাহিদ যখন নিজ ঘর থেকে বের হয় তখন তার গুণাহ সমূহকে তার ঘরের দরজার চৌকাঠ করা হয়। যখন মুজাহিদ চৌকাঠটি অতিক্রম করে তার গুনাহ সমূহকে সেখানেই বিলুপ্ত করে দেয়া হয়। এমন কি মশার পাখা পরিমাণ গুনাহ ও তার নিকট থাকে না এবং আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদের চারটি জিম্মাদরী নিয়ে নেন।

১. আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদের রেখে যাওয়া ঘর-বাড়ী, সহায়-সম্পদ রক্ষণা-বেক্ষণের জিম্মাদার হয়ে যান।
২. মুজাহিদ যে অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।
৩. যদি মুজাহিদ কে ময়দান থেকে ফেরত পাঠাতে হয় তখন আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ প্রতিদান বা গণিমত সহ প্রেরণ করেন।
৪. সূর্যাস্তের সাথে সাথে তার সমস্ত গুণাহ সমূহ মাফ করা হয়।[১৮]

মুজাহিদের জিম্মাদার আল্লাহ্

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَمَّنَ اللّٰهَ لِمَنْ خَرَجَ فِی سَبِيْلِه لاَ يُخْرِجُه اِلاَّجِهَادٌ فِیْ سَبِيْلِیْ

১৮. মু'জামে আওসাত তাবারানী-৮/৩১৫ নং৭৬৪২

وَاِيْمَانٌ بِىْ، وَتَصْدِيْقٌ بِرَسُلِىْ فَهُوَعَلَىَّ ضَامِنٌ اَنْ اُدْخِلَه الْجَنَّةَ، اَوْاَرْجِعَه اِلى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاًمَانَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه، مَامِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اِلاَّجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِه يَوْمَ كُلِمَ، لَوْنَه لَوْنُ دَمٍ، وَرِيْحُه رِيْحُ مِسْكٍ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍبِيَدِه، لَوْلاَاَنْ اَشُقَّ عَلى الْمُسْلِمِيْنَ مَاقَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْفِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَبَدًا، وَلكِنْ لاَاَجِدُسَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلاَيَجِدُوْنَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّى، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍبِيَدِه لَوَدِدْتُ اَنِّى اَغْزُوْفِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَأُقْتَلَ، ثُمَّ اَغْزُوْ فَاُقْتَلَ ثُمَّ اَغْزُوْفَاُقْتَلَ،

ابن عساكر، مشارع الاشواق 240/225

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন, আমি ঐ ব্যক্তির পূর্ণ জিম্মাদার যে আমার উপর ঈমান আনে ও রাসূলুল্লাহ কে সত্য নবী হিসাবে সত্যায়ন করে। এবং জিহাদের জন্য বেরিয়ে পরে আমি হয়তো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো অথবা প্রতিদান ও গণিমত দিয়ে প্রত্যাবর্তন করবা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঐ সত্যার শপথ যার কুদরতী হাতে আমার জান যে ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দানে আহত হবে কিয়ামতের দিন ঐ আহত অবস্থাতেই উত্থিত হবে, তার থেকে প্রবাহিত রক্তের রং লাল হবে কিন্তু ঘ্রাণ মিশকাম্বরের ন্যায় হবে।

শপথ, ঐ সত্তার যার কুদরতী হাতে আমার জান, যদি মুসলমানদের ব্যাপারে যদি আশংকা হতো তবে কখনো আমি কোন যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতাম না। গরিব মুসলমান মুজাহিদগণকে অস্ত্র আহী দিয়ে যুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার মত সামর্থ আমার নেই আর তাদের ও সাধ্যের বাহির তারা আমার জিহাদে চলে যাওয়ার পর পিছনে অত্যাধিক কষ্ট অনুভব করে। এ কারণে সান্ত্বনা স্বরূপ মাঝে মধ্যে আমি থেকে যেতাম।

ঐ জাতের কসম, যার কুদরতী হাতে আমার জান। আমার মন চায় আমি আল্লাহর রাহে লড়াই করবো এবং শহীদ হয়ে যাব। অতঃপর পূর্ণরায় আমাকে জীবিত করা হবে এবং লড়াই করে শহীদ করতে হবে।[১৯]

মুজাহিদগণের খিদমত

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ خَدَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ يَوْمًا فَلَه عِنْدَاللهِ ثَوَابُ عَشَرَةِ اَلاَفِ سَنَةٍ،

مشارع الاشواق 434/316

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি একদিন মুজাহিদগণের খিদমত করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে দশ হাজার বছর ইবাদতের সাওয়াব প্রদান করবেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الْغُزَاة فِىْ سَبِيْلِ اللهِ خَادِمُهُمْ، ثُمَّ الَّذِىْ يَأْتِيْهِمْ بِالاَخْبَارِ، وَاَخَصُّهُمْ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ الصَّائِمُ، وَمَنِ اسْتَقى لاَصْحَابِه قِرْبَةً فِىْ سَبِيْلِ اللهِ سَبَقَهُمْ اِلى الْجَنَّةِ بِسَبْعِيْنَ دَرَجَةً اَوْسَبْعِيْنَ عَامًا،

الطبرانى قال الهيثمى فى مجمع الزواد رواه الطبرانى فى الاوسط وفيه عنبسة بن مهران، وهوضعيف 579/5 مشارع الاشواق 433/316

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন মুজাহিদগণের মধ্যে সর্ব উৎকৃষ্ট যে সেথায় খিদমত করে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার খবর দারী করে। মুজাহিদগণের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক সম্মানিত ও মর্যাদা

১৯. সহীহ মুসলিম-২/১৩৩

পূর্ণ হলো রোজাদার। আর যে ব্যক্তি এরূপ সাথীদের কে এক মশক পানি এনে পান করায় জান্নাতে তাকে সত্তার দরজা বুলন্দ করা হয় বা সে জান্নাতের প্রতি সত্তর বছরের পথ অগ্রে চলে যায়।[২০]

عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّه مَرَّبِرَجُلٍ وَهُوَيُعَالِجُ لِاَصْحَابِه، يَعْنِیْ طَعَامًا، وَقَدْعَرِقَ وَأَذَاهُ وَهْجُ النَّارِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُصِيْبَه حَرُّجَهَنَّمَ بَعْدَهَا،

مشارع الاشواق 437/316

বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গমন করছিলেন যে, তার সাথীদের খানা পাকাচ্ছিল। আগুনের স্ফুলিঙ্গ তাকে বহু কষ্ট দিচ্ছিল শরীরের থেকে গাম ঝড়ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের সময় সাহাবায়ে কিরামদেরকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে দিতেন সে অনুপাতে একদা এক জামা'আতের সদস্যরা এক সাথীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রশংসা বিমুহিত হয়ে গেলেন। বললেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা এমন আর দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি। আমরা কোথাও সামান্য অবস্থান করলে সে নামাযে দাড়িয়ে যেত, সফর অবস্থায় সর্বদা কুরআন তিলাওয়াত করতো এবং সর্বদা রোজা রাখত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাস করলেন তার ওমুক কাজগুলো 'খিদমত' কে করতো। সাথীরা উত্তর করলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো আমরাই সম্পাদন করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন তোমরা তার চেয়ে বহু গুনে উত্তম।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন ব্যক্তিকে সাথীদের খেদমত করতে দেখতেন তখন তার জন্য প্রাণ খুলে রহমতের দু'আ করতেন।[২১]

---

২০. মু'জামে আওসাত, তাবারানী-৫/৫৭০
২১. কিতাবুল জিহাদ ইবনে মুবারক

মুজাহিদগণের সাহায্য করার ফযীলত

عَنْ اَبِیْ سَعِيْدِالْخُدْرِیِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اِلٰی بَنِیْ لِحْيَانَ لِيَخْرُجَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ وَالْاَجْرُبَيْنَهُمَا، وَفِیْ لَفْظٍ: لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ، ثُمَّ قَالَ للقاعد: اَيُّكُمْ خَلَّفَ الْخَارِجَ فِیْ اَهْلِه وَمَالِه بِخَيْرٍفَلَه مِثْلُ نِصْفِ اَجْرِ الْخَارِجِ،

مسلم شريف الامارة باب فضل اعانة الغازی فی سبيل الله بمركوب غيره،

مشارع الاشواق 390-396/303

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী লিহইয়া সম্প্রদায়ের নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, তোমাদের প্রত্যেক দু'জন পুরুষ হতে একজন জিহাদে চলে যাও উভয়েই সাওয়াব লাভ করবে। অন্য এক বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন প্রত্যেক দু'ই পুরুষের মধ্য হতে একজন জিহাদের জন্য বেরিয়ে পর। অতপর যারা পিছনে থাকবে তোমরা জিহাদে গমণ কারী মুজাহিদগণের ধন-সম্পদ স্ত্রী পুত্রকে ভালভাবে দেখাশোনা করবে তাতে তোমরা মুজাহিদদের অর্ধেক সাওয়াব লাভ করবে।[২২]

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِّیِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَغَازِيًافِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَقَدْغَزَا، وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيًافِیْ اَهْلِه بِخَيْرٍفَقَدْغَزَا،

طبرانی، مشارع الاشواق 401/303

হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহ্‌নী (রা.) বর্ণনা করেণ রাসূরুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি জিহাদে গমণকারী

---

২২. সহীহ মুসলিম - ২/১৩৮

মুজাহিদগণের আসবাবপত্র প্রস্তুত করে দিল সে ও যেন জিহাদ করলো। আর যে ব্যক্তি মুজাহিদগণের ঘর-বাড়ী ও স্ত্রী-পুত্র কে ভাল ভাবে দেখা শোনা করলো সে যেন নিজেই জিহাদে অংশ নিল।[২৩]

عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِدِ الْجُهَنِى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَطَّرَصَائِمًاكَانَ لَه مِثْلَ اَجْرِه، لاَيُنْقَصُ مِنْ اَجْرِه شَيْئٌ، وَمَنْ جَهَّزَغَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ، كَانَ لَه مِثْلَ اَجْرِه، لاَيُنْقَصُ مِنْ اَجْرِالْغَازِى شَيْئٌ،

سنن ترمذى ابواب الصيام باب الصيام باب ماجاء فى فضل من فطرصائما، هذاالحديث مركب من روايته فى كتاب الصوم 166/1 وروايته فى ابواب فضائل الجهاد 292/1 اختصارا وقال ببعدكل من الروايتين هذا حديث حسن صحيح ابن ماجه، كتاب الصيام باب ثواب من فطرصائما، مشارع الاشواق398/304

হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহনী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি কোন রোজাদার কে ইফতার করালো সে রোজাদার ব্যক্তির সমপরিমান সাওয়াব লাভ করবে তবে রোজাদারের সাওয়াবে কোন কমী হবে না। অনুরূপ যে ব্যক্তি মুজাহিদগণকে সাহায্য সহযোগিতা করলো তাকেও মুজাহিদের সমপরিমাণ সাওয়াব প্রদান করা হবে তবে মুজাহিদের সাওয়াব বিন্দু মাত্র ও কমানো হবে না।[২৪]

এ জাতিয় আরো বহু হাদীস রয়েছে যার থেকে মাত্র তিনটি উল্ল্যেখ করা হলো। (সন্ধীনীদের জন্য ইবনে মাজাহ কিতাবুল জিহাদ মুসনদে আহমদ। তাবরানী শরীফ, কিতাবুল জিহাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ও মাশারেউ আশওয়াক তিনশত চার ও তিনশত পাঁচ পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য।

২৩. সহীহ বুখারী-১/৩৯৮, সহীহ মুসলিম-২/১৩৭
২৪. সুনানে তিরমিযী-১/১৬৬, সহীহ ইবনে হিব্বান

জান্নাতীদের ঈর্শা

عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَكَفَّلَ بِاَهْلِ بَيْتٍ غَازِفِىْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يُغْنِيْهُمْ وَيَكْفِيَهُمْ عَنِ النَّاسِ وَيَتَعَاهَدَهُمْ، قَالَ اللهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَرْحَبًا بِمَنْ اَطْعَمَنِىْ وَسَقَانِىْ وَحَبَانِىْ وَاَعْطَانِىْ، اِشْهَدُوْايَامَلاَئِكَتِىْ اِنِّىْ قَدْاَوْجَبْتُ لَه كَرَامَتِىْ كُلَّهَا، فَمَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌاِلاَّغَبَطَه بِمَنْزِلَتِه مِنْ اللهِ تَعَالٰى،

ابن عساكر، مشارع الاشواق 404/305

হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, ব্যক্তি কোন মুজাহিদ পরিবারকে এ পরিমাণ সাহায্য সহযোগিতা ও দেখাশোনা করলো যে, তারা অন্য কারো প্রতি মুখাপেক্ষী রইল না।

কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, সুস্বাগতম ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমাকে মুহাব্বত করে সাহায্য সহযোগিতা করেছে এবং আহার ও পানিয় দানের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত করেছে। অতঃপর আহকামুল হাকীমিন বলবেন হে আমার ফেরেশতাগণ তোমরা স্বাক্ষী থাকো আমি ঐ ব্যক্তির জন্য পূর্ণ প্রতিদান ও সর্বউচ্চ মর্যাদা অবধারিত করলাম। অতএব আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর মান-মর্যাদা দেখে অন্যান্য জান্নাতীগণ ও ঈর্ষায় ফেটে পরবে।[২৫]

'সুবহানাল্লাহ' আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ কারী মুজাহিদ গণের পরিবারকে দেখাশোনার মর্যাদা যদি এই হয় তবে মুজাহিদকে সাহায্য কারীর জন্য কী পরিমাণ মর্যাদা হবে। আর ঐ মুজাহিদের মর্যাদা কোথায় যার পরিবারকে সাহায্য কারীর মর্যাদা দেখে অন্যান্য জান্নাতীরা ঈর্ষা করবে। তারা যখন মুজাহিদগণের মর্যাদা ও সম্মান অবলোকন করবে তখন কি অবস্থা হবে তাদের।

২৫. তারীখে ইবনে আসাকের

আল্লাহ আমাদেরকে সত্যিকার মুজাহিদ হয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সে মর্যাদা ও সম্মান লাভের তৌফিক দান করুন । আমিন ।

মুজাহিদের সাহায্যে ফেরেস্তার আগমণ

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه اَتَاه جِبْرِيْلُ فَاَمَرَه اَنْ يُجَيِّشَ جَيْشًا نَحْوَاالْعَدْوِّ، فَأَمَرَبِجَهازِهِمْ، وَزَوَّدَهُمْ رَجُلاًرَجُلاً، وَنَسِىَ مِنْهُمْ رَجُلاًمِنَ الْاَنْصَارِ يُسَمّٰى حُدَيْرًا فَلَمْ يُجَهِّزْهُ، فَخَرَجَ فِىْ الْجَيْشِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَظُنُّ اَنَّه سُخْطٌ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ حُدَيْرٌيَمْشِىْ فِىْ اخِرِالْعَسْكَرِ، وَلاَيَرْفَعُ قَدَمًا وَلاَيَضَعُ اُخْرٰى اِلاَّوَهُوَيَقُوْلُ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُلِلّٰهِ وَلاَاِلٰهَ اِلاَّاللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّبِاللّٰهِ وَنَعْمَ الزَّادُهذا يَارَبِّ فَاَرْسَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ والسَّلاَمُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ، وَيَقُوْلُ لَكَ: جَهَّزْتَ الْجَيْشَ، وَزَوَّدْتَهُمْ وَ نَسِيْتَ حُدَيْرًا وَلَمْ تُزَوِّدْهُ فَهُوَفِىْ اخِرِالْجَيْشِ وَاِنَّه يَصْعَدُاِلَيْهِ مِنْهُ كَلاَمٌ اَبْكى مِنْهُ مَلاَئِكَةَ السَّموَاتِ، فَعَجِّلْ عَلَيْهِ بِجِهَازِه، فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَئه بِجِهَازِه وَزَادِه، وَقَالَ لِلرَّسُوْلِ: اِحْفَظْ اَوَّلَ كَلاَمِه وَاخِرَه،

فَأَدْرَكَهُ الرَّسُوْلُ وَهُوَفِىْ اخِرِالْجَيْشِ يَقُوْلُ لاَاِلٰهَ اِلاَّاللّٰهُ وَالْحَمْدُلِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّبِاللّٰهِ، وَنِعْمَ الزَّادُ هذَا يَارَبِّ، فَقَالَ لَه: دُوْنَكَ جِهَازَكَ، فَقَالَ: اَوَرَضِىَ عَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ؟ قَالَ مَاكَانَ سَخِطَ عَلَيْكَ حَتّٰى يَرْضٰى عَنْكَ وَلكِنْ نَسِيْكَ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى بَعَثَ اِلَيْهِ جِبْرِيْلَ يَذْكُرُبِكَ ، فَخَرَّحُدَيْرٌلِلّٰه سَاجِدًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَه فَحَمَدَاللّٰهَ وَاَثْنىٰ عَلَيْهِ، وَصَلّٰى عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: ذَكَرَنِىْ رَبِّىْ مِنْ فَوْقِ عَرْشِه، اللّٰهُمَّ لَمْ تَنْسَ حُدَيْرًافَاجْعَلْ حُذَيْرًا، لاَيَنْسَاكَ

مشارع الاشواق 406/306

বর্ণিত আছে একদা হযরত জিব্রাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে দুশমনের বিরুদ্ধে একটি সৈন্য বাহিনী তৈরী করে যুদ্ধা ভিযান পরিচালনার আদেশ দিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের প্রস্তুতির আদেশ প্রদান করলেন এবং নিজেও অসহায় সাহাবীদের মাঝে যুদ্ধ সামগ্রী বিতরণ করলেন কিন্তু অসহায়দের মাঝে হযরত হুদাইর নামক সাহাবীকে যুদ্ধ সাম্রগী দিতে ভুলে গেলেন । হযরত হোসাইন (রা.) মনে মনে ধারণা করছিলেন যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে । তাই তিনি অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে কেবল মাত্র আল্লাহর তা'আলা সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কোন প্রকার যুদ্ধ সামগ্রী ব্যতিত খালি হাতেই চললেন জিহাদের ময়দানে । মুজাহিদ বাহিনীর সর্ব শেষ সদশ্য হযরত হোসাইন (রা.) তিনি কদম রাখছেন আর মুখে পাঠ করছেন-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُلِلّٰهِ وَلاَاِلٰهَ اِلاَّاللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّبِاللّٰهِ

ভারাক্রান্ত মনে শুধু বলছে হে আমার প্রতিপালক ! এ তাবসীহই আমার সর্ব উৎকৃষ্ট যুদ্ধ সামগ্রী । এ ঘটনা প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিব্রাইল (আ.) কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রেরণ করলেন । হযরত জিব্রাইল (আ.) আগমণ করে বললেন হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি সালাম পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আপনি সমস্ত মুজাহিদগণকে যুদ্ধ

সামগ্রী দিয়েছেন কিন্তু হযরত হোসাইন (রা.) কে তা দিতে ভূলে গেছেন সে আপনার এ বাহিনীর সর্বশেষে রয়েছে এমন কালিমা পাঠ করছে যে ফেরেশতারা পর্যন্ত ক্রন্দন করছে। আপনি অতিদ্রুত তাকে যুদ্ধ সামগ্রী প্রদান করুন। তৎক্ষণাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে যুদ্ধ সামগ্রী দিয়ে প্রেরণ করলেন এবং হযরত হোসাইন (রা.) যে, কালিমাটি পাঠ করছিলেন তা ভাল করে মুখস্থ করে আসতে বললেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরিত সাহাবী গিয়ে দেখেন তিনি কালিমা পাঠ করছেন। সাহাবী বললেন আপনার যুদ্ধ সামগ্রী।

হযরত হোসাইন (রা.) বললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন? সাহাবী বললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আপনার উপর অসন্তুষ্টই হননি কিন্তু আপনাকে যুদ্ধ সামগ্রী দেয়ার ব্যাপারে ভুলে গেছেন তাই আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে জিব্রাইল (আ.) কে পাঠিয়েছেন স্বরণ করে দেয়ার জন্য। একথা শুনে হযরত হোসাইন (রা.) সিজদায় লুটে পরলেন অতঃপর মাথা উঠিয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ পাঠ করে বললেন আমার প্রতি পালক আমাকে আরশে আজিমে স্বরণ করেছেন। হে আমার প্রতি পালক! হোসাইনকে আর কোন দিন ভুলবেন না এবং হোসাইন কেও তাওফীক দান করুন হোসাইন ও যেন কোন দিন আপনাকে না ভুলে।[২৬]

অসুস্থ অবস্থায় অন্য মুজাহিদকে সাহায্য করা

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ فَتًى مِّنْ اَسْلَمَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ اُرِيْدُالْغَزْوَوَلَيْسَ مَعِيْ مَااَتَجَهَزَّبِه، قَالَ اِيْتِ فُلاَنًا فَاِنَّه قَدْكَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَئُكَ

২৬. সীফাউস্ সুদূর

السَّلاَمَ وَيَقُوْلُ: اَعْطِنِيْ الَّذِيْ تَجَهَّزْتَ به فَقَالَ لِاِمْرَأَتِه: يَافُلاَنَةُ اَعْطِيْهِ الَّذِيْ تَجَهَّزْتُ به وَلاَتَحْبَسِيْ عَنْهُ وَ شَيْئًا، فَوَاللهِ لاَتَحْبَسِيْنَّ مِنْهُ شَيْئًا مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَكَ فِيْهَ،

صحيح مسلم كتاب الامارة باب فضل اعانة الغازى فى سبيل الله بمركوب، مشارع الاشواق 308/307

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন আসলাম গোত্রের এক যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে এসে আরয করলেন হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি জিহাদে যেতেচাচ্ছি কিন্তু আমার নিকট যুদ্ধ সামগ্রী নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন উমুক ব্যক্তির কাছে যাও সে যুদ্ধ সামগ্রী প্রস্তুত করেছিল এখন অসুস্থ হয়ে গেছে ঐ যুবক উক্ত সাহাবীর নিকট গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাম দিয়ে বলল আপনি আপনার যুদ্ধ সামগ্রী আমাকে দিয়ে দেন। সাহাবী তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বলল আমার ঐ সমস্ত যুদ্ধ সামগ্রী এ যুবককে দিয়ে দাও তার থেকে এক বিন্দু পরিমাণ ও কিছু রাখবে না খোদার কসম! যদি তুমি তার থেকে সামান্য কিছু বস্তুও রেখে দাও তবে আল্লাহ তা'আলা তোমার থেকে বরকত উঠিয়ে নিবেন।[২৭]

عَنْ جَبَلَةَ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَالَمْ يَغْزُاَعْطى سِلاَحَه عَلِيًّاوَاُسَامَةَ،

قال الهيثمى فى مجمع الزوائد روائد رواه احمدو والطبرانى فى الكبير والاوسط ورجال احمد ثقات 515/5 مشارع الاشواق 410/308

হযরত যাবাল ইবনে হারেস (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিহাদে শরীক হতে পারতেন না তখন নিজেই

২৭. সহীহ মুসলিম কিতাবুল ইমারা- ২/১৩৭

অস্ত্র হযরত আলী ও হযরত উসামা (রা.) কে প্রদান করতেন।[২৮]

অসুস্থতার কারণে জিহাদ যেতে না পারলেও নিজের যুদ্ধসামগ্রী অন্য কোন মুজাহিদকে দিয়ে জিহাদে অংশনেয়া অত্যন্ত ফযিলতের কাজ একেতো নিজের স্থানে অন্য একজন মুজাহিদ স্থান পুরা করলো সাথে সাথে যে হাতীয়ার গুলো যুদ্ধে ব্যবহারিতহলো এগুলোও কিয়ামতের দিন স্বাক্ষী হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কোন ওজরের কারণে জিহাদে অংশ নিতে না পারলে ও নিজের অস্ত্রকে পাঠিয়ে দিতেন এর মাধ্যমেই তার গুরুত্ব ও ফযিলত সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

মুজাহিদ পরিবারের খিয়ানতের পরিনতি

عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حَصِيْبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرْمَةُ نسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ اُمَّهَاتِهِمْ، وَمَامِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يُخَلَّفُ رَجُلاًمِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ اَهْلِه فَيَخُوْنَهُ فِيْهِمْ اِلَّاوُقِّفَ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَاْخُذَمِنْ عَمَلِه مَاشَاءَ فَمَاظَنَّكُمْ،

صحيح مسلم كتاب الامارة باب خرمة نساء المجاهدين واثم من خانهم فيهن، مشارع الاشواق 411/308

হযরত বরীদা ইবনে হাসীর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন মুজাহিদ পতনীদের ইজ্জত বসে থাকা লোকদের নিকট তাদের মায়ের তুল্য। অতঃএব যে ব্যক্তি মুজাহিদগণের পরিবারের খিয়ানত করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সকলের সামনে দাঁড় করিয়ে দিবে। তার থেকে যতইচ্ছা আমল ছিনিয়ে নেয়া হবে। এখন বল তোমাদের কিইচ্ছা ?[২৯]

হযরত আবু আব্দুল্লাহ আল-হালীমি (রহ.) বর্ণনা করেন উল্ল্যেখিত

---

২৮. মুজামে কাবীর - ২/২৮৬
২৯. সহীহ মুসলীম শরীফ কিতাবুল ইমারাহ-২/১৩৮

হাদীস থেকে প্রতিয়মান হয় যে, মুজাহিদের জন্য ঘরে থাকা লোকদের উপর বড় হক রয়েছে। কেননা মুজাহিদ ঘরে থাকা লোকদের পক্ষ থেকেও জিহাদের ফরজিয়ত আদায় করে থাকে তাদের হেফাজতের জন্য নিজের জান কুরবান করে দেয়।

মুজাহিদ সমস্ত মুসলিম জাতীর জন্য নিজেকে ঢাল স্বরূপ পেশ করে এতদ্ব সত্যেও যদি পিছনে থেকে মুজাহিদগণের পরিবারের খিয়ানত হয় তবে তার গুনাহও এক পার্শবর্তি অন্য পার্শ বর্তির জন্য খিয়ানত করার চেয়ে অনেক গুণে বেশী হবে যেমন পরশী কর্তৃক খিয়ানত দূরবর্তী থেকে অধীক জগন্য। -আল মিন হাজ ফী শিয়াবীল ঈমান

মহান আল্লাহ তা'আলার অসীম কৃপা যে, মুজাহিদের যুদ্ধ সামগ্রী প্রস্তুত করা দ্বারা জিহাদের সাওয়াব প্রদান করেন আবার ঘরে বসে মুজাহিদ পরিবারদের হিফাজত কারীকেও জিহাদের সাওয়াব প্রদান করেন। এ সকল ফযিলতের ব্যাপারে যদি মুসলমানদের পূর্ণ বিশ্বাস হতো তবে মুসলমান নিজেদের মাঝে পালা ক্রমে ভাগ করে নিত যে কোন গ্রুপ জিহাদে যাবে আর কোন গ্রুপ যুদ্ধ সামগ্রী প্রস্তুত করবে আর কারা মুজাহিদ পরিবারের দেখা শোনা করবে।

কিন্তু অতিব পরিতাপের বিষয় হলো বর্তমানে অনুরূপ গ্রুপ ভিত্তিক বন্টন তো দেখা যাই না বরং মযারা বহু ত্যাগ শিকার করে মসিবতের বহু পাহাড় মাড়িয়ে জিহাদের জন্য বের হয় অন্য সকল মুসলমান তাদের খেদমতের মাধ্যমে সৌভাগ্য অর্জন করা তো দূরের কথা তাদের বিরুধীতা করাকেই নিজের দায়িত্ব মনে করে। পরিবারকে হেফাজতের স্থলে বিভিন্ন প্রকার বৎসনা দিতে থাকে। তাদের নানা ভাবে কষ্ট দেয়ার ফন্দি আটে এ সকল কাজ সরা সরি আল্লাহ তা'আলার আজাবকে আহ্বান করার নামান্তর।

মুজাহিদ ও মুজাহিদ পরিবারকে সাহায্য করার তরতিব সাহাবায়ে কিরামের মাঝে পূর্ণ মাত্রায় ছিল তাই সাহাবায়ে কিরাম নির্ভিগ্নে নিসংকোচে কোন প্রকার পিছু চিন্তা বেতিরেকে জিহাদে ভূমিকা রাখতেন। কোন সাহাবী শহীদ হয়ে গেলে অন্য সাহাবী তার স্ত্রীকে বিবাহ করেও সাহায্য করতেন। এ সকল সুষ্ঠ ও সুন্দর সহযোগিতা মুলক অবস্থা থাকার কারণে

অর্ধ দুনিয়ার খিলাফত করেছেন ।

আজ ও যদিমুসলমান মুজাহিদগণের ক্ষেত্রে এরূপ সাহায্য কারী হয় তবে আবার সকল পিছু টান পরিত্যাগ করে মুসলিম নওজুয়ানরা ছুটে যাবে সম্মুখ পানে যে অগ্র যাত্রা ঠেকাতে পারবে এমন কোন পরাশক্তি দুনিয়াতে নেই ।

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে আসার তওফীক দান করুন ।

মুজাহিদকে সাহায্য কারী পাবে আরশের ছায়া

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّ سَهْلاًحَدَّثَه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَعَانَ مُجَاهِدًافِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْغَازِيًافِىْ عُسْرَتِه، اَوْمُكَاتِبًا فِىْ رَقَبَتِه اَظَلَّهِ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّه يَوْمَ لاَظِلَّ اِلاَّظِلُّه،

مسنداحمد، ابن ابى سيبة فى المصنف كتاب الجهاد، الحكم فى المستدرك كتاب الجهاد باب فضيلة اعانة المجاهدو الغارم والمكاتب قال الهيثمى فى مجمع الزوائد رواه احمدوالطبرانى وفيه، عبدالله بن سهل بن حنيف و لم اعرفه و لم اعرفه وعبدالله بن محمدبن عقيل حديث حسن 516/5 مشارع الاشواق 412/309

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাহল ইবনে হানীফ (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদ কারী মুজাহিদ কে সাহায্য করবে এবং অসহায় মুজাহিদের চাহিদা পুরা করবে এবং চুক্তিবদ্ধ গোলামকে আজাদ করাবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকেআরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় দিবেন যে দিন তা ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না ।[৩০]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

---

৩০. মুসনাদে আহমদ-৪/৫৪০

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَظَلَّ رَأْسَ غَازٍاَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ جَهَّزَغَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَه مِثْلُ اَجْرِه، حَتّٰى يَمُوْتَ اَوْيَرْجِعَ، وَمَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا يُذْكَرَفِيْهِ اِسْمُ اللّٰهِ بَنٰى اللّٰهُ لَه بَيْتًافِى الْجَنَّةِ،

ابن ماجه كتاب الجهاد باب من جهزغازيا، واخرجه ابن شيبة ايضافى مصنفه ورجال اسناده كلهم ثقات الاالوليدبن الى الوليدفقيه حصلين وقدخرج له مسلم فى صحيحه مشارع الاشواق 418/311

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, ব্যক্তি মুজাহিদের ছায়ার ব্যবস্থা করে কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে আরশের ছায়া তলে আশ্রয় দিবেন । আর যে ব্যক্তি মুজাহিদকে যুদ্ধ সামগ্রী প্রদান করবেন আল্লাহ তা'আলা মৃত্যু পর্যন্ত বা মুজাহিদের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত মুজাহিদের সমপরিমাণ সাওয়াব প্রদান করবেন । যে ব্যক্তি এমন মসজিদ তৈরী করবে যাতে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করা হয় । আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরী করবেন ।[৩১]

হাদীসে ছায়ার দ্বারা তাবু বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুজাহিদগণকে জিহাদের ময়দানে অবস্থান করার জন্য তাবু প্রদান করবে কাল কিয়ামতের দিন মাথার সামান্য উপর সূর্য থাকবে মাটি তামার মত হয়ে যাবে কোন প্রকার ছায়া থাকবে না একমাত্র আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়া সে কঠিন মুহুর্তে তাবু দানকারী ব্যক্তি কে আরশের ছায়ার নিচে ছায়া প্রদান করা হবে ।

মুজাহিদগণের সাথে বিদায়ী চলা

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍالْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

---

৩১. সুনানে ইবনে মাজাহ কিতাবুল জিহাদ, মুসান্নেফে ইবনে আবী শাইবা-৪/৫৯৯

اللّٰہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَارَجُلٍ سَمِعَ بِغَازٍ فَنَهَضَ اِلَيْهِ لِيُعِيْنَه عَلٰى حَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِه اَوْشَيَّعَه سَاعَةً اَوْسَلَّمَ عَلَيْهِ نَهَضَ وَقَدْخَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِه كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ، وَهُوَرَفِيْقُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، وَمَنْ جَهَّزَغَازِيًا حَتّٰى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَه مِثْلَ اَجْرِه حَتّٰى يَمُوْتَ وَمَنْ بَنٰى مَسْجِدًا يُذْكَرُفِيْهِ اِسْمُ اللّٰہِ بَنَى اللّٰہُ لَه بَيْتًافِىْ الْجَنَّةِ،

مشارع الاشواق 413/309

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, ব্যক্তি কোন মুজাহিদ আগমণের সংবাদশুনে এ উদ্দেশ্যে দন্ডায় মান হয় যে, হয়তো কোন প্রকার প্রয়োজন মিটানো যাবে অথবা তার সাথে সামান্য পথ চলা যাবে অথবা তার সাথে সালাম-মুসাফাহা করা যাবে। তার এ দাড়ানো থাকা অবস্থায় সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। এবং শহীদদের সাথেতার বন্ধুত্ব হবে। আর যদি কোন ব্যক্তি মুজাহিদদের এ পরিমাণ যুদ্ধসামগ্রী প্রদান করে যে মুজাহিদের প্রয়োজন পুরা হয়ে যায়। তবে সাহায্য কারী ব্যক্তি কে মৃত্যু পর্যন্ত মুজাহিদের সমপরিমান সাওয়াব দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তিএমন মসজিদ তৈরী করে যা আল্লাহ তা'আলার নামের স্বরণ হয়। তবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন।[৩২]

عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰہُ عَنْهُ قَالَ لَاَنْ اُشَيِّعَ رُفْقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰہِ فَأُصْلِحَ لَهُمْ اَحْلَاسَهُمْ، وَاَرُدَّعَلَيْهِمْ مِنْ دَوَابِّهِمْ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ عَشْرِحِجَجٍ بَعْدَحَجَّةِ الْاِسْلَامِ

شفاء الصدور، مشارع الاشواق 428/314

হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন যে মুজাহিদগণকে

৩২. শিফাউস সুদূর

বিদায় দানের লক্ষে তাদের সাথে সামান্য পথচলা, তাদের ঘোড়ার লাগাম প্রস্তুত করে দেয়া এবং তাদের পশু গুলো এগিয়ে দেয়া আমার নিকট ফরজ হজ্বের পর দশবার হজ্ব করার চেয়ে ও অধিক প্রিয়।[৩৩]

মুজাহিদের রোজা

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِالْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰہُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّى اللّٰہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ عَبْدٍيَصُوْمُ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰہِ اِلَّابَاعَدَاللّٰہُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَه عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا،

صحيح مسلم كتاب الصيام باب فضل الصيام فى سبيل الله لمن ليطيقه بلاضرر صحيح البخارى كتاب الجهاد باب فضل الصوم فى سبيل الله، مشارع الاشواق 544/357

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন এমন কোন বান্দানেই যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয়ে একদিন রোজা রাখার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা ঐ মুজাহিদের চেহারা তথা মুজাহিদকে সত্তর বছরের পথ পরিমাণ দোযখ থেকে দূরত্বে হিফাজত করবেন না।[৩৪]

عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِىَ اللّٰہُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّى اللّٰہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰہِ بَعُدَتْ مِنْهُ النَّارُ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامٍ

طبرانى، قال الهيثمى فى مجمع الزوائد رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط ورجاله موثقون 444/3 مشارع الاشواق 546/357

হযরত আমর ইবনে আব্বাসা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাহে

৩৩. শিফাউস সুদূর

৩৪. সহীহ বুখারী-১/৩৯৮, সহীহ মুসলিম-১/৩৬৪

জিহাদের জন্য বের হয়ে একটি রোজা আদায় করবে তবে দোযকে ঐ মুজাহিদ থেকে একশত বছরের পথ পরিমাণ দূরে সরিয়ে দেয়া হবে ।[৩৫]

عَنْ اَبِیْ الدَّرْدَاءِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ یَوْمًا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ جَعَلَ اللّٰہُ بَیْنَہ وَبَیْنَ النَّارِخَنْدَقًاکَمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ،

الطبرانی فی الصغیر والاوسط، مجمع الزوائد، کتاب الصیام، باب فیمن صام یوما فی سبیل اللہ، قال الھیثم: اسنادہ حسن 444/3 قال الطبرانی فی الاوسط بعدماروی ھذاالحدیث: لم یروھذا الحدیث عن سفیان الاعبداللہ بن الولیدالعدنی ، مشارع الاشواق 551/359

হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে মুজাহিদের জন্য জিহাদে বের হয়ে রোজা রাখবে আল্লাহ তা'আলা ঐ মুজাহিদ জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে একটি খন্দক তৈরী করে দিবেন যার প্রশস্থ আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তি স্থান ।[৩৬]

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا، عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ یَوْمًا تَطَوُّعًا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ خَفَّفَ اللّٰہُ عَنْہُ مِنْ وُقُوْفِ یَوْمِ الْقِیَامَۃِ عِشْرِیْنَ سَنَۃً،

ابن ماجہ، تنزیۃ الشریعۃ 178/2 مشارع الاشواق 549/358

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে বের হয়ে একটি নফল রোজা রাখবে আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের

৩৫. মু'জামে আউসাত তাবারানী-৪/১৫৬
৩৬. মু'জামে কাবীর, তাবারানী-৮/২৩৫

দিন হাশরের মাঠে দণ্ডায় মান অবস্থার বিশ বছর কমিয়ে দিবেন ।[৩৭]

এই একই মজমুনের আরো বহু হাদীস হযরত মা'আজ ইবনে আনাস, হযরত আবী উসামা,ও হযরত ইবনে ওমর (রা.) সহ বিভিন্ন সাহাবী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে একই বিষয় হওয়ার কারণে এখানে আর উল্ল্যেখ করা হলো না । তবে হাদীসে বর্ণিত ফযিলত শুনে আমাদের পূর্ব সূরীরা যে কি পরিমাণ আমল করেছেন তার দু' একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুখরামাহ (রা.) এর ইফতার

عَنْ اِبْنِ عُمَرَرَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا قَالَ اَتَیْتُ عَلی عَبْدِاللّٰہِ بْنِ مُخْرَمَۃَ عَامَ الْیَمَامَۃِ فَوَقَفْتُ عَلَیْہِ، فَقَالَ یَاعَبْدَاللّٰہِ بْنَ عُمَرَ! ھَلْ اَفْطَرَالصَّائِمُ؟ قُلْتُ لَا، قَالَ فَاجْعَلْ لِیْ فِیْ ھذَا الْمِجَنِّ مَاءًلَعَلِّیْ اَفْطُرُ، قَالَ فَأَتَیْتُ الْحَوْضَ وَھُوَمَمْلُوْءٌ دَمًافَضَرَبْتُہ بِجَحْفَتِہ ثُمَّ اغْتَرَفْتُ مِنْہُ فَأَتَیْتُہ فَوَجَدْتُہ قَدْقَضَی اللّٰہُ عَنْہُ،

کتاب الجہاد لابن مبارك، مشارع الاشواق 555/360

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রহ.) বর্ণনা করেন ইয়ামামার যুদ্ধে আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুখরামাহ্ (রা.) এর নিকট গমন করলাম এমতবস্থায় যে তিনি মারাত্তক আহত ছিলেন। আমি সেখানে দাড়িয়ে ছিলাম এমতবস্থায় তিনি আমাকে বললেন হে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ! রোজা দারগণ কি ইফতার করে নিয়েছে আমি বললাম না ইফতারের সময় এখনো হয়নি । তিনি আমাকে বললেন যাও এ ডালটিতে করে পানি নিয়ে আস সম্ভবত আমার ইফতার করতেহবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন আমি হাউজের নিকট গিয়ে দেখি হাউজ রক্তে ভরে আছে আমি ডাল মেরে রক্ত সড়িয়ে সামান্য পানি নিয়ে তাঁর নিকট আগমণ করলাম এসে

৩৭. সুনানে ইবনে মাজাহ, তারীখে ইবনে আসাকের

দেখি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে নিয়েছেন ।[৩৮]

হুরের সাথে ইফতার

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) হযরত সাবেতুল বানানী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন এক যুবক দীর্ঘ দিন যাবত যুদ্ধের ময়দানে জিহাদ করছে তার অন্তরে শাহাদাতের বড় তামান্না, তাও অর্জন হচ্ছে না । বহু বছর প্রতিক্ষাও অপেক্ষার পরও যখন শাহাদাতের কোন আলামতই পাচ্ছেন না, তখন সে মনে মনে চিন্তা করল আমি কেন বাড়ী যাচ্ছি না, বিবাহ শাদী করছি না এ চিন্তায় অন্য মনস্ক হয়ে ঘুমিয়ে পরল । ইতিমধ্যে জোহরের নামাযের সময় হয়ে গেছে তাই অন্য এক মুজাহিদ সাথী এসে তাকে ডাকলে যুবক ঘুম থেকে উঠেই কাঁদতে থাকে মুজাহিদ ভয় পেয়ে গেল হায়! হয়তো আমার কোন আচরণের কারণে তার অন্তরে আঘাত এসেছে বহু পেরেশান ও বিচলিত হয়ে গেলেন মুজাহিদ ।

মুজাহিদের পেরেশানী অবস্থা দেখে যুবক বলল ভাই ! পেরেশান হওয়ার কিছুই নেই আমি কাঁদছি অন্য কারণে তাহল যখন আমি এখানে ঘুমিয়ে ছিলাম একসাথী আমার নিকট এসে বললো চল আমার সাথে তোমার বিবি হুরেঈনের কাছে আমি তার সাথে চলতে শুরু করলাম সাথী আমাকে এমন একটি প্রশস্ত ময়দানে নিয়ে গেলেন যার এক পাশে এতো সুন্দর একটি বাগান দেখলাম যা ইতি পূর্বে আর কখনো দেখিনি । তাতে দশজন অত্যন্ত সুন্দরী যুবতী উপবিষ্ট রয়েছে এত সুন্দর যুবতী ইতিপূর্বে আমি আর কখনো দেখিনি । মনে হলো আমার বিবি হুরেঈন এ যুবতী গুলোর মধ্য হতে কোন একটি হবে । তাই তাদের জিজ্ঞাস করলাম তোমাদের মাঝে কি হুরেঈন রয়েছে তারা বলল আমরা তো তার খাদেমা । তিনি আরো সামনে এ শুনে ঐ সাথীর সাথে আবার সামনে চলতে থাকলাম অতঃপর আরেক বাগানে প্রবেশ করলাম যা পূর্বের দ্বিগুণ সুন্দর এবং তাতে আরো বিশজন যুবতী বসা যারা পূর্বের দশজনের চেয়ে বহুগুণ সুন্দরী । আমি ধারণা করলাম হয়তো তাদের মধ্যে কেউ আমার বিবি হবে । তাই

৩৮. কিতাবুল জিহাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক

তাদের জিজ্ঞাস করলাম তোমাদের মধ্যে হুরেঈন রয়েছে তারা বলল আমরা তো তার খাদেমা । তিনি তো আরো সামনে এমনি ভাবে ত্রিশ পর্যন্ত যুবতির আলোচনা করল । অতঃপর সে বলল আমি লাল ইয়াকুতের একটি প্রাসাদের নিকট গিয়ে পৌঁছলাম । ঐ মহলের উজ্জ্বলতা চার পাশকে আলোকিত করছিল আমার সাথী আমাকে বললেন এ প্রাসাদে প্রবেশ কর । আমি তাতে প্রবেশ করলাম, দেখি এক ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট সুন্দরী রূপসী নারী যার চাক-চিক্যের সামনে প্রাসাদের চাক-চিক্য কিছুই নয় । আমি সোজা গিয়ে তার সাথে বসে গেলাম এবং কিছু সময় দু'জন পরস্পর কথা বার্তা বললাম । হঠাৎ আমার সাথী আমাকে ডেকে বলল বেরিয়ে আস এখন ফিরে যেতে হবে । আমি বের হওয়ার জন্য উঠে দাড়ালাম তখন সে হুরেঈনা আমার চাদরকে টেনে ধরল বলল আজ ইফতার আমার সাথে করবেন । এ পর্যন্ত দেখতেই আপনারা আমাকে জাগিয়ে দিয়েছেন এতে করে আমিও বুঝতে পারলাম এতক্ষনে সমস্ত কিছু শুধু স্বপ্ন তাই দুঃখে কষ্টে ক্রন্দন করছি । এ সকল আলাপ আলোচনা চলছিল এরই মাঝে জিহাদের দামামা বেজে উঠল মুজাহিদগণ নিজ নিজ ঘোড়ায় আরোহণ করে ঝাঁপিয়ে পরল শত্রু বাহিনীর উপর । যখন সূর্য অস্তগেল ইফতারের সময় হয়ে গেল তখনই ঐ যুবক রোজা অবস্থায় শত্রুর সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাতের অমিও সুধা পান করে নেয় ।[৩৯]

রোজা অবস্থায় মুজাহিদগণের আরো বহু ঈমান দীপ্ত ঘটনা রয়েছে যা হেকায়েতে সাহাবী এর মাঝে উল্লেখ করবো ইনশা আল্লাহ্ ।

মুজাহিদের কুরআন তিলাওয়াত

عَنْ مَعَاذِ بْنِ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ اَلْفَ ايَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَتَبَهُ اللهُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ

৩৯. কিতাবুল জিহাদ ইবনে মুবারক

قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد و لم يخرجاه وفى تلخيص الزهبى،

صحيح المستدرك، مشارع الاشواق 566/364

হযরত মা'আজ ইবনে আনাস (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, ব্যক্তি জিহাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার রাহে বের হয়ে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করল আল্লাহ তা'আলা তার নাম নবী সিদ্দীক শহীদ ও সালেহীনদের সাথে লিখে দিবেন ।[৪০]

জিহাদের জন্য বের হয়ে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করার দ্বারা মুজাহিদ ব্যক্তি হাসর হবে নবী সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনদের সাথে যদি সে মুজাহিদ জিহাদের ময়দানে শহীদ নাও হতে পারে। পবিত্র কালামে পাকে শেষ অংশ সূরায়ে মূলক এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক হাজার আয়াত এতুটুকু পাঠ করার দ্বারা একজন মুজাহিদ এ মর্যাদা লাভ করতে পারে ।

জিহাদের ময়দানে ইলম বিতরণ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَثَّ عِلْمًافِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُعْطِىَ بِكُلِّ حَرْفٍ مِّنْهُ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ حَسَنَاتٍ، وَكَانَ لَه مِثْلُ اَجْرِمَنْ عَمِلَ بِه اِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

مشارع الاشواق 568/365

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র পথেবের হয়ে ইলম বিতরণ করবে তবে তার প্রত্যেক হরফে 'আলেজ' নামক মরুভূমির বালিরাশী পরিমাণ সওয়াব অর্জন করবে। এবং ঐ ইলেম অনুপাতে আমল কারীর সাওয়াবের ন্যায় কিয়ামত পর্যন্ত তার আমল বাকী

৪০. মুসতাদরাক হাকেম-২/৯৭

থাকবে ।[৪১]

মরুভূমির বালিকা রাশী যেমন অগনিত ঠিক অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা ও মুজাহিদকে অগনিত সাওয়াব প্রদান করেন। কিয়ামত পর্যন্ত সদকায়ে জারিয়া হিসাবে কিয়ামত পর্যন্ত তার সাওয়াব চলবে ।[৪২]

মুজাহিদের লক্ষ্যনীয়

জিহাদ অত্যন্ত কষ্টকর ও ধৈর্য্য পরীক্ষার ফরয ইবাদত, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সাহায্য ব্যতীত তাতে অংশ নেয়া এবং তার সাথে দৃঢ়তার সাথে লেগে থাকা অসম্ভব ব্যাপার ।

তাকওয়া ও পরহেজগারী জিহাদের জন্য অপরিহার্য। কেননা ইখতিলাফ ও পাপাচারের মাঝে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য অবতরণ হয় না এবং জিহাদের হক্ব ও আদায় হয় না। এ কারনে মুজাহিদগণের উচিৎ যে তারা অধিক পরিমাণ এ আয়াত হাদীসগুলো মুতা'আলা করবে এবং নিজেদেরকে তাকওয়া পরহেজগারী ও ইবাদতে অবস্থ বানাবে। বর্তমান কাফেরগোষ্ঠী যে সমর শক্তি অর্জন করে নিয়েছে তার মুকাবেলা করা তখনই সম্ভব হবে ।

যখন মুজাহিদ সারা দিন শাহ্ সাওয়াব, ট্যাংক কামানে আরহণকারী এবং রাতে নামাজের মুসলমায় অবতরণ কারী কোন অবস্থাতেই মুজাহিদ আল্লাহ তা'আলার স্বরণ থেকে গাফেল হয় না তখন শয়তান সর্ব শক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা করে যে মুজাহিদ গণকে কোন উপায়ে ইবাদত থেকে সামান্য দুরে সড়িয়ে দিতে এবং সামান্য মালের খিয়ানত করিয়ে ফেলবে ।

মুজাহিদগণের জন্য উচিৎ হবে যে,আল্লাহ্র জন্য জান-মাল সর্বস্ব বিলিন করার উদ্দেশ্যে যখন জিহাদের ময়দানে আসা তখন হালকা ক্লান্তিতে ও সামান্য মালের মহব্বতে নিজের অবস্থান ভুলে না যাওয়া। বরং জিহাদের ময়দানে নেক আমল ও আমানতদারীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য শীল হয়ে যাওয়া। এবং এর জন্য এটাই সর্ব উত্তম

৪১. শিফাউস্ সুদুর

৪২. তানজীহুশ শরীয়াহ-১/২৮২

সময়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।
আমীন।

ঘোড়া প্রতিপালনের ফযীলত

মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ

মাকতাবাতুল কুরআন
নিখুঁত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইরশাদ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِحْتَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِسْمَانًا بِه وَتَصْدِيْقًا بِوعْدِه، فَاِنَّ شَبْعَه، وَرِيَهُ، وَرَوْثَهُ، وَبَوْلَه، فِيْ مِيْزَانِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-থেকে বর্ণীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেব্যাক্তি পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ ঈমান রেখে তাঁর সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলো অন্তর থেকে বিশ্বাস করে এবং সত্যিকার জিহাদের নিয়্যতে ঘোড়া প্রতিপালন করে। ঐ ঘোড়ার খানা-পিনা, পেশাব-পায়খানা কিয়ামতের দিন নেকের পাল্লায় উঠানো হবে। -বুখারী শরীফ

অশ্বের শপথ

অশ্ব একটি চতুষ্পদ জন্তু মাত্র। সে বুদ্ধি-বিবেচনার শক্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও মালিকের একান্ত আনুগত। সে তার মালিকের ইচ্ছা পূরণের জন্য কত দ্রুতবেগে ছুটে চলে এবং মুখোমুখি হয় কত বিপদাপদের। যুদ্ধকালিন সময় তার মালিকের পক্ষে ও দুশমনের বিরুদ্ধে কত তৎপর থাকে। এ কারণেই তো মহান রাব্বুল আলামীন সৃষ্টির সেরা মানব জাতিকে সতর্ক করার জন্য অশ্বের শপথ করে উল্লেখ করেন।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحاً

'শপথ! উর্ধশ্বাসে ধাবমান সেই অশ্বগুলোর'

ধাবমান অশ্বের নিঃশ্বাসের আওয়াজকে ضَبْحاً বলা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে কেবল অশ্ব ও কুকুরের নিশ্বাসে এ আওয়াজ হয়, অন্য কোন প্রাণীতে এ আওয়াজ হয় না। আর এ আওয়াজও হয় যখন অশ্ব দৌঁড়ানোর কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

হযরত আলী (রা.) বলেন وَالْعٰدِيٰتِ শব্দ দ্বারা হাজীদের সেই উটগুলোকে উদ্দেশ্য করো হয়েছে, যা আরাফা থেকে মুজদালিফা এবং মুজদালিফা হতে মিনা পর্যন্ত দৌঁড়ে আসে। তিনি হযরত আলী (রা.) আরো বলেন, ইসলামের প্রথম জিহাদ বদরে আমাদের নিকট ছিল মাত্র দু'টি অশ্ব। আলোচ্য আয়াতে সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বদর যুদ্ধে উর্ধশ্বাসে ধাবমান অশ্বের শপথ! এ বর্ণনার সাথে একমত পোষণ করেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা.) হযরত সুদ্দী (রহ.) ও হযরত মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (রা.)। তবে অধিকাংশ তাফসীরকারকগণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমতই গ্রহণ করেছেন।[১]

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحاً

'যারা পাথরের উপর পদাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে।'

১. তাফসীরে কাবীর

মুজাহিদদের অশ্ব যখন দ্রুতবেগে ছুটে তখন তার পদাঘাতে পাথর থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয়।

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحاً

'যারা প্রভাতকালে 'দুশমনের উপর' অতর্কিত আক্রমন করে।'

সে অশ্বগুলো আরোহী মুজাহিদের নিয়ে অতি প্রত্যুষে দুশমনদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। দীন ও ইসলামের জন্য জিহাদরত মুজাহিদগণ স্বীয় অশ্বনিয়ে প্রভাতকালে ইসলামের শত্রুদের উপর আক্রমণ করে। একথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত শত্রুকে আক্রমণ করা তদানীন্তনকালে কাপুরুষতা বলে বিবেচিত হতো, তাই মুজাহিদগণ রাত্রিকালে আক্রমণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাতে আক্রমণ করতেন না, ভোর হলে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অভিযানে অংশগ্রহণ করতেন তাতে লক্ষ্য করতেন যে, জনবসতিতে ফজরের আযান হয় কি না, যদি আযানের শব্দ শ্রুত হতো তবে সে এলাকাবাসীর বিরুদ্ধে কোন অভিযান পরিচালনা করতেন না। আর যদি আযানের শব্দ শ্রুত না হতো তবে তিনি ভোর হওয়ার পর আক্রমণের আদেশ প্রদান করতেন।

فَأَثَرْنَ بِهٖ نَقْعاً

'আর যে সময় ধূলি উড়ায়।'

মুজাহিদদের বীরত্ব ও বাহাদুরী লক্ষ্যণীয়। অতিভোরে রাতের শিশিরসিক্ত ভূমিতে ধূলি উড়ার কথা নয়, কিন্তু বীর মুজাহিদদের চলার ক্ষিপ্রতায় প্রভাতের সে সিক্তভূমিও ধূলি ঝড়ে পরিণত হয়।

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعاً

'এরপর তারা শত্রুদলের ব্যূহভেদ করে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে।'

এজন্য জ্ঞানীগণ বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে وَالْعٰدِيٰتِ শব্দ দ্বারা মুজাহিদদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

إِنَّ الْإِنْسٰنَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ

'নিশ্চয় মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ ।'

মানুষ আল্লাহ তা'আলার বড়ই অকৃতজ্ঞ, অশ্ব তাদের মালিকের প্রতি যেমন কৃতজ্ঞ ও অনুগত, মানুষ তার স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার নিকট তেমন কৃতজ্ঞ নয় ।

মুজাহিদদের অশ্বের প্রভূভক্তি এবং তার কষ্ট-সহিষ্ণুতা দেখে মানুষের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিৎ । মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, তাকে লালন-পালন করছেন, জীবিকা দান করছেন, দিবা-রাত্রি মানুষ আল্লাহ তা'আলার সিমাহীন নি'আমত ভোগ করছে এতদসত্ত্বেও মানুষ আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় করেনা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যতা প্রকাশ করে না । এ সকল অকৃতজ্ঞ মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়ে নিকৃষ্ট । কোন কোন তাসফীরকার লিখেছেন আলোচ্য আয়াতে اَلْاِنْسَانَ শব্দ দ্বারা কাফেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে । আর لَكَنُوْدٌ শব্দের অর্থ হলো অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য বা কৃপণ ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত মুজাহিদ (রা.) ও হযরত কাতাদাহ্ (রা.) শব্দটির এ অর্থই গ্রহণ করেছেন । মানুষ আল্লাহ তা'আলার অগণীত নি'আমত ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয় । সারা জীবনে সে আল্লাহ তা'আলা কত নি'আমত ভোগ করছে তা তার স্মরণ থাকে না, কিন্তু কোন সময় বিপদগ্রস্ত হলে তা আজীবন মনে রাখে । আত্মবিস্মৃত মানব জাতীকে আত্মসচেতন হবার লক্ষ্যে ধাবমান অশ্বের অবস্থা দেখে চিন্তা করার আহ্বান জানানো হয়েছে । অশ্বকে তার মালিক ঘাষ-পাতা, দানা-পানি খেতে দেয়, আর এজন্য সে কত বাধ্য-আনুগত থাকে যে, নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও মালিকের হুকুম পালনে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না । অশ্ব তার মনীবের ইচ্ছা কার্যকর করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করে ।

ঘোড়ার সমস্ত কিছু নেকের পাল্লায়

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اِيْمَانًا بِهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهِ، فَاِنَّ شِبَعَه،

وَرِيَّهُ، وَرَوْثَهُ، وَبَوْلَه، فِيْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

صحيح بخارى كتاب الجهاد باب من احتبس فرسافى سبيل الله، مشارع الاشواق 463/324

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-থেকে বর্ণীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যাক্তি পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ ঈমান রেখে তাঁর সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলো অন্তর থেকে বিশ্বাস করে এবং সত্যিকার জিহাদের নিয়্যতে ঘোড়া প্রতিপালন করে । ঐ ঘোড়ার খানা-পিনা, পেশাব-পায়খানা কিয়ামতের দিন নেকের পাল্লায় উঠানো হবে ।[২]

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْخَيْلُ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ، اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ رَبَطَهَا عُدَّةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَاَنْفَقَ عَلَيْهَا اِحْتِسَابًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، كَانَ شِبْعُهَا وَجُوْعَهَا، وَرِيُّهَا رَوْيُهَا، وَظَمْؤُهَا، وَأَرْوَاثُهَا وَاَبْوَالُهَا، فَلَاحًا فِيْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَبَطَهَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَمَرَحًا، كَانَ شِبْعُهَا وَجُوْعُهَا وَرِيُّهَا وَظَمْؤُهَا وَاَرْوَاثُهَا وَاَبْوَالُهَا خُسْرَانًا فِيْ مَوَازِيْنِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

قال الهيثمى رواه احمدوفيه شهربن حديث وهوضعيف 475/5 قلت مشارع الاشواق 463/326

হযরত ওসামা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত সফলতা লিখা হয়েছে । তা প্রতিদানের মাধ্যমে হোক বা গণীমতের মাধ্যমে । অতঃপর যে ব্যাক্তি জিহাদের নিয়্যতে ঘোড়া লালন করবে এবং সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তার পিছনে অর্থ ব্যয় করে । তবে ঐ ঘোড়ার তুষ্টতা বা ক্ষুধার্ততা, তৃষ্ণতা বা পরিতৃপ্ততা, তার পেশাব ও পায়খানা কিয়ামতের

২. সহীহ বুখারী কিতাবুল জিহাদ-১/৪০০

দিন ঐ ব্যক্তির নেকের পাল্লায় উঠানো হবে। আর যে ব্যাক্তি ঘোড়া প্রতিপালন করবে লোক দেখানো বা গর্ব-অহংকারের উদ্দেশ্যে, সে ঘোড়ার তুষ্টতা-ক্ষুধার্ততা, তৃষ্ণতা-পরিতৃপ্ততা ও তার পেশাব-পায়খানা কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির গুনাহের পাল্লায় উঠানো হবে।[৩]

মুসলমানদের জন্য কতইনা সৌভাগ্যের বিষয় যে নিয়্যতকে পরিশুদ্ধ করে ঘোড়া লালন করার দ্বারা বিরাট নেকের পাহাড় সংগ্রহ করে নেয়া যেতে পারে। লোকদেখানো কোন ইবাদাতই ইসলামে গ্রহণীয় নয়। যেমন নামাযকে যদি কেউ লোক দেখানো নিয়্যতে পড়ে থাকে, তবে তা গ্রহণীয় নয়। অনুরূপ ঘোড়া কেউ যদি লোকদের দেখানোর জন্য বা গর্ব-অহংকারের নিয়্যতে লালন করে তবে তার নেকের পরিবর্তে সমপরিমাণ গুনাহ দেয়া হবে এবং এ জাতীয় কর্মসম্পাদন করা শরী'অতে ইসলামে হারাম।

ঘোড়া তিন প্রকার

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ اَلْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ، فَرَسٌ لِلرَّحْمٰنِ، وَفَرَسٌ لِلْاِنْسَانِ، وَفَرَسٌ
لِلشَّيْطَانِ، فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمٰنِ، فَالَّذِيْ يُرْتَبَطُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ،
فَعَلَفُه وَبَوْلُه، وَرَوْثُه وَذَكَرَ مَاشَاءَ اللّٰهُ يَعْنِيْ حَسَنَاتٌ وَاَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ
فَالَّذِيْ يُقَامَرُ عَلَيْهِ أَوْيُرَاهَنُ، وَاَمَّا فَرَسُ الْاِنْسَانِ، فَالْفَرَسُ يَرْتَبِطُهَا
الْاِنْسَانُ، يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا فَهِيَ سِتْرٌ مِنْ فَقْرٍ،

مسنداحمد، مشارع الاشواق 459/325

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-ঘোড়া তিন প্রকার-

১. আল্লাহ্ তা'আলার ঘোড়া, ২. মানুষের ঘোড়া, ৩. শয়তানের ঘোড়া।

৩. মুসনাদের আবী ইয়ালা, মুসনাদে আহমাদ-৬/৪৫৫

আল্লাহ্ তা'আলার ঘোড়া ঐটি যা জিহাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়। অতঃএব এ ঘোড়ার খাওয়া-পান করা ও পেশাব-পায়খানা সমস্ত কিছুই নেকের জন্য হবে। শয়তানের ঘোড়া হলো, যার উপর অযৌক্তিক শর্ত আরোপ করা হয় এবং যেগুলিকে যবেহ করে খাওয়ানো হয় এবং মানুষের ঘোড়া হলো, যার থেকে বংশ বৃদ্ধি করা হয় এবং ঘোড়ার সাহায্যে দারীদ্রতা থেকে রক্ষা পায়।[৪]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَالْخَيْلُ، قَالَ اَلْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ، هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ
لِرَجُلٍ اَجْرٌ، فَأَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ وِزْرٌ، فَرَجُلٌ ربطها رِمَاءً وفَخْرًا وَنُوَاءً عَلٰى اَهْلِ
الاسْلَامِ فَهِيَ لَه وِزْرَه وَاَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَه سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَم
يَنْسَ حَقَّ اللّٰهُ فِيْ ظُهُوْرِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ له سِتْرٌ وَمَا الَّتِيْ هِيَ لَهُ اَجْرُ فَرَجُلٌ
رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لأَهْلِ الاسْلَامِ فِيْ مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَالِكَ
الْمَرْجِ اَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْئٍ اِلاَّ كُتِبَ لَه عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَه عَدَدُ
وَاَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهٗ سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَهْلِ الاِسْلَامِ، فِيْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ فَمَا اَكَلَتْ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرْجِ
اَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْئٍ اِلاَّ كُتِبَ لَه عَدَدَ مَا اَكَلَتْ حَسَنَاتٌ، وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ
اَرْوَاثِهَا وَاَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا، اَوْ شَرَفَيْنِ
اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ اٰثَارِهَا، وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ، وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلٰى
نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَا يُرِيْدُ اَنْ يَسْقِيَهَا اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَه عَدَدَ مَا شَرِبَتْ
حَسَنَاتٍ،

صحيح مسلم كتاب الزكاة باب اثم مانع الزكاة، صحيح البحارى كتاب
المساقاة، باب شرب الناس وسقى الدواب من الانهار، مشارع الاشواق 464/327

৪. মুসনাদে আহমাদ-১/৩৯৫

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘোড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হলে,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন-ঘোড়া তিন প্রকার।

১. ঐ ঘোড়া যা মানুষের জন্য গুণাহ-এর কারণ হয়। ২. ঐ ঘোড়া যা মানুষের জন্য পর্দা স্বরূপ। ৩. ঐ ঘোড়া যা মানুষের জন্য পূণ্যের কারণ হয়।

গুনাহের কারণ, ঐ ঘোড়া যা লোক দেখানোর জন্য গর্ব-অহংকার বসতঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রতিপালন করা হয়। মানুষের জন্য পর্দা স্বরূপ ঐ ঘোড়া, যা কোন ব্যাক্তি আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের জন্য কোন চারণভূমি অথবা বাগানে বেধে রাখে ঐ ঘোড়া সে চারণভূমিতে বা বাগানে যা কিছু খাবে তার পরিমাণ অনুপাতে ঘোড়ার মালিককে নেকী দেয়া হবে। ঘোড়ার পেশাব-পায়খানা বরাবর পূণ্য ঘোড়ার মনিবের আমলনামায় লিখা হবে। যদি ঘোড়ার রশি সামান্য লম্বা করে দেয়া হয়, ঘোড়া এদিক সেদিক বিচরণ করে তবে তার পায়ের ছাপ পরিমাণ নেকী লিখা হবে। আর যদি ঐ ঘোড়ার মনিব ঘোটি নিয়ে কোন নদী পার হয় এমতাবস্থায় মনিবের কোন ইচ্ছা ব্যাতীত ঘোড়া পানি পান করে তবে ঐ পানি পরিমাণ সাওয়াব তার মালিকের আমলনামায় লিখা হবে।[৫]

মুজাহিদগণের ঘোড়ার ফযীলত বুঝানোর জন্য এতুটুকুই যথেষ্ট যে, ঘোড়াকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি নিসবত করা হয়েছে। মুজাহিদের ঘোড়াকে আল্লাহ তা'আলার ঘোড়া হিসেবে হাদীসেপাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَانَ سِتْرَةً مِنَ النَّارِ،

مشارع الاشواق 467/328

৫. সহীহ বুখারী-১/৩১৯, সহীহ মুসলিম -১/৩১৯

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেন- যে ব্যাক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করলো তার ঘোড়ার মালিকের জন্য দোযখ থেকে মুক্তির কারণ হবে।[৬]

শাহাদাতের সাওয়াব

عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَمَّ اَنْ يَرْتَبِطَ فَرَسًا بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ اُعْطِى اَجْرَ شَهِيْدٍ،

مشارع الاشواق 68/329

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যাক্তি সত্য দিলে জিহাদের নিয়্যতে ঘোড়া প্রতিপালন করল তাকে একজন শহীদের সাওয়াব প্রদান করা হবে।

ঘোড়া লালন মুক্তহস্তে সদকা করার ন্যায়

عَنْ اَبِيْ كَبْشَةَ الاَنْمَارِىِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْ الْخَيْلِ، وَاَهْلُهَا مَعَانُوْنَ عَلَيْهِ، وَالْمُنْفِقُ عَلَيْهَا كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ،

المستدرك للحاكم 19/2 المعجم الكبير 933/22 مشارع الاشواق 473/331

হযরত আবু কাবশার আনমারী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- ঘোড়ার কপালে সফলতারবাণী লিখে দেয়া হয়েছে। ঘোড়ার মালিকের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সাহায্য করা হবে। ঘোড়া প্রতিপালনের অর্থব্যয়কারী মুক্তহস্তে সদকাকারী ব্যক্তির ন্যায়।[৭]

৬. আল মুনতাখাব মিন মুনসাদে আবদ ইবনে হুসাইদ-১১১
৭. মুসতাদরাকে হাকেম-২/৯১, মু'অজামে কাবীর, তাবারানী-২২/৩৩৯ সুনানে বাইহাকী-৬/৩২৯ হাদীস নং-১২৬৭২

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ بِنُوَاصِيْ الْخَيْلِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَثَلُ الْمُنْفَقَ عَلَيْهَا كَالْمُتَكَفِفِ بِالصَّدَقَةِ،

قال الهيثمى فى مجمع الزوائدوهوفى الصحيح 471/5 مشارع الاشواق 476/332

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত মঙ্গল লিখা হয়েছে। ঘোড়া প্রতিপালনে অর্থব্যয়কারী প্রশস্তহস্তে দানকারী ব্যাক্তির ন্যায়।[৮]

عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمنفقُ عَلَى الْخَيْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لَايَقْبِضُهَا،

مسندابن عوانة كتاب الجهاد، الحاكم فى المستدرك، مشارع الاشواق 475/332

হযরত সাহল ইবনে হানজালা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-জিহাদের ঘোড়া প্রতিপালনে অর্থব্যয়কারী কোনপ্রকার কার্পণ্যতা ছাড়া মুক্তহস্তে সদকা কারীর ন্যায়।[৯]

এরূপ হাদীস বিভিন্ন সাহাবী থেকে বর্ণীত অনেক হাদীসেই রয়েছে কেবলমাত্র উপমাস্বরূপ তিনটি উল্লেখ করা হলো। প্রত্যেকটিতেই ঘোড়ার পিছনে অর্থব্যয়কে সদকার সমান বলা হয়েছে। বাহ্যতঃদৃষ্টিতে সদকাহ্ করাকে সবাই অত্যন্ত বড় ও সম্মানজনক ইবাদাত মনে করে। কিন্তু ঘোড়া লালন করাকে কেউ ইবাদাতই মনে করে না। হাদীস দ্বারা সে বিষয়টিই সুস্পষ্ট বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উপলব্ধী করার তাওফীক দান করুন।

৮. মু'আজামে আওসাত, তাবারানী-৩/৪৭

৯. মুসনাদে আবু আওজান-৫/১৭, মুসতাদরাকে হাকেম-২/৯১

ঘোড়ার কপালে মঙ্গল লিখিত

এ বিষয়ে কতিপয় হাদীস পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঘোড়া অত্যন্ত মঙ্গলজনক হওয়ার কারণে আরবরা ঘোড়াকে خير বলত। কেমন যেন ঘোড়ার আরেক নাম হয়ে গেছে خير মঙ্গল। আল্লাহ তা'আলাও পবিত্র কালামে পাকে এ শব্দটি উল্লেখ করেছেন। হযরত সোলাইমান (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اِنِّيْ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ

'আমি আমার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে ঘোড়ার মুহাব্বাতে পতীত হয়েছি।'

عَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْوِيْ نَاصِيَةَ فَرَسِه بِأِصْبَعَيْهِ، وَهُوَيَقُوْلُ: اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَلْاَجْرُ وَ الْغَنِيْمَةُ،

صحيح مسلم كتاب الامارة باب الخيل فى نواصيها الخيرالى يوم القيامة، مشارع الاشواق 479/334

হযরত জারীর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় অঙ্গুলী মুবারককে ঘোড়ার কপালে বুলাচ্ছেন এবং বলছেন- কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে মঙ্গল 'প্রতিদান ও গণীমত' নিহিত রাখা হয়েছে।[১০]

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَبِيْ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ، اَلْاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

صحيح البخارى كتاب الجهاد باب الخيل معقودفى نواصيها الخيرالى يوم القيامة، صحيح مسلم كتاب الامارة باب الخيل فى نواصيها الخيرالى يوم القيامة، مشارع الاشواق 481/334

১০. সহীহ মুসলিম শরীফ কিতাবুল ইমারাহ-২/১৩২

হযরত ওরওয়া ইবনে আবী জা'আদী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আজর ও গণীমতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়া ভালায়ীর উপযুক্ত স্থান ।[১১]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

صحيح البخارى كتاب الجهاد باب الخيل معقود فى نواصيها الخيرالى يوم القيامة، صحيح مسلم كتاب الامارة باب الخيل فى نواصيها الخيرالى يوم القيامة، مشارع الاشواق 483/335

হযরত ইবনে ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণীত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- প্রতিদান ও গণীমতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়াই মঙ্গলের উপযুক্ত স্থান ।[১২]

উল্লেখিত বিষয়েও একই প্রকার হাদীস অনেক সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণীত হয়েছে । তার মাঝে উল্লেখ যোগ্য হলো হযরত আলী ইবনে আবী ত্বালিব । হযরত ইবনে মাস'উদ হযরত আবু যার, হযরত আনাস ইবনে মালেক ও হযরত সাঈদ ইবনে খুদরী (রা.) সহ প্রায় বারজনের উপরে সাহাবায়ে কিরাম থেকে হাদীসগুলো বর্ণনা হয়েছে ।

ঘোড়ার প্রতি রাসূলুল্লাহ সা.-এর মুহাব্বত

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَيْئٌ اَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ النِسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ

قال الهيثمى رواه احمد والطبرانى ورجال احمد ثقات انتهى 470/5 مشارع الاشواق 493/336

১১. সহীহ বুখারী-১/৪০০ সহীহ মুসলিম-২/১৩২

১২. সহীহ বুখারী কিতাবুল জিহাদ-১/৩৯৯, সহীহ মুসলীম কিতাবুল ইমারা-২/১৩২

হযরত মা'অকীল ইবনে ইয়াসার (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিতা স্ত্রীগণের পর ঘোড়ার চেয়ে অধীকপরিমাণ মুহাব্বাত অন্য কোনকিছুকেই করতেন না ।[১৩]

উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য সুন্নাত হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ন্যায় ঘোড়াকে মুহাব্বাত করা । তারপ্রতি যত্নবান হওয়া । চাই সে ঘোড়া নিজের হোক বা অন্য কারোই হোক ।

ঘোড়ার দু'আ

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ اِلاَّيُؤْذَنُ لَه عِنْدَكُلِّ سَحْرٍ بِكَلِمَاتٍ يَدْعُوْبِهِنَّ اَللّٰهُمَّ خَوَّلْتَنِيْ مَنْ خَوَّلْتَنِيْ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ ، وَجَعَلْتَنِيْ لَه فَاجْعَلْنِيْ اَحَبَّ اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ، اَوْمِنْ اَحَبِّ اَهْلِه وَمَالِه اِلَيْهِ،

مسنداحمد، ورجال اسناده ثقات وروى من طرق مستعدده، مشارع الاشواق 495/337

হযরত আবূ যর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আরবী ঘোড়াকে প্রত্যুষে কিছু দু'আ করার অনুমতি প্রদান করা হয় । সে দু'আ করে, হে আমার প্রতিপালক ! আপনি আমাকে একব্যাক্তির অধীনে দিয়েছেন । অতঃএব আপনি আমাকে তার নিকট স্ত্রী-পুত্র ও ধন-সম্পদ-থেকেও অধীক মুহাব্বাতের বস্তু বানিয়ে দিন ।[১৪]

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لِلْفَرَسِ ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، يَقُوْلُ فِيْ الاُوْلٰى: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ اَحَبَّ مَالِه اِلَيْهِ، وَيَقُوْلُ فِيْ الثَّانِيَةِ: اَللّٰهُمَّ وَسِّعْ عَلَيْهِ، يُوْسِعُ عَلَيَّ، وَيَقُوْلَ فِيْ الثَّالِثَةِ: اَللّٰهُمَّ ارْزُقْهُ الشَّهَادَةَ عَلَيَّ،

شفاء الصدور، مشارع الاشواق 497/337

১৩. মুসনাদে আহমাদ-৫/২৭

১৪. মুসনাদে আহমদ-৫/১৭১

অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-ঘোড়া তিনটি দু'আ করে থাকে ।

১. হে আমার পরওয়ার দিগার! আপনি আমাকে আমার ক্ষণস্থায়ী মনিবের নিকট সর্বাধীক মুহাব্বাতের বস্তু বানিয়ে দিন ।

২. হে আল্লাহ ! আপনি আমার মনিবের আর্থিক প্রশস্থতা দান করুন, যাতে সেও আমার ব্যাপারে উদার হতে পারে ।

৩. হে আমার প্রতিপালক ! আমার মালিককে আমার উপরেই শাহাদাতের মৃত্যু দান করেন ।[১৫]

ঘোড়ার দু'আ করা এটা অত্যধিক আশ্চর্যের কোন বিষয়ই নয় । কেননা, আল্লাহ তা'আলা ঘোড়াকে যে পরিমাণ বুঝশক্তি, বাহাদুরী ও উত্তম চরিত্র প্রদান করেছেন তা সকলের নিকট সুস্পষ্ট । অতঃএব তাকে দু'আর যোগ্যতা প্রদান কোন দুরুহ ব্যাপার নয় ।

শহীদ তাবেঈর ঈমানদীপ্ত ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনে উতবা (রহ.) একদা একটি ঘোড়া ক্রয় করে আনলেন চার হাজার টাকার বিনিময়ে, সমকালিন সকলেই তাঁকে ভর্ৎসনা করতে লাগল, অত্যধিক দাম দেয়ার কারণে । সাথীদের ভর্ৎসনার উত্তরে তিনি বললেন, এ ঘোড়া শত্রুর দিকে অগ্রসরে অত্যধীক আগ্রহী । আর আমার নিকট শত্রুর মোকাবেলায় জিহাদের ময়দানে অগ্রবর্তী প্রতি কদমই চার হাজার টাকার চেয়ে অধীক মূল্যবান ।[১৬]

হযরত ওমর ইবনে উতবা (রহ.) কুফার অধিবাসীও অত্যন্ত উঁচু দরজার মুত্তাকী-পরহিজগার ব্যাক্তি ছিলেন । তাবেঈনের মাঝে অত্যন্ত বাহাদুর সাহসী মুজাহিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন । তিনি জিহাদের ময়দানে দুশমনের মোকাবেলা করে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন ।

তিনি জিহাদে বের হওয়ার প্রাককালেই সাথীদের সাথে শর্ত করে নিতেন যে, আমি আপনাদের সকলের খিদমত করবো ।

১৫. শিফাউস সুদূর
১৬. কিতাবুল জিহাদ, ইবনে মুবারক

হযরত আলী ইবনে সালেহ (রহ.) বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত ওমর ইবনে উতবা (রহ.) সাথীদের সাওয়ারী নিয়ে চারণভূমিতে যেতেন, তখন একটি মেঘমালা এসে তাকে ছায়া দিত । আর যখন নামাযে দণ্ডায়মান হতেন তখন জঙ্গল থেকে কোন না কোন হিংস্র প্রাণী এসে তাকে পাহারা দিত ।[১৭]

হযরত ঈসা ইবনে ওমর (রহ.) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ইবনে উতবা (রহ.) রাত্রে কবরস্থানে চলে যেতেন । সেথায় কবরবাসীদের লক্ষ করে বলতেন হে কবরস্থানের অধিবাসীগণ ! তোমাদের কি অবস্থা ? আমলনামা তো বন্ধ হয়ে গেছে । জীবনের কর্মবৃত্তান্ত সব উপরে চলে গেছে কোন এক কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করে দিতেন । অতঃপর ফযরের সময় নামাযের জন্য মসজিদে চলে আসতেন ।[১৮]

হযরত ওমর ইবনে উত্‌বা (রহ.) নিজেই বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেছি যেন তিনি আমাকে দুনিয়া বিমূখ করে দেন । অতঃএব আল্লাহ তা'আলা আমাকে সে বিনিময় প্রদান করেছেন, বিধায় আমার কোন পরওয়া নেই যে, আমি দুনিয়া থেকে অগ্রে যাবো আর কে আমার পিছে রবে । ধন-সম্পদ হবে কি হবে না ? তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেছি তিনি যেন আমাকে নামাযে একাগ্রতা দান করেন । সে নি'আমতও প্রদান করেছেন । আর আল্লাহ তা'আলার নিকট শাহাদাতের আকাঙ্খা করেছি আশা করি তাও পূর্ণ হবে ।

হযরত ওমর ইবনে উতবা (রহ.)-এর ছেলে বর্ণনা করেন, আমরা এক যুদ্ধাভিযানে অত্যন্ত সবুজ-শ্যামল জমি দেখলাম । তখন হযরত ওমর ইবনে উতবা (রহ.) বললেন, কতইনা মনোরম এ পরিবেশ যদি এখনই দুশনের উপর আক্রমণের ঘোষণা হয়ে যেতো ! যখনই তিনি একথা বলছিলেন ঠিক সে মূহুর্তেই মুসলমানদের মধ্য থেকে এক যুবক দুশমনের ভিতর প্রবেশ করে আক্রমণের সূচনা করে এবং সে সেখানে শহীদ হয়ে যায়, তাকে সে স্থানে দাফন করা হয় । পরক্ষণেই যুদ্ধে'আম-এর ঘোষণা

১৭. তাহজীবুত্‌তাহ্যীব
১৮. সুনানে নাসায়ী

হয়ে গেল। সুযোগ পেয়ে সর্বাগ্রে ছুটে চললেন ওমর ইবনে উতবা (রহ.)। এ সংবাদ পৌঁছানো হলো আমীরে লশকর হযরত উত্‌বা ইবনে ফারকাদী (রহ.)-এর নিকট। যিনি ওমর ইবনে উতবা (রহ.)-এর পিতা। সংবাদ পেয়ে তিনি লোক পাঠালেন। লোকেরা গিয়ে পৌঁছার পূর্বেই হযরত উমর ইবনে উতবা (রহ.) শত্রুর মোকাবিলা করতে করতে শাহাদাতবরণ করেন। তাকে দাফন করার পর দেখাগেল এটি ঐ স্থান যার প্রতি সামান্য পূর্বে আঙ্গুলী ইশারায় প্রশংসা করেছেন।[১৯]

জান্নাতের ঘোড়া

عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ سَاعِدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اُحِبُّ الْخَيْلَ، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! هَلْ فِيْ الْجَنَّةِ مِنْ خَيْلٍ؟ فَقَالَ اِنْ اَدْخَلَكَ اللهُ الْجَنَّةَ، يَاعَبْدَالرَّحْمٰنِ، كَانَ لَكَ فِيْهَا فَرَسٌ مِنْ يَاقُوْتٍ لَه جَنَاحَانِ، فَحَمَلْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَبِكَ حَيْثُ شِئْتَ،

هذاالحديث قدرواه الترمذى فى سننه بان السائل رجل اعرابى كمايأتى مشارع الاشواق 503/34

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, ঘোড়া আমার অত্যন্ত প্রিয় তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জান্নাতে কি ঘোড়া থাকবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আব্দুর রহমান! যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান তবে সেখানে তোমাকে অত্যন্ত শক্তিশালী ইয়াকুতের দু'টি পাখা বিশিষ্ট ঘোড়া প্রদান করবেন যা তোমাকে নিয়ে যথায় ইচ্ছা মূহুর্তের মধ্যে ভ্রমণ করবে।[২০]

১৯. মাশারিউল আশওয়াক-৩৩৮

২০. মু'জামে কাবীর তাবরানী

عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَتَى اَعْرَبِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ اُحِبُّ الْخَيْلَ اَفِيْ الْجَنَّةِ خَيْلٌ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ اُدْخِلْتَ الْجَنَّةَ اُتِيْتَ بِفَرَسٍ مِنْ يَاقُوْتٍ لَه جَنَاحَانِ، فَحَمَلْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَبِكَ حَيْثُ شِئْتَ

سنن ترمذى ابواب صفة الجنة، باب ماجاء فى صفة الجنة، مشارع الاشواق 504/34

হযরত আবূ আইয়্যুব আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, একদা একজন আরাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! নিশ্চয়ই আমি ঘোড়া অত্যধিক পছন্দ করি। অতএব জান্নাতে কি ঘোড়া থাকবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদিতুমি জান্নাতে প্রবেশ কর তবে ইয়াকুতের দু'টি পাখা বিশিষ্ট অত্যন্ত শক্তিশালী ঘোড়া প্রদান করা হবে। যাতে তুমি আরহণ করে যেথায় ইচ্ছা ভ্রমন করতে পারবে।[২১]

হযরত সোলাইমান ইবনে বারীদাহ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একব্যাক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জান্নাতে কি ঘোড়া থাকবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সেথায় তুমি লাল বর্ণের ইয়াকূতের ঘোড়ায় আরহণ করবে। তা তোমাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে যেখানে তুমি ইচ্ছা করবে।[২২]

হাদীসগুলো থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতীদের বাহণ ঘোড়া হবে। তবে সে ঘোড়া কেমন হবে, কিসের তৈরী হবে, হাদীসেপাকে যে ইয়াকূতের উল্লেখ রয়েছে তাও কোন ধরণের ইয়াকুত, কত দ্রুত হবে তার

২১. সুনানে তিরমিযী 'আবওয়াব সিফাতুল জান্নাহ-২/৮১

২২. সুনানে তিরমিযী-২/৮০

চলন ইত্যাদি সকল বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। উপরে ঘোড়ার ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে তিনটির মাঝেই সমাপ্ত করা হলো। (সন্ধানীদের জন্য মাশারি'উল আশওয়াক কিতাবের তিনশত চল্লিশ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

ঘোড়ার খেদমত করা

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى قَالَ: اُثْبِتَ لِيْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ لَه فَرَسٌ عَرَبِيٌّ، فَأَكْرَمَه اَكْرَمَه اللهُ، وَاِنْ اَهَانَه اَهَانَه اللهُ،

مشارع الاشواق 519/349

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.) বর্ণনা করেন, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণী পৌঁছানো হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যাক্তি আরবী ঘোড়ার সম্মান প্রদান করলো আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মান প্রদান করবেন। আর যে ব্যাক্তি আরবী ঘোড়াকে অবজ্ঞা প্রদর্শণ করবে অপদস্ত করবে আল্লাহ তা'আলাও তাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন-অপদস্ত করবেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، اَنَّهَا خَرَجَتْ ذَاتَ غَدَاةٍ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِه بِثَوْبِه، فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ! بِثَوْبِكَ؟ فَقَالَ: وَمَايُدْرِيْكَ لَعَلَّ جِبْرِيْلَ قَدْ عَاتَبَنِيْ فِيْهِ اللَّيْلَةَ، قَالَتْ: فَوَلِّنِيْ عَلَفَه، فَقَالَ: لَقَدْ اَرَدْتَ اَنْ تَذْهَبِيْ بِالاَجْرِ كُلِّه، اَخْبَرَنِيْ جِبْرِيْلُ، اِنَّ رَبِّيْ يَكْتُبُ لِيْ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةً،

شفاء الصدور، مشارع الاشواق 524/351

হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেন, একদা প্রভাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আপন কাপড় দ্বারা ঘোড়ার মুখ পরিষ্কার করছেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আপনি নিজের কাপড় দ্বারা ঘোড়ার মুখ পরিষ্কার করছেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- তোমার কি জানা আছে গতরাতে জিব্রাইল (আ.) আমাকে এ ঘোড়া সম্পর্কে ভর্ৎসনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তার পরিচর্চা ও আহারের জিম্মাদারী আমাকে দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- তুমি একাইকি সমস্ত সাওয়াবের অংশিদার হতে চাচ্ছ ? আমাকে জিব্রাইল (আ.) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ঘোড়ার আহারের সমস্ত দানার পরিবর্তে সাওয়াব প্রদান করবেন।[২৩]

হযরত রূহ ইবনে যানবাহ (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত তামীম দারামী (রা.)-এর সাক্ষাতের জন্য সিরীয়া গেলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি তিনি ঘোড়ার জন্য যব পরিষ্কার করছেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর আসপাশে পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত রয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনার পরিবারভুক্ত এমনকি কেউনেই যে, আপনার পক্ষ হতে এ কাজটি সম্পূর্ণ করে দিবে?

তিনি বললেন হ্যাঁ ! আছে তবে ...

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ نَقّٰى شَعِيْرًا لِفَرَسِه يَعْلِقُه عَلَيْهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةً

مشارع الاشواق 520/349

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি তিনি বলেন, যে ব্যাক্তি নিজের ঘোড়ার জন্য যব প্রস্তুত করবে ঘোড়ার আহারের ব্যবস্থা করে দিবে তার প্রত্যেক শস্যের বদলায় নেকী দেয়া হবে।[২৪]

তামীমে দারামী (রা.)-এর ঐ সময়ের ঘটনা যখন তিনি সিরিয়ার গভর্ণর এবং দুনিয়ার বুকে সাহাবায়ে কিরামেরও চাহিদা ছিল অধীক দূর দুরান্ত থেকে তাদের সাক্ষাতের জন্য লোকজন আসতো।

---

২৩. শিফাউস সুদূর
২৪. আল মু'অজামুস সগীর-১/১৪, শোঅবুল ঈমান, বায়হাকী।

জিহাদে ব্যাবহারিত ঘোড়ার যখন এত ফযীলত তবে চিন্তার বিষয় যে জিহাদের ফযীলত কি পরিমাণ হবে? এবং জিহাদকারী মুজাহিদ আল্লাহ তা'আলার নিকট কত প্রিয় হবে?

উৎকৃষ্ট ঘোড়া

عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْخَيْلِ الاَدْهَمُ الاَقْرَحُ، الاَرْثَمُ ثُمَّ الاَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ طَلْقُ الْيَمِيْنِ، فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اَدْهَمَ، فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشَّيَةِ،

سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب ارتباط الخيل فى سبيل الله، سنن ترمذى ابواب الجهاد باب مايستحب من الخيل، وقال امام الترمذى هذا حديث حسن غريب صحيح، مشارع الاشواق 529/352

হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- সর্বোৎকৃষ্ট ঘোড়া হলো কাল বর্ণের ঐ ঘোড়া যার কপাল ও মুখেরঅংশ সাদা হয়। তারপর দ্বিতীয়পর্যায়ের ঐ ঘোড়া যা কাল বর্ণের সাথে তার কপাল ও হাত-পায়ের অংশ সাদা হয়। তবে ডান পার্শ্ব সাদা হবে না। আর যদি কালা ঘোড়া না পাওয়া যায় তবে উৎকৃষ্ট ঘোড়া হলো 'কামীত' তথা লাল ও কালোর মধ্যবর্তী কালারের ঘোড়া। এতেও পূর্বের আকৃতি হতে হবে অর্থাৎ কপাল ও মুখের অগ্রভাগ এবং বাম হাত পা সাদা বর্ণের হবে।[২৫]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَغْزُوَ فَاشْتَرِ فَرَسًا اَدْهَمَ اَغَرَّ مُحَجَّلاً مُطْلَقَ الْيُمْنٰى فَاِنَّكَ تَغْنَمُ وَتَسْلَمُ،

اخرجه الحاكم فى المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ولكن قال الهيثمى: رواه الطبرانى وفيه عبيدبن الصباح وهوضعيف، وقدروى

২৫. সুনানে তিরমিযী-১/২৯৮, সুনানে ইবনে মাজাহ-২০০

الحاكم حديث بهذاالاسناد، الاان ابن حبان قدروى قطعة من هذاالحديث فى صحيحة باسناد اخرجيد فله خرج اذافى ثبوت اصلى الحديث صحيح ابن حبان رقم الحديث 4676 مجمع الزوائد، مشارع الاشواق 532/303

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) বর্ণনা করেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি তোমরা জিহাদ করতে চাও তবে কপাল ও বাম দিকের হাত-পা সাদা ঘোড়া ক্রয় কর। নিশ্চিত গনীমত পাবে এবং নিরাপদে থাকতে পারবে।[২৬]

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْنُ الْخَيْلِ فِيْ شُقْرِهَا،

سنن ابى داودكتاب الجهاد، باب فيما يستحب من الوان الخيل، سنن ترمذى ابواب الجهاد، باب مايستحب من الخيل قال الامام الترمذى هذا حديث حسن غريب لانعرفه الاالارمت هذا الوجه من حديث شيبان، مشارع الاشواق 535/354

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন লালিমা মিশ্রিত কালো রংঙ্গের ঘোড়ার মাঝে বরকত রয়েছে।[২৭]

ঘোড়া দেখে বিজয় সনাক্ততা

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: اِذَا رَأَيْتُمْ خَيْلَ الْقَوْمِ رَافِعَةً رُؤُوْسُهَا كَثِيْرًا صَهِيْلُهَا، فَاعْلَمُوْا اَنَّ الدَّائِرَةَ لَهُمْ وَاِذَا رَاَيْتُمْ خَيْلَ الْقَوْمِ نَاكِسَةً رُؤُوْسُهَا قَلِيْلاً صَهِيْلُهَا، تُحَرِّكُ اُذْنَابَهَا فَاعْلَمُوْا اَنَّ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمْ،

صحيح مسلم كتاب الامارة، باب مايكره من صفات الخيل، ابى داود كتاب الجهاد، باب مايكره من الخيل، مشارع الاشواق 543/356

২৬. মুসতাদরাকে হাকেম-২/৯২
২৭. সুনানে আবূ দাউদ কিতাবুল জিহাদ সুনানে তিরমিযী আবওয়াবুল জিহাদ-১/২৯৮

হাদীসেপাকে বর্ণীত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-যখন তোমরা দেখবে কোন গোত্রের ঘোড়াসমূহ মাথা উঁচু করে চলছে এবং অত্যধিক ডাকা-ডাকী করতে থাকে তবে ধরে নিবে তাদের বিজয় হবে। আর যে গোত্রের ঘোড়াগুলো মাথা নীচু করে রাখবে এবং কম আওয়াজ করবে তবে বুঝবে যে, নিশ্চয়ই তাদের পরাজয় হবে।

সামুদ্রিক জিহাদ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلى اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُه، وَكَانَتْ اُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِىْ رَأْسَه فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اِسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ: مَايُضْحِكُكَ يَارَسُوْلَ الله؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ اُمَّتِىْ عَرَضُوْا عَلى غُزَاةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَاقَالَ فِىْ الاُوْلى، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ اُدْعُ اللهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ: اَنْتَ مِنَ الاُوْلَيْنِ، فَرَكِبَتْ اُمُّ حَرَامِ الْبَحْرَ فِىْ زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَصَرَعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ،

صحيح البخارى كتاب الجهاد باب الدعاء بالجهاد للرجال والنساء، صحيح مسلم كتاب الامارة باب فضل الغزوفى البحر، مشارع الاشواق 290/244

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা.)-এর গৃহে গমন করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাধ্যমত খাবার পরিবেশন করতেন। উম্মে হারাম হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.)-এর স্ত্রী। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে তাশরিফ নিলেন, তিনি অত্যন্ত স্বযত্নে

খাওয়া-দাওয়া সমাপ্ত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথা মুবারক থেকে উকুন সাফ করতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি অত্যন্ত হাস্যউজ্জল চেহারায় জাগ্রত হলেন। অবস্থা অবলোকন করে হযরত উম্মে হারাম (রা.) প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনি হাসছেন কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করলেন স্বপ্নে আমাকে উম্মতের এমন কিছু লোকদের দেখানো হল, যারা সমুদ্রের তরঙ্গে সাওয়ার হয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। তারা জাহাজের উপর বসে এমনভাবে জিহাদ করবে যেমন কোন বাদশাহ তার সিংহাসনে বসে রাজ্য পরিচালনা করে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার জন্য দু'আ করুন, আমি যেন সে সমস্ত ভাগ্যবান মুজাহিদগণের মধ্যে গণ্যহতেপারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য দু'আ করলেন, অতঃপর পূণরায় ঘুমিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর পূণরায় হাস্যরত জাগ্রত হলেন, হযরত উম্মে হারাম (রা.) বলেন আমি পূণরায় জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি হাসছেন কেন ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে উম্মতের এমন কিছু লোককে দেখানো হলো যারা সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর সাওয়ার হয়ে আল্লাহ্‌র রাহে এমন ভাবে জিহাদ করবে যেমন রাজা-বাদশাহ্‌রা তাদের মস্‌নদে বসে রাজ্য পরিচালনা করে। আমি 'উম্মে হারাম' আরজ করলাম, হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদের অর্ন্তভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি প্রথম মুক্ত দলে গণ্য হবে।

হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর খেলাফতকালে হযরত উম্মে হারাম (রা.) সামুদ্রিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সামনে চলা অবস্থায় সাওয়ারী থেকে পড়ে ইন্তেকাল করেন।[২৮]

অন্যত্র বর্ণীত হয়েছে হযরত উম্মে হারাম (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্য হতে প্রথম সামুদ্রিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ কারী দলের জন্য জান্নাত

---

২৮. সহীহ বুখারী-১/৩৯১, সহীহ মুসলিম-২/১৪১

ওয়াজিব। হযরত উম্মে হারাম (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি কি তাদের দলভুক্ত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ! তুমিও তাদের দলভূক্ত। অতঃপর সামান্য পরেই ইরশাদ করলেন, আমার উম্মতের মধ্য হতে রুমী-কায়সারদের শহরে প্রথমে জিহাদ কারীগণ ক্ষমাপ্রাপ্ত। উম্মে হারাম (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি কি তাদেরও দলভূক্ত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন না! তুমি প্রথমোক্ত দলের সাথে।[২৯]

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গণী (রা.)-এর খিলাফত আমলে হযরত আমীরুল মু'আবিয়া (রা.) রুমীদের মোকাবেলা করার জন্য সর্বপ্রথম নৌ-বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং পরীক্ষাস্বরূপ সর্বপ্রথম 'কবরস' নামী উপকূলে আক্রমণ করেন। এ সামুদ্রীক অভিযানে হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.) স্বীয় স্ত্রী হযরত উম্মে হারাম (রা.) সহ অংশগ্রহণ করেন। সামুদ্রিক সফরের শেষপর্যায়ে শত্রুর এলাকায় সাওয়ারী থেকে পড়ে গিয়ে হযরত উম্মে হারাম (রা.) শাহাদাত বরণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অমর ভবিষ্যতবাণির চিরসত্যতার প্রমাণ করেন।

সামুদ্রিক জিহাদ স্বাভাবিক দশ জিহাদ থেকে উত্তম

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزْوَاتٍ، وَغَزْوَةٌ لِمَنْ قَدْ حَجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ حِجَجٍ وَغَزْوَةٌ فِىْ الْبَحْرِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزْوَاتٍ فِىْ الْبَرِّ وَمَنِ اجْتَازَا الْبَحْرَ فَكَأَنَّمَ جَازَ الاَوْدِيَةَ كُلَّهَا، وَالْمَائِدُ فِيْهِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِىْ دَمِه

السنن الكبرى، قال الهيثمى فى مجمع الزوائد رواه الطبرانى فى الكبيرو الاوسط وفيه عبدالله بن صالح كاتب الليث قال عبدالمالك بن سعيب بن الليث ثقة مامون

২৯. ফতহুল বারী কিতাবুল জিহাদ

وضعفه غيره انتهى 511/5 وروى الحاكم من قوله غزوة فى البحرخير...الخـــ قال الذهبى فى التلخيص على شرط البخارى، مشارع الاشواق 293/247

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে হজ্ব করেনি তার একটি ফরজ হজ্ব দশটি জিহাদের চেয়ে উত্তম। আর যে ব্যাক্তি হজ্ব করেছে তার একটি জিহাদ দশটি হজ্বের চেয়ে উত্তম। আর সামুদ্রিক যুদ্ধ স্থলভাগের দশটি যুদ্ধ হতে উত্তম। যে ব্যাক্তি সমুদ্র অতিক্রম করে, সে যেন সমস্ত দুর্গম উপত্যকা অতিক্রম করল। আর সামুদ্রিক যুদ্ধে যার মাথার ঘুর্ণন সৃষ্টি হয় সে ঐ ব্যাক্তির ন্যায় যে নিজ রক্তে সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দিয়েছে।[৩০]

উল্লেখিত হাদীসে জিহাদ দ্বারা ফরযে কিফায়া বুঝানো হয়েছে জিহাদ ফরযে কিফায়া অবস্থায় ফরজ হজ্ব হতে উত্তম। কিন্তু যদি জিহাদ ফরযে আইন হয় আর হজ্ব ও ফরয হয় অবশ্যই জিহাদ অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং অধীক ফযীলত পূর্ণ।

সামুদ্রিক শহীদ স্বাভাবিক শহীদ থেকে উত্তম

عَنْ اُمِّ حَرَامَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمَائِدَ فِىْ الْبَحْرِ الَّذِىْ يُصِيْبُهُ الْقَىْءُ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدٍ وَالْغَرَقُ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدَيْنِ،

سنن ابى داود كتاب الجهاد، باب فضل الغزوفى البحر، ورجاله كلهم ثقات معروفون، مشارع الاشواق 296/249

হযরত উম্মে হারাম (রা.) হতে বর্ণীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সামুদ্রিক জিহাদে যার মাথার ঘুর্ণন সৃষ্টি হয় বা বমি হয় সে এক শহীদের সাওয়াব লাভ করবে। আর যে সমুদ্রের অতল গহ্বরে ডুবে যায় সে দু' শহীদের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে।[৩১]

৩০. সুনানে কুবরা, বায়হাকী-৪/৩৩৪, মুসতাদরাকে হাকেম-২/১৪৩
৩১. সুনানে আবূ দাউদ-১/৩৩৭

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا. قَالَتْ لَوْ كُنْتُ رَجُلًا لَمْ اُجَاهِدْ اِلاَّ فِيْ الْبَحْرِ، وَذٰلِكَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَصَابَه مَيْدٌ فِيْ الْبَحْرِ كَانَ كَالْمُتَشَحِّطِ فِيْ دَمِهٖ فِيْ الْبَرِّ،

اخرجه سعيدبن منصور فى سننه شبده عن رجل مجهول عن عائشة بتأيد متن الحديث من حديث اخرموقوف على ابن عمرالذى رواه نفسه فى كتابه هذا، مشارع الاشواق297/249

হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেন,যদি আমি পুরুষ হতাম তবে শুধুমাত্র সামুদ্রিক অভিযানে শরীক হতাম। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যাক্তি সামুদ্রিক জিহাদে অংশগ্রহণ করল এবং সেথায় তার মাঝে কম্পন সৃষ্টি হলো বা মাথায় ঘূর্ণন সৃষ্টি হলো, সে ঐ ব্যাক্তির ন্যায় যে স্থলজিহাদে নিজ রক্তে ভিজে ময়দানে উলট পলট খাচ্ছে।[৩২]

عَنْ سَعِيْدِبْنِ جُنَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُهَدَاءُ الْبَحْرِ اَفْضَلُ عِنْدَاللّٰهِ مِنْ شُهَدَاءِ الْبَرِّ،

مشارع الاشواق 249-298/250

হযরত সা'ঈদ বিন যানাদাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- সামুদ্রিক অভিযানের শহীদ স্থলভাগের শহীদ অপেক্ষা উত্তম।[৩৩]

সামুদ্রিক জিহাদের ফযীলত অধীক হওয়ার বহু কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখ্য যোগ্য হলো সফরের কষ্ট অত্যধিক, বেশীর ভাগ ত্রীমুখী দুশমনের আশংকা। যেমন- সামূদ্রিক ঝড়, পাহাড়সম সামূদ্রিক ঢেউ, তারসাথে আবার বিশাল ভয়ংকর জলপ্রাণী, যা নিমিশেই প্রাণনাশ করতে পারে। তাছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সংকট। সামূদ্রিক অভিযানে শহীদ

৩২. সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর-২/১৮৯, হাদীস নং-২৪০০
৩৩. মু'অজামে কাবীর, তাবারানী-৫/৫২

হলে তাকে দাফন করারও ভাল কোন স্থান পাওয়া যায় না বিধায় হয়ত জলপ্রাণীর আহারে পরিণত হয়,নয়তো লোনা পানির আঘাতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে হয়।

সামূদ্রিক একমাসের জিহাদ স্বাভাবিক একবৎসরের জিহাদের চেয়ে উত্তম

عَنْ كَعْبِ الاَحْبَارَ كَانَ يَقُوْلُ لِصَاحِبِ الْبَحْرِ عَلٰى صَاحِبِ الْبَرِّ مِنَ الْفَضِيْلَةِ اِنَّهُ حِيْنَ يَضَعُ قَدَمَهُ فِيْهِ اِذَاكَانَ مُحْتَسِبًا تُفْتَحُ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَاِنْ قُتِلَ اَوْ غَرَقَ كَانَ لَه كَاَجْرِ شَهِيْدَيْنِ، وَاَنَّه يُكْتَبُ لَه مِنَ الاَجْرِ مِنْ حِيْنَ يَرْكَبُه حَتّٰى يَصِيْرَ كَاَجْرِ رَجُلٍ ضَرَبَتْ عُنُقَه فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِيْ دَمِهٖ، وَيَوْمٌ فِيْ الْبَحْرِ خَيْرٌ مِنْ شَهْرٍ فِيْ الْبَرِّ وَشَهْرٌ فِيْ الْبَحْرِ خَيْرٌ مِنْ سَنَةٍ فِيْ الْبَرِّ،

اخرجه سعيدبن منصورفى سننه وهذامن قول كعب والذى روى عن كعب هذاعنى سعيدبن ابى هلال بينهما انقطاع ظاهر، مشارع الاشواق300/250

হযরত ক্বা'আব আল আহবারী (রা.) বলেন, সামুদ্রিক জিহাদকারী মুজাহিদের ফযীলত স্থলপথে জিহাদ কারী মুজাহিদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. যখন কোন মুজাহিদ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অগ্রসর হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য জান্নাতের সমস্ত দরওয়াজাসমূহকে খুলে দেন আর যখন সে শহীদ হয় বা সমূদ্রের অতলগহ্বরে ডুবে যায় তখন তাকে দু'জন শহীদের সাওয়াব প্রদান করা হয়।

২. সামুদ্রিক জিহাদে অংশগ্রহণ কারী মুজাহিদদেরকে জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সমস্ত সময় যুদ্ধের ময়দানে গর্দান কাটিয়ে রক্ত প্রবাহিত করে শাহাদাতবরণকারী শহীদের সাওয়াব প্রদান করা হয়।

৩. সামূদ্রিক অভিযানে একদিন যুদ্ধ করা স্থলপথে একমাস যুদ্ধ করার ন্যায়। আর সামূদ্রিক অভিযানে একমাস জিহাদ করা স্থলপথে

একবছর জিহাদ করার ন্যায়।[৩৪]

এ ছাড়াও আরো বহু ফযীলত রয়েছে যা বিভিন্ন হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখানে শুধু চারটি অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১. জিহাদে যাওয়ার নিয়্যত করে বের হওয়ার সাথে সাথে তারজন্য জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়া হয়।
২. জিহাদে বেরহওয়ার মূহুর্তগুলোর জন্য গলাকাটা শহীদের সাওয়াব দেয়া হয়।
৩. জিহাদরত অবস্থার প্রতিদিন একমাস আর প্রতিমাস একবছরের জিহাদ করার সাওয়াব দেয়া হয়।
৪. শহীদ বা সমূদ্রের অতল গহ্বরে ডুবে গেলে দু'ইজন শহীদের মর্যাদা লাভ হয়।

সুবহানাল্লাহ ! বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতীতে দীনদার মুসলমানদেরকে হাদীসের এ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-ফিকীর অতিব জরুরী। ইসলাম ও মুসলমানদের মুক্তির পথ কোন দিকে আর আমরাইবা চলছি কোন পথে? মুসলমানদের ইজ্জত ও সফলতার পথ কোনটি আর আমরা আকঁড়িয়ে ধরেছি কোনটি? আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের সহজ উপায় কোনটি এবং আমার! তার যথাযথ পথে আছি কি?

সামূদ্রিক জিহাদ রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে জিহাদের ন্যায়

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ غَازِيُ الْبَحْرِ عَلٰى غَزْيِ الْبِرِّ كَفَضْلِ غَازِى الْبَّرِعَلَى الْقَاعِدِ فِيْ اَهْلِه وَمَالِه،

مشارع الاشواق 307/253 والتيسيرشرح الجامع الصغير 331/2

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। সামূদ্রিক জিহাদে অংশগ্রহণকারী একজন মুজাহীদের ফযীলত স্থলপথে জিহাদকারী একজন মুজাহিদের উপর অনুরূপ যেমন একজন স্থলপথে জিহাদকারীর ফযীলত ঘরে বসে থাকা ব্যাক্তির উপর।

৩৪. সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর-২/১৮৮

সমূদ্রে যুদ্ধ করা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথী হয়ে যুদ্ধ করার ন্যায়

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الاَسْقَعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَاتَه الْغَزْوَمَعِيْ فَلْيَغْذُ فِيْ الْبَحْرِ،

قال الهيثمى فى مجمع الزوائد رواه الطبرانى فى الاوسط وفيه عمروبن حصين وهو متروك ورواه عبد الزاق هذا الحديث بطول عن عبد القدوس عن قلقمه بن شهاب وعلى كل الحديث لايخلوعن غرابة ونكرة 512/5، مشارع الاشواق 301/251

হযরত ওয়াসেলা বিন আস্‌কা (রা.) হতে বর্ণীত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যাক্তি আমার সাথে মিলে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। তারজন্য উচিৎ সেযেন সামূদ্রিক জিহাদে অংশগ্রহণ করে।[৩৫]

عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْغَزْوَمَعِيْ فَعَلَيْهِ بِغَزْوِالْبَحْرِ،

كتاب الجهاد لابن مبارك، مشارع الاشواق 303/252 والجهاد لابن المبارك و مشكوة 154/1

হযরত ইবনে হাজীরাহ (রহ.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যাক্তি আমার সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি সে যেন সামূদ্রিক জিহাদে অংশগ্রহণ করে।[৩৬]

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غزوة فى البحر كخمسين غزوة معى ومن غزا فى البحر ثم عاد اليه كان كمن است جاب الله والرسول

ابن عساكر، مشارع الاشواق 304/252

৩৫. মু'জামে আওসাত, তাবারানী
৩৬. মুছান্নেফে ইবনে আব্দুর রাজ্জাক-৫/২৮৬, কিতাবুল জিহাদ ইবনে মুবারক-১৭৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- সমূদ্রে একবার জিহাদ করা আমার সাথে পঞ্চাশবার জিহাদ করার সমান। যে ব্যাক্তি একবার সামূদ্রিক জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পূণরায় আবার গমন করে সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর 'লাব্বায়ীক' বলে অংশগ্রহণ কারী।[৩৭]

কতইনা সৌভাগ্যবান ঐ ব্যাক্তি যে শত শত বছর পরেও সামূদ্রিক জিহাদে অংশ গ্রহণ করে দেড় হাজার বছর পূর্বে আকায়ে মাদানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথী হয়ে বদর-উহুদে অশংগ্রহণ কারী সাহাবী হামযা ও হানজালা (রা.)-এর মত সাওয়াবের অংশিদারী হয়।

সামূদ্রিক জিহাদে অংশগ্রহণ কারীর জন্য জান্নাত উন্মুক্ত

عَنْ عِمْرَان بْنِ حَصِيْنَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَزَا غَزْوَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فِيْ الْبَحْرِ وَاللهُ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَفِيْ سَبِيْلِه فَقَدْ اَدّٰى اِلَى اللهِ طَاعَتَه كُلَّهَا، وَطَلَبَ الْجَنَّةَ كُلَّ مَطْلَبٍ وَهَرَبَ مِنَ النَّارِ كُلَّ مَهْرَبٍ

قال الهيثمى، رواه الطبرانى فى الثلاثة وفيه عمروبن الصحيح وهومتروك، مجمع الزوائد-512/5، مشارع الاشواق 304/252

হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যাক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সামূদ্রিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল (আল্লাহ তা'আলা ভাল জানেন কে আল্লাহ্‌র জন্য বের হয়।) সে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ আনুগত্যের হক আদায় করল। উন্মুক্ত অবস্থায় জান্নাতকে পেয়ে গেল এবং সর্বাবস্থায় জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেল।[৩৮]

দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তা'আলা মানব ও জ্বিন জাতীকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাসত্ব-আনুগত্ব করার জন্য অতঃএব যে ব্যাক্তি সামূদ্রিক জিহাদে

৩৭. তারীখে ইবনে আসাকের
৩৮. তারীখে ইবনে আসাকের, মু'অজামে কাবীর, তাবারানী-১৮/৩৩৬

অংশ গ্রহণ করল সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যতার হক আদায় করল। বান্দা যখন আল্লাহ্ তা'আলার হক্ব আদায় করল আল্লাহ তা'আলাও তার জন্য জান্নাতকে তার মানসাহ অনুযায়ী করে দিবেন অর্থাৎ সমূদ্রে জিহাদকারী মুজাহিদ তার জান্নাতকে যেরূপ চাবে সেরূপই পাবে। আর জাহান্নাম থেকে চিরতরে মুক্তি পাবে।

সামূদ্রিক শহীদের জান আল্লাহ কুদরতিভাবে কবজ করেন

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ شَهِيْدُ الْبَحْرِ مِثْلَ شَهِيْدَيِ الْبَرِّ، وَالْمَائِدُ فِيْ الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِيْ دَمِه فِيْ الْبِرِّ، وَمَابَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِيْ طَاعَةِ اللهِ وَاِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ، وَكَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الاَرْوَاحِ اِلاَشُهَدَاءُ الْبَحْرِ، فَاِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ اَرْوَاحِهِمْ وَيَغْفِرُ لِشَهِيْدِ الْبَرِّ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا اِلاَّالدَّيْنَ لِشَهِيْدِ الْبَحْرِ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا وَالدَّيْنَ

ابن ماجه كتاب الجهاد باب فضل غزو البحر فى اسناده عضيربن معدان الشامى وهوضعيف، والباقون من رجال الحسن الحديثلاميخط عن درجة القبول

হযরত আবূ উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি সামূদ্রিক শহীদ দু' জন স্থল শহীদের ন্যায় এবং মাথায় ঘূর্ণন হয়েছে সে ঐ ব্যাক্তির ন্যায় যে স্থলভাগের জিহাদে নিজের রক্তে ভিজে উলট্-পালট্ খাচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের জান কবজ করার জন্য বিশেষ ফিরিস্তা নির্বাচন করেছেন। কিন্তু সমূদ্রে শাহাদাত বরণ কারী মুজাহিদের রূহ স্বয়ং আপন কুদরতি হাতে কব্জ করবেন। আল্লাহ তা'আলা স্থলভাগে শাহাদাত বরণকারী মুজাহিদের ঋণ ব্যতীত সমস্ত গুণাহ মাফ করে দিবেন। অথচ সমূদ্রে শাহাদাত বরণকারী মুজাহিদের ঋণসহ ক্ষমা করা হবে।[৩৯]

৩৯. ইবনে মাজাহ-১৯৯

সমূদ্রের জিহাদকারীর আরো কিছু ফযীলত

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আমি আমার উম্মতের মাঝে কিছু লোককে সমূদ্রে জিহাদ করতে দেখেছি, কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা তাদেরকে সামান্যও বিচলিত করবে না ।[৪০]

২. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যাক্তি সামূদ্রিক জিহাদের জন্য জাহাজে আরোহণ করলো, সে তার প্রত্যেক কদম পরিমাণ স্থানে এত অধীক সাওয়াব লাভ করবে যে, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যতার উপর সমগ্র দুনিয়া সফর করে নিয়েছে ।

৩. হযরত কা'আব আহবারী (রা.) বর্ণনা করেন, যখন কোনব্যাক্তি সামূদ্রিক জিহাদের উদ্দেশ্যে এক পা জাহাজে রাখে তবে তার পিছনের গুণাহ ঝড়ে যায় যেন সে সবেমাত্র জন্মগ্রহণ করেছেন ।[৪১]

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন,আল্লাহ তা'আলা সামুদ্রিক মুজাহিদগণের তিনটি অবস্থার উপর হাসেন । **এক.** যখন তারা নিজেদের স্ত্রী ও ছেলে-সন্তানদের ছেড়ে জিহাদের জন্য জাহাজে বসে । **দুই.** যখন তাদের মাথায় ঘূর্ণন সৃষ্টি হয় । **তিন.** যখন তারা সামূদ্রিক সফর সামপ্ত করে স্থলভাগে অবস্থান করে । একথা চির সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা যার উপর হাসেন তাকে কখনও জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন না ।

৫. হযরত ইয়াইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন সমুদ্রে শাহাদাতবরণ কারী মুজাহিদ তার নিকটস্থ সত্তরজন পড়শীর জন্য শাফা'আত করবে। পড়শীরা পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। প্রত্যেকেই তাঁর অধীক নিকটস্থ বলে দাবী করবে ।[৪২]

৪০. সুনানে ইবনে মাজাহ
৪১. কিতাবুস সুনান
৪২. শিফাউস সুদূর

সমূদ্রের পানি পরিমাণ সাওয়াব প্রদান ও সমপরিমান গুনাহ মা'আফ

عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ عَلَى الْبَحْرِ اِحْتِسَابًا وَنِيَّةً. اِحْتِيَاطًا لِلْمُسْلِمِيْنَ كَتَبَ اللهُ لَه بِكُلِّ قَطْرَةٍ فِيْ الْبَحْرِ حَسَنَةٌ

قال الهيثمى فى مجمع الزوائد رواه الطبرانى وفيه يدسف بن السفروهومتروك والاسناد منقطع-523.525/5 مشارع الاشواق 328/263

হযরত আবূ দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যাক্তি সাওয়াবের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের হিফাজতের জন্য নৌজাহাজে আরোহণ করে, আল্লাহ তা'আলা ঐ সমূদ্রের সমস্ত পানির ফোটা পরিমাণ সাওয়াব তার আমলনামায় প্রদান করেন ।[৪৩]

عَنْ عُبَادَةَ قَالَ وَمَنْ نَظَرَ اِلَى الْبَحْرِ احَاطَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ غُفِرَلَهُ بَعَدَدِ كُلِّ قَطْرَةٍ فِيْهِ

مشارع الاشواق 330/263

হযরত উবাদাহ (রা.) বর্ণনা করেন, যেব্যাক্তি মুসলমানদের হিফাজতের জন্য সামূদ্রিক জিহাদে অংশগ্রহণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সমুদ্রের পানির ফোঁটা বরাবর গুনাহ মাফ করে দিবেন ।[৪৪]

তলোয়ারসহ রাসূল সা.-এর আগমন

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتّٰى يَعْبُدَ اللهَ وَحْدَه

৪৩. মু'অজামে কাবীর, তাবরানী
৪৪. শিফাউস সুদূর

لَاشَرِيْكَ لَه وَجُعِلَ رِزْقِىْ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِىْ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلٰى مَنْ خَالَفَ اَمْرِىْ وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

اخرجه احمد فى مسنده والطبرانى قال الهيثمى فى مجمع الزوائد رواه الطبرانى وفيه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه ابن اعديفى وابوحاتم وعيزهما وصعفه احمد وعيزه وبقية رجاله ثقات-487/5

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত তলোয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে যাতে এক আল্লাহ তা'আলার উপাসনা প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার কোন অংশীদার নেই এবং আমার রিযিক বর্শার ছায়ার নীচ থেকে আসে। আর অপমান-অপদস্থ ঐ সকল লোকের জন্য যারা আমার আনিত দীনের বিরুদ্ধাচরণ করবে। আর যে ব্যাক্তি যে গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখবে তাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে।[৪৫]

আল্লামা ইবনে কাইয়্যূম (রহ.) বলেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বর্ণনা করেছে, যুদ্ধের প্রয়োজনের সময় 'নিজা' তৈরী করা নফল নামায অপেক্ষা উত্তম। বর্তমান অত্যাধুনিক যুগে সে 'নিজার' উপর ভিত্তি করে ফোকাহায়ে কিয়াম সমস্ত অস্ত্রের ক্ষেত্রে একই বিধান বলে উল্লেখ করেন।

জান্নাত তলোয়ারের ছায়াতলে

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِه الَّتِىْ لَقِىَ فِيْهَا الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ حَتّٰى اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيْهِمْ v‡ فَقَالَ يَاۤاَيُّهَا النَّاسُ لَاتَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْاَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ

৪৫. মুসনাদে আহমদ-২/৫০

صحيح البخارى كتاب الجهاد باب لاتمنوالقاء العدو، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسيرباب كراهية تمنى لقاء العدو، مشارع الاشواق842/495

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশমনের সাথে মোকাবেলা করছিলেন, এমন একদিন সূর্যাস্তের অপেক্ষা করছিলেন। সূর্যাস্তের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদগণের সামনে বয়ান করার জন্য দণ্ডায়মান হলেন এবং ঘোষণা দিলেন, হে লোক সকল! দুশমনের সাথে মোকাবেলার আকাঙ্খা করো না, আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য কামনা করো। আর যদি দুশমনের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তবে অত্যন্ত দৃঢ়-অবিচলতার সাথে জিহাদ করো এবং ভাল করে জেনে রেখ যে, জান্নাত তলোয়ারের ছায়ার নীচে।[৪৬]

عَنْ اَبِىْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ فَقَالَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ يَااَبَا مُوْسٰى ! اَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هٰذَا؟ قَالَ نَعَمْ فَرَجَعَ اِلٰى اَصْحَابِه فَقَالَ اَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَاَلْقَاهُ ثُمَّ مَشٰى بِسَيْفِه اِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِه حَتّٰى قُتِلَ

صحيح مسلم كتاب الامارة باب ثبوت الجنة للشهيد، مشارع الاشواق 843/495

হযরত আবূ বকর ইবনে আবী মূসা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতা থেকে শ্রবণ করেছি এমতাবস্থায় যে, তিনি শত্রুদের সামনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন যে,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জান্নাতের দরজাসমূহ তলোয়ারের ছায়াতলে। একথা শুনে একব্যাক্তি লাফিয়ে উঠে বলল, হে আবু মূসা ! সত্যিই কি তুমি শুনেছ যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি বলেছেন ? হযরত আবু

৪৬. সহীহ্ বুখারী-১/৪২৪, সহীহ্ মুসলিম-২/৮৪

মূসা (রা.) বললেন হ্যাঁ ! অতঃপর উক্ত ব্যাক্তি নিজ সাথীদের নিকট গমন করে তাদের উপর সালাম পাঠ করল অতঃপর ঝুলন্ত তলোয়ারের খাপকে ভেঙ্গে দিলেন এবং তলোয়ার উঁচিয়ে দুশমনের প্রতি অগ্রসর হলো এবং প্রচন্ড আক্রমন করলেন এক পর্যায়ে নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন ।[৪৭]

তলোয়ার জান্নাত লাভের মাধ্যম

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ بِمَا يُدْخِلُكُمُ الْجَنَّةَ. فَقَالُوْا بَلٰى. قَالَ ضَرْبٌ بِالسَّيْفِ، وَاِطْعَامُ الضَّيْفِ وَاهْتِمَامُ الْمَوَاقِيْتِ الصَّلاَةِ

مشارع الاشواق 844/496 التيسير فى شرح الجامع الصغير 800/1

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাদের এমন আমলের কথা বলব না! যা তোমাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে? সাহাবায়ে কিরাম (রা.) আরজ করলেন, হ্যাঁ বলুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলো তলোয়ার চালানো, মেহমানদের মেহমানদারী করা, সময়মত গুরুত্বের সাথে নামায আদায় করা ।[৪৮]

হযরত ইয়াযীদ ইবনে সাজারাহ (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি শ্রবণ করেছি নিশ্চয়ই তলোয়ার জান্নাতের চাবি । ইবনে আসাকের (রহ.) এ হাদীসটিকে মারফূ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ।

হাদীসে তলোয়ারকে জান্নাতের চাবি বলার তাৎপর্য হলো, যখনই মুজাহিদ জিহাদের ময়দানে গিয়ে শত্রুর মোকাবেলায় তলোয়ার উত্তলন করবে, তার সাথে সাথে জান্নাতের সবক'টি দরজা খুলে যায় । কেমন যেন তলোয়ার দ্বারাই জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হলো ।

তলোয়ার তথা সমস্ত সমরঅস্ত্র মুসলমানদের জন্য দুনিয়াতে ইজ্জত, সম্মান, আদল ও খিলাফত পাওয়ার মাধ্যম । আর আখিরাতে জাহান্নাম

৪৭. সহীহ্ মুসলিম-২/১৩৯
৪৮. তারীখে ইবনে আসাকের

থেকে মুক্তি পেয়ে অনন্তঅসীম নিয়ামত পরিপূর্ণ জান্নাতলাভের মাধ্যম । তাই মুসলমানদের উচিত সমরঅস্ত্রের হিফাজত করা এবং অধীকপরিমাণ সমরঅস্ত্র সংগ্রহ করা ।

তলোয়ার জাহান্নাম থেকে রক্ষার ঢাল

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَقَلَّدَ سَيْفًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَانَ لَه جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ وَمَنْ حَمَلَ رُمْحًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَانَ لَه عَلَمًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

شفاء الصدور، مشارع الاشواق 849/497

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যে ব্যাক্তি জিহাদের জন্য তলোয়ার প্রস্তুত করলো, তার এ তলোয়ার কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার ঢাল হয়ে যাবে । আর যে ব্যাক্তি জিহাদের জন্য বর্শা উত্তোলন করলো, সে বর্শা কিয়ামতেরদিন ঝান্ডা হবে ।[৪৯]

জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঢাল হবে এর অর্থ এই নয় যে, দুনিয়ার ঢাল কখনো ভেঙ্গে যায় আবার ঢালের প্রতিহত ব্যবস্থা উপেক্ষা করে আঘাত শরীরে লাগে । কিন্তু আখিরাতের এ ঢাল কখনো বিফল হবার নয় এ ঢাল নিশ্চিত জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবে । তবে হ্যাঁ! মুজাহিদের ইখলাস-তাকওয়ার উপর অধীক নির্ভরশীল ।

তলোয়ার আল্লাহ তা'আলার গর্বের বস্তু

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَقَلَّدَ سَيْفًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَلَّدَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِشَاحَيْنِ مِنْ

৪৯. শিফাউস সুদূর

الْجَنَّةِ لَا تَقُوْمُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا مِنْ يَوْمٍ خَلَقَهَا اللهُ اِلَى يَوْمِ يُفْنِيْهَا وَصَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَضَعَه عَنْهُ وَاِنَّ اللهَ يُبَاهِى مَلَائِكَتَهُ بِسَيْفِ الْغَازِىْ وَرُمْحِه وَسِلَاحِه وَاِذَا بَاهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَتِه بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِه لَمْ يُعَذِّبْهُ بَعْدَ ذٰلِكَ

مشارع الاشواق 850/497 والترغيب فى فضائل الاعمال باب من تقلدسنيافى سبيل الله

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যেব্যাক্তি আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের ময়দানে তলোয়ারের মালা গলায় ঝুলাবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার কাঁধে একটি মালা পরিয়ে দিবেন এবং জান্নাতী দু'টি বাজু প্রদান করবেন, যে দুটির মূল্য দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যার মাঝে যা কিছু রয়েছে তদাপেক্ষা উত্তম। মুজাহিদের তলোয়র তার নিকট থাকা পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তার জন্য দু'আ করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদগণের তলোয়ার-বর্শা ও সকল সমরঅস্ত্র নিয়ে ফিরিশতাদের সামনে গর্ব করেন। আর আল্লাহ তা'আলা যে বান্দার ব্যাপারে ফিরিশতাদের সামনে গর্ব করেন কস্মিনকালেও তাকে আযাবে নিক্ষেপ করবেন না।[৫০]

তলোয়ার কাঁধে ঝুলিয়ে নামায

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ مُتَقَلِّدًا سَيْفَه فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَلَى صَلَاةِ الَّذِيْ يُصَلِّي بِغَيْرِ سَيْفٍ سَبْعُوْنَ ضِعْفًا وَلَوْ قُلْتُ سَبْعُ مِائَةِ ضِعْفٍ لَكَانَ ذٰلِكَ لِاَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللهَ يُبَاهِيْ بِالْمُتَقَلِّدِ سَيْفَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَلَائِكَتَه وَهُمْ

৫০. কিতাবুত্ তারগীব লি আবী হাফ্‌স, তারীখে ইবনে আসাকের

يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ مَادَامَ مُتَقَلِّدًا سَيْفَه وَسُنَّةُ الْمُرَابِطِ الثَّقِلَيْنِ كَمَا اَنَّ سُنَّةَ الْمُعْتَكِفِ الصِّيَامُ

مشارع الاشواق 852/495

হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রাহে তলোয়ার কাঁধে ঝুলিয়ে নামায আদায়কারী অন্যান্য নামায আদায়কারীর অপেক্ষা সত্তর গুণ ছাওয়াব লাভ করেন। আর যদি কেউ বলে যে, সাতশতগুণ সাওয়াব লাভ হবে, তবে তাও সঠিক রয়েছে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন- আল্লাহ তা'আলার রাহে তলোয়ার ঝুলানো ব্যাক্তিকে দেখে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের সামনে গর্ব করেন। যতক্ষণ তলোয়ার মুজাহিদের সাথে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তারজন্য রহমতের দু'আ করতে থাকেন এবং পাহারাদারের জন্য তলোয়ার ধারণকরা সুন্নাত ই'তিকাফের অবস্থায় রোজাদার ব্যাক্তির ন্যায়।[৫১]

৫১. শিফাউস সূদুর

শাহাদাতের ফযীলত

মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ

মাকতাবাতুল কুরআন
নিখুঁত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইরশাদ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ الْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঋণ ব্যতীত শহীদের সমস্ত গুণাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। -মুসলিম শরীফ

শহীদের ফযীলত

শাহাদাত অত্যন্ত মূল্যবান ও মর্যাদাপূর্ণ নি'আমত কেবল মাত্র সৌভাগ্যশীল বান্দাদেরই তা অর্জন হয়। যার ভাগ্যে চিরস্থায়ী সফলতা ও মুক্তির ফরমান লিখিত হযেছে, কেবল তাঁরই জন্য এ নি'আমত। শহীদগণের মর্যাদা নবীগণের এক দরজা নীচে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ঘোষণা করেন—

وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً

'যারা আলাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর তাবেদারী করে তারা আখিরাতে সে সমস্ত লোকদের সাথী হবে যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা নি'আমত দান করেছেন। যথা নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ নেককারগণ এবং তারাই সর্বোত্তম সাথী।[১]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়ামত প্রাপ্ত লোকদের চার প্রকার বর্ণনা করেন। ১. নবীগণ। ২. সিদ্দীকগণ। ৩. শহীদগণ। ৪. নেককারগণ। প্রথমপ্রকার তথা আম্বিয়াগণ আলাহ তা'আলার দ্বারা নির্ধারিত নির্দষ্ট। অবশিষ্ট তিনপ্রকারের যে কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আলোচ্য আয়াতে অনুপ্রাণিত করেন।

সিদ্দীক এরা সেসব লোক যারা আম্বিয়ায়ে কিরামের পরিপূর্ণ অনুযায়ী হন গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁরা আম্বিয়াগণের অনুস্মরণ করেন। তাঁরা সত্যের প্রতীক হন। আম্বিয়ায়ে কিরামের নূরের তাজাল্লিতে তাঁরা নিমজ্জিত থাকেন। আর এ মর্তবা আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুস্মরণের মাধ্যমেই তাঁরা লাভ করে।

১. সূরা নিসা-৬৯

শহীদগণ! তাঁরা ঐ সমস্ত লোক? যারা আল্লাহ তা'আলার রাহে প্রাণ উৎসর্গ করে এবং প্রাণের বিনীময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নূরের তাজাল্লির বিশেষ অংশ লাভ করেন।

নেককারগণ! তাঁরা ঐ সমস্ত লোক, যারা সর্বপ্রকার মন্দ কথা-কাজ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র রেখেছে এবং সর্বদা আল্লাহ তা'আলার স্মরণে মুগ্ধ রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে সম্পর্কস্থাপনে বিরত রয়েছে এবং পাপাচারের ময়লা থেকে আপন দেহকে পবিত্র রেখেছে। যখন নিজেকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণে সম্পূর্ণ ফানা ফিল্লাহ করে দিয়ে বাকি বিল্লাহর মাকামে পৌঁছেন তখন আল্লাহ তা'আলার নূরের তাজাল্লির কিছুঅংশ তাদের প্রতি বিচ্ছুরিত হয়।

এমন পূণ্যাত্মা লোকদেরকেই আওলিয়ায়ে কিরাম বলা হয়। মোটকথা আম্বিয়ায়ে কিরাম সরাসরি আল্লাহ তা'আলার তাজালি-লাভে ধন্য হন তথা নবূওয়াতের গুণাবলী অর্জন করেন। আর সিদ্দীকগণ নবীদের সৌজন্যে এবং তাদের অনুস্মরণের কারণে আল্লাহ তা'আলার নূরের তাজাল্লি লাভ করে থাকেন। তারা সর্বদা এ তাজাল্লিতে নিমজ্জিত থাকেন। আর শহীদগণকে আল্লাহ তা'আলা নূরে তাজাল্লির একটি বিশেষঅংশ প্রদান করেন। বিশুদ্ধ একে হাদীসে বর্ণীত হয়েছে যে, আম্বিয়ায়ে কিরামগণ শহীদদের থেকে শুধুমাত্র নবুওয়াতের দরজার দিক থেকেই উত্তম।

শহীদকে কেন শহীদ বলে

আলাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির নীমীত্ত্বে দীন ও ইসলামের বিজয় এবং এ জমীনে খিলাফাত প্রতিষ্ঠার লক্ষে সর্বাধিক প্রিয়বস্তু জীবন বিষর্জণ দানকারীকে শহীদ কেন বলা হয় এ ব্যাপারে বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে যা নিম্নে তুলে ধরা হল।

এক.

قِيْلَ لِأَنَّهُ مَشْهُوْدٌلَهُ بِالْجَنَّةِ (كتاب الصحاح للجوهرى)

আলামা জাওহারী (রহ.) বর্ণনা করেন, শহীদকে শহীদ এজন্য বলা হয় যে, শহীদের জন্য জান্নাতের স্বাক্ষপ্রদান করা হয়েছে। শহীদ নিশ্চিত জান্নাতী।

দুই.

وَقِيْلَ لأَنَّ اَرْوَاحَهُمْ وَاُحْضِرَتْ دَارُ السَّلَامِ لأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَارْوَاحُ غَيْرِهِمْ اِنَّمَا تَشْهَدُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ النَّظْرُ بْنُ شَمِيْلٍ فَالشَّهِيْدُ بِمَعْنَى الشَّاهِدُ اَىْ هُوَ الْحَاضِرُ فِيْ الْجَنَّةِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَهَذَا هُوَا الصَّحِيْحُ

শহীদকে শহীদ এজন্য বলা হয় যে, শহীদের রূহ জান্নাতে উপস্থিত থাকে এবং সে তার প্রতিপালকের নিকট জীবিত। অন্যসমস্ত মুসলমানদের রূহ কিয়ামত দিবসের পর জান্নাতে উপস্থিত হবে। আল্লামা নজর ইবনে শামীল (রহ.) বর্ণনা করেন, শহীদ শব্দের অর্থ হল শাহেদ হওয়া। আর শাহেদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল জান্নাতে উপস্থিত থাকা।

আলাম্মা কুরতুবী (রহ.) বর্ণনা করেন, উপরোক্ত এ বর্ণনাই সর্বাধীক বিশুদ্ধ।[২]

তিন.

وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَالشَّهِيْدُ الْقَتِيْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

আল্লামা ইবনে ফারেস (রহ.) বর্ণনা করেন, শহীদের অর্থ হল আলাহ তা'আলার রাহে জীবনবিষর্জণ দেয়া।

চার.

قَالُوْا لأَنَّ مَلاَئِكَةَ اللهِ تَشْهَدُهُ

ওলামায়ে কিরামগণ বর্ণনা করেন, শহীদকে শহীদ এজন্য বলা হয় যে, শাহাদাতে সময় আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ফিরিশতাগণ শহীদের সামনে উপস্থিত হয়। (معجم مقاييس اللغه)

পাঁচ.

وَقَالَ ابْنُ الأَنْبَارِىْ لأَنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَه يَشْهَدُوْنَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ

২. তাফসীরে কুরতুবী

আল্লামা ইবনে আনবারী (রহ.) বর্ণনা করেন, শহীদকে শহীদ এজন্য বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফিরিশতাগণ শহীদের জন্য জান্নাতের স্বাক্ষ প্রদান করেন।

ছয়.

وَقِيْلَ لأَنَّهُ يَشْهَدُ عَنْهُ خُرُوْجَ رُوْحِهِ مَا اُعِدَّ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ وَالْكَرَامَةِ

কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন, শাহাদাতের সময় যখন মুজাহিদের প্রাণবায়ূ দেহ থেকে পৃথক হতে থাকে, তখন তার সমস্ত সাওয়াব ও প্রতিদানের স্থানগুলো সামনে উপস্থিত করা হয়। বিধায় শহীদকে শহীদ বলা হয়।

সাত.

وَقِيْلَ لأَنَّ مَلاَئِكَةَ الرَّحْمَةِ يَشْهَدُوْنَهُ فَيَأْخُذُوْنَ رُوْحَهُ

আরো কিছু ওলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন, শহীদকে শহীদ এজন্য বলা হয় যে, শহীদদের জান কবজের জন্য আল্লাহ তা'আলার রহমতের ফিরিস্তাগণ উপস্থিত হয়ে যান।

আট.

وَقِيْلَ لأَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدًا يَشْهَدُ كَوْنُهُ شَهِيْدًا وَهُوَ الدَّمُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا

অপরকিছু সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন, শহীদকে শহীদ এজন্য বলা হয় যে, শহীদ ব্যাক্তি নিজের কাছেই তাঁর শাহাদাতের স্বাক্ষপ্রমাণ রয়েছে। আর সে স্বাক্ষ হল তার তরতাজা রক্ত। কিয়ামতের দিবস যখন শহীদকে উঠানো হবে, তার সমস্ত ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। এ ছাড়াও আরো বহু কারণ রয়েছে, এখানে কিতাবের সংক্ষিপ্ততার প্রতি লক্ষ করে উপরোক্ত কয়েক প্রকারে সীমাবদ্ধ করা হল।[৩]

৩. মাশারে'উল আশওয়াক- ৩৯৩-৬৯৪

কোন অবস্থায় শহীদ জীবিত

শহীদ জবিত একথা কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণীত। এখন ওলামায়ে কিরামের মাঝে ইখতিলাফ হয়েছে যে, শহীদ কি অবস্থায় জীবিত? নিম্নে তা উল্লেখ করা হল–

এক.

قَالَ الْقُرْطُبِیُّ وَالَّذِیْ عَلَیْهِ الْمُعْظَمُ اِنَّ حَیَاةَ الشُّهَدَاءِ مُحَقَّقَةٌ وَاَنَّهُمْ اَحْیَاءٌ فِیْ الْجَنَّةِ یُرْزَقُوْنَ کَمَا اَخْبَرَ تَعَالٰی وَلَا مَحَالَةَ اَنَّهُمْ مَاتُوْا وَاَنَّ اَجْسَادَهُمْ فِیْ التُّرَابِ وَاَرْوَاحِهِمْ حَیَّةٌ کَاَرْوَاحِ سَائِرِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَفُضِّلُوْا بِالرِّزْقِ فِیْ الْجَنَّةِ مِنْ وَقْتِ الْقَتْلِ حَتّٰی کَانَ حَیَاةُ الدُّنْیَا دَائِمَةً لَهُمْ

আলামা কুরতুবী (রহ.) ও অধীকসংখ্যক ওলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন, শহীদ নিশ্চিতভাবে কোন প্রকার সংসয় ব্যতীতই জান্নাতে জীবিত রয়েছে, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সংবাদ প্রদান করেছেন। তাদের স্বাভাবিক মৃত্যুও হয়েছে, তাদের শরীর জমিনে দাফনও করা হয়েছে তাদের অন্তর অন্যান্য ঈমানদারগণের মত জীবিত। তবে পার্থক্য হল তাদের শাহাদাতের পর থেকেই তাদের জন্য জান্নাতের রিযিক জারি করে দেয়া হয়। রিযিক ভক্ষণ করে কেমনযেন তারা দুনিয়াবাসীর মতই জীবিত। তাদের এ রিযিক শেষ হবে না।

দুই.

وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ یَقُوْلُ تُرَدُّ اِلَیْهِمُ الْاَرْوَاحُ فِیْ قُبُوْرِهِمْ فَیَتَنَعَّمُوْنَ کَمَا تُحْیَا الْکَافِرُ فِیْ قُبُوْرِهِمْ فَیُعَذَّبُوْنَ

ওলামায়ে কিরামের একটি জামা'আত বর্ণনা করেন যে, কবরের মাঝে শহীদগণের রূহকে তাদের শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হয়, তারা সেথায় জান্নাতের আরাম-আয়েশ উপভোগ করে, যেমন কাফেরদেরকে কবরে জীবিত করে শাস্তি প্রদান করা হবে।

তিন.

وَقَالَ مُجَاهِدُ یُرْزَقُوْنَ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ اَیْ یَجِدُوْنَ رِیْحَهَا وَلَیْسُوْا فِیْهَا

আল্লামা মুজাহিদ (রহ.) বর্ণনা করেন, শহীদকে জান্নাতের ফল ভক্ষণ করানো হবে। অর্থাৎ জান্নাতের বাইরে থেকেও জান্নাতের নি'আমত উপভোগ করবে।

চার.

وَقَالَ اٰخَرُوْنَ اِنَّ اَرْوَاحَهُمْ فِیْ جَوْفِ طَیْرٍ خُضْرٍ وَاَنَّهُمْ فِیْ الْجَنَّةِ یُرْزَقُوْنَ وَیَاْکُلُوْنَ وَیَتَنَعَّمُوْنَ قَالَ الْقُرْطُبِیُّ وَهٰذَا هُوَ الصَّحِیْحُ مِنَ الْاَقْوَالِ

কিছুসংখ্যক ওলামায়ে কিরাম বলেন, শহীদগণের রূহকে সবুজ পাখির মধ্যে রেখে দেয়া হবে, সে পাখি জান্নাতে অবস্থান করবে, জান্নাত থেকে খাবে-পান করবে এবং সকল প্রকার আইয়াশ উপভোগ করবে। আল্লামা কুরতূবী (রহ.) বলেন। সমস্ত বর্ণনাসমূহের মাঝে এ বর্ণনাটি অধিক বিশুদ্ধ।

পাঁচ.

وَقَدْ قِیْلَ اَنَّهُ یُکْتَبُ لَهُمْ فِیْ کُلِّ سَنَةٍ ثَوَابُ غَزْوَةٍ وَیُشْرِکُوْنَ فِیْ کُلِّ جِهَادٍ کَانَ بَعْدَهُمْ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

একটি বর্ণনা এমনও রয়েছে যে, শহীদের আমালনামায় প্রত্যেক বছর একটি জিহাদের সাওয়াব লিখে দেয়া হবে। সে শাহাদাতের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারবে।

ছয়.

وَقِیْلَ لِاَنَّ اَرْوَاحَهُمْ تَرْکَعُ وَتَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ کَاَرْوَاحِ اَحْیَاءِ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ بَاتُوْا عَلٰی وَضُوْءٍ

এক বর্ণনায় রয়েছে যে, শহীদগণের রূহ কিয়ামত পর্যন্ত আরশের নীচে রুকূ ও সিজদা অবস্থায় অতিবাহিত করবে। ঐ সকল জীবিত মুসলমানদের রূহ, যা জীবিত অবস্থায় স্মরণ করে।

সাত.

وَقِيْلَ لِاَنَّ الشَّهِيْدَ لَا يَبْلٰى فِي الْقَبْرِ وَلَا تَاْكُلُهُ الْاَرْضُ

কারো অভিমত হল, কবরের মাঝে লাশ বিনষ্ট না হওয়া এবং শহীদের লাশ যমীনের ভক্ষণ না করাই জীবিত থাকার অর্থ।

আট.

ছাহেবে মাশারে‘উল আশওয়াক আল্লামা ইবনে নোহহাজ (রহ.) বর্ণনা করেন– আমার নিকট শহীদ জীবিত থাকার অর্থ হল শহীদের একপ্রকার শারীরিক জীবনও লাভ হয় যা অন্য সমস্ত মৃত ব্যাক্তিদের চেয়ে ভিন্ন ধরনের। শহীদগণের এ রূহও আবার আল্লাহ তা‘আলার নিকট বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে থাকে। কিছুসংখ্যক রূহ সবুজ পাখির মধ্যে অবস্থান করে জান্নাতে বিচরণ করে, তার থেকে ফল-মূল ভক্ষণ করে এবং আরশের ছায়ার নীচে ঝুলন্ত কিন্দিলের মাঝে অবস্থান করে। এ অবস্থা সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণীত।

আবার কিছুসংখ্যক শহীদদের রূহ জান্নাতের দরজার সন্নিকট সমুদ্রতীরে অবস্থিত সবুজ প্রাশাদে অবস্থান করবে। সকাল-বিকাল তথায় জান্নাত থেকে রিযিক পৌঁছবে। যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণীত হয়েছে।

কেউবা আবার ফিরিশতাদের সাথে জান্নাতে ও আসমানের বিভিন্ন স্থানে সফর করবে। যা হযরত জা‘অফর (রা.)-এর বর্ণনার মাঝে উল্লেখ রয়েছে।

তাদের এ পার্থক্যের কারণ, দুনিয়াতে তাদের ঈমান-ইখলাস জীবন দেয়ার জজবার ভিন্নতার কারণে।

শাহাদাতের পূর্বে যার ঈমান ও ইখলাস যত বেশী উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন হবে শাহাদাতের পরও তার মর্যাদা ততউচ্চ মর্যাদা পূর্ণ হবে।[4]

জিহাদে স্বাভাবিক মৃত্যুর ফযীলত

জিহাদ ফী সাবীলিলাহ যেমন ফযীলতপূর্ণ ঠিক তদ্রূপ জিহাদে বের

৪. মাশারে‘উল আশওয়াক ৬৯৯-৭০০

হয়ে মৃত্যুবরণ করাও অনুরূপ ফযীরতপূর্ণ। জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলা করে শাহাদাতবরণ করলে যে অবর্ণনীয় নি‘আমত ও মর্যাদা রয়েছে তা সকলের সামনেই সুস্পষ্ট। তাই প্রত্যেকটি মুজাহিদের আন্তরিক কামনাও থাকে তাই, কিন্তু সেখানে গিয়ে যদি কারো স্বাভাবিক মৃত্যু হয় তারও ফযীলত কোনঅংশে কম নয় বরং সেও শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে। নিম্নে কুরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম -এর হাদীস থেকে জিহাদের ময়দানে স্বাভাবিক মৃত্যুর ফযীলত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস তুলে ধরা হল।

শহীদ ও স্বাভাবিক মৃত্যু উভয় ক্ষমাপ্রাপ্ত

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন–

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۞ وَلَئِنْ مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ

আর যদি তোমরা আল্লাহ তা‘আলার রাহে প্রাণ উৎসর্গ কর অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হও, তবে আল্লাহ তা‘আলার নিকট থেকে ক্ষমা ও দয়া লাভ করবে। এ ক্ষমা ও দয়া তাদের সঞ্চিত ধন-সম্পদ থেকে অতি উত্তম। যদি তোমাদের মৃত্যু হয় অথবা তোমারা নিহত হও (সকল অবস্থায়) তোমাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট একত্রিত করা হবে।[৫]

ব্যাখ্যা.

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আলাহ তা‘আলার রাহে শাহাদাতবরণ কর, তবে তার শুভ পরিণতি সুনিশ্চিত। একথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, যদি তোমরা ভ্রমণ না কর অথবা জিহাদে অংশগ্রহণ না কর তবুও কোন একদিন মৃত্যু তোমাদের নিকট অবশ্যই আসবে। তখন তোমরা আল্লাহ তা‘আলার দরবারে প্রত্যাবর্তন করবে এবং উপলব্ধি করবে যে, আল্লাহ্‌র রাহে প্রাণ উৎসর্গ করা অত্যন্ত বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। যারা আল্লাহ তা‘আলার রাহে প্রাণ উৎসর্গ করে তাদের জীবন ধন্য, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র অনন্ত-অফুরন্ত নি‘আমত আর তখন সকলেই এই সত্য

৫. আল-ইমরান-১৫৭-১৫৮

উপলব্ধি করবে যে, সারা জীবনের সঞ্চয় আখিরাতের অনন্ত-অসীম নি'আমতের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ। আর যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার রাহে প্রাণ উৎসর্গ কর তবে তোমাদেরতো আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে যেতে হবে আর কারো কাছে নয়। অতএব প্রত্যেকেরই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য।[৬]

হাদীসের আলোকে জিহাদে স্বাভাবিক মৃত্যু

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ الْقَانِتِ الصَّائِمِ لايَفْتُرُ صَلَاةً وَلَا صِيَامًا حَتَّى يَرْجِعَهُ اللهُ اِلى اَهْلِهِ بِمَايَرْجِعُهُ اِلَيْهِمْ مِنْ غَنِيْمَةٍ اَوْ اَجْرٍ اَوْ يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ

البخارى كتاب الجهاد باب افضل الناس مؤمن يجاهدبنفسه وماله فى سبيل الله
ابن حبان كتاب الجهاد باب فى فضل الجهاد, مشارع الاشواق846-361

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত, রাসূলুলাহ সালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদকারী মুজাহিদের দৃষ্টান্ত হল ক্লান্তহীন নামায ও রোযা আদায়কারীর ন্যায়। নামাযী ও রোযাদার তার নামায- রোযার মাঝে সামান্যতম সস্তিবা বিরতী প্রদান করেনি এমন কি মুজাহিদ পূণরায় তার পরিবারের নিকট ফিরে এসেছে গণীমত বা প্রতিদান সহ। অথবা সে স্বাভাবিক মৃত্যুতে জান্নাতে চলে গেছেন।[৭]

উল্লেখিত হাদীসে একজন মুজাহিদের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে মুজাহিদ যখন ঘর থেকে বের হয় তখনই কেমনযেন রোযা অবস্থায় নামাযে দাঁড়িয়ে যায়, অর্থাৎ সে প্রতিনিয়ত নামায ও রোযার সাওয়াব লাভ করতে থাকবে। তাছাড়া হাদীসে কতল বা হত্যাকে উল্লেখ করা হয়নি বরং

৬. তাফসীরে নূরুল কুরআন-৬/১৮৪
৭. বুখারী শরীফ

স্বাভাবিক মৃত্যুর কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। জিহাদে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারীও জান্নাতী।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ ؟ قَالَ فَقَالُوا : الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ ، الْقَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ وَالْخَارُّ عَنْ دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْغَرِقُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالطَّعِينُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَجْنُوبُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ

ابوداود كتاب الجائز باب فى فضل من مات بالطاعون، ابن ماجه كتاب الجهاد باب مايرجى فيه الشهادة، النسائى كتاب الدنائز باب النهى عن الباكائ عن الميت، مشارع الاشواق 648- 1064

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুলাহ সালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- তোমরা কি জান শহীদ কাকে বলে সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আলাহ রাসূল সালাহু আলাইহি ওয়াসালাম! আলাহ তা'আলার রাহে যে কতল হয় সেই শহীদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করলেন, তাহলে তো আমার উম্মতের মাঝে শহীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম হয়ে যাবে। শুনে রাখ! আল্লাহ তা'আলার রাহে যে, কতল হয় সে শহীদ, সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার রাহে নিজ সাওয়ারী থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ, যে জিহাদের ময়দানে পেটের রোগে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ এবং যে পার্শ্ববর্তী কোন আঘাতের কারণে মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ।[৮]

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَمَاتَ ، أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ ، أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ

৮. আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ

، أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ ، أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ، أَوْ بِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللّٰهُ ، فَإِنَّهُ شَهِيدٌ ، وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ

ابوداود كتاب الجهاد باب فيمن مات غاريا، البيهقى كتاب السير باب فضل من مات فى سبيل الله، مشارع الاشواق 649- 1066

হযরত আবু মালেক আশ'য়ারী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যাক্তি আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদের জন্য বের হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করল অথবা কারো হাতে হত্যা হল উভয় অবস্থাতেই সে শহীদ। কেউ জিহাদের জন্য বের হয়ে ঘোড়া বা উটের পিঠ থেকে পড়েগিয়ে অথবা কোন বিষাক্ত প্রাণরি দংশনের কারণে অথবা স্বাভাবিক বিছানায় মৃত্যুবরণ করে সেও শহদী, তার জন্যও রয়েছে অনন্তঅসীম জান্নাত।[৯]

মুজাহিদগণের জান্নাত আল্লাহ তা'আলার জিম্মায়

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِيْ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ : أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ ضَمِنْتُ لَهُ إِنْ رَجَعْتُهُ أَرْجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ وَإِنْ قَبَضْتُهُ غَفَرْتُ لَهُ ،

الترمذى نكتاب الفضائل الجهاد باب ماجاء فى فضل الجهاد، النسائى كتاب الجهاد باب ثواب السرية التى تخفق، مشارع الاشواق 651-1068

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন প্রভুর বর্ণনা নকল করে বলেন, আমার যে বান্দাহ আমার সন্তুষ্টির নিমিত্তে আমার রাহে জিহাদের জন্য বের হল, আমি তার সম্পূর্ণ জিম্মাদার হয়ে যাই, যদি আমি তাকে আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন

৯. আবূ দাউদ শরীফ কিতাবু জিহাদ

করি তবে গণীমত বা বিনিময় দিয়ে প্রেরণ করি। আর যদি তার জানকে কবুল করি তবে তাকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেই।[১০]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْمَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ

ابن ابى شيبان، مشارع الاشواق 651-1069

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, ব্যাক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদের ময়দানে কতল হবে বা স্বাভাবিক মৃত্যু হবে উভয়ের জন্য জান্নাত অর্থাৎ উভয় কারনে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১১]

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الشُّهَدَاءُ اُمَنَاءَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قُتِلُوْا اَوْ مَاتُوْا عَلَى فُرُشِهِمْ ،

كتاب الجهاد لى عبد الله ابن مبارك، مشارع الاشواق 651-1070

প্রশিদ্ধ তাবেঈ হযরত খালেদ ইবনে মা'আদান (রহ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শহীদ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নিরাপত্তা প্রাপ্ত ব্যাক্তি। চাই সে আল্লাহ তা'আলার রাহে কারো হাতে হত্যা হোক বা বিছানায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করুক।[১২]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ جَمَعَ اَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ثُمَّ قَالَ : وَاَيْنَ الْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ مَنْ خَرَجَ فِيْ

১০. তিরমিযী, নাসাঈ শরীফ
১১. মুসাননিফে ইবনে আবী শাইবনা
১২. কিতাবুল জিহাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক

سَبِيْلِ اللهِ فَخَرَّ عَنْ دَابَّتِهٖ فَمَاتَ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللهِ وَاِنْ مَاتَ حَتْفَ اَنْفِهٖ قَالَ : وَاِنَّهَا لَكَلِمَةٌ مَاسَمِعْتُهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اَوَّلَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِيْ : يَحْتِفُ اَنْفَهٗ : عَلٰى فُرُشِهٖ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللهِ، وَمَنْ قَتَلَ قَعْصًا فَقَدِ اسْتَوْجَبَ الْجَنَّةَ

مسند امد، مصنف ابن ابى شيبة كتاب الجهاد، مشارع الاشواق654-1073

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমি রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামকে বলতে শুনেছি তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যাক্তি আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদের জন্য বের হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের তিন আঙ্গলকে একত্রিত করে বললে, কোথা আল্লাহ রাহে জিহাদকারী মুজাহিদগণ? যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদের জন্য বের হয়ে নিজ ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যায়, তার প্রতিদান প্রদান আলাহ তা'আলার জিম্মাদারীতে পাকাপোক্ত হয়ে যায়। আর যদি কারো স্বাভাবিক মৃত্যু হয় তবে তাঁর প্রতিদানও আল্লাহ তা'আলার জিম্মায় অপরিহার্য হয়ে যায়। আর যাকে হত্যা করা হয়েছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।[১৩]

জিহাদ না করেও শহীদ

وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهٗ : حَمَمَةُ جَاءَ اِلٰى اِصْبَهَانَ فِيْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنَّ حَمَمَةَ يَزْعَمُ اَنَّهٗ يُحِبُّ لِقَاءَكَ، فَاِنْ كَانَ حَمَمَةُ صَادِقًا فِيْمَا يَقُوْلُ فَاعْزِمْ لَهٗ عَلَيْهِ بِصِدْقِهٖ، وَاِنْ كَانَ كَاذِبًا فَاعْزِمْ لَهٗ عَلَيْهِ، وَاِنْ كَرِهَ، اَللّٰهُمَّ لَاتَرُدَّ حَمَمَةَ مِنْ سَفَرِهٖ هٰذَا، فَاَخَذَهٗ بَطْنُهٗ فَمَاتَ بِاَصْبَهَانَ، فَقَامَ اَبُوْمُوْسَى

১৩. মুসনাদে আহমদ

الْاَشْعَرِيُّ فَقَالَ : يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنَا وَاللهِ مَا سَمِعْنَا فِيْمَا سَمِعْنَا مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَافِيْمَا بَلَغَ عِلْمُنَا اِلَّا اَنَّ حَمَمَةَ مَاتَ شَهِيْدًا،

مشارع الاشواق 656-1067

হযরত হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান (রহ.) বর্ণনা করেন, রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর অসংখ্য সাহাবায়ে কিরামদের মাঝে হযরত হুমামাতা ইবনে আবী হমীমা দুসুয়ী নামী এক সাহাবী ছিলেন হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফত আমলে তিনি জিহাদের জন্য ইস্পাহান সফর করলেন সেখানে এবং তিনি তার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করলেন হে আমার প্রতিপালক! হুমামাহ্-এর ধারণা সে আপনার সাথে সাক্ষাৎকে পছন্দ করে। যদি হুমামাহ-এর ধারণায় সত্যি হয় তবে আপনি তার ধারণাকে সত্যরূপে বাস্তবায়ন করে দিন। আর যদি সে তার ধারণায় মিথ্যাবাদী হয় তবেও আপনি তাকে আপনার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন যদিও সে তা পছন্দ না করে। হে আমার প্রতিপালক! হুমামাহ্কে এ সফর থেকে আর ফিরিয়ে নিবেন না। এ দু'আর পরই তাঁর পেটে ব্যাথা অনুভব হল এবং ইস্পাহানেই ইন্তেকাল করলেন। তাই ইন্তে কালের পর হযরত আবূ মূসা আশ'য়ারী (রা.) দন্ডায়মান হলেন এবং বললেন, হে লোক সকল! আমরা রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শ্রবণ করেছি এবং যে সমস্ত বর্ণনা রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, সে অনুপাতে হুমামাহ-এর ভাগ্যে শহীদী মৃত্য নসীব হয়েছে।[১৪]

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ اَعَدَّ فَرَساً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَمَاتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُعِدَّ سِلَاحاً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْ فِيْسا فَمَاتَ قَبْلَ

১৪. বাইহাক্বী শরীফ

اَنْ يُعِدَّ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَاِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعِدَّ فَمَاتَ وَذٰلِكَ نِيَّةٌ فَهُوَ شَهِيْدٌ،

مشارع الاشوالق 656-1076

হযরত আবু উমামাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যাকে আল্লাহ তা'আলার রাহে হত্যা করা হয়েছে সে শহীদ। যে ব্যাক্তি জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করেছে অতঃপর নিজ বিছানায়ই মৃত্যু হয়েছে সেও শহীদ এবং যে ব্যাক্তি জিহাদের জন্য অস্ত্র ও ঘোড়া সংগ্রহের ইচ্ছা করেছে কিন্তু প্রস্তুত করার পূর্বেই ইনতেকাল হয়ে গেছে সেও শহীদ। আর যদি কোন ব্যাক্তি জিহাদের জন্য অস্ত্র ও ঘোড়া তৈরীর ইচ্ছা করেছে কিন্তু সারা জীবনেও তা সম্ভব হয়নি এমতাবস্থায় ইনতেকাল করেছেন তা হলে সেও শহীদ।[১৫]

শহীদ ও সাধারণ মৃত্যু

কিছুসংখ্যক ওলামায়ে কিরামের বক্তব্য হলো, জিহাদের ময়দানে শাহাদাতবরণকারী ও সাধারণ মৃত্যুবরণকারী একেবারেসম বরাবর, তাদের উভয়ের মাঝে কোন প্রকার পার্থক্য নেই। তাদের প্রমাণ হলো হযরত উম্মে হারাম (রা.)-এর ঘটনা যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে ছিলেন- أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ যে তুমি প্রথমোক্ত গ্রুপের অন্তরভুক্ত। অথচ তিনি আপন ঘোড়া থেকে পড়ে ইন্তেকাল করেন। (বুখারী শরীফ)

অপর একদল ওলামায়ে কিরাম বলেন, জিহাদের ময়দানে সাধারণ মৃত্যুবরণকারীর তুলনায় শহীদের মর্যাদা সামান্য বেশী এবং এ বর্ণনাটিই অধীক গ্রহণীয় এবং যুক্তিযুক্ত। তাদের দলীল নিম্নরূপ–

এক.

سُئِلَ اَىُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ يُعْقَرُ جَوَادُكَ وَيُهْرَاقُ دَمُكَ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন

১৫. শীফায়ে সুদুর

জিহাদ সর্বোৎকৃষ্ট? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমাদের ঘোড়াকে হত্যা করা হবে এবং তোমাকেও হত্যা করা হবে।

দুই.

যে ব্যাক্তি কোনবস্তু লাভের নিয়্যত করেছে এবং তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে সে অবশ্যই ঐ ব্যাক্তির চেয়ে উত্তম, যে একটি বস্তু লাভের নিয়্যত করেছে কিন্তু তা পায়নি।

তিন.

শহীদকে পবিত্র কালামেপাকে মৃত বলতে বারণ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ

'যারা আল্লাহ্ তা'আলার রাহে নিহত হয় তাদের মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত।[১৬]

চার.

শহীদের জন্য ঐ যখমীর সাওয়াব পৃথকভাবে অর্জন হবে যে যখমে সে শাহাদত লাভ করেছে।

পাঁচ.

শহীদ জান্নাতে প্রবেশ করেও পূণবায় দুনিয়াতে আগমনের এবং বার বার শাহাদাতের আকাঙ্খা করবে। হয়তো জিহাদের ময়দানে মৃত্যুবরণকারী ব্যাক্তিও সে তামান্না করবেন। তবে তার তামান্না অবশ্যই শাহাদাত হবে, আর এর দ্বারাও বুঝা যায় যে হত্যার মাধ্যমে শাহাদাতবরণের মর্যাদা বেশী।

ছয়.

শহীদের জন্য যে সমস্ত বিশেষকিছু বিধান রয়েছে, যেমন গোসল না দেয়া, কাফনের ব্যবস্থা না করা কোন কোন ইমামের মতে জানাযা না পড়া ইত্যাদি সাধারণ মৃতব্যাক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এ ধরণের আরো

১৬. সূরা বাকারা-১৫৪

বহু ফযীলত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার রাহে যেকোন মৃত্যু চাই তা হত্যার মাধ্যমেই হোক বা সাধারণভাবেই হোক উভয়ে নিঃসন্দেহে শহীদ। যা পূর্বে হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। বান্দার কাজ হল নিজের জান বাজীরেখে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়া। বাকী আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা যে তিনি কিভাবে সে জানকে গ্রহণ করবেন। বান্দা যেহেতু তার নিজের সমস্ত জিম্মাদারী আদায় করেছে তাই সে যে অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করুক আলাহ তা'আলার নিকট উচ্চমর্যাদা ও ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যদি জিহাদের ময়দানে কারো হত্যার মাধ্যমে শাহাদাত অর্জন হয়ে যায়, তবে তারজন্য সোনায় সোহাগা বলে বিবেচিত হবে।

জিহাদে অসুস্থ্য বক্তির ফযীলত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صُدِعَ رَأْسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

مصنف ابن ابی شیبة کتاب الجهاد، مشارع الاشواق659-1077

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদের ময়দানে বের হয়ে যার মাথা ব্যাথা হবে, তার পিছনের সমস্ত গুণাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।[১৭]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَرِضَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ أَعْطَاهُ اللهُ ثَوَابَ عِبَادَةِ سَنَةٍ

كتاب الجهاد لابن عساكر، مشارع الاشواق659-1079

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যাক্তি জিহাদের ময়দানে একদিন

১৭. ইবনে আবী শাইবান কিতাবুল জিহাদ

অসুস্থ্য থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাকে এক বছর ইবাদাত করার সাওয়াব প্রদান করবেন।[১৮]

وَذَكَرَ صَاحِبُ شِفَاءِ الصُّدُورِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَرِضَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهُمْ وَيُجْزِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

مشارع الاشواق 66-1070

আস শিফাউ সুদূর গ্রন্থের মুসান্নিফ (রহ.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যেব্যাক্তি জিহাদের ময়দানে একদিন অসুস্থ্য থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাকে এক হাজার গোলাম আজাদ এবং তাদেরকে জিহাদের সামগ্রীতে সুসজ্জিত করা ও কিয়ামত পর্যন্ত তাদের জন্য অর্থ ব্যায়ের সাওয়াব প্রদান করবেন।[১৯]

আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদগণকে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত অত্যন্ত প্রশস্ত। এজন্য অসুস্থ্য মুজাহিদকে এ পরিমাণ সাওয়াব ও মর্যাদা প্রদান করা কোন অসাধ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মুসলমানদেরকে এ ইবাদাত বুঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন।

শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করা

জিহাদের ময়দানে শাহাদাত লাভ করা অত্যন্ত মর্যাদা ও ফযীলতপূর্ণ সে মর্যাদা ও ফযীলত লাভের জন্য আন্তরিকভাবে আকাঙ্খা করাও অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। আলাহ তা'আলা অসীম দয়ালু তিনি তার বান্দাকে মুক্তিদানের জন্য উসিলা অনুসন্ধান করেন। কেউ শহীদ হয়নি, যখম হয়নি বা যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে সাধারণ মৃত্যুও হয়নি। কেবলমাত্র সত্য দিলে শাহাদাতে আকাঙ্খা করেছেন তার জন্যও জান্নাতের রাস্তা সুপ্রশস্ত।

১৮. কিতাবুল জিহাদ ইবনে আসাকীর
১৯. শিফাউস্ সুদূর

বান্দার আকাঙ্খা প্রকাশ করতেও যাতে কোন প্রকার কষ্ট বা আলাদা চিন্তা-ভাবনা করতে না হয় তার জন্য আবার পৃথক সময় করে বসতে না হয় তাই বান্দার পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাঝেই তাকে জরুরী করে দিয়েছেন, এখন প্রয়োজন শুধু তাঁরপ্রতি গভীরভাবে খেয়াল করা ।

শাহাদাত মস্তবড় ইন‘আম

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন–

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

হে পরওয়ার দিগার! আমাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালনা করুন, এবং ঐ সমস্ত লোকদের পথে পরিচালনা করুন যারা ইন‘আমপ্রাপ্ত ।[২০]

আলাহ্ তা‘আলা তাঁর বান্দার উপর অপরিহার্য করেদিয়েছে পাঁচওয়াক্ত নামাযের মাঝে ঐসমস্ত লোকদের পথ চাওয়া যাদের উপর আল্লাহ তা‘আলা ইন‘আম প্রদান করেছেন ।

ইন‘আমপ্রাপ্ত লোকদের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন–

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقاً

‘তারা সেসমস্ত লোকদের সাথী হবে, যাদের উপর আল্লাহ তা‘আলা নে‘আমত দান করেছেন। যেমন নবীগণ, সিদ্দীকগণ শহীদগণ, নেককারগণ এবং তাঁরাই সর্বোত্তম সাথী ।[২১]

পুরুষ্কারপ্রাপ্ত চার শ্রেণীর মাঝে শহীদও একটি শ্রেণী। তাই শাহাদাতের তামান্না ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই হয়ে যাচ্ছে, শুধু লক্ষ্য করার বিষয় । নিম্নে এ জাতীয় আকাঙ্খার মাঝে কি ফায়দা তা উল্লেখ করছি ।

২০. সূরা ফাতিহা-৫-৬
২১. সূরা নিসা-৬৯

শাহাদাতের আকাঙ্খা ও শাহাদাত

عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنِيْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

المسلم كتاب الامارة باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى ، ترمذى كتاب الفضائل الجهاد باب فيمن سال الشهادة، النسائى كتاب الجهاد باب سأله الشهادة، ابوداود كتاب الصلوة باب فى لاستغفار، مشارع الاشواق 661-1081

হযরত সাহল বিন হানীফ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যেব্যাক্তি সত্যদিলে শাহাদাতের আকাঙ্খা করবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌছে দিবেন যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে ।[২২]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ

ابوداود كتاب الجهاد باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة، الترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ماجاء فيمن يكلم فى سبيل الله، النسائى كتاب الجهاد باب من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة، مشارع الاشواق 662-1073

হযরত মা‘আজ ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যাক্তিকে বলতে শুনেছি তিনি কোন উটনির দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত জিহাদের ময়দানে অবস্থান করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। আর যেব্যাক্তি সত্যদিলে শাহাদাত তামান্না, করবে তাকে শহীদের মর্যাদা প্রদান করা হবে, চাই তাকে হত্যা করা হোক বা সাধারণ মৃত্যু হোক ।[২৩]

২২. মুসলিম শরীফ
২৩. আবূ দাউদ শরীফ কিতাবুল জিহাদ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ،

مسلم كتاب الامارة باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى، مشارع الاشواق 662-1082

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা, করন রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেব্যাক্তি সত্যদিলে শাহাদাতের তামান্না করবে তাকে তার মর্যাদা দান করা হবে, যদিও সে তার লক্ষ্যপাণে পৌঁছতে না পারে।[২৪]

বিভিন্ন বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত একইধরণের হাদীস বহু রয়েছে সংক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে তা উল্লেক করা হয়নি।

মনোনীত বান্দাদের আমল

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى الصَّلاَةِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَقَالَ حِينَ انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ : اللَّهُمَّ ائْتِنِي أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ قَالَ : مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا ؟ قَالَ الرَّجُلُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذًا تَعْقِرُ جَوَادَكَ وَتُسْتَشْهَدُ فِي سَبِيلِ اللهِ

كشف الاستار كتاب الجهاد باب الشهادة وفضلها، مجمع الزوائد كتاب الجهاد باب ماجاء فى الشهادة وفضلها، مشارع الاشواق 664-105

হযরত সাঈদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেন যে, একব্যাক্তি নামাযের জন্য উপস্থিত হল এমতাবস্থায় যে রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করছিলেন- উক্ত ব্যাক্তি নামাযের কাতারে দাঁড়িয়ে দু'আ করলেন- হে আমার প্রতিপালক।

২৪. মুসলিম শরীফ

আমাকে সর্বোৎকৃষ্ট ঐবস্তু দান করেন যা আপনি আপনার মনোনীত বান্দাদেরকে দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সমাপ্ত করে জিজ্ঞাসা করলেন- সামান্য পূর্বে কে এদু'আ করেছে? ঐ ব্যাক্তি বললেন, হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি এ দু'আ করেছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তবে তুমি তোমার ঘোড়ার গর্দান কাটবে এবং তুমিও আল্লাহ তা'আলার রাহে শহীদ হয়ে যাবে।[২৫]

নিজকে এবং নিজের ঘোড়াকে আল্লাহ তা'আলার রাহে বিলিয়ে দেয়াই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম আমল যা আলাহ্ তা'আলা তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রদান করেছেন। সত্যিকার নেক বান্দাদের পরিচয়ই হল তারা সর্বদা আলাহ্ তা'আলার জন্য নিজের জান-মালসর্বস্য বিলীন করার জন্য সদাপ্রস্তুত থাকবে। আর যারা ঐ পুরুষ্কারপ্রাপ্ত নেক বান্দাদের পদাংক অনুকরণের আকাঙ্খা রাখবে, তাদের জন্য উচিৎ তারাও এপথ অবলম্বন করবে।

রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আকাঙ্খা

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِي قَتْلا فِي سَبِيلِكَ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ

مسند احمد، الاحاكم كتاب الجهاد، مشارع الاشواق 664-1086

হযরত আবূ বুরদাহ (রা.) থকে বর্ণীত, রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতের মৃত্যু আপনার রাহে জিহাদের ময়দানে নেজার আঘাতে বা সাধারণ বিমারীর মাধ্যমে মৃত্যুদান করুন।[২৬]

উল্লেখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য শাহাদাতের মৃত্যু আকাঙ্খা করেছেন।

২৫. কাশফুল আসতার
২৬. মুসনাদে আহমদ

রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যাপারেও শাহাদাতের প্রচন্ড আকাঙ্খা ব্যাক্ত করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيِيتُ، ثُمَّ قُتِلْتُ، ثُمَّ أُحْيِيتُ، ثُمَّ قُتِلْتُ

البخاری کتاب الجهاد والسیر باب الجعائل والحملان فی السبیل، مشارع الاشواق 665-1088

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আমি পছন্দ করি যে, আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করে শহীদ হব।

অতঃপর পূণরায় জীবিত করা হবে, আবার শহীদ হবো, আবার জীবিত করা হবে, আবার শহীদ হব, আবার জীবিত করা হবে আবার শহীদ হব।[২৭]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابُ أُحُدٍ وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي غُودِرْتُ مَعَ أَصْحَابِي بِحِضْنِ الْجَبَلِ

الحاکم کتاب الجها، مشارع الاشواق 666- 1089

হযরত যাবের (রা.) বর্ণনা করেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী সাহাবায়ে কিরামের আলোচনা করতেন তখন ইরশাদ করতেন-আলাহ তা'আলার শপথ! আমার নিকট অতিপ্রিয় যে আমিও তাদের সাথে পাহাড়ের গিরীপথে শহীদ হয়ে যেতাম।[২৮]

২৭. বুখারী শরীফ
২৮. আল-মুসতাদরাক

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর শাহাদাত তামান্না

হযরত সাইদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদ যুদ্ধের দিন সকালবেলা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) আমাকে বললেন, চল! আমরা দু'জন আলাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি। হযরত সাঈদ (রা.) বলেন, আমরা উভয়েই সকলের থেকে পৃথক হয়ে একটি নির্জণস্থানে বসে গেলাম। প্রথমে আমি দু'আ করলাম, 'হে আল্লাহ! আজ আমাকে এমনই একদুশমনের সামনে উপস্থিত করবেন যে অত্যন্ত সাহসী, বাহাদুর, যুদ্ধপারদর্শী ও অত্যন্ত রাগী। কিছু সময় হাড্ডা-হাড্ডি লড়াইয়ের পর হে আলাহ! আপনি আমাকে তার উপর বিজয়ীদান করবেন, অর্থাৎ আমি তাকে হত্যা করে দিব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) বললেন, আমীন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) দু'আ শুরু করলেন। হে আল্লাহ! আজ যেন এমনই এক দুশমনের সাথে আমার মোকাবেলা হয়, যে অত্যন্ত শক্তিশালী বাহাদুর এবং ভয়ংকর আর আমি যেন কেবলমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য তার হাতে শহীদ হই এবং নাক-কানকে কর্তন করা হয়। হে আলাহ! এমত বস্থায় যখন আমি তোমার নিকট পৌঁছব তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, হে আব্দুল্লাহ! তোমার নাক-কান কোথায় কর্তন হয়েছে? তখন আমি বলব, হে আল্লাহ! তোমার ও তোমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথেই তা কর্তন হয়েছে। তখন তুমি বলবে হে আব্দুল্লাহ! তুমি সত্য বলেছ।

হযরত সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, তাঁর দু'আ আমার দু'আ অপেক্ষা অতি উত্তম। সন্ধাবেলা আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর নাক-কান একটি সুতায় গাঁথা অবস্থায় লটকানো দেখেছি।[২৯]

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাঈয়আব (রহ.) বর্ণনা করেন, যেভাবে হযরত সাঈদ (রা.)-এর দু'আর প্রথম অংশ কবুল হয়েছে আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় অংশকেও অনুরূপ কবুল করবেন।[৩০]

২৯. আল-মুসতাদরাক
৩০. কিতাবুল জিহাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর শাহাদাত প্রত্যাশা

মূতার যুদ্ধে মদীনাবাসী মুজাহিদদের সাহায্য-সহযোগীতার মাধমে প্রস্তুত করছিলেন এবং মুজাহিদবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে দিচ্ছিলেন ঠিক সে মূহুর্তে তারা লক্ষ্য করলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ (রা.) কান্না করছেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাস করলেন, হে আব্দুল্লাহ! কোন জিনিস তোমাকে কাঁদাচ্ছে? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) বললেন, খোদার কসম! দুনিয়ার মুহাব্বাত বা তোমাদের ভালবাসা আমাকে কাঁদাচ্ছে না! আমাকে কাঁদাচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যবান মুবারক থেকে শোনা সে আয়াত যাতে বলা হয়েছে–

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا
كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

আমি ভাল করেই জানি তাদের মধ্যে কে দোযখে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য। আর তোমাদের প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতে হবে। এটি আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ যা অবশ্যই কার্য্যকরী হবে।[৩১]

এখন আমার কান্নার কারণ হল আমিও যখন জাহান্নাম দিয়ে অতিবাহিত করব তখন তার থেকে ফিরে আসতে পারব কি না সে চিন্তা।

মুসলমানগণ সহমর্মিতার স্বরে বিভিন্ন দু'আ করতে শুরু করলেন আল্লাহ তা'আলা তোমার সহায় হোন। তিনি তোমাকে সকলপ্রকার বিপদ-আপদ থেকে হেফাজত করুন। আল্লাহ তা'আলা তোমার শক্তি-সাহস বৃদ্ধি করে দিন, সমস্ত দু'আতেই তিনি আমীন বলছেন। এমন সময় একজন বললেন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে সহীহ সালামতে আমাদের মাঝে পৌঁছিয়ে দিন। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমীন বলার পরিবর্তে কবিতার কয়েকটি পংক্তি পাঠ করলেন। যা ছিল এই–

৩১. সূরা মারয়াম ৭০-৭১

لَكِنَّنِي أَسْأَلُ الرَّحْمَنَ مَغْفِرَةً ✡ وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَا
أَوْ طَعْنَةً بِيَدِي حَرَّانَ مُجْهِزَةً ✡ بِحَرْبَةٍ تُنْفِذُ الأَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا
حَتَّى يُقَالُ إِذَا مَرُّوا عَلَى جَدَثِي ✡ أَرْشَدَهُ اللهُ مَنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَا

ফিরতে চাহিনা কভু যুদ্ধ হতে
চাই যে শুধু করুনার ভিক্ষা তাতে।
প্রত্যাশা হেথা শুধু যখমী হতে
আঘাতে আঘাতে শরীর ছিন্ন হতে।
শাণীত সে নেজা চাই শত্রু হাতে
কলিজা মোর ছেদিবে তার আঘাতে।
মোর কবরের পাশে বলবে লোকে
বাহাদুর সে-যে কামিয়াব তাতে।[৩২]

শাহাদাতের জন্য দু'আ

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ ، وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُولِكَ.

المؤطا مالك كتاب الجهاد باب ماتكون فيه الشهادة مشارع الاشواق 670–1092

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) থেকে বর্ণীত যে, হযরত ওমর ফারুক (রা.) সর্বদা এ দু'আ করতেন- হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার রাহে শাহাদাত দান করুন এবং আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শহরে শাহাদাত দান করুন। (মুয়াত্তায়ে মালেক)

বুখারী শরীফের বর্ণনা

৩২. সীরাতে ইবনে হাশেম

وَقَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي بَلَدِ رَسُولِكَ.

হযরত ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভূমিতে শাহাদাত নসীব করুন ।[৩৩]

খোরাসান ও বসরার শাসনকর্তা হযরত সালীম ইবনে আমের (রহ.) বর্ণনা করেন, একদা আমি হযরত যারাহ ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম । সেথায় দেখলাম তিনি দু'আর জন্য হাত উত্তোলন করলে সাথে সাথে সভাসদবর্গ সকলেই হাত তুললেন, দীর্ঘক্ষণ দু'আ করার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু ইয়াহইয়া! তুমি কি জান! আমরা কিসের দু'আ করছি? আমি বললাম, নাতো! তোমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে হাত উঠাতে দেখে আমিও অনুস্মরণ করলাম । তিনি বললেন আমরা শাহাদাতের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করছিলাম । হযরত সালীম (রা.) খোদার কসম করে বর্ণনা করেন যে, সভাসদের সবারই ভাগ্যে শাহাদাত নসীব হয়েছিল ।

قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَهِدْتُ اَنَا وَاَخِيْ هِشَامُ الْيَرْمُوْكَ فَبَاتَ وَبِتُّ نَدْعُوْا اللهَ اَنْ يَرْزُقَنَا الشَّهَادَةَ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا رَزَقَهَا وَحَرَمْتُهَا

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি ও আমার ভাই হিসাম ইয়ারমুকের যুদ্ধে রাতেরবেলা শাহাদাতের জন্য দু'আ করলাম । সকাল বেলা প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হল, আমার ভাই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে নিল, আর আমি মাহরুম রয়ে গেলাম ।

وَقِيْلَ اِنَّ هِشَامَ بْنِ الْعَاصِ كَانَ يَحْمِلُ فِيْهِمْ فَيَقْتُلُ النَّفَرَ مِنْهُمْ حَتَّى قُتِلَ وَوَطَئَتْهُ الْخَيْلُ حَتَّى جَمَعَ اَخُوْهُ لَحْمَهُ فِيْ نِطَعٍ فَوَارَاهُ

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত হিশাম ইবনে আস (রা.) দুশমনের উপর প্রচন্ড আঘাত হানলেন এবং দুশমনদের বহুসংখ্যক লোককে হত্যা করে নিজেও শাহাদাতের সুধা পান করে নিলেন ।

৩৩. বুখারী শরীফ ফাযায়েলে মদীনা

শাহাদাতের পর তিনি ঘোড়ার পদপিষ্ট হলেন । এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে তাঁর ভাই শরীরের ক্ষত-বিক্ষত অংশগুলোকে একটি চাঁদরে জমা করে দাফন করেছেন ।

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ لَمَّا بَلَغَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَتْلَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فَنِعْمَ الْعَوْنُ كَانَ الْاِسْلَامُ

হযরত যায়েদ ইবনে আসলামা (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, হযরত হিসাম (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন । তিনি ইসলামের মস্তবড় সাহায্যকারী ছিলেন ।

শহীদ জীবিত

ইসলামের শুরু যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরামদের মাঝে শহীদগণের মর্যাদা ও তাদের অবস্থান সম্পর্কে ততটা জ্ঞান ছিল না তাই ইসলামের সংজ্ঞাতময় বড়যুদ্ধ বদরে ছয়জন মুহাজের ও আটজন আনসারী সাহাবীর শাহাদাতের পর মদীনার ঘরে ঘরে তাদের সফলতা ও ব্যার্থতা নিয়ে আলোচনা চলছিল । বিশেষ করে ইসলামের গোপন দুশমন মুনাফিকরা মুসলমানদের মাঝে কুৎসা ছড়াচ্ছিল যে, এ লোকগুলোর অকালমৃত্যু হল, তারা দুনিয়ার কিছুই উপভোগ করতে পারেনি । এমন সকল প্রপাকান্ডা ও শাহাদাতের প্রতি অনীহা বাঞ্জক আলোচনাকে প্রত্যাখ্যান করে । আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন–

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ

যারা আল্লাহ্ তা'আলার রাহে জীবন বিষর্জণ দেয় তাদেরকে কখনও মৃত বলো না বরং তারা জীবিত । কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি কর না ।[৩৪]

ইসলামের দ্বিতীয় বৃহতর যুদ্ধ উহুদ থেকে বিমুখ থেকে কাপুরুষের ন্যায় ঘরেবসে মসুলমানদের সম্পর্কে মন্তব্য করছিল । সত্তর জন জানবাজ

৩৪. সূরা বাকারা-১৫৪

মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেছেন তাই মুনাফিকরা আনসার মুসলমানদের নসীহতস্বরূপ বলছিল। যদি তারা আমাদের কথা শুনতো তবে অন্তত ঃ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেত।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে আয়াত নাযিল করলেন- হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আপনি জানিয়ে দিন ঘরে বসে থাকলেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও তবে তোমরা তোমাদের মৃত্যুকে প্রতিরোধ কর। অথচ যারা শাহাদাতবরণ করেছে তারাই চিরকামিয়াব হয়েছে আল্লাহ তা'আলার দেয়া জীবনটিকে তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী ব্যয় করেছে। মৃত্যুর অলংঘণীয় বিধানটিকে পাল্টিয়ে দিয়ে চির অমরত্বের জীবন লাভ করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ
يُرْزَقُونَ ۞ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ
يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ يَسْتَبْشِرُونَ
بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ

যারা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করেছে, তাদের সম্পর্কে কোন দিনও এ ধরণা করো না যে, তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে জীবিকাও গ্রহণ করছে।

তাদেরকে আল্লাহ পাক তার বিশেষ রহমতে যা দান করেছেন তাতে তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও আনন্দিত এবং সেসমস্ত লোকদের সংবাদ দিচ্ছে যারা তাদের পশ্চাতে রয়েছে, এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি।

এ সুসংবাদ যে তারা যেন ভীত ও চিন্তিত না হয় তথা নির্ভিক চিত্তে আল্লাহ্র পথে শাহাদাতবরণ করণের। নীমিত্তে প্রস্তুত হয়। আল্লাহ তা'আলার অনন্ত-অসীম দান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে। আর তা এই কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রাপ্য ও প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।[৩৫]

৩৫. সূরা আল ইমরান-১৬৯-১৭১

আয়াতগুলোর শুধু তরজমা করে দেয়া হল তরজমা থেকেই সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য বুঝে আসে। আর সামনে উল্লেখিত বহু হাদীস-এর ব্যাখ্যায় আসবে তাই পৃথক কোন ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়নি।

জান্নাতের রিযিক ভক্ষণ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشُّهَدَاءُ
عَلَى بَارِقِ نَهَرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ
بُكْرَةً وَعَشِيًّا

مسند احمد، ابن ابى شيبة كتاب الجهاد، مشارع الاشواق694-1107

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- জান্নাতের দরজার সন্নিকট সমুদ্রের পাড়ঘেঁশে একটি সবুজ প্রাশাদ হবে, শহীদ তাতে অবস্থান করবে এবং তারজন্য তথায় সকাল-বিকাল জান্নাত থেকে রিযিক প্রদান করা হবে।[৩৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَقَفَ
النَّاسُ لِلْحِسَابِ جَاءَ قَوْمٌ وَاضِعُو سُيُوفِهِمْ عَلَى رِقَابِهِمْ تَقْطُرُ دَمًا فَازْدَحَمُوا
عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَقِيلَ مَنْ هَؤُلَاءِ قِيلَ الشُّهَدَاءُ كَانُوا أَحْيَاءً مَرْزُوقِينَ ،

مجمع الزوائد كتاب الجهاد، باب ماجاء فى الشهادة وفضلها مشارع الاشواق
1108-695

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-কিয়ামতের দিবশে যখন সমস্ত মানুষ হিসাবের জন্য দন্ডায়মান থাকবে, তখন কিছু সংখ্যক লোক তলোয়ার কাদে ঝুলানো অবস্থায় আসবে তাদের শরীর থেকে রক্তপ্রবাহিত হতে থাকবে। তারা অনায়াশে জান্নাতের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।

৩৬. মুসনাদে আহমদ

জিজ্ঞাসা করা হবে এরা কারা? উত্তরে বলা হবে এরা হল শহীদ। যারা জীবিত ছিল এবং যাদেরকে রিযিক প্রদান করা হত।[৩৭]

জান্নাত থেকে সংবাদ প্রদান

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُخْرَمَةَ قَالَ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الاَنْصَارِ كَانَ يَحْمِيْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ اٰخِرُ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ، فَجَاءَ اَخٌ لَهُ. قَالَ : قُتِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اَشْهَدُ اَنْ قَدْ بَلَغَ فَقَاتِلُوْا عَنْ دِيْنِكُمْ . فَنَهَضَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ يَعْثِرُ فِيْ الْمَوْتِ حَتَّى مَاتَ فِيْ اٰخِرِهِنَّ. فَلَمَّا لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَىٰ اَصْحَابَهُ اِغْتَبَطَ بِمَا اَبْدَلَ قَالَ رَبِّ اَلاَ رَسُوْلُ لَنَا يُخْبِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اَعْطَيْتَنَا قَالَ رَبُّهُ اَنَا رَسُوْلُكُمْ فَاَمَرَ جِبْرِيْلَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا.

مشارع الاشواق صـ697 حـ1111

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কাইস ইবনে মুখরামী (রা.) বর্ণনা করেন যে, আনসারদের মাঝে এক সাহাবী যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাহারাদারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন উহুদ যুদ্ধেরদিন কেউ তাকে বলল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন। এ সংবাদ শুনে তিনি চিৎকার করে বললেন আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পর্যন্ত দীন পৌঁছে দিয়েছেন অতঃএব হে মুসলমানগণ! তোমরা দীনকে সংরক্ষণের জন্য জিহাদ কর। এ বলেই তিনি প্রচন্ডতারসাথে তিনবার শত্রুর উপর আক্রমণ করলেন এবং প্রত্যেকবারই মৃত্যুকে হাতে নিয়ে হামলা চালিয়েছেন অতঃপর তৃতীয়বার হামলা চালিয়ে নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ

৩৭. তবরানী শরীফ

তা'আলার সাথে ও অন্যান্য মুজাহিদ সাথীদের সাথে সাক্ষাৎ হল। তথাকার নি'আমত দেখে সে অত্যন্ত আনন্দিত হল এবং বলতে লাগল, হে আমাদের প্রতিপালক! এমনকি কোন সুযোগ রয়েছে যে, রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ এ আয়াত যেন শুনানো হয়।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيْ يَا جَابِرُ مَا لِيْ أَرَاكَ مُنْكَسِرًا, قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتُشْهِدَ أَبِيْ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْنًا. قَالَ أَفَلاَ أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللهُ بِهِ أَبَاكَ, قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا قَطُّ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا . قَالَ عَلِيٌّ : اَلْكِفَاحُ الْمُوَاجَهَةُ, فَقَالَ يَا عَبْدِيْ تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ. قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِيْنِيْ فَأُقْتَلَ فِيْكَ ثَانِيَةً. قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّيْ أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لاَ يُرْجَعُوْنَ قَال : اَيْ رَبِّ اَبْلِغْ مَنْ وَّرَائِيْ فَاَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتاً ،

الترمذی کتاب التفسیر باب ومن سورة آل عمران، ابن ماجه کتاب المقدمة
باب فیما انکرت الجهمية، مشارع الاشوالق698-1112

হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, একদা আমি অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যথীত অবস্থায় ছিলাম। আমাকে এ অবস্থায় দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন- হে জাবের! তোমাকে আমি চিন্তিত দেখছি কেন? আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুলাহ্! আমার পিতা শাহাদাতবরণ করেছেন, আর তাঁর সন্তানও রয়ে গেছে। তাঁর কিছু ঋণও রয়েছে। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, আমি কি তোমাকে এ সুসংবাদ দিব না? যে আল্লাহ তা'আলা তোমার পিতাকে কিভাবে সাক্ষাৎ দান করছেন।

আমি আরজ করলাম, অবশ্যই ইরশাদ করুন! তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন আল্লাহ তা'আলা যার সঙ্গেই কথা বলেন তা পর্দার আড়ালে থেকেই বলেন। কিন্তু তোমার পিতাকে জীবিত করে তার মুখোমুখী কথা বলেন এবং ইরশাদ করেন। হে আমার বান্দা! তোমার আকাঙ্খা আমার নিকট পেশ কর। আমি তোমাকে দান করবো। তখন তোমার পিতা আরজ করলেন, হে আমার প্রতি পালক! পৃথিবীতে পুণর্জীবন দান করুন, যেন আমি আপনার পথে পূণরায় প্রাণ বিষর্জণ করতে পারি। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, পূর্বাহ্নে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, মৃত্যুরপর কাউকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করাহবে না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আলাহ তা'আলা وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ নাযিল করেন।[৩৮]

শহীদের শারীরিক জীবন লাভ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّيْنِ ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا ، وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ ، وَكَانَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ وَهُمَا مِمَّنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فَحُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيَّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا ، فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا ، كَأَنَّهُمَا مَاتَا بِالأَمْسِ ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ ، فَدُفِنَ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَأُمِيطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ ، ثُمَّ أُرْسِلَتْ فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ ، وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ ، وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً

الموطأمالك كتاب الجهاد باب الدفن فى قبر واحد، مشارع الاشواق 701-1113

৩৮. তিরমিযী শরীফ

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী শা'অসা (রহ.) বর্ণনা করেন, একদা আমার নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, হযরত আমর ইবনে জামূহ ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর কবর দ্বয় বন্যার তোড়ে ভেঙ্গে গেছে। তারা উভয়েই ছিলেন শুহাদায়ে উহুদের অন্তর্ভুক্ত আনসারী। এ দু'সাহাবীকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল। অন্যত্র দাফন করার জন্য কবরটি ভালভাবে খনন করে দেখা গেল তাদের দেহে সামান্যপরিমাণও পরিবর্তন হয়নি। তাদের মধ্য হতে একজনের হাত শাহাদাতের সময় ক্ষতস্থানে ছিল, তাঁকে ঐ অবস্থাতেই দাফন করা হয়েছে। দেখা গেল সে হাত ঐ স্থানেই রাখা আছে। লোকেরা সে হাতটি সেখান থেকে সরিয়ে দিলে তা আবার পূণরায় সেখানে আগের অবস্থায় চলে যায়। উহুদের যুদ্ধে এ দুই হযরত শহীদ হয়েছেন আর কবর খননের ঘটনা আনুমানিক ছিচলিশ বছর পর।[৩৯]

শহীদের রক্ত প্রবাহিত হওয়া

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُجْرِيَ الْكَظَامَةَ قَالَ: قِيلَ مَنْ كَانَ لَهُ قَتِيلٌ فَلْيَأْتِ قَتِيلَهُ يَعْنِي قَتْلَى أُحُدٍ قَالَ: فَأَخْرَجْنَاهُمْ رِطَابًا يَتَثَنَّوْنَ، قَالَ فَأَصَابَتِ الْمِسْحَاةُ أُصْبُعَ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَانْفَطَرَتْ دَمًا

كتاب الجهاد لابن المبارك، مصنف عبد الرزاق كتاب الجهاد باب الصلاة على الشهيد وغسله، مشارع الاشواق 701-1114

হযরত আবী যোবাইর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত যাবের ইবনে আব্দুলাহ (রা.)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, যখন হযরত আমীরে মুআবীয়া (রা.) মদীনায় নহর ক্ষণন কাজের ইচ্ছা করলেন। তখন ঘোষণা করে দিলেন যে, যদি কারো কোন পরিচিত শহীদদের লাশ নজরে পড়ে তারা যেন তা বুঝে নেয়। অতঃপর কিছুসংখ্যক এমন শহীদের লাশ

৩৯. মুআত্তায়ে ইমাম মালেক (রহ.)

পাওয়া গেছে যা সম্পূর্ণই অক্ষত। লাশগুলো বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন হয়নি। এমনকি ক্ষণন কাজ সম্পাদনের সময় এক শহীদের পায়ে কোদালের আঘাতের সাথে সাথে রক্ত প্রবাহীত হতে থাকে।[৪০]

হযরত হামযা (রা.)-এর অক্ষত লাশ

عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ اِبْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : اَتَيْتُ قَبْرَ عَمِّىْ حَمْزَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ كَادَ السَّيْلُ يَكْشِفُهُ ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ مِنْ قَبْرِهِ وَالإِذْخِرُ عَلَى قَدَمَيْهِ فَوَضَعْتُ رَأْسَهُ فِىْ حِجْرِىْ فَكَانَ كَهَيْئَةِ الْمُرْجَلِ فَأَمَرْتُ بِالْقَبْرِ فَأُعْمِقَ، وَوَضَعْتُ عَلَيْهِ اَكْفَانًا وَاُعِيْدَ إِلىٰ حُفْرَتِهِ

مشارع الاشواق 702-1115

আব্দুস সামাদ ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি আমার চাচা হযরত হামযা (রা.)-এর কবরের নিকট গমন করলাম, বর্ষার প্রচন্ডতার কারণে হযরত হামযা (রা.)-এর লাশ প্রকাশ হয়ে যায়। আমি স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে বের করার সময় তাঁকে সম্পূর্ণ পূর্বঅবস্থায় পেলাম। তাঁর উপর ঐ চাদরই ছিল যা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাফন করেছিলেন এবং তাঁর পায়ের দিকে ঐ ঘাঁষ ছিল যা রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় দেয়া হয়েছিল। আমি হযরত হামযা (রা.)-এর মাথা মুবারককে আমার কোলের উপর রাখলাম এবং লক্ষ করলাম যে, তাঁর চেহারা পিতলের বর্তনের মত চমকদার। পরে আমি একটি গভীর কবর খনন করে নতুন কাফন দান করে দাফনের ব্যাবস্থা করি।[৪১]

হযরত ত্বলহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.)-এর লাশ

عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ رَوَى بَعْضُ اَهْلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ اَنَّهُ

৪০. কিতাবুল জিহাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক
৪১. ইবনে আসাকীর

رَاٰهُ فِىْ النَّوْمِ فَقَالَ : اِنَّكُمْ قَدْ دَفَنْتُمُوْنِىْ فِىْ مَكَانٍ قَدْ اٰذَانِىْ فِيْهِ الْمَاءُ فَحَوِّلُوْنِىْ مِنْهُ فَحَوَّلُوْهُ فَلَمَّا خَرَجُوْهُ كَأَنَّهُ سَلَفَةٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ شَئٌ اِلا شَعْرَاتٍ مِنْ لِحْيَتِهِ

مصنف عبد الرزاق كتاب الجهاد باب الصلاة على الشهيد وغسله مشارع الاشواق 702-1116

হযরত কায়ীস ইবনে হাজেম (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত ত্বালহা ইবনে উবাইদুলাহ (রা.)-কে তাঁর নিকটতম আত্মীয়দের মধ্য হতে কেউ স্বপ্নযোগে দেখলেন যে, তিনি বলছেন তোমরা আমাকে এমনস্থানে দাফন করেছ যেখানে পানি আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তোমরা আমার লাশকে স্থানান্তর কর। নিকটাত্মীয়-স্বজন তাঁর কবর খনন করে দেখতে পেলেন যে, শরীর নরম এবং সাধারণ জীবিত মানুষের ন্যায় চমক শরীরে, দাঁড়ির কয়েকটি চুল ব্যতীত শরীরের কোনঅংশেই কোন প্রকার পরিবর্তন আসেনি।[৪২]

হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর পা

আলামা কুরতুবী (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ করেন, খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেক-এর শাসনকালে এবং মদীনার গভর্ণর ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.) থাকা কালে রওযা শরীফের একটি ঘটনা সকলের মুখে মুখেই প্রচারিত ছিল। ঘটনাটি হল, একদা রওজা শরীফের দেওয়াল ভেঙ্গে যায় এবং তথা হতে একটি পা বেরিয়ে পড়ে রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পা ধারণা করে সকলেই আতংকিত-ভীতসন্ত্রস্ত এবং অত্যন্ত পেরেশান। শোক ও বেদনার হওয়া বইছে পুরা মদীনায়। ঠিক সে মূহুর্তে হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এসে পা দেখে বললেন এ পা আমার দাদাজান হযরত ওমর (রা.)-এর পা। তিনি শহীদ হয়ে ছিলেন তাই তার পা অক্ষত।[৪৩]

৪২. মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক
৪৩. তাফসীরে কুরতুবী

শাহাদাত সমস্ত গুণাহের কাফ্ফারা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ

السملم كتاب الامارة باب من قتل فى سبيل الله كفرت خطاياه الا الدين،

مشارع الاشواق – 72-1114

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণীত রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঋণ ব্যতীত শহীদের সমস্ত গুণাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

অন্য এক বর্ণনায় ফী-সাবীলিল্লাহ্ উল্লেখ করে বলা হযেছে, আল্লাহ তা'আলার রাহে শহীদ হয়ে যাওয়া ঋণ ব্যতীত সমস্ত গুণাহের কাফ্ফারা।[৪৪]

উল্লেখিত হাদীস প্রসঙ্গে আল্লাম আবুল ওয়ালিদ ইবনে রশীদ (রহ.) উল্লেখ করেন।[৪৫]

اِنَّ ذَلِكَ كَانَ فِيْ اَوَّلِ الإِسْلاَمِ لِمَا رُوِىَ اَنَّ اللهَ يُقْضِىْ عَنْهُ دِيْنَهُ انتهى

مقدمات ابن رشد، مشارع الاشواق 721

ঋণ আদায় সম্পর্কে আল্লামা কুরতুবী (রহ.) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ করেন।

اَلدَّيْنُ الَّذِيْ يُحْبَسُ بِهِ صَاحِبُهُ عَنِ الْجَنَّةِ وَاللهُ أَعْلَمُ هُوَ الَّذِيْ قَدْ تَرَكَ لَهُ وَفَاءً وَلَمْ يُوْصِ بِهِ. أَوْ قَدَرَ عَلَى الأَدَاءِ فَلَمْ يُؤَدِّهِ. أَوْ أَدَانَهُ فِيْ سَرَفٍ أَوْ فِيْ سَفَهٍ وَمَاتَ وَلَمْ يُوْفِهِ. وَأَمَّا مَنْ أَدَانَ فِيْ حَقٍّ وَاجِبٍ لِفَاقَةٍ وَعُسْرٍ وَمَاتَ

৪৪. মুসলিম শরীফ কিতাবুল ইমারা
৪৫. মুকাদ্দামায়ে ইবনে রাশেদ

وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَإِنَّ اللهَ لاَ يَحْبِسُهُ عَنِ الْجَنَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لأَنَّ عَلَى السُّلْطَانِ فَرْضًا أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ دَيْنَهُ، إِمَّا مِنْ جُمْلَةِ الصَّدَقَاتِ، أَوْ مِنْ سُهُمِ الْغَارِمِيْنَ، أَوْ مِنَ الْفَيْءِ الرَّاجِعِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বর্ণনা করেন, যে ঋণ জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা হল, কেউ প্রয়োজনের সময় ঋণ করেছে পরে তা আদায় করার সুযোগ আসা সত্যেও তা আদায় করেনি এবং মৃত্যুর সময় তা আদায় করার জন্য কাউকে ওয়াসিয়তও করেনি। অখবা কেউ নিস্প্রয়োজনে অপব্যায়ের জন্য ঋণ করে থাকে তবে তাও জান্নাতে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হবে। আর যদি কেউ একান্ত জরুরতের জন্য যেমন দূর্ভীক্ষের কারণে অধীক দারীদ্রতার কারণে কারো থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে পরে আদায় করার সামর্থ হয়নি বা মৃত্যুর সময়ও কোন সম্পদ রেখে যায়নি তবে আশাকরা যায় আল্লাহ তা'আলা এ ঋণের জন্য জান্নাত থেকে মাহ্রুম করবেন না। ঋণীব্যাক্তি চাই শহীদ হোক বা সাধারণ হোক ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফার জন্য বাইতুল মাল থেকে তাঁর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দেয়।[৪৬]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُوْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ

البخارى فى التفسير، سورة الاحزاب، مسلم كتاب الفرائض باب من ترك مالا فلورثته، ابوداود، كتاب الامارة باب فى ارزاق الذرية، ابن ماجه كتاب الصدقات، باب من ترك دينا او ضياعا، مشارع الاشواق 721

রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাশাদ করেন, যে ব্যাক্তি ঋণ বা কারো হক রেখে শহীদ হয় তা আলাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিম্মায়। আর যে ব্যাক্তি ঋণ-সম্পদ রেখে শহীদ হয় তার উত্তরাধীকারীদের জন্য।[৪৭]

৪৬. তাফসীরে কুরতুবী
৪৭. বুখারী শরীফ

এ হাদীসের ক্ষেত্রে আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বর্ণনা করেন।

فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُ السُّلْطَانُ فَإِنَّ اللهَ يَقْضِيْ عَنْهُ وَيَرْضَى خَصَمَهُ

যদি মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান করয আদায় না করে তবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন নিজের পক্ষ হতে তা আদায় করে দিবেন এবং ঋণপ্রাপ্ত ব্যাক্তিকে তার পক্ষ হতে সন্তুষ্ট করে দিবেন। এ বর্ণনার স্বপক্ষে আলামা কুরতুবী (রহ.) দু'টি দলীল বর্ণনা করেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যাক্তি কারো থেকে ঋণ গ্রহণ করে আদায় করার প্রবল নিয়্যতের সাথে তবে আল্লাহ তা'আলা তা নিজের পক্ষ হতে আদায় করে দেন। আর যে ব্যাক্তি ঋণ গ্রহণ করে তাকে বিনষ্ট করার নিয়্যতে তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করে দেন।[৪৮]

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর পিতার ঘটনা যা পূর্বে বিস্তারীত বর্ণনা হয়েছে, তাও এ দাবীর উপযুক্ত দলীল তিনি ঋণ অবস্থায় শহীদ হয়ে শাহাদাতের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত জান্নাতে অবস্থান ও দুনিয়াতে এসে পূর্ণরায় শাহাদাত লাভের তামান্না করাই বুঝা যায় যে, ঋণ মূলত জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক নয়।[৪৯]

শহীদের লাশে ফিরিশতাদের ছায়া দান

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُجِّيَ

৪৮. বুখারী শরীফ

৪৯. মাশারি'উল আশওয়াক-৭২১

ثَوْبًا فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا ابْنَةُ عَمْرٍو ، أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو قَالَ فَلِمَ تَبْكِي ، أَوْ لَا تَبْكِي فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ

بخارى كتاب الجهاد باب ظل الملائكة على الشهيد، مسلم فى فضائل الصحابة باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضى الله عنهما مشارع الا شواق 722-1125

হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, যখন আমার শহীদ পিতার লাশকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত করা হল এমতাবস্থায় যে, তার না কান মুশরিকরা কর্তন করে নেয়। আমি ইচ্ছা পোষণ করলাম যে তাঁর চেহারাকে দেখব। চেহারার কাপড় সরানোর পূর্বমুহূর্তে সকলে এসে আমাকে বাধা প্রদান করল। ঠিক সে মূহুর্তে এক মহিলার চিৎকার ভেশে এল। লোকেরা বলল, এ হলো ওমরের কন্যা বা বোন হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ করে বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? এখনো তো ফিরিশতাগণ! তাকে পর দ্বারা ছায়া প্রদান করছে।[৫০]

শহীদগণের জন্য নিশ্চিত জান্নাত

মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ✡ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ✡ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ

যে ব্যাক্তি আল্লাহ তা'আলার রাহে শাহাদাত লাভ করে তার আমল সমূহকে কাস্মিনকালেও বিনষ্ট করা হবে না। তিনি তাদেরকে সৎপথে

৫০. বুখারী শরীফ

পরিচালিত করেন অবস্থা ভাল করেন এবং তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান যা তাদেরকে জানানো হয়েছিল ।[৫১]

শহীদের ঘর

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالَا أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ

بخارى كتاب الجهاد والسيرباب درجات المحاهدين فى سبيل الله مشارع الاشواق 1126-723

হযরত সামূরা ইবনে জুন্দুব (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এক রাতে আমি দেখতে পেলাম দু'জন ব্যাক্তি এসে আমাকে একটি বৃক্ষের উপর আরোহণ করাল অতঃপর অত্যন্ত সুন্দর মূল্যবান একটি ঘরে প্রবেশ করাল এত সুন্দরঘর আমি ইতিপূর্বে আমির কস্মিনকালেও দেখিনি । আমাকে বলা হল, এটা শহীদের ঘর ।[৫২]

সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশকারী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ شَهِيدٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيهِ

ترمذى كتاب فضائل الجهاد باب فى فضل الشهداء عند الله، مشارع الاشواق 1127-723

৫১. সূরা মুহাম্মাদ-১-৬
৫২. বুখারী শরীফ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার সামনে তিনশ্রেণীর লোককে উপস্থিত করা হল যারা সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।

১. শহীদ ২. হারাম ও সন্দেহজনক বস্তু থেকে নিজেকে হেফাযত করে । ৩. ঐ গোলাম যে ভালভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করে এবং নিজ মনিবের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে ।[৫৩]

শহীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার আনন্দ

هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ اللهُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ يُقْتَلُ هَذَا فَيَلِجُ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الآخَرِ فَيَهْدِيهِ إِلَى الإِسْلَامِ ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشْهَدُ

بخارى كتاب الجهاد والسير باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل،صحيح مسلم كتاب الامارة باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ونسائ كتاب الجهاد باب اجتماع القاتل والمقتول فى سبيل الله فى الجنة، مشارع الاشواق 724-1128

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্নীত, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুই ব্যাক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আনন্দ প্রকাশ করে হাঁসেন । তাদের মাঝে একে অপরকে হত্যা করেছে অবশেষে উভয়ই জান্নাতে প্রবেশ করেছে । সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আলাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করে তা সম্ভব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- তাদের মধ্যহতে একজন অন্য জনের হাতে শহীদ হয়ে জান্নাতে

৫৩. তিরমিযী শরীফ

চলে গেছে। অতঃপর দ্বিতীয়জনকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়েত প্রদান করেন এবং সেও জিহাদের ময়দানে গিয়ে শহীদ হয়ে যায়।

শহীদগণের মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশ

عَنْ جَابِرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَتَلَ يَلْتَمِسُ وَجْهَ اللّٰهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ اللّٰهُ

مجمع الزوائد كتاب الجهاد باب ماجاء فى الشهادة وفضلها، مشارع الاشواق 1130-724

হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যাক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য শাহাদাতবরণ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে কোনপ্রকার আজাব প্রদান করবেন না।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ ، يُقَالُ لَهُ عَدَنٌ ، فِيهِ خَمْسَةُ آلَافِ بَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ خَمْسَةُ آلَافِ بَابٍ ، عَلَى كُلِّ بَابٍ خَمْسَةُ آلَافِ حِبَرَة قَالَ يَعْلَى أَحْسَبُهُ ، قَالَ : لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ

مصنف ابن ابى شيبة كتاب الجهاد، مشارع الاشواق 724-1131

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, জান্নাতে একটি প্রাসাদ রয়েছে যার নাম 'আদনান'। তাতে পাঁচ হাজার দরওয়াজা রয়েছে প্রত্যেক দরওয়াজায় আবার পাঁচ হাজার করে হুর রয়েছে। এই প্রাসাদটি শুধু নবী- সিদ্দীক ও শহীদগণের জন্য।

عَنْ اَسْلَمِ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فِي الْجَنَّةِ قَالَ : النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَئِيدُ فِي الْجَنَّةِ.

ابوداود كتاب الجهاد باب فى فضل الشهادة، مشارع الاشواق 725-1133

হযরত আসলাম ইবনে সালীম (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জান্নাতে কে প্রবেশ করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- নবীগণ জান্নাতে যাবে, শহীদগণ জান্নাতে যাবে এবং ঐসমস্ত বাচ্চা যাদেরকে জীবিত অবস্থায় কবর দেয়া হয়েছে তারা জান্নাতে যাবে।[৫৪]

শহীদ জান্নাতের উচ্চমর্যাদায়

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ ، وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الأَعْلَى

بخارى كتاب الجهاد والسير باب من اتاه سهم غرب فقتله، ترمذى كتاب تفسير القران باب ومن سورة المؤمنين ، مشارع الاشواق 726-113

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত হারেস ইবনে সুরাকা (রা.)-এর মাতা হযরত উম্মে রাবী'আ বিনতে বারা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কি আমাকে হারেসা সম্পর্কে সন্ধান দিবেন না? সে বদরযুদ্ধে অজ্ঞাত এক তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে। যদি সে জান্নাতী হয় তবে আমি ধৈর্যধারণ করবো। আর যদি তার ব্যাতিক্রম কিছু হয় তবে আমি তারজন্য প্রচণ্ড কান্না করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

---

৫৪. আবূ দাউদ

হে হারেসের মা! জান্নাতে অযস্ত্র উদ্যান রয়েছে, তোমার পুত্র তার মাঝে সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতুল ফিরদাউসে অবস্থান করছে।[৫৫]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلاً أَسْوَدَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْوَدُ مُنْتِنُ الرِّيحِ ، قَبِيحُ الْوَجْهِ ، لاَ مَالَ لِي ، فَإِنْ أَنَا قَاتَلْتُ هَؤُلاَءِ حَتَّى أُقْتَلَ ، فَأَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ : فِي الْجَنَّةِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : قَدْ بَيَّضَ اللهُ وَجْهَكَ ، وَطَيَّبَ رِيحَكَ ، وَأَكْثَرَ مَالَكَ وَقَالَ لِهَذَا أَوْ لِغَيْرِهِ : لَقَدْ رَأَيْتُ زَوْجَتَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، نَازَعَتْهُ جُبَّةً لَهُ مِنْ صُوفٍ ، تَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جُبَّتِهِ

هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه , المستدرك علي الصحيحين للحاكم , كتاب الجهاد . بيهقى كتاب الشعب، مشارع الاشواق 726–1135

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, একদা এক কালচেহারা বিশিষ্ট লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি একজন দূর্গন্ধযুক্ত কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট কালো ব্যাক্তি এবং আমার নিকট কোন প্রকার অর্থ-সম্পদও নেই। আমি যদি ঐ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে মারা যাই তবে কোথায় যাব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'জান্নাতে' অতঃপর যুদ্ধ শুরু হল যুদ্ধে ঐ ব্যাক্তি শাহাদাত লাভ করলেন। রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লাশের নিকট এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার চেহারাকে সুন্দর এবং শরীরকে সুগন্ধময় করে দিয়েছেন। অর্থ-সম্পদ অধীক করে দিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কিংবা অন্য কারো সম্পর্কে ইরশাদ করলেন, আমি তাঁর স্ত্রী 'হুরাঈনকে দেখেছি যে, সে তাঁর রেশমী জুব্বা টানছে এবং জুব্বা ও তাঁর শরীরের মাঝে প্রবেশ করছে।[৫৬]

৫৫. বুখারী শরীফ
৫৬. মুসতাদরাক

জান্নাতী পখি

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ جَعْفَرَ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ مَلَكاً يَطِيْرُ فِىْ الْجَنَّةِ ذَا جَنَاحَيْنِ يَطِيْرُ مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ ، مَقْصُوْصَةٌ قَوَادِمُهُ بِالدِّمَاءِ ،

طبرانى، الترغيب والترغيب كتاب الشهادة وما جاء فى فضلها، مشارع الاشواق 1137–727

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আমি জা'অফর ইবনে আবী ত্বালেবকে দু'টি পাখার উপর ভর করা ফিরিশতাদের ন্যায় দেখেছি জান্নাতের যেথায় ইচ্ছা বিচরণ করছে এবং তার পাখার অগ্রভাগে রক্ত মিশ্রীত।[৫৭]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِى جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِى إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِى ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا : مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِى الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلاَّ يَزْهَدُوا فِى الْجِهَادِ وَلاَ يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ : أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ . قَالَ : فَأَنْزَلَ اللهُ (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا) » . إِلَى آخِرِ الآيَةِ

ابوداوكتاب الجهاد باب فضل الشهادة، مسلم كتاب الامارة باب بيان ان ارواح الشهداء فى الجنة وانهم احياء عند ربهم يرزقون، مشارع الاشواق 1138–727

৫৭. ত্বাবরানী শরীফ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-যখন তোমাদের ভাই ‘শোহাদায়ে উহুদ’ শাহাদাত লাভ করেছে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রূহকে সবুজ পাখির ভিতরে প্রবেশ করে দিয়েছেন। সে পাখায় ভরকরে জান্নাতের নহরসমূহে অবতরণ করছে, জান্নাতের ফল ভক্ষণ করছে এবং আরামের ছায়াতলে স্বর্ণের সংরক্ষিত আসনে উপবিষ্ট হচ্ছে। এতপরি মান আহার্যও পানীয় ও অনাবীল আরামগাহ্ পেয়ে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলছে কে আছে যে আমাদের ভ্রাতাগণের নিকট আমাদের এ সংবাদ পৌঁছাবে যে আমরা জান্নাতে জীবিত বস্থায় খানা-পিনা করছি।

তারা যেন কস্মিনকালেও জিহাদ পরিত্যাগ না করে, যুদ্ধের ময়দানে ভীরুতার পরিচয় না দেয়। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের খবর তাদের পর্যন্ত পৌঁছে দেব। অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ করেন–

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۞ فَرِحِينَ بِمَآ آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ

যারা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করেছে তাদের সম্পর্কে কোন দিনও এ ধরণা করো না যে, তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে জীবিকাও গ্রহণ করছে।

তাদেরকে আল্লাহপাক তার বিশেষ রহমতে যা দান করেছেন তাতে তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও আনন্দিত এবং সেসমস্ত লোকদের সংবাদ দিচ্ছে যারা তাদের পশ্চাতে রয়েছে এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি।

এ সুসংবাদ যে, তারা যেন ভীত ও চিন্তিত না হয়। তথা নির্ভিকচিত্তে আল্লাহ্‌র পথে শাহাদাতবরণে প্রস্তুত হয়। আল্লাহ তা‘আলার অনন্ত-অসীম দান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে। আর তা এই কারণে যে, আলাহ তা‘আলা মু’মিনদের প্রাপ্য ও প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।[৫৮]

৫৮. সূরা আল-ইমরান-১৬৯-১৭১

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِيْ صُوَرِ طَيْرٍ خُضْرٍ مُعَلَّقَةٌ فِيْ قَنَادِيْلَ حَتَّى يَرْجِعَهَا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مصنف ابن عند الرزاق كتاب الجهاد باب احيالشهادة، ترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ماجاء فى ثواب الشهداء مشايع الاشواق 1141-729

হযরত কা‘আব ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণীত রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শহীদগণের রূহকে সবুজ পাখির আকৃতি দান করা হবে এবং আশ্রয়স্থল হিসেবে জান্নাতে ঝুলন্ত স্বর্ণের কিন্দিলা প্রদান করা হবে। পরিশেষে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তাদের ফিরিয়ে আনবেন।[৫৯]

শহীদ কবরের আজাব থেকে মুক্ত

ইতিপূর্বে পাহারার বয়ানে আলোচিত হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারাদানকারী ব্যাক্তি কবরের সকল প্রকার ফিৎনা তথা মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন ও সকল প্রকার আজাব থেকে মুক্ত থাকবে। পাহারাদারের ক্ষেত্রে যখন সহীহ হাদীস থেকে এত বড় নি‘আমত সাব্যস্ত তখন শহীদের ক্ষেত্রে তো তা সর্বাগ্রোই সাব্যস্ত হবে। পাহারাদারের এ নি‘আমাত তো এজন্য যে, সে আল্লাহ তা‘আলার রাহে জীবন কুরবান করার জন্য নিজেকে পেশ করেছে। আর যে নিজের জীবনকে পেশ করে আল্লাহ্‌র রাহে কুরবান করে দিয়েছে তারজন্য তো এ নি‘অমত নিতান্তই সামান্য।

عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِيْنَ يُفْتَنُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ إِلاَّ الشَّهِيْدَ ؟ قَالَ : كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوْفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً

نسائى كتاب الجنائز باب فى الشهيد، مشارع الاشواق 1143-735

৫৯. তিরমিযী শরীফ

হযরত রাশেদ ইবনে সাইদ (রহ.) কোন এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, সাহাবী (রা.) বলেন একদা জৈনক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন শহীদ ব্যতীত অন্য সমস্ত মুসলমানদের কবরে ফিৎনা (জিজ্ঞাসাবাদ) হওয়ার কি কারণ? রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁর মাথার উপর তলোয়ারের চাক্‌চিক্যতাই তার সমস্ত ফিৎনা থেকে মুক্তির কারণ ।[৬০]

উপরোক্ত হাদীস থেকে উদ্দেশ্য হল, কবরে দু'জন ফিরিশতা এসে যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে তা হল ফিৎনা আর এজাতীয় ফিৎনা হতে শহীদ সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে । এই জিজ্ঞাসাবাদ হল মু'মিনের ঈমান ও ইয়াক্বীনের পরীক্ষা গ্রহণ করা । কিন্তু ঐ যে যুদ্ধের ময়দানে চাকচিক্য তলোয়ারের কর্তন দেখে বিষাক্ত ও ধারালো বর্ষার আঘাতে বক্ষ বিদীর্ণ দেখে এবং তীরের বর্ষণ দেখে । ময়দানে ক্ষত-বিক্ষত ও শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন লাশ দেখে প্রবাহিত রক্ত ও চর্তুদিকে আহত-নিহতের বিক্ষিপ্ত এ অদ্ভুত অবস্থা দেখেও যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে না । নিজের জান আল্লাহ তা'আলার জন্য কুরবান করার লক্ষে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে তার ঈমান ও ইয়াক্বীনের পরিপূর্ণতা যাচাইয়ের জন্য দ্বিতীয় কোন পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না । যদি তার ইয়াক্বীন পরিপূর্ণ না হতো তবে কস্মিনকালেও জিহাদের ময়দানে দৃঢ় থাকতে পারত না, মুনাফিকদের ন্যায় ময়দান ছেড়ে পলায়ন করতো ।

তাছাড়া কবরে ফিরিশতাগণ যে বিষয়ে প্রশ্ন করবেন শহীদগণ তো তার গুরুত্ব ও বড়ত্ব রক্ষার জন্যই নিজেদের জীবনকে বিষর্যণ দিয়েছেন । তাওহীদ-রিসালাত ও দীন-ইসলামের জন্য যার ক্ষতবিক্ষত পূরা শরীর তপ্ত খুনে রঙ্গীন হয়ে জীবন টুকুও বিলিয়ে দিলেন যিনি তার আবার সে বিষয়ে কবর জগতে প্রশ্ন হবে কিসের!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَ جِبْرِيلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَقَالَ: "وَمِنَ الَّذِينَ لَمْ يَشَأِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُصْعَقُوا ؟ قَالَ: هُمْ شُهَدَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

৬০. নাসায়ী শরীফ

مستدرك كتاب التفسير باب قراءات النبي صلى الله عليه و سلم ، مشارع الاشواق 736-1144

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণীত রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর নিকট এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন আয়াতটি হল–

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ

যখন সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে তখন যেসমস্ত লোক আসমান-যমীনে থাকবে সকলেই বেহুঁশ হয়ে যাবে, কিন্তু ঐ সমস্ত লোক ব্যতীত যাদের আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন ।[৬১]

ঐ সমস্ত লোক কারা? যাদেরকে সেদিন বেহুঁসী থেকে আলাহ তা'আলা রক্ষা করবেন । হযরত জিব্রাঈল (আ.) উত্তর দিলেন তারা হল শহীদ ।

অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ جِبْرِيْلَ عَنْ هٰذِهِ الاٰيَةِ وَنُفِخَ فِيْ الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِيْ السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِيْ الاَرْضِ اِلَّامَنْ شَاءَ اللهُ، قَالَ : ثُمَّ الشُّهَدَاءُ يَبْعَثُهُمُ اللهُ مُتَقَلِّدِيْنَ اَسْيَافَهُمْ حَوْلَ عَرْشِهِ، فَأَتَاهُمْ مَلَائِكَةٌ مِنَ الْمَحْشَرِ بِنَجَائِبِ مِنْ يَاقُوْتٍ اَزِمَّتُهَا الدُّرُّ الْاَبْيَضُ بِرِحَالِ الذَّهَبِ اَعْنَتُهَا السُّنْدُسُ وَالإِسْتَبْرَقُ وَنُمَارِقُهَا اَلْيَنُ مِنَ الْحَرِيْرِ، مَدُّ خُطَاهَا مَدُّ اَبْصَارِ الرِّجَالِ، يَسِيْرُوْنَ فِيْ الْجَنَّةِ عَلٰى خُيُوْلٍ، يَقُوْلُوْنَ عِنْدَ طُوْلِ النُّزْهَةِ : اِنْطَلِقُوْا بِنَااِلٰي رَبِّنَا نَنْظُرُ كَيْفَ يَقْضِىْ بَيْنَ خَلْقِهِ، يَضْحَكُ اللهُ اِلَيْهِمْ، وَاِذَا ضَحَكَ اللهُ اِلٰى عَبْدٍ فِيْ مَوْطِنٍ فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ،

مشارع الاشواق -736-1145

৬১. সূরা জুমার-৬৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাঈল (আ.)-কে উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে হযরত জিব্রাঈল (আ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমতাবস্থায় রাখবেন যে, তারা তলোয়ার উত্তোলন করে আরশে আজীমের চতুর্দিকে ঘুরতে থাকবে। ফিরিশতাগণ ইয়াকুতের তৈরী উৎকৃষ্ট ঘোড়া নিয়ে আসবে যে সকল ঘোড়ার লাগাম হবে সাদা মোতির তৈরী এবং জ্বীন হবে স্বর্ণের তৈরী। আর লাগামের রশী হবে চিকন মোলায়েম রেশমের তৈরী এবং ঘোড়ার উপর মোলায়েম রেশমী কাপড় বিছানো হবে। ঘোড়ার প্রতি কদম হবে যে পরিমাণ দৃষ্টি যায়। শহীদগণ এ ঘোড়ায় চড়ে জান্নাতে বিচরণ করবে এবং দীর্ঘসময় বিচরণের পর বলবে চল দেখে আসি আল্লাহ তা'আলা কিভাবে মানুষের ব্যাপারে ফায়সালা করছেন। তারা যখন আসবে আল্লাহ তা'আলা তাদের দেখে আনন্দে হাসবেন। আর হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা যারজন্য হাঁসবেন তারজন্য কোন প্রকার হিসাব হবে না।[৬২]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ رَحْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ رَاشِدٍ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى بَنِي عُطَارِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: "يَجِيءُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ لِمَنِ الْكَرَمُ الْيَوْمَ، فَيَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِأَوْلِيَائِي الَّذِينَ اهْرَاقُوا دِمَاءَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي، فَيَتَطَلَّعُونَ حَتَّى يَدْنُونَ"

كتاب الجهاد لعبد الله ابن المبارك، مشارع الاشواق 738-1147

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন মেঘমালার ফিরিশতাদের সাথে আগমন করবেন। অতঃপর কোন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন যে, সমস্ত হাশরবাসী আজ জেনে নিবে আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহ কাদের জন্য

৬২. জামিউস সগীর, লি-সুয়ূতী

হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন তোমরা আমার ঐ সমস্ত বন্ধুদের নিয়ে আস যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য নিজের তপ্তখুন প্রবাহীত করেছে। অতঃপর শহীদগণ আসবে এবং আল্লাহ তা'আলার একান্ত নিকটবর্তী হয়ে যাবে।[৬৩]

শহদী সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করবে

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

ابو داود كتاب الجهاد باب فى الشهيد يشفع، البيهقى كتاب السيرباب الشهيد يشفع، مشارع الاشواق 739-1148

হযরত আবূ দারদা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শহীদ নিজ পরিবারভুক্ত সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করবে।[৬৪]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ حَدِيثٍ ذَكَرَهُ قَبْلَهُ، وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنَ اللهِ سَبْعُ خِصَالٍ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُحَلَّى حُلَّةَ الإِيمَانِ، وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ

مجمع الزوائد كتاب الجهاد باب ماجاء فى الشهادة وفضلها، مسند احمد، مشارع الاشواق 739-1149

হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

৬৩. কিতাবুল জিহাদ ইবনে মুবারক
৬৪. আবূ দাউদ শরীফ

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শহীদগণের জন্য আলাহ তা'আলা সাতটি বিশেষ পুরস্কার নির্ধারণ করেছেন ।

১. শহীদের রক্তের প্রথম ফোঁটা যমীনে পড়ার পূর্বে তার সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেয়া হয় এবং জান্নাতে তার অবস্থান স্থল দেখিয়ে দেয়া হয় ।
২. শহীদকে ঈমানের পোষাকে আবৃত রাখা হবে ।
৩. কবরের আজাব মুক্তি দান করবেন ।
৪. কিয়ামতের দিন ভয়ংকর প্রলয় থেকে মুক্তি দিবেন ।
৫. শহীদের মাথায় মর্যাদার তাজ পরিয়ে দেয়া হবে যার একটি ইয়াকূতের মূল্য দুনিয়া ও তার মাঝে যাকিছু রয়েছে তদ পেক্ষা উত্তম ।
৬. উত্তম হুরগণের সাথে তাকে বিবাহ প্রদান করা হবে ।
৭. নিকটাত্মীয়দের মধ্যে হতে সত্তর জনের ব্যাপারে শহীদের সুপারিশ কবূল করা হবে ।[৬৫]

শহীদ সম্পর্কে বিস্ময়কর হাদীস

وذكر القرطبى فى تفسيره حديثا غريبا جدا قال روى عن رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال: أَكْرَمَ اللّٰهُ تَعَالىٰ الشُّهَدَاءَ بِخَمْسِ كَرَامَاتٍ لَمْ يُكْرِمْ بِهَا أَحداً مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَلا أَنَا أَحَدُهَا أَنَّ جَمِيْعَ الأَنْبِيَاءِ قَبَضَ أَرْوَاحَهُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ وَهُوَ الَّذِيْ سَيَقْبِضُ رُوْحِيْ وَأَمَّا الشُّهَدَاءُ فَاللّٰهُ هُوَ الَّذِيْ يَقْبِضُ أَرْوَاحَهُمْ بِقُدْرَتِهِ كَيْفَ يَشَاءُ وَلا يُسَلِّطُ عَلىٰ أَرْوَاحِهِمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، وَالثَّانِيْ أَنَّ جَمِيْعَ الأَنْبِيَاءِ قَدْ غُسِّلُوْا بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَنَا أُغَسَّل بَعْدَ الْمَوْتِ وَالشُّهَدَاءُ لا يُغَسَّلُوْنَ وَلا حَاجَةَ لَهُمْ إِلىٰ مَاءِ الدُّنْيَا، وَالثَّالِثُ أَنَّ جَمِيْعَ الأَنْبِيَاءِ قَدْ كُفِّنُوْا وَأَنَا أُكَفَّنُ وَالشُّهَدَاءُ لا يُكَفَّنُوْنَ بَلْ يُدْفَنُوْنَ فِيْ

৬৫. মুসনাদে আহমদ

ثِيَابِهِمْ، وَالرَّابِعُ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمَّا مَاتُوْا سُمُّوْا أَمْوَاتًا وَإِذَا مِتُّ يُقَالُ قَدْ مَاتَ وَالشُّهَدَاءُ لا يُسَمَّوْنَ مَوْتَىٰ، وَالْخَامِسُ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ تُعْطَىٰ لَهُمُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَفَاعَتِيْ أَيْضاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَّا الشُّهَدَاءُ فَإِنَّهُمْ يُشَفِّعُوْنَ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ فِيْمَنْ يُشَفِّعُوْنَ،

تفسير قرطبى تحت تفسير اية 171، آل عمران، مشارع الاشواق 140-1149

ইমাম কুরতুবী (রহ.) অত্যন্ত বিস্ময়কর ও আশ্চর্যধরণের একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা শহীদগণকে এমন পাঁচটি মর্যাদা দান করেছেন যা কোন নবীগণকেও প্রদান করা হয়নি এমনকি আমাকেও না । তা হল–

১. সমস্ত নবীগণের রূহ 'মালাকুল মাউত' তথা হযরত আজরাঈল (আ.) কবজ করেন এমনকি আমার জানও কবজ করা হবে । কিন্তু শহীদদের রূহ আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতের মাধ্যমে কবজ করবেন, তাদের জান কবজের জন্য মালাকুল মাউত নির্ধারণ করেন নি ।
২. সমস্ত নবীগণকে মৃত্যুর পর গোসল প্রদান করা হবে এমনকি আমাকেও । কিন্তু শহীদকে গোসল প্রদান করা হবে না এবং শহীদ দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতি মোহতাজ নয় ।
৩. সমস্ত নবীগণকে ইনতিকালের পর কাফন পরানো হবে আমাকেও তাই করা হবে । কিন্তু শহীদদেরকে কাফন দেয়া হবে না তাদেরকে রক্তমাখা কাপড় সহই দাফন করা হবে ।
৪. নবীগণ মৃত্যুবরণেরপর তাদেরকে ইন্তিকালকারীদের অর্ন্তভুক্ত করা হবে এবং আমার ক্ষেত্রেও ইন্তিকালকারীগণের অর্ন্তভুক্ত ধরা হবে । কিন্তু শহীদগণকে শাহাদাতের পর মৃত্য বলা যাবে না ।
৫. নবীগণের জন্য কিয়ামতের দিন শাফা'আতের সুযোগ দেয়া হবে । কিন্তু শহীদগণের জন্য প্রতিদিন যেকোন ব্যাক্তির জন্য শাফা'আত করতে পারবে ।[৬৬]

৬৬. তাফসীরে কুরতুবী

উল্লেখিত হাদীস সনদ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই বিশুদ্ধ। তবে এ হাদীস থেকে উদ্দেশ্য শহীদগণের পাঁচটি বৈশিষ্ট বর্ণনা করা যা ব্যাক্তিকভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য নবীগণের নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নবীগণের যে বৈশিষ্ট রয়েছে তা শহীদগণের চেয়ে বহুগুণ উর্দ্ধে। তাদের মর্যাদা ও বড়ত্ব নিঃসন্দেহে শহীদগণের চেয়ে বহু উর্দ্ধে। অতএব হাদীসে বর্ণীত বৈশিষ্টপূর্ণ এ মর্যাদা দেখে কেউ যেন 'নাউজু বিল্লাহ' এ ধারণা না করে যে, শহীদগণের মর্যাদা আম্বীয়াদের চেয়ে ও বেশী এবং এ জাতীয় ধারণাও যেন না হয় যে, এ সকল আংশিক ফাযীলতের কারণে নবীগণের শানে কোনরূপ বেয়াদবীমূলক ধারণা সৃষ্টি না হয়। এ দৃষ্টান্ত এরূপ হতে পারে যে, কোন অফীসের এক অফীসার বলল, আমার উমুক কর্মচারীকে তার কর্মদক্ষতার কারণে হেড অফীস থেকে একটি সুন্দর মটরসাইকেল উপহার দেয়া হয়েছে। যা আমারও নেই। তবে একথা সত্য যে কর্মচারীকে একটি বেশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়েছে যা একান্তই কর্মচারীর জন্য। অফিসারেরও এই বৈশিষ্ট নেই তাইবলে এই নয় যে, কর্মচারীর মর্যাদা অফীসারের চেয়ে বেশী এবং তার মটরসাইকেল অফীসারের কারের চেয়ে মর্যাদা সম্পূন্ন নয়।

সাধারণ মুসলমানের সামনে এ জাতীয় ফযীলতের হাদীস বর্ণনা করার সাথে সাথে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়া জরুরী। কেননা ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে আবার ইসলামের মূল ভিত্তিতে আঘাত চলে না আসে।

শহীদ কিয়ামতের ভযাবহতা থেকে মুক্ত

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ

ابن ماجه كتاب الجهاد باب فضل اشهادة فى سبيل الله، والترمذى كتاب فضائل الجهاد باب فى ثواب الشهيد، مشارع الاشواق 749–115

হযরত মিকদাদ ইবনে মা'আদী কারব (রহ.) বর্ণনা করেন, রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শহীদদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে।

১. শহীদের প্রথম রক্ত ফোঁটা যমীনে পড়ার পূবেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং জান্নাতে তার বাসস্থান দেখিয়ে দেয়া হবে।
২. কবরের আজাব থেকে মুক্তি দান করবেন।
৩. কিয়ামতের ভয়ংকর ভয়াবহতা থেকে হেফাযতে রাখা হবে।
৪. তার মাথায় ইজ্জতের তাজ পরানো হবে যার একেকটি ইয়াকূতের মূল্য দুনিয়া ও তার মাঝে যা রয়েছে তদাপেক্ষা উত্তম।
৫. ৭২ জন হুরাঈনের সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেয়া হবে।
৬. নিকবর্তী সত্তরজনের ব্যাপারে সুপারিশ কবূল করা হবে।[৬৭]

রক্তের প্রথম ফোঁটা

শহীদের রক্তের প্রথম ফোঁটা যমীনে পতিত হওয়ার পূর্বেই তার সমস্ত গুণাহ মাফ করে দেয়া হবে এ সম্পর্কীত কয়েকটি হাদীস ইতিপূর্বে বর্ণনা হয়েছে, এখানে আরো কয়েকটি উল্লেখ করা হল–

عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ اَوَّلَ مَا يُهْرَاقُ مِنْ دَمِ الشَّهِيْدِ تُغْفَرُ لَهُ ذُنُوْبُهُ

السنن الكبرى الليبيهقى كتاب السيرباب فضل الشهادة فى سبيل الله، مشارع الاشواق 741–1152

হযরত সোহায়েল ইবনে আবী উমামা ইবনে আহায়েল তার পিতা থেকে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

৬৭. তিরমিযী শরীফ

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শহীদগণের রক্তের প্রথম ফোটা যমীনে পড়ার পূর্বেই তার সমস্ত গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৬৮]

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : اِذَا قُتِلَ الْعَبْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَأَوَّلُ قَطْرَةٍ تَقَعُ عَلَىٰ الارْضِ مِنْ دَمِهٖ يَغْفِرُ اللهُ لَهٗ ذُنُوْبَهٗ كُلَّهَا، ثُمَّ يَرْسِلُ اِلَيْهِ بَرِيْطَةً مِنَ الْجَنَّةِ فَتُقْبَضُ فِيْهَا نَفْسُهٗ وَبِجَسَدٍ مِنَ الْجَنَّةِ حَتّٰى تُرْكَبُ فِيْهِ رُوْحُهٗ، ثُمَّ يَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ كَأَنَّهٗ كَانَ مَعَهُمْ مَنْذُ خَلَقَهُ اللهُ حَتّٰى يُؤْتٰى بِهٖ اِلَىٰ السَّمَاءِ فَلَا يَمُرُّ بِبَابٍ اِلَا فُتِحَ لَهٗ، وَلَا عَلىٰ مَلَكٍ الاصَلّٰى عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهٗ، حَتّٰى يُؤْتٰى بِهِ الرَّحْمٰنُ عَزَّ وَ جَلَّ فَيَسْجُدُ قَبْلَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ تَسْجُدُ الْمَلَائِكَةُ بَعْدَهٗ، ثُمَّ يُغْفَرُ لَهٗ وَيُطَهَّرُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهٖ إِلَى الشُّهَدَاءِ فَيَجِدُهُمْ فِي رِيَاضٍ خُضْرٍ وَقِبَابٍ مِنْ حَرِيرٍ عِنْدَهُمْ حُوتٌ وَثَوْرٌ يَلْعَبَانِ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ لُعْبَةً لَمْ يَلْعَبَا بِهَا الأَمْسَ يَظَلُّ الْحُوتُ يَسْبَحُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَأْكُلُ مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَمْسَى وَكَزَهُ الثَّوْرُ بِقَرْنِهِ فَذَكَّاه فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ يَجِدُونَ فِي طَعْمِ لَحْمِهِ كُلَّ رَائِحَةٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَبِيتُ الثَّوْرُ نَافِشًا فِي الْجَنَّةِ يَأْكُلُ مِنْ كُلِّ ثَمَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَصْبَحَ غَدَا عَلَيْهِ الْحُوتُ فَوَكَزَهُ بِذَنَبِهِ فَذَكَّاه فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ يَجِدُونَ فِي طَعْمِ لَحْمِهِ طَعْمَ كُلِّ ثَمَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ يَنْظُرُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ يَدْعُونَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِقِيَامِ السَّاعَةِ

مجمع الزوائد كتاب الجهاد باب فى ارواح الشهداء، والزهد لهناد باب منازل الشهداء-129/1, مشارع الاشواق 745-1155

৬৮. সুনানে কাবীর

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, যখন কোন ব্যাক্তি আল্লাহ তা'আলার রাহে শাহাদাতবরণ করে তখন তার রক্তের প্রথম ফোটা যমীনে পড়ার পূর্বেই তার সমস্ত গুনাহকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। তার জন্য জান্নাত থেকে রুমাল প্রেরণ করা হয় এবং শহীদের রূহকে তার দ্বারা আবৃত করে একটি জীবন্ত দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় অতঃপর সে ফিরিশতাদের সাথে তাদের মতই উপরের দিকে আরোহন করতে থাকে কেমন যেন তার জন্মই ফিরিশতাদের সাথে। অতঃপর তাকে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আসমানের যে দরজা দিয়েই সে প্রবেশ করতে চাইবে সে দরজাই তারজন্য খুলে দেয়া হবে এবং যে ফিরিশতার নিকট দিয়ে গমন করবে সে ফিরিশতাই তার জন্য রহমতের দু'আ ও ইসতিগফার করতে থাকবে এমতবস্থায় সে আল্লাহ তা'আলার নিকট উপস্থিত হয়ে যাবে। সেথায় পৌঁছে শহীদ ফিরিশতাদের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদায় অবতন হবে পরে ফিরিশতাগণও সিজদা করবে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পূণরায় তাকে ক্ষমা ও পবিত্রতার ঘোষণা প্রদান করা হবে। অতঃপর তাকে অন্যান্য শহীদগণের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। ঐ সকল শহীদগণকে একটি তরুতাজা সবুজ-শ্যামল বাগানের মাঝে সকলকে সবুজ পোষক পরিহিত অবস্থায় দেখবে। ঐ সকল শহীদগণের নিকট একটি গাভী ও মসলী দেখতে পাবে যা নিয়ে তারা খেলা করছে, তাদেরকে প্রত্যেকদিনের খেলার জন্য নতুন নতুন বস্তু দেয়া হবে। দিনেরবেলা মাসলী জান্নাতের নহরসমূহে সাঁতরাতে থাকে সন্ধা বেলায় গাভী তার শিং-এর আঘাতে টুকরা করে দেয়। শহীদগণ ঐ মাসলীর গোশত ভক্ষণ করেন, ঐ গোশতে জান্নাতের সমস্ত নহরের স্বাদ অনুধাবন হয় এবং গাভী সারা রাত জান্নাতে বিচরণ করে তার ফল ভক্ষণ করে সকাল বেলা মাসলী তার 'দম' তথা শীর দ্বারা গাভীকে যবেহ করে দেয়। শহীদগণ তার গোশ্ত ভক্ষণ করে তাতে জান্নাতের সমস্ত ফলের মজা তার মাঝে পাওয়া যায়। শহীদ তার আসল স্থানকে দেখতে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট কিয়ামত কায়েম করার জন্য অনুরোধ করতে থাকে।[৬৯]

৬৯. তাবরানী শরীফ

হুরাঈনের স্বাক্ষাত

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : ذُکِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لاتَجُفُّ الاَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِیْدِ حَتّٰی تَبْتَدِرُهُ زَوْجَتَاهُ، کَاَنَّهُمَا ظَئْرَانِ اَضَلَّتَا فَصِیْلَیْهِمَا فِیْ بَرَاحٍ مِنَ الاَرْضِ، وَفِیْ یَدِ کُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا حُلَّةٌ خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَمَافِیْهَا

مصنف عبد الرزاق كتاب الجهاد، ابن ماجه كتاب الجهاد باب فضل الشهادة فى سبيل الله، مصنف ابن ابى شيبه كتاب الجهاد، مشارع الاشواق746–1156

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে শহীদদের আলোচনা করা হল, তখন রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যমীনে শহীদের রক্ত শুকানোর পূর্বেই তার দু' বিবী তথা হুরাঈন তার প্রতি এমনভাবে দৌড়িয়ে আগমন করে যেমন চাটিয়াল ময়দানে দুধ ওয়ালী উটনি তার বাচ্চার প্রতি দৌঁড়িয়ে যায় এবং তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে এমন জোড়া থাকবে যা দুনিয়া ও তার মাঝে থাকা সমস্তবস্তু অপেক্ষা উত্তম।[৭০]

শহীদ গাজী অপেক্ষা উত্তম

وَعَنْ أَبِیْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَیُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَکْثَرُهَا ثَمَناً ، قُلْتُ : فَأَیُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِیقَ دَمُهُ ،

مسند احمد، مجمع الزوائدكتاب العتق باب اى الرقاب افضل، مسلم كتاب الايمان باب كون الايمان بالله تعالى افضل الا عمال، مشارع الاشواق750–1162

হযরত আবু যর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

৭০. ইবনে মাজাহ

ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কোন গোলাম মুক্ত করা উত্তম? রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যে গোলামের মূল্য বেশী এবং যে গোলাম তার মনিবের নিকট অধীক প্রিয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম সর্বউৎকৃষ্ট জিহাদ কোনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে যুদ্ধে মুজাহিদের ঘোড়া মারা যায় এবং নিজেও রক্ত প্রবাহিত করে অর্থাৎ শাহাদাতবরণ করে।

উপরোক্ত হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, গাজীর চেয়ে শহীদের মর্যাদা অতীউত্তম। তাছাড়া এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিখ্যাত সাহাবী হযরত আমর ইবনে আস (রা.)-কে জিজ্ঞাস করা হল আপনি উত্তম না হযরত হিসাম ইবনে আস? তিনি বললেন আমরা দুই ভাই একত্রে মূতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি রাতের বেলা আমি ও আমার ভাই একত্রে শাহাদাতের জন্য দু'আ করলাম! প্রভাতে তার জন্য শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন হয় আমি বঞ্চিত রয়ে গেলাম। এর দ্বারাই তোমাদের সামনে তাঁর উৎকৃষ্টতা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

পিপিলিকার কামড়ের ন্যায় শহীদের মৃত্যু

عَنْ أَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَا یَجِدُ الشَّهِیْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلاَّ کَمَا یَجِدُ أَحَدُکُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ

ترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ماجاء فى فضل المرابط، نسائى كتاب الجهاد باب مايجد الشهيد من الالم، ابن ماجه كتاب الجهاد باب فضل الشهادة فى سبيل الله، مشارع الاشواق 751–1165

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণীত রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শহীদ শাহাদাতের সময় কেবলমাত্র এতটুকু ব্যাথা অনুভব করেন যে, তোমাদের মধ্য হতে কাউকে পিপিলিকার কামড়ের দ্বারা ব্যাথা হয়ে থাকে।[৭১]

৭১. তিরমিযী শরীফ

শহীদের মৃত্যু মশার কামড়ের ন্যায়

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعَةٌ هِيَ اَشَدُّ مِنْ اَلْفِ اَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ وَكَذَا حَمْلٍ يقع عَلٰى رَأْسٍ وَاحِدٍ، وَاِنَّهُ اَهْوَنُ عَلَى الشَّهِيْدِ وَالْمقتول اَلَماً مِنْ قُرْصٍ بَعُوْضَةٍ، وَاِنَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكاً يُنَادِيْ كُلَّ لَيْلَةٍ وَقْتَ السَّحْرِ : مَعَاشِرُ اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِمَّنْ تَغْتَبِطُوْنَ؟ اَظُنُّهُ قَالَ : فَيَقُوْلُوْنَ : الشَّهِيْدَ، وَاِنَّ الشَّهِيْدَ لَيَنْظُرَ اِلٰى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ لَا يَشْتَاقُ اِلَى الدُّنْيَا وَلَا يَتَأَسَّفُ عَلَيْهِ

ابن عساكر، تعزية المسلم عن أخيه باب ذكر طرف من الأشعار علي طريق 1-52, مشارع الاشواق 753-1177

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সাধারণ মৃত্যুর কষ্ট দশলক্ষ তরবারীর আঘাত অপেক্ষা অধীক কষ্টদায়ক এবং উহুদ পাহাড় উঠিয়ে মাথায় নেয়ার চেয়েও অদীক ওজনদায়ক হবে। আর এ মৃত্যুর কষ্টই শহীদ ও অত্যাচারীতের জন্য মশার কামড়ের ব্যাথা হতেও অধীক সহজ হবে। আল্লাহ তা'আলার এক ফিরিশতা প্রত্যহ সেহারীর সময় ঘোষণা করতে থাকেন, হে কবরবাসী! তোমরা কাদের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হও? তারা উত্তরে বলে, শহীদগণের উপর। শহীদগণ প্রত্যহ দু'বার করে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করেন এতে করে তাদের দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ এবং পরিত্যাগের চিন্তা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়।

শাহাদাতের মৃত্যু গরমে পানি পানের ন্যায়

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ : اِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَنَزَلَ الصَّبْرُ، كَانَ الْقَتْلُ اَهْوَنُ عَلَى الشَّهِيْدِ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ فِي الْيَوْمِ الصَّائِفِ،

شفاء الصدور، مشارع الاشواق 752-1166

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় আসমান থেকে সাকীনা নাযীল হতে থাকেন তখন মুজাহিদগণের শাহাদাত নসীব হওয়া প্রচন্ড গরমের দিন ঠান্ডাপানি পান করার চেয়েও অধীক সহজ।

মাজমুয়ায়ে লাতায়েফ নামক গ্রন্থে শায়েখ আবূ শিহাবুদ্দীন সহরওয়ারী (রহ.) উল্লেখ করেন যে, একব্যাক্তি সর্বদা এ দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আমার জান অতীদ্রুত কবুল করবেন এবং আমাকে মৃত্যুর কষ্ট থেকে সম্পূর্ণ হিফাযত করুন। একদা ঐ ব্যাক্তি ভ্রমণে বের হল এবং একটি বাগানে ঘুমিয়ে পড়লেন ইত্যবসরে কাফিরদের একটি দল সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং ঘুমন্ত ব্যাক্তির শরীর থেকে মাথা ছিন্ন করে দিল। ঐ ব্যাক্তির নিকটস্থ একজন স্বপ্নে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন আমি বাগানে ঘুমিয়ে ছিলাম চুক্ষ খুলে দেখি জান্নাতে অবস্থান করছি।

ফিরিশতাদের সালাম

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَدْعُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَّةَ، فَتَأْتِي بِزُخْرُفِهَا وَرِيِّهَا فَيَقُوْلُ : أَيْنَ عِبَادِيَ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، وَقُتِلُوا فِي سَبِيلِي، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِي، ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَلَا عَذَابٍ فَتَأْتِي الْمَلَائِكَةُ فَيَقُوْلُونَ : رَبَّنَا نَحْنُ نُسَبِّحُ لَكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَنُقَدِّسُ لَكَ مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ آثَرْتَهُمْ عَلَيْنَا؟ فَيَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِي، وَأُوذُوا

فِي سَبِيلِي ، فَتَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ،

المستدرك علي الصحيحين للحاكم كتاب الجهاد 2-71, بخارى كتاب المغازى باب غزوة الرجيع، مسلم كتاب الامارة باب ثبوت الجنة للشهيد، مشارع الاشواق 1169-755

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি শ্রবণ করেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিবসে জান্নাতকে আহ্বান করবেন জান্নাত অত্যন্ত সুন্দর-সুসজ্জিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করবেন কোথায় আমার ঐ সকল বান্দা! যারা আমার রাহে শহীদ হয়েছে? বা যুদ্ধের ময়দানে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এবং জিহাদ করেছে আমার রাহে তারা সকলেই জান্নাতে প্রবেশ কর। অতঃপর তারা কোনপ্রকার হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। ফিরিশতাগণ এ অবস্থা দেখে আল্লাহ তা'আলার নিকট এসে সিজদায় লুটে পড়বেন এবং আরজ করবেন, হে আমাদের পতিপালক! আমরা দিবা-রাত্রি আপনার প্রশংসায় নিমজ্জিত থাকি। অথচ এরা কারা যাদেরকে আপনি আমাদের উপরও প্রাধান্য দিয়েছেন?

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তারা আমার ঐ সকল লোক যারা আমার রাহে শহীদ হয়েছে। তারা আমার পথে অমানবীক নির্যাতন সহ্য করেছে। একথা শুনে ফিরিশতাগণ জান্নাতের সকল দরওয়াজা থেকে তাঁদের নিকট বেরিয়ে আসবে এবং বলবে, তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার শান্তি বর্ষিত হোক এ কারণে যে, তোমরা অবর্নীয় ধৈর্যধারণ করেছ।[৭২]

মুত্তালিব ইবনে হানাতিব (রহ.) বর্ণনা করেন, শহীদগণের জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা তৈরী হবে তার ডান-বামের প্রস্থতা যাই হবে তার উপরীভাগ মোতি-ইয়াকূত দ্বারা নির্মাণ করা হবে। তার ভিতর মিশক

৭২. মুসনাদে আহমদ

ও কাফুর ভরপূর হবে। ফিরিশ্তাগণ শহীদদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হাদীয়া নিয়ে আগমণ করবে। প্রথমোক্ত ফিরিশ্তা তার থেকে বের হওয়ার পূর্বেই অন্য দরওয়াজা দিয়ে অপর এক ফিরিশ্তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হাদীয়া নিয়ে আসবে।[৭৩]

শহীদগণের উপর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ . فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ. فَقَالُوا اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا قَالَ وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ حَتَّى أَنْفَذَهُ. فَقَالَ حَرَامٌ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا وَإِنَّهُمْ قَالُوا اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا

بخارى كتاب المغازى باب غزوة الرجيع، مسلم كتاب لامارة باب ثبوت الجنة للشهيد، مشارع الاشواق 757-1169

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, একদা কিছুসংখ্যক লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে

৭৩. কিতাবুল জিহাদ ইবনে মুবারক

বলল। আমাদের সাথে এমনকিছু লোক প্রেরণ করুন যারা আমাদেরকে ভালভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র তালীম দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে সত্তুর জন ক্বারী সাহেবকে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের মধ্যে আমার আনাস ইবনে মালেক (রা.) মামু হযরত হারাম (রা.) ও ছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারাতে এসকল লোক অধীকপরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রাত্রকালীন সময় তারা কুরআন শিখা-শিখানোর কাজে ব্যাস্ত থাকতেন সকাল বেলা মসজিদে নববীতে মুসল্লিদের পানি বহন করতেন এবং তারপর জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে তা বিক্রি করে আসহাবে সোফ্‌ফা ও অন্যসব দরিদ্র সাহাবীদের খাদ্য ক্রয় করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে প্রেরণ করলেন। পথিমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তাদের উপর হামলা করে বসল এবং সাহাবীদের নির্ধারিত স্থানে পৌঁছার পূর্বেই শাহাদাতের সুধা পান করে নেন। তার শাহাদাতের পর আরজ করলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ সংবাদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন। এ সংবাদটুকুও পৌঁছিয়ে দিন যে, মহান প্রতিপালকের সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়েছে আমরা তাঁর উপর সন্তুষ্ট এবং তিনিও আমাদের উপর সন্তুষ্ট। বর্ণনাকারী উল্লেখ করেন, কাফিরদের মধ্য হতে এক ব্যাক্তি হযরত হারাম (রা.)-এর নিকট আসল এবং বর্ষার আঘাতে তাঁর শরীর ছিদ্র করে দিল। ঐ অবস্থায় হযরত হারাম (রা.) বললেন, কা'বার রবের স্বপথ! আমি সফল কাম হয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামদের লক্ষ্য করে বললেন। তোমাদের ভাইদেরকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। তারা বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নবী পর্যন্ত এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দিন, আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাত আমাদের লাভ হয়েছে আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর সন্তুষ্ট এবং তিনিও আমাদের উপর সন্তুষ্ট।[৭৪]

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : لَمَّا قُتِلَ الَّذِينَ بِبِئْرِ مَعُونَةَ وَأُسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ مَنْ هَذَا فَأَشَارَ إِلَى قَتِيلٍ فَقَالَ لَهُ

৭৪. বুখারী-মুসলিম শরীফ

عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ هَذَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ثُمَّ وُضِعَ

بخاری کتاب المغازی باب غزوة الرجیع، مشارع الاشواق 758-1171

হযরত ওরয়াহ ইবনে যোবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, বীরেমা'উনার দিন সত্তরজন ক্বারী শাহাদাত লাভ করলেন এবং হযরত ওমর ইবনে ওমাইয়া (রা.) গ্রেফতার হলেন, তখন কাফিরদের সর্দার আমর ইবনে তোফায়েল তাঁকে একজন শহীদের প্রতি লক্ষ করে জিজ্ঞাস করল এ ব্যাক্তি কে? সাহাবী উত্তর দিলেন হযরত আমর ইবনে ফাহরাহ (রা.)! সে বলল, আমি তাকে শাহাদাতের সাথে সাথে দেখেছি যে, তাকে আকাশের দিকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এমনকি আমি তাকে আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে দেখেছি। অতঃপর তাকে যমীনে রেখে দেয়া হল।[৭৫]

শাহাদাত অন্য আমলের সম্পৃক্ত নয়

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أُقَاتِلُ وَأُسْلِمُ قَالَ أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيرًا

بخاری کتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال، مسلم کتاب الامارة باب ثبوت الجنة للششید، مشارع الاشواق 759-1175

হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এক ব্যাক্তি মজবুত লোহার টুপি পরিহিত অবস্থায় আসল এবং সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

৭৫. বুখারী শরীফ

ওয়াসাল্লাম! আমি কি যুদ্ধ করবো না ইসলাম গ্রহণ করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে পরে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়। সে ব্যাক্তি ইসলাম গ্রহণ করল এবং পরে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে। রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে বললেন, লোকটি আমল একেবারেই সামান্য করেছে কিন্তু বিনিময় অধিক লাভ করেছে।[৭৬]

عن سعيد بن منصور عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ وَهُوَ يُقَاتِلُ : أَهُوَ خَيْرٌ لِي أَنْ أُسْلِمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَهُوَ خَيْرٌ لِي أَنْ أُقَاتِلَ حَتَّى أُقْتَلَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَإِنْ لَمْ أُصَلِّ صَلاَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَحَمَلَ ، فَقَاتَلَ ، وَقُتِلَ ، ثُمَّ اعْتَوَنُوا عَلَيْهِ فَقُتِلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَمِلَ قَلِيلاً ، وَأُجِرَ كَثِيرًا

سنن سعيد بن منصور(الفرائض 227)2-214 كتاب الجهاد باب ماجاء فى فضل الشهادة، مشارع الاشواق 759-1176

সাঈদ ইবনে মানসুরে বর্নীত আছে যে, কোন একব্যাক্তি রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, আমার জন্য কি উত্তম হবে যে আমি ইসলাম গ্রহণ করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ!

অতঃপর পড়ে নিল–

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ

অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন আমার জন্য কি উত্তম হবে যে, আমি যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে শাহাদাতের সুধা পান করে নিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ! আগন্তক বললেন যদিও আমি আলাহ তা'আলার জন্য এক ওয়াক্ত নামায পড়িনি তথাপি? রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু

৭৬. বুখারী শরীফ

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ! অতঃপর উক্ত ব্যাক্তি জিহাদ করে শহীদ হয়ে গেলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন লোকটি সামান্য আমল করেছে কিন্তু তার বিনিময় অনেক বেশী।[৭৭]

কাতেল-মাকতুল উভয় জান্নাতী

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ غُزَاةٍ، فَبَارَزَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَتَلَهُ الْمُشْرِكُ ثُمَّ بَرَزَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَتَلَهُ الْمُشْرِكُ، ثُمَّ جَاءَ فَوَقَفَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : عَلٰى مَاتُقَاتِلُوْنَ، فَقَالَ : دِيْنُنَا اَنْ نُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَاَنْ نَفِىَ لِلّٰهِ بِحَقِّهِ قَالَ : وَاللهِ اَنَّ هَذَا لَحَسَنٌ: اٰمَنْتُ بِهٰذا، ثُمَّ تَحَوَّلَ اِلَى الْمُسْلِمِيْنَ، فَحَمَلَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَحَمَلَ فَوَضَعَ مَعَ صَاحِبَيْهِ الَّذَيْنِ قَتَلَهُمَا قَبْلَ ذٰلِكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰؤُلاءِ اَشَدُّ اَهْلِ الْجَنَّةِ تَحَاباً،

مجمع الزوائد كتاب الجهاد باب ماجاءفى الشهاة وفضلها، مشارع الاشواق 1177-760

হযরত আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণীত যে, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। যুদ্ধের ময়দানে মুশরিকদের পক্ষ হতে একজন বাহাদুর প্রতিপক্ষকে আহ্বান জানাল একজন মুসলমান তার মোকাবিলার জন্য বের হলেন মুশরিক তাকে শহীদ করে দিল। অতঃপর অপর আরেকজন মুসলমান অগ্রসর হলেন এবং তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। অবশেষে ঐ মুশরিক রাসূলুল্লাহ

৭৭. সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কি বিষয়ের উপর যুদ্ধ করেন? রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমাদের ধর্ম হল আমরা লোকদের সাথে ঐপর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব যতক্ষণ না তারা স্বক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং আমরা আল্লাহ তা'আলার হক্বকে পূর্ণ করছি। লোকটি বলল, হ্যাঁ! এতো অত্যন্ত উত্তম কথা! আমিও একথার উপর ঈমান আনছি অতঃপর মুসলমানদের পক্ষ হয়ে মুশরিকদের উপর প্রচন্ড আঘাত হানলেন। যুদ্ধের একপর্যায়ে শাহাদাতের অমীয় সূধা পান করে নিলেন। শাহাদাতের পর তাকে উঠিয়ে ঐ শহীদদ্বয়ের মাঝে রাখা হল যাদেরকে ইতিপূর্বে তিনি শহীদ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন এই তিনজনই জান্নাতে সর্বাধিক পরস্পর মুহাব্বাতকারী হবে।

দুনিয়াতে হুরের স্বাক্ষাত

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَخَرَجَتْ سَرِيَّةٌ ، فَأَخَذُوا إِنْسَانًا مَعَهُ غَنَمٌ يَرْعَاهَا ، فَجَاؤُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُكَلِّمَ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي قَدْ آمَنْتُ بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَكَيْفَ بِالْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَهِيَ لِلنَّاسِ الشَّاةُ وَالشَّاتَانِ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : احْصِبْ وُجُوهَهَا تَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءَ أَوْ تُرَابٍ ، فَرَمَى بِهَا وُجُوهَهَا ، فَخَرَجَتْ تَشْتَدُّ حَتَّى دَخَلَتْ كُلُّ شَاةٍ إِلَى أَهْلِهَا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى الصَّفِّ ، فَأَصَابَهُ بِهِ سَهْمٌ ، فَقَتَلَهُ ، وَلَمْ يُصَلِّ لِلَّهِ سَجْدَةً قَطُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدْخِلُوهُ

الْخِبَاءَ فَأُدْخِلَ خِبَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ : لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ صَاحِبِكُمْ ، لَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَزَوْجَتَيْنِ لَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ

مستدرك كتاب الفى، مشارع الاشواق 762-1179

হযরত যাবের (রা.) কর্তক বর্ণীত তিনি বলেন, আমরা খাইবরের যুদ্ধে রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অবস্থান করছিলাম, মুসলমানদের একটি ছোট গ্রুপ কোন একদিকে গিয়েছিল। তারা প্রত্যাবর্তণকালে তাদের সাথে এক বকরির রাখাল তাদের সাথে চলে আসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ রাখালের সামনে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করলেন। রাখাল বলল, আমি আপনার উপর ও আপনার দ্বীনের উপর ঈমান আনয়ন করলাম। তবে এ বকরীগুলো কি করবো? কারণ বকরিগুলো আমার নিকট আমানত তাও এক মালিকের নয়। দু'একটি করে বিভিন্ন মালিকের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এ বকরীগুলোর চেহারায় পাথর নিক্ষেপ কর তবে সে নিজেই তার মালিকের নিকট চলে যাবে। তাই করা হলো, তিনি একমুষ্ঠি কংকর যুক্ত মাটি নিয়ে বকরিগুলোর চেহারার মাঝে নিক্ষেপ করালেন। এতে করে বকরীগুলো দৌড়িয়ে নিজ মালিকের বাড়ী চলে যায়। অতঃপর রাখাল যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করলেন এবং অত্যন্ত বীর-বিক্রমের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন। তার অবস্থা ছিল যে, সে আলাহ তা'আলার সামনে একটি সিজদাও করেনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের আদেশ করলেন যে, তাকে আমার তাঁবুতে নিয়ে আস। তাই করা হল। তাকে রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবুতে প্রবেশ করলেন এবং সাথে সাথে বের হয়ে ইরশাদ করলেন, তোমাদের সাথীর ইসলাম অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হয়েছে। আমি যখন তার নিকট গেলাম তখন তার নিকট তার দু'বিবি হুরাঈন তার নিকট ছিল।[৭৮]

---

৭৮. মুসতাদরাক

সৌভাগ্যবান এ সাহাবীর নাম ইয়াসার। বিখ্যাত ইয়াহুদী আমরের গোলাম।

শহীদ ও নবীগণের মাঝে দরজায়ে নবুওয়াত পার্থক্য

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشُّهَدَاءُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مُحْتَسِبًا فِي سَبِيلِ اللهِ يُرِيدُ أَنْ لَا يُقْتَلَ، وَلَا يَقْتِلَ، وَلَا يُقَاتِلَ، يُكَثِّرُ سَوَادَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا، وَأُجِيرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأُومِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَزُوِّجَ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، وَحُلَّتْ عَلَيْهِ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، وَوُضِعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَالْخُلْدِ. وَالثَّانِي رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مُحْتَسِبًا يُرِيدُ أَنْ يَقْتِلَ، وَلَا يُقْتَلَ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ كَانَتْ رُكْبَتُهُ مَعَ رُكْبَةِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مليكٍ مُقْتَدِرٍ. وَالثَّالِثُ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مُحْتَسِبًا يُرِيدُ أَنْ يَقْتِلَ وَيُقْتَلَ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَاهِرًا سَيْفَهُ، وَاضِعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ، وَالنَّاسُ جَاثُونَ عَلَى الرُّكَبِ يَقُولُونَ: أَلَا أَفْسِحُوا لَنَا مَرَّتَيْنِ فَإِنَّا قَدْ بَذَلْنَا دِمَائَنَا وَأَمْوَالَنَا لِلَّهِ عزوجل،

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ قَالَ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ أَوْ لِنَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَزَحَلَ لَهُمْ عَنِ الطَّرِيقِ لِمَا يَرَى مِنْ وَاجِبِ حَقِّهِمْ، حَتَّى يَأْتُونَ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا، يَنْظُرُونَ كَيْفَ يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، لَا يَجِدُونَ غَمَّ الْمَوْتِ، وَلَا يُقِيمُونَ فِي الْبَرْزَخِ، وَلَا يُفْزِعُهُمُ الصَّيْحَةُ، وَلَا يُهِمُّهُمُ

الْحِسَابُ، وَلَا الْمِيزَانُ، وَلَا الصِّرَاطُ، يَنْظُرُونَ كَيْفَ يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، وَلَا يَسْأَلُونَ شَيْئًا إِلَّا أُعْطُوهُ، وَلَا يَشْفَعُوا فِي شَيْءٍ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ، وَيُعْطَوْنَ فِي الْجَنَّةِ مَا أَحَبُّوا وَيَتَبَوَّءُونَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ أَحَبُّوا،

بيهقى كتاب الايمان، مشارع الاشواق 764–1192

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) কর্তৃক বর্ণীত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-শহীদ তিন প্রকার।

১. ঐ ব্যাক্তি যে নিজের জান-মাল নিয়ে জিহাদের ময়দানে এসেছে তবে তার জিহাদ করার ইচ্ছা নেই শাহাদাতেরও কোন তামান্না নেই। শুধুমাত্র মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এসেছে। সে যদি জিহাদের কারণে যুদ্ধের ময়দানে ইন্তেকাল করে বা শহীদ করে দেয়া হয় তবে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে কবরের আজাব থেকে মুক্তি প্রদান করা হবে। কিামতেরদিন বিপদ ও ভীতিকর অবস্থা থেকে রক্ষা করা হবে। হুরাঈনের সাথে বিবাহ দিয়ে দেয়া হবে এবং সম্মান ও মর্যাদার পোষাক পরানো হবে। তার মাথায় সর্বদার জন্য মর্যাদার তাজ পরানো হবে।

২. ঐ ব্যাক্তি যে নিজের জান-মাল নিয়ে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হয় বিনীময় লাভের আশায়। অর্থাৎ সে দুশমনকে হত্যা করবে কিন্তু দুশমনরা তাকে শহীদ করুক তা কাম্যনয়। এ ব্যাক্তি যদি জিহাদের ময়দানে ইন্তিকাল করে বা শহীদ করে দেয়া হয় তবে তার ঘটনা আল্লাহ তা'আলার সামনে হযরত ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হবে।

فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرٍ

পবিত্রস্থানে সমস্ত প্রকার সামর্থবান বাদশাহগণের বাসস্থান হবে।[৭৯]

৩. ঐ ব্যাক্তি যে নিজের জান-মাল নিয়ে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হয় বিনিময়ে সে চায় যে, সে দুশমনকে হত্যা করবে এবং যুদ্ধরত অবস্থায় নিজেও শহীদ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় যদি সে যুদ্ধের ময়দানে ইন্তেকাল করে বা শহীদ হয়, তবে কিয়ামতের দিন উম্মক্ত তলোয়ার গর্দানে ঝুলন্ত

---

৭৯. সূরা ক্বমার-৫৫

অবস্থায় আসবে। অথচ অন্যসমস্ত মানুষ তখন হাঁটুর উপর হুমড়ী খেয়ে পড়ে থাকবে। শহীদ বলবে আমার জন্য রাস্তা ছেড়ে দাও আমি ঐ ব্যাক্তি যে নিজের রক্ত ও ধন-সম্পদ আল্লাহ তা'আলার জন্য বিষর্যণ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করে ঐ স্বত্তার শপথ! যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। যদি শহীদের এ ঘোষণা হযরত ইব্রাহীম (আ.) অথবা অন্য কোন নবীগণের সামনে করা হয় তবে তাদের অবস্থানও জরুরী মনে করবে যে, শহীদদের জন্য রাস্তা ছেড়ে দেবে। এমনকি শহীদ আল্লাহ তা'আলার আরশের নিচে নূরের তৈরী মিম্বরে এসে বসবে। এবং প্রত্যক্ষ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মাঝে কিভাবে ফায়সালা করেন। তাদেরজন্য মৃত্যুর কোন কষ্ট নেই। কবরজগতের কোন সংকীর্ণতা নেই। সিংগার ফুঁৎকার তাদের ভীত করবে না, হিসাব-নিকাশ, মিজান, পুলসিরাতের কোন চিন্তা হবে না। সে শুধু দেখবে মানুষের মাঝে কিভাবে বিচারকার্যসম্পাদন করা হয়। শহীদ যাকিছু চাইবে তাই পাবে এবং যে বিষয়ে সুপারিশ করবে তা গ্রহণ করা হবে এবং সে জান্নাতে যা পছন্দ করবে তাই পাবে এবং যেথায় অবস্থান করতে চাবে সেথায় অবস্থান করতে পারবে।[৮০]

হুরাঈনের সাথে বিবাহ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ تُكَفَّرُ بِهَا ذُنُوبُهُ، وَالثَّانِيَةُ يُكْسَى حُلَلَ الإِيمَانِ، وَالثَّالِثَةُ يُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ

مجمع الزوائد كتاب الجهاد باب ماجاء فى الشهادة وفضلها، مشارع الاشواق 1184-767

হযরত আবূ উমামা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। ১. শহীদের প্রথম রক্তের ফোঁটা তার

৮০. বাইহাকী, তারগীব ও তারহীব

সমস্তগুনাহের কাফ্ফারা। ২. ৩. হুরাঈনের সাথে তার বিবাহের ব্যাবস্থা করা হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى الشَّهِيْدُ بِجَسَدٍ مِنَ الْجَنَّةِ كَأَحْسَنِ جَسَدٍ يُؤْمَرُ بِرُوْحِهِ فَتَدْخُلُ فِيْهِ، فَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى جَسَدِهِ وَكَيْفَ يُعْبَثُ بِهِ وَمَا يُصْنَعُ بِهِ وَمَنْ يَتَحَزَّنُ لَهُ وَمَنْ لَا يَتَحَزَّنُ، وَيَتَكَلَّمُ فَيَرَى أَنَّهُمْ يَسْمَعُوْنَهُ، وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فَيَرَى أَنَّهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ ثُمَّ تَأْتِيْهِ أَزْوَاجُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ فَيَذْهَبْنَ بِهِ–

التفسير الظهري في تفسير سورة البقرة 1-152

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণীত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন শহীদগণের জন্য জান্নাত থেকে বহু সুন্দর দেহ নিয়ে যাওয়া হবে এবং তার রূহকে সে দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে, শহীদ এ দেহে প্রবেশ করে তাদের পুরাতন দেহকে দেখতে থাকবে যে, তার সে দেহের সাথে ভাল আচরণ করা হচ্ছে না মন্দ। কে তার উপর পেরেশান হচ্ছে আর কে হচ্ছে না। সেকথা বলে সমস্ত কিছু অনুধাবন করে লোকেরা যা বলে সমস্ত কিছু শ্রবণ করে। সমস্ত কিছু দেখতে পারেন। অতঃপর তার বিবি হুরাঈন এসে যায় এবং শহীদকে নিজের সাথে নিয়ে যায়।[৮১]

এ ধরণের বহু হাদীস বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। এ কিতাবে ও বহু অতিবাহিত হয়েছে– তাই এ বিষয়টিকে এখানেই সমাপ্ত করতে চাচ্ছি। তবে হ্যাঁ! একথা জানা প্রয়োজন যে, হুরাঈন কোন কোন সময় আহত ব্যাক্তির বেহুঁশী অবস্থায় তার দৃষ্টিতে চলে আসে যাতে আহতের জন্য তা সুসংবাদ হয়ে যায়। সে শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত হয়। এ জাতীয় কয়েকটি সত্য ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করছি।

৮১. শিফাউস সুদূর

বেহুঁশী অবস্থায় হুরাঈন

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (রহ.) কিতাবুল জিহাদ গ্রন্থের শেষে আবু ইদ্রিস নামী এক বুযূর্গের হাওলা দিয়ে বলেন যে, আবু ইদ্রীস (রহ.) বলেন, একবার কোন এক যুদ্ধে আমার সাথে মদীনার দু'জন মুজাহিদ শরীক হলেন। তাদের মাঝে একজনের নাম যিয়াদ। যিয়াদ নামী সে যুবক এক মুহাসারা 'শত্রুর বেষ্টনি পড়ে মিনজানীকের একটি আঘাত তার পায়ে লাগে তাতে সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল সে বেহুঁশী অবস্থায় কখনো হাঁসে আবার কাঁদে। জ্ঞান ফিরে আসার পর আমরা তাকে হাঁসা ও কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে জান্নাতের পূর্ণ বিবরণ এবং হুরাঈনের অবস্থা বর্ণনা করে বলল, আমি এ সমস্ত কিছু দেখেছি। এ কারণেই আমি হেঁসেছি। আর যখন আমি হুরাঈনের নিকট যাওয়ার চেষ্টা করেছি তখনই সে বলল, জোহর পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তার উপর আমি কান্না করেছি। আবু ইদ্রীস (রহ.) বলেন, সে আহতাবস্থায় আমাদের সাথে কথোপকথোন করছিল এমতাবস্থায় জোহরের আযান হয়ে গেল এবং সাথে সাথে তাঁর রূহ চলে গেল।[৮২]

আঙ্গুর বাগানে হুরাঈন

হযরত ইয়াযিদ ইবনে মা'আবীয়া (রহ.) বর্ণনা করেন, যে আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ আমাকে বলেছেন তিনি বলেন, কোন এক জিহাদী সফরে আমরা একটি আঙ্গুর বাগানের নিকট দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিলাম। বাগানের নিকট পৌঁছে আমাদের মধ্য হতে এ যুবককে একটি কাপড়ের ব্যাগ দিয়ে প্রেরণ করলাম যাও তা ভরে আঙ্গুর নিয়ে আস। যুবক বাগানে প্রবেশ করতেই দেখে স্বর্ণের পালংঙ্গে বসা এক অবিশ্বাষ্য সুন্দরী রমনী। যুবক কোন বেগানা নারী মনে করে নিজের চক্ষুকে নীচু করে নিল এবং অন্যদিকে চেহারা ফিরিয়ে নিল। কিন্ত তা কোন কাজ হল না। যুবক দেখল ঐদিকে ঠিক পূর্বের ন্যায় রমনী। যুবক আবারও নজরকে নীচু করে ফেলল, এবার রমনীটি বললো তোমার জন্য আমাকে দেখা হালাল। তোমার সামনে তুমি তোমার হুরাঈন স্ত্রীকে দেখছ। আজ তুমি আমার

৮২. কিতাবুল জিহাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক

নিকট আসবে। যুবক আঙ্গুর ব্যতীতই সাথীদের নিকট চলে আসল। আমরা জিজ্ঞাস করলাম কি ব্যাপার? তুমি ভয় পেয়েছ? আমরা তার চেহারায় সৌন্দর্যতা ও নূরানী অবস্থা পূর্বের চেয়ে অধীক দেখতে লাগলাম। আমরা তাকে ভাল করে জিজ্ঞাসা করলাম অঙ্গুর না নিয়ে আসার কারণ কিন্তু সে একেবারেই নিরব কিছুই বলছে না। তাতে আমাদের অন্তরে তা জানার কৌতুহল বেড়ে গেল আমরা তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। অবশেষে সে বাধ্য হয়ে উপরোক্ত ঘটনা বিস্তারিত জানাল। কিছুক্ষণ পরই যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। যুবক অতি দ্রুত দুশমনের প্রতি হামলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। আমরা পৃথক একজন লোক নির্ধারণ করলাম তার সাওয়ারীকে বাধা প্রদানের জন্য। যাতে আমরাও প্রস্তুত হয়ে একত্রে তৈরী হতে পারি। অতঃপর আমরা সকলে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে দুশমনের দিকে অগ্রসর হলাম। লক্ষ করলাম ঐ যুবক আমাদের মাঝে সর্বাগ্রে এবং ঐদিন সর্বপ্রথম শহীদ ঐ যুবক।[৮৩]

তন্দ্রা অবস্থায় হুরাঈনের সাক্ষাৎ

শাইখ আব্দুল ওয়াহীদ ইবনে যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, কোন এক যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে আমি সকলকে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করার আদেশ প্রদান করলাম। তিলাওয়াত অবস্থায় আমাদের মধ্য হতে একজন إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (অর্থাৎ আলাহ তা'আলা মু'মিনের জান-মালকে জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন) আয়াতটি তিলাওয়াত করল।

এ আয়াত শুনে পনর বছরের এ যুবক যার পিতা তার জন্য অত্যধীক ধন-সম্পদ রেখে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। আমাকে বলল, হে শায়েখ আব্দুল ওয়াহীদ! আলাহ্ তা'আলা কি সত্যিই ঈমানদারদের থেকে তার জান-মাল জান্নাতের বিনিময় ক্রয় করে নিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ! যুবকটি বলল আমি আপনাকে স্বাক্ষী রেখে বলছি আমি আমার জান ও মাল আল্লাহ তা'আলার নিকট বিক্রি করে দিয়েছি। আমি বললাম, হে যুবক তলোয়ার চালানো যুদ্ধ করা অত সহজ কাজ নয়। এমন যেন না হয়

৮৩. কিতাবুল জিহাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক

তার থেকে পালায়ন করতে হয়। যুবকটি বলল, আমি আলাহ্‌ তা'আলার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে ফেলেছি এখন বিক্রিত জান নিয়ে পিছে ফিরে আসা কি করে সম্ভব! ঐ যুবক ঘাড়া, যুদ্ধসামগ্রী ও খরচের জন্য সামান্য অর্থ রেখে সমস্ত কিছু আল্লাহ তা'আলার রাহে দান করে দিল। আমি তাকে এত মূল্যবান ব্যাবসার জন্য মুবারকবাদ জানালাম। কিছু দিন পর সে আমাদের সাথে রওয়ানা হল। দিনের বেলা সে রোযা রাখত এবং রাত্র অতিবাহিত করত তাহজ্জুদে সে আমাদের ও আমাদের ঘোড়াগুলোর খেদমত করত এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে আমাদের পাহারাদারী করত।

যখন আমরা রোম পৌঁছে গেলাম, তখন সে একদিন অত্যন্ত পেরেশান অবস্থায় পাগলের ন্যায় চিৎকার করতে আরম্ভ করল। হে আমার হুরাঈন! হে আমার হুরাঈন! সাথীরা বলতে লাগল, হয়ত তার মাথায় কোন প্রকার সমস্যা হয়েছে। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাস করলাম হে যুবক! কোথায় তোমার হুরাঈন? সে বলল আমি আজ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলাম। এমতাবস্থায় কে জেন আমার নিকট এসে আমাকে একটি বাগানে নিয়ে গেল। যে বাগানের স্বচ্ছ পানি সাদাদুধ ও শরাবের নহর প্রবাহিত রয়েছে। তার এক পার্শ্বে অত্যন্ত সুন্দরী কয়েকজন রমণী বসে আছে। আমি তাদের প্রত্যেককেই হুরাঈন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল, সে সামনে আছে। আমরা তো তার খাদেমা। অতঃপর আমি মধুর একটি নহরের নিকট গেলাম সেখানে মূর্তি নির্মিত একটি প্রসাদ রয়েছে। তার ভিতরে হুরাঈনের সাথে আমার স্বাক্ষাত হয়েছে তার সাথে কথোপকথন হয়েছে। কথাবার্তা বলার পর যখন আমি তার সাথে আলীঙ্গন করতে চাইলাম তখন সে বলল, এখন ও সময় হয়নি আজ আমার সাথে ইফতার করবে। অতঃপর আমার তন্দ্রাভাব দূর হয়ে গেল। এখন আমার সন্ধা পর্যন্ত সময় ধৈর্যধারণ সম্ভব হচ্ছে না। শাইখ আব্দুল ওয়াহী (রহ.) বলেন, এখনো আমাদের কথোপকথন চলছিল এরই মাঝে দুশমনের একটি দল আমাদের নিকট চলে আসল। আমাদের মধ্য হতে ঐ যুবক সর্বগ্রে দুশমনের উপর হামলা করে দিল। নয়জন দুশমনকে হত্যা করে অবশেষে নিজেও শাহাদাতের সুধা পান করে নিল। সর্বশেষ আমি তাকে রক্তমাখা অবস্থায় হাস্য-উজ্জ্বল চেহারাকে দেখেছি এবং তার ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে এ উত্তম বিদায়কে প্রত্যক্ষ করেছি।

রণাঙ্গনে সাইয়্যেদুল মুরসালীন সা.

মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ

মাকতাবাতুল কুরআন
নিখুঁত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

রণাঙ্গনে সাইয়্যেদুল মুরসালীন সা.

বিশ্ব মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহাদুর, যুদ্ধের ময়দানে লড়াকু সেনাপতি আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ও তপ্ত রণাঙ্গনে সাহসিকাতার সাথে অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দিতেন। যেসমস্ত ভয়ংকর স্থানে বড় বড় বাহদুর পর্যন্ত ময়দান ছেড়ে পলায়ন করতো ঐসমস্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দিতেন। এ ধরা পৃষ্ঠে যত বড় বীর-বাহাদুর, জেনারেল, কমান্ডার আগমন করেছে তারা কোন কোন অবস্থায় ভীত-সন্ত্রস্ত বা পরাজিত হয়েছে কিন্তু নবীউস সাইফ, নবীউল মালাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনচরীতে এদরনের কোন অবস্থা কল্পনাই করা যায় না।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতীর মাঝে সবচেয়ে অধিক সুন্দর, উদার ও সর্বাধিক বীর-বাহাদুর ছিলেন। ভয়ংকর এক রজনীর ঘটনা, মদীনা মুনাওয়ারার উপকণ্ঠে একটি বিকট আওয়াজ শুনে মদীনাবাসী কম্পিত। সকলে সম্মিলিতভাবে ঘটনাস্থলে অগ্রসর হতেই দেখতে পান, আকায়ে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী হযরত আবূ ত্বালহা (রা.)-এর লাগামহীন ঘোড়ায় চড়ে বীরত্বের সাথে ঘটনাস্থলে পরিদর্শণ করে প্রত্যাবর্তন করছেন এবং ঘোষণা দিচ্ছেন " হে লোক সকল ! ভয়ের কোন কারণ নেই, ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি ঘটনা পরিদর্শণ করে এসেছি।" [১]

বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সা.

২৬ শে জুলাই ৬২৩ খ্রীস্টাব্দ মোতাবেক দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমযান, শুক্রবার বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কুরাইশরা অতিশয় শান-শওকতের সাথে পশ্চাৎদিক থেকে আত্মপ্রকাশ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দাম্ভিকতা ও জৌলুশ অবলোকন করে অতিশয় বিনয়াবনত মুখ করে বললেন- "সংখ্যাধিক্যের উপর বিজয় নির্ভরশীল

১. বুখারী ও মুসলিম শরীফ

নয়। অধিকতর শান-শওকত ও সমরাস্ত্রের উপর নয়। বিজয়ের জন্য যে জিনিসের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হচ্ছে ধৈর্য এবং অবিচলতা।"

রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে স্বল্পসংখ্যক সমরাস্ত্রহীন সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন যুদ্ধের কাতারে। হযরত ইবনে ইসহাক (রা.) বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদদেরকে সুশৃঙ্খলভাবে কাতারবন্দী করেন। এ সময় তাঁর হাতে একটি তীর ছিল, যা দিয়ে তিনি মুজাহিদদের কাতার ঠিক করেছিলেন। যখন তিনি হযরত সাওদা ইবনে গাযীয়ার (রা.)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন সাওদা (রা.) তাঁর কাতার থেকে একটু সামনে দাঁড়ানো ছিলেন।

এ সময় রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীর দিয়ে তার পেটে খোঁচা দিয়ে বললেন, হে সাওদা তুমি কাতারে ঠিক হয়ে দাঁড়াও। তখন হযরত সাওদা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলালাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ আপনাকে সত্য ও ন্যায়সহ প্রেরণ করেছেন, অথচ আপনি আমাকে কষ্ট দিলেন? আপনি আমাকে এর প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দিন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পবিত্র পেটের কাপড় সরিয়ে নিয়ে তাঁকে প্রতিশোধ নিতে বললেন। তখন সাওদা (রা.) রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে ধরে তাঁর পেটে চুমু খেলেন। রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে সাওদা তুমি কেন এরূপ করলে? সাওদা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলালাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার সামনে এক ভয়াবহ অবস্থা বিরাজমান। ইসলামের জন্য সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এসেছি। তাই জীবনের এ শেষ মূহূর্তে আমার এরূপ আকাঙ্খা ছিল যে, আমার শরীর আপনার পবিত্র শরীরের স্পর্শে ধন্য হোক। একথা শুনে রাসূলালাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।

যুদ্ধের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সা.-এর দু'আ

আলাম্মা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসালাম যখন লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর সঙ্গী মাত্র ৩১৩ জন। তাও আবার অধিকাংশই নিরস্ত্র। অপরদিকে তাঁদের মোকাবিলায় রয়েছে এক হাজার সৈণ্যের সশস্ত্র বাহিনী, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে দু'আয় মশগুল হলেন। তিনি দু'আ করছিলেন আর সাহাবায়ে কিরাম তাঁর সাথে আমীন আমীন বলছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম দু'আয় বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছ তা রক্ষা কর। হে আল্লাহ! মুসলমানদের এ ক্ষুদ্র দলটি যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে, যায় তাহলে পৃথিবীতে তোমার ইবাদাত করারমত কেউ থাকবে না।

শত্রুদের প্রতি রাসূল সা.-এর ধূলি নিক্ষেপ

আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) হযরত জারীর তাবারী (রহ.) ও হযরত বায়হাকী (রহ.)-সহ প্রমূখ মনীষী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধের দিনে যখন মক্কার এক হাজার কুরাইশ সৈন্য টিলার পিছন দিক থেকে ময়দানে এসে উপস্থিত হয়, তখন মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্পতা এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা গর্বিত ও সদম্ভ ভঙ্গীতে উপস্থিত হয়। সেসময় রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম দু'আ করেন, হে আলাহ! আপনাকে মিথ্যাজ্ঞানকারী কুরাইশরা গর্ব ও দম্ভ নিয়ে এগিয়ে আসছে, আপনি বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন, তা যথাশ্রীঘ্র পূরণ করুন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতীর্ণ হয়ে নিবেদন করেন, ইয়া রাসূলালাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম! আপনি এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে শত্রু বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করুন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম তাই করলেন, ফলে আল্লাহ তা'আলা কুদরতের মাধ্যমে কংকরগুলোকে এত বিস্তৃতি করে দেন যে, প্রকৃতপক্ষে সৈন্যদের এমন একটি লোকও বাকি ছিল না যার চোখে অথবা মুখমণ্ডলে এ মাটি পৌঁছেনি। এর প্রতিক্রিয়ায় গোটা শত্রু বাহিনীর মাঝে এক ভীতির সঞ্চার হয়।

শত্রুদের প্রতি রাসূল সা.-এর হামলা

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, যুদ্ধের অবস্থা যখন অত্যন্ত ভয়াবহ হতো এবং উভয় পক্ষে তরবারীর ঝঞ্ঝায় ময়দান প্রকট আকার ধারণ করতো, তখন আমরা রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর পিছনে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতাম। আমাদের মধ্য হতে কেউই দুশমনের এতো নিকটে পৌঁছতে পারতো না যে পরিমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম দুশমনের নিকটে পৌঁছে যেতেন। তিনি আরো বলেন, বদরের দিন রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম সবচেয়ে বেশী যুদ্ধ করেন। বদরের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা তারাই যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর নিকটে থেকে যুদ্ধ করেছেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম দুশমনের এতই নিকটে ছিলেন যা সাধারণ মুজাহিদগণ কল্পনাই করতে পারে না।[২]

হযরত ওমর বিন হাসীন (রা.) বর্ণনা করেন, যখন যুদ্ধ শুরু হতো তখন মুসলমানদের মধ্য হতে রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম সর্বাগ্রে যুদ্ধ শুরু করতেন।

যুদ্ধ শেষে কাফিরদের লাশদের তিরস্কার

যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম কাফিরদের মৃতদেহের নিকট দাঁড়ায়ে তাদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক কণ্ঠে এ উক্তি পেশ করলেন ঃ

" তোমরা তোমাদের নবীর কেমন জঘন্যতম আত্মীয় ছিলে- তোমরা আমাকে মিথ্যা জ্ঞান করেছ আর অন্যেরা বিশ্বাস করেছে, তোমরা আমাকে অপদস্ত করেছ আর অন্যেরা সাহায্য করেছে; তোমরা আমাদেরকে আমাদের জন্মভূমি ও ঘর-বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছ আর অন্যেরা আশ্রয় দান করেছে।"

অতঃপর রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম কাফিরদের লাশসমূহ একটি গর্তে নিক্ষেপ করার নির্দেশ প্রদান করলেন। কারণ বদর এলাকার পাথর খণ্ড বেশী থাকার দরুন পৃথকভাবে লাশ পুঁতে রাখা সম্ভব

২. মুসলিম শরীফ

ছিল না। লাশগুলোকে যখন গর্তে নিক্ষেপ করা হল, তখন তিনি গর্তের পাদদেশে দাঁড়িয়ে লাশের উদ্দেশ্যে পূণরায় হৃদয় বিদারক কণ্ঠে বললেন ঃ

"হে উতবা ইবনে রাবী'আ ! হে শায়বা ইবনে রাবী'আ! হে অমুক! হে অমুক! তোমরা কি তোমাদের রবের কথা সত্য পেয়েছ? আমরা তো আমাদের প্রভুর ওয়াদা সত্য পেয়েছি।"

রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর এরূপ অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলালাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম আপনি কেন এ সমস্ত মরা লাশগুলোকে সম্বোধন করছেন? রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, আমি যা বলছি তা তোমরা তাদের চাইতে বেশী শুনছো না। কিন্তু তারা আমার কথার জবাব দিতে পারছে না। পরে রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর নির্দেশে সাহাবায়ে কিরাম লাশগুলোকে একটি কুপের মাঝে নিক্ষেপ করে তার উপর মাটি ও পাথর চাপা দিয়ে দিলেন।

উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সা.

প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর দেয়া সংবাদে ও সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রণসজ্জায় সজ্জিত হওয়ার জন্য হুজরা শরীফে প্রবেশ করলেন। হুজরা থেকে বের হওয়ার পর সাহাবীগণ রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর নিকট গিয়ে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম! আমরা দুঃখিত, আমাদের ক্ষমা করে দিন। আপনার নিকট যদি শহরেই অবস্থান করা অধিকতর সমীচীন মনে হয় তাহলে তাই করুন এবং যা করণীয় তাই করুন। আল্লাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন- একবার রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে এবং অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ ব্যতিরেকেই তা আবার খুলে ফেলা পয়গম্বরের জন্য শোভনীয় নয়। পয়গম্বরগণ যুদ্ধের ক্ষেত্রে কখনো দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারেন না। অতঃপর এক হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়লেন।

উহুদ প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীকে সুসজ্জিত করা

উহুদ প্রান্তরে পৌঁছে প্রধান সেনাপতি নবীউস্সাইফ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম সামরিক কায়দায় উহুদ পর্বতকে পশ্চাদে রেখে সৈন্যদেরকে পাহাড়ের নিকটবর্তী প্রান্তে মোতায়েন করলেন। তিনি হযরত মুস'আব বিন উমায়ের (রা.)-এর হাতে ইসলামের ঝাণ্ডাটি দিলেন। সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)- কে। হযরত হামযা (রা.)-কে দায়িত্ব দিলেন বর্মহীন সৈন্যদের পরিচালনা করতে। মুসলিম শিবিরের পিছনে বাম পার্শ্বে ছিল গিরিপথ। গিরিপথ দিয়ে শত্রুদের আক্রমণের আশংকা থাকায় রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম হযরত আব্দুলাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর নেতৃত্বে পঞ্চাশজন তীরন্দাজ সৈন্যের একটি দলকে সেখানে মোতায়েন করলেন।[৩]

আল্লামা ইবনে হিশাম (রহ.) বলেন, মুসলিম বাহিনী যাতে পরস্পরকে চিনতে পারে সেজন্য আল্লাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম তাদেরকে একটা প্রতীক ধ্বনি শিখিয়ে দিলেন। তা হল, আমিত আমিত। অর্থাৎ মরণ আঘাত হানো, মরণ আঘাত হানো। উহুদে রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম যেরূপ সামরিক কায়দায় সৈন্যদের সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ করেন, তাতে স্পষ্টতই প্রমাণীত হয় যে, তিনি আলাহর রাসূল হওয়ার সাথে সাথে নিপুণ সেনাধক্ষ, দূরদর্শী ও সমরকুশলী ছিলেন। তিনি যেভাবে সৈন্যদের ব্যূহ রচনা করেছিলেন, তখনকার জগৎ সে সম্পর্কে মোটেই জ্ঞাত ছিল না। বর্তমান যুগে সমর বিদ্যা একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। এ যুগের সমরকুশলীরাও রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম প্রদর্শিত রণনৈপুণ্যকে প্রশংসার চোখে দেখে থাকেন।

খ্রীষ্টান ইতিহাসবিদ টম এ্যান্ডারসনের মন্তব্য ঃ " একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত যে, অপরিসীম সাহস ও বীরত্বের অধিকারী মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় সমরবিদ্যার ক্ষেত্রেও নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন। তিনি মক্কাবাসীদের বিশৃঙ্খল ও এলোপাতাড়ি যুদ্ধের মোকাবিলায় চমৎকার দূরদর্শিতা ও কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।"

---

৩. বুখারী শরীফ

রাসূলুল্লাহ সা.-এর শাহাদাতের গুজব

কুরাইশদের আমর ইবনে কামী'আহ লাইসী হযরত মুস'আব বিন উম্যায় (রা.)-কে শহীদ করার পর মনে করেছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করা হয়েছে। তাই সে রণাঙ্গনে এসে কাফিরদের মধ্যে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করা হয়েছে বলে গুজব রটিয়ে দেয়। আমর ইবনে কামী'আ একটি উঁচুস্থানে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে ঘোষণা করল ঃ "কুতিলা মুহাম্মদ, কুতিলা মুহাম্মদ" অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হয়েছেন। ইবলিসও তার সাথে সূর মিলিয়ে উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে প্রচার করল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করা হয়েছে। এতদশ্রবণে মুসলিম বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং তাঁদের মধ্যে নিদারুণ উদ্বিগ্নতা ও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে।

আহত হলেন মহানবী সা.

উহুদ যুদ্ধের এপর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারজন জানবাজ মুজাহিদসহ শত্রু বাহিনীর একটি কঠিন বেষ্টনিতে পড়ে যান, কাফির বাহিনী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের সামান্য দুর্বলতা পেয়ে, দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ধরার বুক থেকে চিরবিদায় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। আল্লামা ইবনে হিশাম (রহ.) বলেন, পাপিষ্ঠ কুরাইশ নেতা উতবা ইবনে আবী ওয়াক্কাসের নিক্ষিপ্ত একটি পাথর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক শরীরে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানে। এতে তাঁর দন্ত মুবারক ভেঙ্গে যায়। বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুপাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মুখভাগের ডান দিকের দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছেন।[৪]

মুখমণ্ডল ও ঠোঁট মুবারক আহত হওয়ার ফলে সমস্ত মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দ্বারা মুখমণ্ডলের রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, যে জাতী তার নবীর মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত

৪. বুখারী শরীফ

করে, সে জাতী কি করে কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করবে ?[৫]

মুসলিম বাহিনীর স্বস্তী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন- আল্লাহর শপথ! যখন যুদ্ধের অবস্থা ভয়াবহ হতো বড় বড় বীর-বাহদুররাও দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতো। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আশ্রয়ে চলে আসতাম। আমাদের মধ্যে সর্বাধিক বাহাদুর ঐব্যাক্তি ছিল যে সাহসিকতার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাথে গিয়ে যুদ্ধ করতে পারতো। উহুদের দিবস যখন উবাই ইবনে খালফ আকায়ে মাদানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পেলো তখন চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'হায়! যদি আজ মুহাম্মদ বেঁচে যায়, তবে আর আমার মুক্তি নেই।' কারণ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলতো 'আমি একটি ঘোড়া বহু যতন সহকারে লালন করছি এর উপর আরোহণ করে আমি মুহাম্মদকে হত্যা করবো।' এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, 'ইনশাআল্লাহ আমি এ হতভাগ্য-পাপিষ্ঠকে হত্যা করবো।' উহুদের দিন পাপিষ্ট উবাই ইবনে খলাফ তার পালিত ঘোড়াটির উপর আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর হামলা করার জন্য বীরত্বের সাথে অগ্রসর হচ্ছে। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তার আগমন দেখে প্রতিহত করার জন্য সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বারণ করে বললেন, আসতে দাও, তার অবস্থার উপর তাকে ছেড়ে দাও, আমি তাকে হত্যা করবো। এ বলে তিনি হারেস বিন ছামেত (রা.) থেকে একটি বর্শা নিয়ে তা উবাই ইবনে খালফের কাঁধে নিক্ষেপ করলেন, যাতে করে সে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলো। অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, বর্শার অগ্রভাগ তার কাঁধে সামান্য আহত করে ছিলো এমতাবস্থায় সে প্রত্যাবর্তন কালে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হত্যা করে ফেলেছে।' মক্কার মুশরিকরা তাকে

৫. বুখারী শরীফ

তিরস্কার করে বলতে লাগলো, কাপুরুষ! মুহাম্মদের এ সামান্য আঘাতেই তুমি বিচলিত হয়ে পড়ছো? উবাই বললো, আমার এ যখমের ব্যাথা যদি সমস্ত মক্কা বাসীকে বন্টন করে দেয়া হয় তবে সমস্ত মক্কাবাসী মারা যাবে। তোমাদের কি জানা নেই যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিল সে আমাকে হত্যা করবে। আল্লাহর শপথ! যদি সে আমার প্রতি সামান্য থুথুও নিক্ষেপ করতো তবুও আমি মারা যেতাম। এ পাপিষ্ঠ, মালাউন মক্কা প্রত্যাবর্তনকালে সারফ নামকস্থানে গিয়ে মারা যায়।

খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সা.

ইসলামী ইতিহাসে খন্দকের যুদ্ধ এক ব্যতিক্রমধর্মী যুদ্ধ। এ যুদ্ধের দৃষ্টান্ত তৎকালীন আরব যোদ্ধাদের সকল কৌশলকে ব্যাহত করে দেয়। উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়ীক বিপর্যয় আর কাফিরদের সামান্য সফলতা তাদের অহংকার ও দাম্ভিকতাকে বাড়িয়ে দিলো শতগুণে। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত সকল গোত্রে গিয়ে গিয়ে তাদের সহযোগীতা কামনা করে। পঞ্চম হিজরীতে দশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীকে সাথে নিয়ে মদীনা দখলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেয়ে সাহাবায়ে কিরামদের নিয়ে পরামর্শ করলেন কি করে মোকাবিলা করা যায় এ বাহিনীর? পরামর্শে সিদ্ধান্ত হলো, মদীনায় আগমনের পথগুলোতে (খন্দক) পরীখা খনন করে তাদের অগ্রযাত্রা রোধ করা যায়।

শুরু হল পরিখা খননের কাজ

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমোদনক্রমে প্রতিরক্ষামূলক ব্যাবস্থা এবং মদীনা নগরীকে রক্ষার লক্ষ্যে পরিখা খননের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যোগাড় করে খননের কাজ শুরু করা হল। মদীনার চার পাশের যেসব এলাকা দিয়ে আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল সেসব জায়গায় পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মদীনার তিনদিকে বসতি ও খেজুর বাগান ছিল শহর প্রাচীরের মত। আর সিরিয়ার দিকটি ছিল খোলা।

এ খোলা দিকেই খন্দক খননের কাজ শুরু করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন হাজার আনসার ও মুহাজির সাহাবী নিয়ে রাত-দিন কঠোর পরিশ্রম করে পরিখা খননের কাজ সম্মুখে এমনভাবে পরিখা খনন করা হয় যাতে মুসলিম বাহিনী পরিখা ও সালা পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান গ্রহণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিখা খনন করে মদীনা নগরীকে সংরক্ষিত করে নেন।

পরিখা খননে রাসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবাগণের আত্মত্যাগ

খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খনন করা ছিল একটি অভিনব ও দুরূহ কাজ। এ কাজের জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন শ্রমিক নিয়োগ করা হয়নি। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মদীনার আনসার ও মুহাজির সবাই এ কাজে শরীক হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, মসজিদে নবুবী নির্মাণকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রমিকদের সাথে কঠোর পরিশ্রম করেন। এ কাজে সাহাবাগণ যেভাবে আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন তা ইতিহাসে বিরল।

তখন ছিল প্রচণ্ড শীত। খাদ্যের কোন সংস্থান ছিল না। অনেকেই একাধারে তিন দিন উপোস ছিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পেটে পাথর বাঁধেন। তিনি নিজ হাতে মাটি খনন করে তা নিজেই করে তা নিজেই মাথায় উত্তোলন করে বহন করেছিলেন। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বর্ণনা করেন খন্দক খনন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোটা দেহ ধুলামলিন হয়ে গিয়েছিলো। কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত তিনদিন যাবৎ উপোসে কাটাচ্ছি। খাদ্যাভাবে আমাদের দেহ বাঁকা হয়ে যাচ্ছে, আমরা প্রত্যেকে পেটে একটি করে পাথর বেঁধে কাজ করছি। আপনি আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সান্তনা দিয়ে বললেন, হে সাহাবীগণ! তোমরা আপন পেটে একটি পাথর বেঁধেছ অথচ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি পাথর বেঁধেছি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন-

"আলাহুম্মা লা আয়শা ইল্লা আয়শাল আখের। ফাগফির লিল আনসার ওয়াল মুহাজিরা।"হে আল্লাহ! আখিরাতের আরাম-আয়েশই প্রকৃত আরাম-আয়েশ। তুমি মুহাজির ও আনসারদের ক্ষমা করে দাও।[৬]

পরিখা খননে রাসূলুল্লাহ সা.-এর মু'জিজা

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)বর্ণনা করেন, খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে আমরা খন্দক খনন করছিলাম। এ সময় একখণ্ড কঠিন পাথর বের হলো আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর নিকট গিয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, যাও আমি নিজে খন্দকে নেমে দেখব। কিছুক্ষণ পর তিনি ঘটনাস্থলে তাশরিফ নিয়ে আসলেন এমতাবস্থায় যে, তখনো রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর পেটে একখণ্ড পাথর বাঁধা ছিল। সাথে আমরাও তিনদিন যাবত উপোস অবস্থায়। এরপর রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম কোদাল হাতে নিয়ে কঠিন পাথর খণ্ডের উপর আঘাত করলে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বালুকণার মত হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, হে আলাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম আমাকে কিছুক্ষণের জন্য বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দিলেন। আমি বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললাম, আজ আমি রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর এমন ব্যাপার দেখেছি যা দেখে ধৈর্যধারণ করা কঠিন। তোমার কাছে কি খাওয়ার কিছু আছে? তিনি বললেন, আমার কাছে কিছু যব ও একটি বকরীর বাচ্চা আছে। আমি বকরির বাচ্চা যবেহ করলাম আর স্ত্রী যব পিষে আটা তৈরি করলো। এরপর আটা খামির হচ্ছিল আর গোশত চুলার উপর উঠানো হয়েছিল এবং তা প্রায় পাক হয়ে আসছিল। তখন আমি রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর নিকট গিয়ে বললাম, সামান্য পরিমাণ খাবার প্রস্তুত করেছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ! আপনি চলুন এবং সাথে আরো একজন বা দু'জনকে নিয়ে চলুন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি পরিমাণ খাবার তৈরী করেছ ? আমি তাঁকে সব খুলে বললে তিনি বললেন, বেশতো অনেক এবং উত্তম খাবার।

৬. বুখারী শরীফ

তুমি গিয়ে তোমার স্ত্রীকে বল আমি না আসা পর্যন্ত সে যেন ডেকচি চুলার উপর থেকে না নামায় এবং রুটি তৈরী না করে। তারপর তিনি সবাইকে ডেকে বললেন, চল জাবির তোমাদেরকে খাবারের দাওয়াত দিয়েছে। আমি অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লাম, আনসার ও অন্য সবাইকে সাথে নিয়ে আসছেন। স্ত্রী অত্যন্ত শান্ত মনে বলল, তিনি কি তোমাদের কিছু বলে দিয়েছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ! তিনি না আসা পর্যন্ত চুলার উপর থেকে ডেকচি না নামাতে এবং রুটি তৈরী করতে নিষেধ করেছেন। এরপর রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম আসলেন। তিনি সবাইকে বললেন ভিতরে যাও, বিশৃঙ্খলা ও ভীড় করো না। রুটি তৈরী করা হল। তারপর রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম রুটি টুকরা করে গোশতসহ সাহাবাদের সবাইকে দিতে শুরু করলেন। কিন্তু ডেকসিটি ও রুটি ঢেকে রাখলেন সবাই পেটভরে খেল এমতাবস্থায়ও আরো অবশিষ্ট থাকল। তখন তিনি আমার স্ত্রীকে বললেন, তুমি যাও এবং যাদের বাড়ীতে উপহার হিসেবে পাঠানো দরকার তাদের বাড়ীতে পাঠাও। কেননা, সবার তীব্র ক্ষুধা পেয়েছে।[৭]

মুসলিম সৈন্য বিন্যাস্ত করণ

বিশাল পরিখা খনন সম্পন্ন হওয়ার পর রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম নারী ও শিশুদের বনূ হারীসের একটি দূর্গে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও উঁচুস্থানে থাকার ব্যাবস্থা করলেন। এ দুর্গটি ছিল মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ। কিন্তু নিকটেই ছিল ইয়াহুদী বনূ কুরাইযার বসতি। তারা মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করে কিনা সে ব্যাপারেও ছিল আশঙ্কা। তাই নারী ও শিশুদের রক্ষার জন্য হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.)-এর নেতৃত্বে তিনশত এবং মুসলিমা ইবনে আসলামের নেতৃত্বে দুইশত সৈন্য নিযুক্ত করলেন। তারপর রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম অন্য সমস্ত মুসলমানদের যুদ্ধের ময়দানে বিভিন্ন স্থানে বিন্যাস্ত করলেন মাত্র তিন হাজার মুজাহিদ পাহাড় সামনে পরিখা এবং পরিখার পরই শত্রুদের চোখ ধাঁধানো তরবারীর

৭. বুখারী শরীফ

ঝলক। কঠিন পরীক্ষার সম্মুখিন মুষ্টিমেয় মুজাহিদ, জীবন-মরণ সমস্যার সন্ধিক্ষণে উপনীত।

যুদ্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ সা.- এর নামায ক্বাযা

বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, খন্দকের যুদ্ধে কাফির বাহিনী রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামকে এত ব্যাস্ত রেখেছিল যে, রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ও সাহাবায়ে কিরামের এক ওয়াক্ত মতান্তরে চার ওয়াক্ত নামায ক্বাযা হয়ে যায়। হযরত জাবের ইবনে আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণীত আছে তিনি বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধে হযরত ওমর ফারুক (রা.) একদিন সূর্যাস্তের পরে আসলেন এবং কুরাইশ গোত্রের কাফিরদের গালি দিতে থাকলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলালাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ! আজকে সূর্য ডুবুডুবু হওয়ার পূর্বে আমি নামায আদায় করতে পারিনি। তখন রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, আল্লাহর কসম! আমিও আজ আসরের নামায আদায় করতে পারিনি। হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রা.) বলেন, এরপর আমরা রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর সাথে মদীনার বুহতান উপত্যকায় গেলাম। তিনি নামাযের জন্য অজু করলেন, আমরাও অজু করলাম সূর্য ডুবে গিয়েছে। তিনি প্রথমে আসরের নামায এবং পরে মাগরিবের নামায আদায় করলেন।[৮]

হযরত আবূ উবাইদা ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামকে যুদ্ধে এত ব্যাস্ত রাখে যে, চার ওয়াক্ত নামায ক্বাযা হয়ে যায়। পবিশেষে আল্লাহর ইচ্ছায়, যখন কিছু রাত অতিবাহিত হল তখন তিনি হযরত বিলাল (রা.) কে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। বিলাল (রা.) আযান ও ইকামাত দিলে তিনি আসরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর বিলাল (রা.) ইকামাত দিলে মাগরিবের নামায পড়লেন। অতঃপর বিলাল (রা.) ইকামাত দিলে তিনি এশার নামায পড়ালেন।[৯]

---

৮. বুখারী শরীফ
৯. তিরমিযী শরীফ

রাসূলুলাহ সা.-এর সমর নীতি

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সেনাপতি। তিনি যে সামরিক নীতির প্রবর্তন করেছেন তা বিশ্বের বুকে আজও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিরল মাইল ফলক হয়ে রয়েছে। তিনি নিজ কর্মময় জীবনের মহামূল্যবান সময় ও বীরত্ব শুধু দেশ জয় বা সম্পদ লাভের জন্য ব্যায় করেননি। কেবল আদর্শগত কারণেই তিনি শূণ্য হাতে মোকাবিলায় দাঁড়িয়েছেন। বিশাল বিশাল পরাশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র শক্তি ও জনশক্তির চেয়েও বহুগুণে বেশী অবদান রেখেছে তাঁর তাকওয়া, কর্তব্য ও দ্বায়িত্ববোধ।

সংক্ষিপ্তভাবে রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমরনীতি তুলে ধরছি-

শূরা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত

রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম রাষ্ট্রীয় প্রায় প্রতিটি কাজ সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করে করতেন। জিহাদের ক্ষেত্রেও সর্বদা বিজ্ঞ সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করতেন। এতে আল্লাহ তা'আলারও নির্দেশ রয়েছে-

وشاورهم فى الامر فاذاعزمت فتوكل على الله

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম অপেক্ষা নিজ সঙ্গীদের সাথে অধিক পরামর্শকারী আমি আর কাউকে দেখিনি।[১০]

সুতরাং যে সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ নেই সেসব ব্যাপারে বিচক্ষণ ব্যাক্তিদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সমর নীতির অন্যতম একটি সফলতার দিক। যা রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম সর্বাগ্রে চালু করে গিয়েছেন।

---

১০. তিরমিযী শরীফ

জিহাদের বায়'আত গ্রহণ

যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম মুজাহিদগন থেকে যুদ্ধেক্ষেত্র হতে পালায়ন না করার বায়'আত নিতেন। আর কখনো কখনো জিহাদে জীবন উৎসর্গ করার বায়'আতও গ্রহণ করতেন। যেমনটি করেছিলেন হুদায়বিয়ার প্রান্তরে বাবল বৃক্ষের নীচে। রাসূলালাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম জিহাদের বায়'আত তেমনিভাবে নিতেন, যেমনটি ইসলাম গ্রহণকালে নিতেন। এ বায়'আত মুসলমানদের জন্য জিহাদের ময়দানে সুদৃঢ় থাকা ও বিজয় ছিনিয়ে আনার পিছনে সিংহভাগ কাজ করত।[১১]

গুপ্তচর নিয়োগ

রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিচক্ষণ সাহাবীদের মধ্য হতে গুপ্তচর নিয়োগ করতেন। তাঁরা শত্রুপক্ষের ভিতরে প্রবেশ করে অত্যন্ত গোপণীয়তার সাথে তাদের সমস্ত সংবাদ রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের নিকট বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।

শত্রু পক্ষের কোন গুপ্তচর ধরাপড়লে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতেন।[১২]

যুদ্ধের তথ্য গোপন রাখা

রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম নিজেদের পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের কথা কখনো শত্রুদের নিকট প্রকাশ হতে দিতেন না। কোন মুসলমান তা কাফিরদের নিকট প্রকাশ করে দিলে সে সকলের নিকট মুনাফিক বলে বিবেচিত হতো এবং রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম তার প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হতেন। এ কারণে হযরত ওমর ফারুক (রা.) মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে হযরত হাতিব ইবনে আবী বালতা (রা.)-এর ব্যাপারে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি

১১. আসাহুস সিয়ার
১২. আসাহুস সিয়ার

ওয়াসালাম! আমাকে অনুমতি দিন আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিব। কিন্তু তিনি বদরী সাহাবী হওয়ার দরুন এবং তার আসল উদ্দেশ্য পরিবার- পরিজনকে রক্ষা করা ছিল বিধায় রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম রক্ষা করে দিয়ে ছিলেন।

অস্ত্র সংগ্রহের গুরুত্বারোপ

وَأَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ

তোমরা তাদের সংঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জণ করবে। অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে এর দ্বারা তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত আল্লাহর শত্রুকে অন্যদেরকেও।[১৩]

রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন, শত্রুর মোকাবেলার জন্য অস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজণীয়তা ও গুরুত্ব তিনি মর্মেমর্মে অনুধাবন করতেন। তাই তিনি প্রয়োজনে বিধর্মীদের থেকেও যুদ্ধাস্ত্র ধার নিতেন। যেমন তাবুক যুদ্ধে সাফওয়ান বিন উমাইয়ার নিকট থেকে যুদ্ধাস্ত্র ধার করতে রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম তাকিদ দিয়েছেন। শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য যুগের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের প্রতি বাস্তবেও তিনি দু'জন সাহাবীকে দূরদেশে পাঠিয়ে মিনজানিক আবিষ্কার শিখিয়েছিলেন।

নিরাপত্তার জন্য পাহারাদার নিয়োগ

যুদ্ধকালীন সময়ে সেনাপতির জন্য বিশেষ নিরাপত্তা এবং সাধারণ ভাবে সকল মুজাহিদীনে কিরামের জন্য সতর্ক পাহারার ব্যাবস্থা রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর সমরনীতির অন্যতম। রাসূলুলাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম শয়নকালে বা কোথাও অবস্থান করলে অথবা কোথাও ছায়াযুক্ত ছাউনী স্থাপন করলে সাহাবীদের মধ্য হতে

১৩. সূরা আনফাল-৬০

কাউকে উন্মুক্ত তরবারী হস্তে প্রহরায় নিযুক্ত করতেন। যেমন বদর যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)। উহুদ যুদ্ধে হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা.)। হুনাইনের যুদ্ধে হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) এবং খায়বারের যুদ্ধে হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী (রা.) কে পাহারার জন্য নিয়োগ করেছেন। পরে যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিরাপত্তার আয়াত নাযিল হয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পাহারাদারীকে উঠিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু পূর্বের আমল দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধরত মুযাহিদগণ ও সেনাপতিদের শিক্ষাদিয়েছেন যে, তোমরা সর্বদা সতর্ক থাক। কেননা তোমাদের নিরাপত্তার আয়াত অবতীর্ণ হয়নি।

মুজাহিদদের প্রতি লক্ষ্য রাখা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধাভিযানে যেন মুযাহিদগনের কষ্ট না হয় সেদিকে গভীরভাবে লক্ষ্য রাখতেন। পথের দূরত্ব অধিক হলে মাঝে মাঝে বিশ্রামের ব্যাবস্থা করতেন। রৌদ্রের প্রখরতা বৃদ্ধি পেলে মুজাহিদগনের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে প্রয়োজনে উপযুক্ত স্থানে যাত্রা বিরতি করতেন। এ ছাড়া মুজাহিদগনের যে কোন সমস্যা ত্বড়িৎ সমাধানের প্রচেষ্টা করতেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ও যেকোন সমস্যা দ্বিধাহীনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে পেশ করতেন। যুদ্ধ চলা অবস্থায়ও ঢাল তলোয়ার ভেঙ্গে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সমাধানের জন্য চলে আসতেন।

মুজাহিদদের সুবিন্যাস্তকরণ

যুদ্ধের কৌশল হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুজাহিদ বাহিনীকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত করে সুবিন্যাস্ত করতেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যধিক যত্নবান ছিলেন। প্রত্যেক বাহিনীর পৃথক পৃথক দলপতি নিয়োগ, তাদের প্রয়োজন অনুপাতে অস্ত্রসামগ্রী সরবরাহ এবং প্রত্যেককেই পৃথক ঝান্ডা প্রদান করা।

মুজাহিদদের নৈতিক উন্নয়ন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা রক্ষার প্রতি কঠোর দৃষ্টি দিতেন মদ্যপান, ব্যাভিচার যদিও নিষেধ ছিল তথাপিও সৈনিকদের জন্য তা আরো কঠোর ভাবে নিষেধ ছিল। লুটতারাজ ও আত্মভোগের প্রবণতা চীরতরে সৈনিকদের মধ্য হতে দূর করে দেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে ইবাদাত ও ন্যায়বিচার

যুদ্ধক্ষেত্রকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতখানা এবং ন্যায় বিচারের স্থানে পরিণত করছেন। তাই সেখানে সর্বদা ইবাদাত ও ন্যায় বিচার অব্যাহত থাকত। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অত্যাচার নয়, অত্যাচারীকে দমন করা, ধ্বংস নয় সৃষ্টির সুষ্ঠু সংরক্ষণ, হিংসা নয় ভালবাসা, অশান্তি নয় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সম্পদ লুন্ঠন নয় সম্পদের সুষম বন্টন। অবৈধ জমাকৃত সম্পদকে সংগ্রহ করে অসহায়-বঞ্চিত লোকদের বাঁচানো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ যুদ্ধনীতিতে ধর্মীয় অনুভুতি ও সকল মানুষের ন্যায় বিচার সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

মহান স্রষ্টার সাহায্য প্রার্থণা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুর এলাকায় পৌঁছারপর মুজাহিদগণকে অপেক্ষার নির্দেশ দিতেন এবং সকলকে নিয়ে পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে সাহায্য চেয়ে দু'আ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পঠিত দু'আ বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে এ কিতাবেও কিছু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুজাহিদদেরকে উপদেশ প্রদান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাহিনীকে সর্বদা ধৈর্যধারণের এবং অধীনস্থ মুসলিম সৈনিকদের কল্যাণ কামনা করার উপদেশ দিতেন। কখনো শত্রুসংখ্যা বেশী বা কম হলে কিংবা যুদ্ধায়োজন কম বা বেশী হলে তিনি বলতেন, জয়-পরাজয় সৈন্যের সংখ্যাধিক্য বা

যুদ্ধাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং তা নির্ভর করে আল্লাহ পাকের উপর পূর্ণআস্থা ও বিশ্বাস এবং ধৈর্যধারণের উপর। তিনি বলতেন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নামে যুদ্ধ শুরু করবে, আল্লাহ্ তা'আলার রাহে যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্‌র সাথে অবাধ্যাচরণ করে।[১৪]

আযান শুনলে সতর্ক অবস্থান

যে জনপদে আযান হত বা ইসলামের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হত সেখানে আক্রমণ করার কোন অনুমতি ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে সেনাপতিদের নির্দেশ দিতেন, যদি আযান শোনা যায় তাহলে সেখানে যেন কোন আক্রমণ পরিচালনা করা না হয়।[১৫]

যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করাও ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম সমরনীতি এতেকরে অনেক সময় মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সাহসিকতায় ভীত হয়ে আত্মসমর্থন করতো বা ইসলাম গ্রহণ করে নিত কখনো বা করাদিয়ে থাকার মত অবমান কর বিষয়টিকেও মাথা পেতে নিত। এতকরে রক্তপাত বিহীন একটি সুষ্ঠু সমাধান হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বাহিনী পাঠানোর পূর্বেও তাদেরকে ভালভাবে ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর কথা বলে দিতেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অনেকসময় মুসলিম বাহিনী আত্মগোপন করে শত্রুর দুর্বল অবস্থায় তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের পরাভূত করেছেন। এক্ষেত্রে সম্ভবতঃ ইসলামের দাওয়াত পূর্বেই পৌছানো হয়েছিল। অথবা শত্রুবাহিনীর উল্লেখযোগ্য দুস্কৃতি ও সীমালঙ্ঘনের কারণে এরূপ হয়েছে।

---

১৪. তিরমিযী শরীফ
১৫. তিরমিযী শরীফ

বর্তমানে বিশ্বের বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরামগণ বলেন, এযুগে যুদ্ধের পূর্বে নতুন করে দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ ইসলামের দাওয়াত বিশ্বময় পৌঁছে গেছে। এ ছাড়া আরও বহু উল্লেখযোগ্য সমরনীতি রয়েছে। যেমন -

১. শত্রুর উপর প্রথমে আঘাত না করে তাদের থেকে আক্রান্ত হলে তা প্রতিহত করা।

২. শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও অসামর্থদের কারণ ছাড়া হত্যা না করা।

৩. রাষ্ট্রদূতকে হত্যা না করা।

৪. নিহত ব্যাক্তিদের লাশ বিকৃত বা অংগচ্ছেদ না করা।

৫. কাউকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা না করা।

৬. শত্রুকে বেঁধে বা নির্যাতন করে হত্যা না করা।

৭. বিশেষ প্রয়োজন বা কারণ ছাড়া প্রাকৃতিক বস্তু ধ্বংস না করা।

৮. শত্রুপক্ষের শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করা।

৯. যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদয় হওয়া এবং হত্যার ক্ষেত্রে বহু সতর্কতা অবলম্বন করা।

১০. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সুষ্ঠু বন্টন পদ্ধতি ইত্যাদি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোড়া

১. সাবিক ঃ ঐতিহাসিক উহুদ যুদ্ধের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাবহার করেছেন।

২. মোরতাজা। ৩. লাহীফ্। ৪. সাবহা। ৫. ওয়ারাদ। ৬. জাবীইস। ৭. মালাওয়াহ।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খচ্চর

১. দুলদুল। ২. ফিজ্জাহ। ৩. আইলিয়াহ।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গাধা

১. ইয়াফুর বা আফির

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তলোয়ার

১. মাছুর ঃ এটিই তাঁর প্রথম তলোয়ার। এটি তিনি আপন পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন।

২. আল-আজাব ঃ বদর যুদ্ধে গমনকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত সা'আদ বিন উবাদাহ (রা.) এটি হাদিয়া দিয়েছেন।

৩. জুলফিকার ঃ এটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ তলোয়ার। এটি আস বিন মুনাব্বাহ নামক জনৈক কাফেরের ছিল। বদরের যুদ্ধে গণীমত হিসেবে এটি হুজুরের হস্তগত হয়। এর হাতল ও খাপ রৌপ্যের নির্মিত।

৪. কিল'য়ী ঃ এটি কিলা'য়া নামক স্থান থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসেছে।

৫. বাত্তার ঃ অধিক কর্তনশীল।

৬. মাখ্যাম ঃ অধিক কর্তনশীল।

৭. রুসূব ঃ শরীরে পূর্ণ প্রবেশকারী।

৮. কাজীব ঃ অধিক ধারালো তলোয়ার।

৯. সামসাম ঃ অধিক কর্তনশীল শক্ত তলোয়ার। এটি কোনদিন বিন্দুপরিমাণ বাঁকাও হয়নি।

১০. লাহীফ ঃ এটি মধ্যমশ্রেণীর তলোয়ার।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ম

১. যাতুল ফুযূল। ২. যাতুল ওয়াশীহ। ৩. যাতুল হাওয়াশ। ৪. আস সাদিয়া। ৫. ফিজ্জাহ। ৬. বাতরাহ। ৭. খারনুক। ৮. আজইয়াওরা।

৯. বাওহা। ১০. সুফারাহ। ১১. শাওহাত। ১২. কাবতুম। ১৩. আস সাদ্দাদ।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিরস্ত্রাণ

১. জালিস সুবূগ। ২. মাওসূহ।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র দশ বছরে যে পরিমাণ যুদ্ধসামগ্রী ব্যাবহার করেছেন, এত অধিক পরিমাণ অন্য কোন সামগ্রী সারা জীবনেও ব্যবহার করেননি। মৃত্যুর সময়ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে যুদ্ধসামগ্রী ব্যাতীত অন্য তেমন কোন জিনিস ছিল না।

এক হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عن ابی عمررضی اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل رزقی تحت ظل رمحی وجعل الذلة والصغار علی خالف امری

অর্থাৎ-হযরত আবী ওমর (রা.) থেকে বর্ণীত, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে আমার রিযিক বর্শার ছায়ার নীচে রাখা হয়েছে। যে আমার দ্বীনের বিরোধিতা করবে তার জন্য অপমান অপদস্ততা অবধারিত।[১৬]

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের জন্য, কুরআন হেফাযতের জন্য দান্দান মুবারক শহীদ করেছেন, মাথা ফাটিয়েছেন, রক্ত ঝরিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম জীবন বিসর্জণ দিয়েছেন। কাল কিয়ামতের ময়দানে যদি হযরত হামযা (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি (নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা কুরাইশের সর্দার দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি। বার খণ্ডে খণ্ডিত হয়েছি। যদি হযরত জা'ফর তাইয়্যার (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই দ্বীনের জন্য উভয় বাহু কাটিয়েছি, গর্দান দিয়েছি তথাপিও ইসলামের পতাকা মাটিতে পড়তে দেইনি। আর তোমাদের সামনে কুরআন ডাস্টবিনে নিক্ষেপ হয়েছে। আমার প্রিয় নবীকে সন্ত্রাসী বলে গালি দেয়া

---

১৬. বুখারী শরীফ-১/৪০৮

হয়েছে, তার প্রতিশোধের জন্য তোমাদের শরীর থেকে ক'ফোটা রক্ত ঝরেছে? বেঈমানদের বিরুদ্ধে কয়টি যুদ্ধ হয়েছে? আমরা গর্দান দিয়ে, রক্ত ঝরিয়ে, কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা রক্ষা করেছি। আর তোমরা শুধু গলাবাজি করেছ। তোমাদের সামনে কি ছিলনা জিহাদ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার? ছিল না কি আমাদের জ্বলন্ত ইতিহাস ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকা অবস্থায়ও আমরা পারিনি শুধু দু'আর মাধ্যমে, মিষ্টি দাওয়াতের মাধ্যমে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে জিহাদের প্রয়োজন হয়েছে, রহমতের নবীর হাতে তলোয়ার নিতে হয়েছে, তিনি তা গ্রহণ করতে তাওয়াক্কুল বা তাকওয়ার পরিপন্থি মনে করেননি। আর তোমরা রিক্তহস্তে তাকবির দিয়ে, শুধু দাওয়াতের মাধ্যমে যুদ্ধ-জিহাদ ব্যাতীতই দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছা পোষণ করছ?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত

মানবজাতির অহংকার, আসমান-যমীন সৃষ্টির নবীউস সাইফ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যাঁর শুভাগমনে আধাঁরঘেরা মানবতা পেয়েছে মুক্তির দীপ্ত আলো। সে মহামানব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দয়ার আঁধার হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে তলোয়ার উঁচিয়ে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। নিজের দান্দান মুবারক শহীদ করেছেন, পবিত্র দেহ ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তেরঞ্জিত করেছেন। মদীনার দশ বছরে সাতাশটি যুদ্ধে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন।

যে সমস্ত যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ব-শরীরে অংশগ্রহণ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 'কেন জিহাদ করবো?' নামক কিতাবে আলোচনা হয়েছে। তাই এখানে দ্বিতীয়বার তা উল্লেখ করা হলনা। শুধু নামের তালিকাটি প্রদান করা হল-

০১.

গাযওয়া আবওয়া

২য় হিজরী, সফর মাস

০২.

গাযওয়া বুয়াত

২য় হিজরী, রবিউল আউয়াল মাস

০৩.

গাযওয়া উশাইরাহ

২য় হিজরী, জমাদিউল উলা মাস

০৪.

গাযওয়া সাফওয়ান

২য় হিজরী, জমাদিউস সানী মাস

০৫.

গাযওয়া বদরে কুব্‌রা

২য় হিজরী, রমযানুল মুবারক মাস

০৬.

গাযওয়া ক্বারক্বারাতুল ক্বদর

২য় হিজরী, শাওয়াল মাস

০৭.

গাযওয়াণ বণূ কায়নুকা

২য় হিজরী, শাওয়াল মাস

০৮.

গাযওয়া সাওফীক

২য় হিজরী, যিলহজ্জ মাস

০৯.

গাযওয়া গাত্‌ফান

৩য় হিজরী, মুহাররম মাস

১০.

গাযওয়া নাজরান

৩য় হিজরী, রবিউস্‌সানী মাস

১১.

গাযওয়া উহুদ

৩য় হিজরী, শাওয়াল মাস

১২.

গাযওয়া হামরাউল আসাদ

৩য় হিজরী, শাওয়াল মাস

১৩.

গাযওয়া বণূ নাজীর

৪র্থ হিজরী, রবিউল আউয়াল মাস

১৪.

গাযওয়া যাতুর রিকা

৪র্থ হিজরী, জমাদিউল উলা

১৫.

গাযওয়া বদরে সুগরা

৪র্থ হিজরী, শা'বান মাস

১৬.

গাযওয়া দাওমাতুল জান্দাল

৪র্থ হিজরী, রবিউল আউয়াল মাস

১৭.

গাযওয়া বণূ মুসতালিক

৫ম হিজরী, শা'বান মাস

১৮.

গাযওয়া খন্দক

৫ম হিজরী, শাওয়াল মাস

১৯.

গাযওয়া বণূ কুরাইযা

৫ম হিজরী, যিলক্বা'দাহ মাস

২০.

গাযওয়া বণূ লিহয়া

৬ষ্ঠ হিজরী, রবিউল আউয়াল মাস

২১.

গাযওয়া যী-কার্‌দ

৬ষ্ঠ হিজরী, রবিউল আউয়াল মাস

২২.

গাযওয়া সালহে হুসায়বিয়া

৬ষ্ঠ হিজরী, যিলক্বাদাহ মাস

২৩.

গাযওয়া খাইবার

৭ম হিজরী, মুহাররম মাস

২৪.

মক্কা বিজয়

৮ম হিজরী, রমযানুল মুবারক মাস

২৫.

গাযওয়া হুনাইন

৮ম হিজরী, শাওয়াল মাস

২৬.

গাযওয়া তায়েফ

৮ম হিজরী, শাওয়াল মাস

২৭.

তাবুক

৯ম হিজরী, রজব মাস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যুদ্ধের ময়দানে অংশগ্রহণের পাশাপাশী সাহাবায়ে কিরামদেরকেও বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন অনুপাতে অভিযানে পাঠাতেন এমন অসংখ্য অভিযান রয়েছে যেগুলোকে সারিয়্যাহ বলে সে অসংখ্য সারিয়্যাহ মধ্য হতে ছিচল্লিশটি সারিয়্যা কে নিয়ে একটি পৃথক বই লিখা হয়েছে। যাকে 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রেরীত দুঃসাহসী অভিযান' নামে প্রকাশ করা হয়েছে। এ কারণে এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হল না শুধুমাত্র তার একটি তালিকা দিয়ে দেয়া হল-

অভিযান-১

সারিয়্যাহ হামযা (রা.)

১ম হিজরী, রমযানুল মুবারক মাস

অভিযান-২

সারিয়্যাহ উবায়দা বিন হারিস (রা.)

১ম হিজরী, শাউয়াল মাস

অভিযান-৩

সারিয়্যাহ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)

১ম হিজরী, যীলকা'দাহ মাস

অভিযান-৪

সারিয়্যাহ আব্দুলাহ বিন জাহাশ (রা.)

২য় হিজরী, রজব মাস

অভিযান-৫

সারিয়্যাহ উমায়ের বিন আদী (রা.)

২য় হিজরী, রমযানুল মুবারক মাস

অভিযান-৬

সারিয়্যাহ সালিম বিন উমায়ের (রা.)

২য় হিজরী, শাওয়াল মাস

অভিযান-৭

সারিয়্যাহ মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)

৩য় হিজরী, রবিউল আউয়াল মাস

অভিযান-৮

সারিয়্যাহ যায়েদ বিন হারিস (রা.)

৩য় হিজরী, জুমাদিউস সানী মাস

অভিযান-৯

সারিয়্যাহ আবূ সালামা (রা.)

৪র্থ হিজরী, মুহাররম মাস

অভিযান-১০

সারিয়্যাহ আব্দুলাহ বিন উনাইস (রা.)

৪র্থ হিজরী, মুহাররম মাস

অভিযান-১১

সারিয়্যাহ রাজী

৪র্থ হিজরী, সফর মাস

অভিযান-১২

সারিয়্যাহ বীরে মা'উনা

৪র্থ হিজরী, সফর মাস

অভিযান-১৩

সারিয়্যাহ মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)

৪র্থ হিজরী, রবিউল আউয়াল মাস

অভিযান-১৪

সারিয়্যাহ আব্দুল্লাহ বিন আতিক (রা.)

৫ম হিজরী, যিলকা'দাহ মাস

অভিযান-১৫

সারিয়্যাহ বণূ কারতা

৬ষ্ঠ হিজরী, মুহাররামুল হারাম মাস

অভিযান-১৬

সারিয়্যাহ বণূ আসাদ

৬ষ্ঠ হিজরী, রবিউল আউয়াল মাস

অভিযান-১৭

সারিয়্যাহ বণূ ছা'লাবা

৬ষ্ঠ হিজরী, রবিউস্ সানী মাস

অভিযান-১৮

সারিয়্যাহ যুল কুস্সার

৬ষ্ঠ হিজরী, রবিউস সানা মাস

অভিযান-১৯

সারিয়্যাহ বনূ সুলাইম

৬ষ্ঠ হিজরী রবিউস্ সনী

অভিযান-২০

সারিয়্যাহ বণূ ছা'লাবা

৬ষ্ঠ হিজরী, জমাদিউল আউয়াল মাস

অভিযান-২১

সারিয়্যাহ ঈশ

৬ষ্ঠ হিজরী, জমাদিউল আউয়াল মাস

অভিযান-২২

সারিয়্যাহ হাসমী

৬ষ্ঠ হিজরী, জমাদিউল উখরা মাস

অভিযান-২৩

সারিয়্যাহ ওয়াদিউল কারা

৬ষ্ঠ হিজরী, রজব মাস

অভিযান-২৪

সারিয়্যাহ দাওমাতুল জান্দাল

৬ষ্ঠ হিজরী, শা'বান মাস

অভিযান-২৫

সারিয়্যাহ ফিদাক

৬ষ্ঠ হিজরী, শা'বান মাস

অভিযান-২৬

সারিয়্যাহ বণূ ফাযারা

৬ষ্ঠ হিজরী, রমযানুল মুবারক মাস

অভিযান-২৭

সারিয়্যাহ আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)

৬ষ্ঠ হিজরী, শাওয়াল মাস

অভিযান-২৮

সারিয়্যাহ কুরয্ বিন খালিদ (রা.)

৬ষ্ঠ হিজরী, শাওয়াল মাস

অভিযান-২৯

সারিয়্যাহ আমর বিন উমাইয়া (রা.)

৬ষ্ঠ হিজরী, জিলহজ্ব মাস

অভিযান-৩০

সারিয়্যাহ তারবাহ্

৭ম হিজরী, জমাদিউল উলাহ্ মাস

অভিযান-৩১

সারিয়্যাহ আবু বকর সিদ্দিক (রা.)

৭ম হিজরী, জমাদিউল উলাহ্ মাস

অভিযান-৩২

সারিয়্যাহ বশীর বিন সা'দ (রা.)

৭ম হিজরী, শা'বান মাস

অভিযান-৩৩

সারিয়্যাহ হারকা

৭ম হিজরী, রমযান মাস

অভিযান-৩৪

সারিয়্যাহ বশীর বিন সা'দ (রা.)

৭ম হিজরী, শাওয়াল মাস

অভিযান-৩৫

সারিয়্যাহ ইবনে আবিল আওজা (রা.)

৭ম হিজরী, যিলহজ্জ মাস

অভিযান-৩৬

সারিয়্যাহ গালিব বিন আবদুল্লাহ (রা.)

সারিয়্যা কাদীদ ঃ ৮ম হিজরী, সফর মাস

অভিযান-৩৭

সারিয়্যাহ গালিব বিন আবদুল্লাহ (রা.)

৮ম হিজরী, সফর মাস

অভিযান-৩৮

সারিয়্যাহ বণূ আমর

৮ম হিজরী, রবিউল আউয়াল মাস

অভিযান-৩৯

সারিয়্যাহ কা'আব বিন উমাইরা (রা.)

৮ম হিজরী, রবিউল আউয়াল মাস

অভিযান-৪০

সারিয়্যাহ মাদয়ান

৮ম হিজরী, রবিউল আউয়াল মাস

অভিযান-৪১

সারিয়্যাহ যাতুস্ সালাসিল

৮ম হিজরী, জমাদিউস্ সানি মাস

অভিযান-৪২

সারিয়্যাহ সায়ফুল বাহ্

৮ম হিজরী, রজব মাস

অভিযান-৪৩

সারিয়্যাহ আবূ কাতাদাহ্ (রা.)

৮ম হিজরী, শা'বান মাস

অভিযান-৪৪

সারিয়্যাহ গাবা

৮ম হিজরী, শা'বান মাস

অভিযান-৪৫

সারিয়্যাহ আবূ কাতাদাহ্ (রা.)

৮ম হিজরী, রমযান মাস

অভিযান-৪৬

সারিয়্যাহ খালিদ বিন ওয়লীদ (রা.)

৮ম হিজরী, রমযান মাস

যুদ্ধের ময়দানে কবিতা পাঠ

মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ

মাকতাবাতুল কুরআন
নিখুঁত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

لٰكِنَّنِي أَسْأَلُ الرَّحْمٰنَ مَغْفِرَةً ✡ وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَا

أَوْ طَعْنَةً بِيَدِيْ حَرَّانَ مُجْهِزَةٍ ✡ بِحَرْبَةٍ تَنْفِذُ الأَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا

حَتَّى يُقَالُ إِذَا مَرُّوْا عَلَى جَدَثِيْ ✡ أَرْشَدَهُ اللهُ مَنْ غَازَ وَقَدْ رَشَدَا

ফিরিতে চাহিনা কভু যুদ্ধ হতে
চাই যে শুধু করুণার ভিক্ষা তাতে।
প্রত্যাশা হেথা শুধু যখমী হতে
আঘাতে-আঘাতে শরীর ছিন্ন হতে।
শাণীত সে নেজা চাই শত্রু হাতে
কলিজা মোর ছেদিবে তার আঘাতে।
মোর কবরের পাশে বলিবে লোকে
বাহাদূর সে যে, কামিয়াব তাতে।

যুদ্ধের ময়দানে কবিতা পাঠ

হযরত বারায়া ইবনে আজব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুলাহ (সা.)-কে খন্দকের যুদ্ধে ধূলায় আচ্ছাদিত অবস্থায় দেখেছি, এ পরিমাণ ধূলা-বালি রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরে লেগেছে যে, তাঁর বুকের পশম দেখা যাচ্ছিল না।

ঐ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) উচ্চআওয়াজে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রা.)-এর রচিত কবিতা সমূহ পাঠ করছিলেন।

কবিতা

اَللّٰهُمَّ لَوْ لَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ❖ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

ওহে পরওয়ার! করুণা যদি না হতো তোমার,
হেদায়েত কভূ নাই পেতাম মোরা।
নামাযের প্রতি যেতনা মন,
পর তরে কভূ হতনা সদকা।

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا ❖ وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا

মোদের হৃদয়ে ঢেলে দাও প্রশান্তি,
দুশমনের সম্মুখে কদম মোদের করে দাও মজবুতী।

اِنَّ الْاَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ❖ اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

দুশমন-বেঈমান করছে বাড়া-বাড়ী
চাইছে মোদের করতে গ্রেফতার।
আপনি কি মোদের দূরি করে দিবেন?
ওহে, পরওয়ার।[১]

রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত 'শেয়ার' কবিতা পাঠ করতেন না, কিন্তু জিহাদের ময়দানে এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হতো। তখন রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আবেগের সাথে

১. বুখারী শরীফ

সাহাবায়ে কিরামদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য কবিতা পাঠ করতেন। সত্যিকার অর্থে দীনি কবিতা মুসলমানদেরকে অনুপ্রাণিত করে, বিশেষভাবে যুদ্ধের ময়দানে।

হুনাইনের যুদ্ধে যখন কাফির কর্তৃক অপ্রত্যাশিত হঠাৎ আক্রমণের ফলে সাময়ীকভাবে মুসলমানগণ ময়দান ছেড়ে পলায়ন করছিলেন, তখন রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ময়দানে সুদৃঢ় অবস্থান করে কবিতা পাঠ করছিলেন।

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ ❖ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

আমি নহে ভন্ড নবী, আমি আব্দুল মুত্তালিবের উত্তরসূরী।

খন্দকের যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরাম পরিখাখননকালে সমস্বরে কবিতা পাঠ করছিলেন।

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا ❖ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

মুহাম্মদের সা. হাতে করেছি শপথ জিহাদের,
পিছু হটবনা কভূ পূর্বে মউতের।

সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর এ জিহাদী কবিতার উত্তরে নবীয়ে আরাবী (সা.) কবিতা পাঠ করেন-

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشَ الْاٰخِرَةِ ❖ فَاَكْرِمِ الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةَ

ওহে পরওয়ার! ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ার চাহিনা বিলাস,
পরপারে দিয়ও তুমি অফুরন্ত আইয়াস।
ইজ্জত করো দান, ওহে রহমান
হিজরত করেছে যারা আর যারা করেছে আশ্রয় দান।

কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আঙ্গুলী মুবারক আহত হলে তিনি এই কবিতা আবৃতি করতে থাকেন।

هَلْ أَنْتَ إِلَّا إِصْبَعٌ دُمِيتْ ❖ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتْ

এক অঙ্গুলী হয়েছে যখমী,
তাতে পেরেশান হয়েছ কি তুমি!
সে তো হয়েছে কুরবান,
তারই পথে, যিনি সদা রহমান।

রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অষ্টম হিজরীতে সাহাবায়ে কিরামের একটি জামা'আতকে জিহাদী এক সফরে শাম অভিমুখে প্রেরণ করেছেন। যেস্থানে দুশমনের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে সে স্থানের নাম ছিল মূতার পরবর্তীতে তাকে মূতার যুদ্ধা হিসেবে অবহীত করা হয়, এ অভিযানে প্রেরণের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাপতির নাম ঘোষণা করলেন যে, তোমাদের আমির হবে যায়েদ ইবনে হরেস। যদি সে শহীদ হয়ে যায়, তাবে আমীর হবে জা'অফর ইবনে আবীতালেব। যদি সেও শহীদ হয়ে যায়, তবে আমীর হবে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)। যুদ্ধ সংঘঠিত হল। রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষীত আমীরগণ ধারাবাহীকভাবে ঝান্ডা উড্ডীন করছিলেন এবং শাহাদাতের অমীয় সূধা পান করে নিচ্ছিলেন সর্বশেষ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর শাহাদাতের পর হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করেছেন। রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ঘোষীত সর্বশেষ সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) ঝান্ডা হতে নিয়ে পূর্বেউল্লেখিত কবিতা পাঠের সাথে সাথে নিম্নে উল্লেখিত কবিতা দু'টিও পাঠ করেন।

يَا نَفْسُ إِنْ لَا تُقْتَلِيْ تَمُوْتِيْ ❖ هٰذَا حِيَاضُ الْمَوْتِ قَدْ صُلِّيْتِ

হে অন্তর! যদি তোমার না হয় আজি শহীদী মরণ
নিশ্চই করবে তুমি মৃত্যুবরণ,
নিশ্চই ইহা মৃত্যুর জলাধার
যাতে তুমি আজি কাটছ সাঁতার।

وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ لَقِيْتِ ❖ إِنْ تَفْعَلِيْ فِعْلَهُمَا هُدِيْتِ

তুমি করেছিলে যার অধীর তামান্না
সে-স্বাধ পূরণের এক মহাবন্যা,
যায়েদ ও জা'ফরের কাজ যদি ধর তবে
হিদায়েত পাবে যে নশ্চিতভাবে।

ইয়াহুদীদের একটি গোত্র বনূ নাজীর, অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য যাদের কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়কট করেছিলেন। তারা মুনাফিকদের ধোকায় পড়ে আত্মসর্ম্পণের অঙ্গিকার করে বসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সংবাদ প্রেরণ করল আমরা দূর্গ হতে বের হবনা, আপনি যা পারেন করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– الله اكبر حاربت يهود আলাহ তা'আলা মহান! ইয়াহুদীরা যুদ্ধে অবতরণ করেছে।

রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুদিন বয়কটের পর সাহাবায়ে কিরামগণকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা ইয়াহুদী বনূ নাজীরের বৃক্ষসমূহ কর্তন কর, তাদের বাগানসমূহ জ্বালিয়ে ভস্ম করে দাও। পরিশেষে ইয়াহুদী বনূ সাজীর দেশান্তরের সিদ্ধান্ত মাথাপেতে নিল। সে সময় হযরত হাসসান (রা.) সাহাবায়ে কিরামের প্রতি লক্ষ্য করে কবিতা রচণা করেন।

কবিতা.

وَهَانَ عَلٰى سَرَاةِ بَنِيْ لُؤَىٍّ ❖ حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرٌ

বনূ লাওয়া (বনূ নজীর) সম্প্রদায়ের সর্দারদের তরে
লাঞ্চনা-গঞ্জনা বিশাল পাহাড় উপড়ে পড়ে,
ফলদার বৃক্ষ-বাগান অগ্নিভস্ম করে
পরাজয়ের গ্লানি তাদের উপর ঝরে।

تَفَاقَدَ مَعْشَرٌ نَصَرُوْا قُرَيْشًا ❖ وَلَيْسَ لَهُمْ بِبَلْدَتِهِمْ نَصِيْرٌ

সহায়তা করেছে যারা বেঈমান-কুরাইশদের
নিমিষেই করেছে নিশ্চিহ্ন একে-অপরের ।
বিক্ষিপ্ত-বিলুপ্ত হয়েছে তারা সবে
আপন শহরে হয়নি তাদের কোন সহায়ক ।

هُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ فَضَيَّعُوْهُ ❖ فَهُمْ عُمْيٌ مِنَ التَّوْرَاةِ بُوْرُ

কিতাব দিয়েছেন তাদের আসমান হতে
তারা তাকে নষ্ট করেছে আপন হাতে ।
তাওরাতের তরেও তারা অন্ধ ভবে
ভ্রষ্টহয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে ।

كَفَرْتُمْ بِالْقُرْاٰنِ وَقَدْ اَتَيْتُمْ ❖ بِتَصْدِيْقِ الَّذِيْ قَالَ النَّذِيْرُ

কুফ্‌রী করেছ তোমরা কুরআনের সাথে
যার সত্যায়ন শুনিয়েছে তোমাদের পূর্ব হতে ।
প্রভূর সতর্ককারী নবী মোস্তফায় সা.
স্মরণ করিয়েছেন দফায় দফায় ।

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) মুশরিকদের সাথে তলোয়ার ও মালের মাধ্যমে যুদ্ধের সাথে সাথে যবান দ্বারা কবিতা ওবক্তৃতার মাধ্যমে মুশরিকদের অপদস্থ কতেন এবং এর মাধ্যমে মুশরিকদের অপদস্থ করতেন । এর মাধ্যমে অন্য মুসলমানদের হিম্মত ও সাহসীকতা বৃদ্ধি করতেন । রাসূলুলাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে কবিতা পাঠ করে নিজেদের ঈমান বৃদ্ধি ও অন্তর প্রশান্ত করতেন । স্বয়ং রাসূলুলাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত (রা.)-এর সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

هَجَامَ حَسَّانُ فَشِفٰى وَاشْتَفٰى

হাস্‌সান মুশরিকদের অপদস্থ করেছে। তারদ্বারা চিকিৎসা করেছে মু'মিনদের নিজেও পেয়েছে চির আরোগ্য ।

রাসূলুলাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) যিনি পরে মুসলমান হয়েছেন । রাসূলুলাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে কুৎসা রটনা করেছে তখন তার যথাযথ জওয়াব প্রদানের জন্য হযরত হাস্‌সান (রা.) নিম্নোক্ত কবিতাসমূহ রচনা করেছেন ।

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَاَجِبْتُ عَنْهُ ❖ وَعِنْدَ اللهِ فِيْ ذَالِكَ الْجَزَاءِ

তুমি কুৎসা রটিয়েছ রাসূল (সা.)-এর শানে
আমি তার জওয়াব দিচ্ছি এ গানে,
এ কাজ করছি বিদায় মোর প্রভূপানে
বিনিময় লাভ করবো বহুগুণে ।

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بُرًّا تَقِيًّا ❖ رَسُوْلُ اللهِ شَيْمَتُهُ الْوَفَاءُ

রটিয়েছ তুমি কল্পকথা
রাসূলুলাহ্‌ (সা.)-এর শানে
তিনি অতি উত্তম-খোদাভীরু
আলাহ্‌ তা'আলার নবী ।

فَاِنَّ اَبِيْ وَالِدَتِيْ وَعَرْضِيْ ❖ بِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءَ

আমার পিতা-মাতা ও আমার ইজ্জত,
কুরবান করেদিব সব,
তোমার যবান হতে করতে হিফাযত
মুহাম্মদীর মর্যাদা সব ।

ثَكِلْتُ بُنَيَّتِيْ اِنْ لَمْ تَرَوْهَا ❖ تَشِيْرُ النَّقْعَ مَنْ كَنَفِيْ كَدَاءَ

না পাও যদি মোদের ঘোড়া

ধূলি উড়িয়ে চলে,
সফর তাদের সমাপ্ত করে
কাদা নামক স্থানে
কুরবান হয়ে যাও ওহে
তাদের বীরত্বের তরে ।

يُبَارِيْنَ الْاَعِنَّةَ مُصْعِدَاتٌ ❖ عَلٰى اَكْتَافِهَا الْاَسَلُّ الظِّمَاءُ

ঘোড়া মোদের যুদ্ধ পাগল
ছুটে চলে আগে,
সঙ্গে থাকে শাণিত নেজা
রক্ত খুঁজে ফেরে ।

تَظِلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٌ ❖ تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ

মুজাহিদের উত্তম ঘোড়াগুলো
দ্রুতবেগে চলে,
ক্লান্ত ঘোড়ার মুখখানী নারীর
আঁচল দিয়ে ঢাকে ।

فَاِنْ اَعْرَضْتُمْ عَنَّا اِعْتَمَرْنَا ❖ وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ

ওহে মুশরিক! মোদের যদি কর পরাঙ্মুখতা
ওমরা করেই সেরে নিব তা,
তবে দেখবে নিশ্চই বিজয় মোদের
পর্দা হটবে সম্মুখে তোদের ।

اَلَا فَاصْبِرُوْا لِضِرَابِ يَوْمٍ ❖ يُعِزُّ اللّٰهُ فِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

ওহে মুশরিক!
ওমরাতেও যদি তোমরা করো হে বারণ
তবে দেখবে সেদিন,
মক্কার যমীনেও মুসলমানের সম্মানপূর্ণ ফিরবে যেদিন ।

وَقَالَ اللّٰهُ قَدْ اَرْسَلْتُ عَبْدًا ❖ يَقُوْلُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهٖ خَفَاءٌ

মোদের প্রভূর চিরন্তন বাণী
পাঠিয়েছি তোমাদের তরে,
পূতঃ পবিত্র মহান সত্য নবী
মিথ্যার ছলনা নেইযে তবে ।

وَقَالَ اللّٰهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا ❖ هُمُ الْاَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ

মহা সত্তার চিরন্তন বাণী
গঠন করেছি এক বাহিনী,
আনসার তারা সত্যের দ্বারা
শত্রুর উপর করে বাহাদূরী ।

اَلَا كُلَّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدٍّ ❖ سِبَابٌ اَوْ قِتَالٌ اَوْ هِجَاءُ

প্রত্যহ মোদের কর্ম-সাধনা
বনূ সা'আদকে তুচ্ছ করা,
হৃদয়ের কথা বা যুদ্ধ করলে
এটাই তাদের হক্ব পাওনা ।

فَمَنْ يَّهْجُوْ رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْكُمْ ❖ وَيَمْدَحُهٗ وَيَنْصُرُهٗ سَوَاءُ

তোমাদের মাঝে যারা করবে

হিজূ রাসূলের,
তাদের মুখে প্রশংসা-বদনাম
সব বরাবর ।

وَجِبْرِيْلُ رَسُوْلُ اللهِ فِيْنَا ❖ وَرُوْحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كَفَاءُ

জিব্রাইলের পক্ষহতে আনা বার্তা
বহনকারী মোদের মাঝে,
উপাধীতার রুহুল কুদুস
উপমা নেই কোন তার ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রা.)-এর শাহাদাত প্রত্যাশা

মূতার যুদ্ধে মদীনাবাসী মুজাহিদদের সাহায্য-সহসহযোগীতার মাধমে প্রস্তুত করছিলেন এবং মুজাহিদ বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে দিচ্ছিলেন ঠিক সে মূহুর্তে তারা লক্ষ্য করলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ (রা.) কান্না করছেন । সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন হে আব্দুল্লাহ! কোন জিনিস তোমাকে কাঁদাচ্ছে? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) বললেন, খোদার কসম! দুনিয়ার মুহাব্বাত বা তোমাদের ভালবাসা আমাকে কাঁদাচ্ছে না! আমাকে কাঁদাচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যবান মুবারক থেকে শোনা সে আয়াত যাতে বলা হয়েছে–

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيّاً ✡ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً

আমি ভাল করেই জানি তাদের মধ্যে কে দোযখে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য । আর তোমাদের প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতে হবে । এটি আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ যা অবশ্যই কার্যকরী হবে ।[২]

এখন আমার কান্নার কারণ হল আমিও যখন জাহান্নাম দিয়ে

২. সূরা মারয়াম ৭০-৭১

অতিবাহিত করব তখন তার থেকে ফিরে আসতে পারব কি না সে চিন্তা । মুসলমানগণ সহমর্মিতার স্বরে বিভিন্ন দু'আ করতে শুরু করলেন আলাহ তা'আলা তোমার সহায় হোন । তিনি তোমাকে সকলপ্রকার বিপদ-আপদ থেকে হিফাজত করুন । আল্লাহ তা'আলা তোমার শক্তি- সাহস বৃদ্ধি করে দিন । সমস্ত দু'আতেই তিনি আমীন বলছেন, এমন সময় একজন বললেন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে সহীহ- সালামতে আমাদের মাঝে পৌঁছিয়ে দিন । তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমীন বলার পরিবর্তে কবিতার কয়েকটি পংক্তি পাঠ করলেন, যা ছিল এই–

لٰكِنَّنِي أَسْأَلُ الرَّحْمَنَ مَغْفِرَةً ✡ وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَا
أَوْ طَعْنَةً بِيَدِيْ حَرَّانَ مُجْهِزَةٍ ✡ بِحَرْبَةٍ تَنْفِذُ الأَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا
حَتَّى يُقَالُ إِذَا مَرُّوْا عَلَى جَدَثِيْ ✡ أَرْشَدَهُ اللهُ مَنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَا

ফিরিতে চাহিনা কভু যুদ্ধ হতে
চাই যে শুধু করুণার ভিক্ষা তাতে ।
প্রত্যাশা হেথা শুধু যখমী হতে
আঘাতে আঘাতে শরীর ছিন্ন হতে ।
শাণীত সে নেজা চাই শত্রু হাতে
কলিজা মোর ছেদিবে তার আঘাতে ।
মোর কবরের পাশে বলবে লোকে
বাহাদূর সে যে কামিয়াব তাতে ।

মাসায়েলে জিহাদ

মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ

মাকতাবাতুল কুরআন
নিখুঁত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

মাসায়েলে জিহাদ

মাসআলা-১

ছোট বাচ্চাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। অনুরূপ উম্মাদ, পাগল ও মহিলাদের উপরও জিহাদ ফরয নয়।

মাসআলা-২

এমন অসুস্থ্য ব্যাক্তির উপর জিহাদ ফরয নয়, যে অসুস্থাতার কারণে যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়।

মাসআলা-৩

কানা বা সামান্য লেংড়া ব্যাক্তির উপর জিহাদ ফরয। মাথা ব্যাথা সামান্য ডাইরীয়া বা হালকা জ্বরের কারণে জিহাদের ফরযিয়াত রহিত হবে না।

মাসআলা-৪

জিহাদ ফরযে ফিকায়া অবস্থায় পিতা-মাতার অনুমতি অপরিহার্য। পিতা-মাতা না থাকলে দাদা-দাদীর অনুমতির প্রয়োজন হবে।

মাসআলা-৫

জিহাদ ফরযে কিফায়া অবস্থায় পিতা-মাতা অনুমতি প্রদানের পর যদি অনুমতি উঠিয়ে নেয় তবে পুত্রের জন্য জিহাদের ময়দান থেকে ফিরে আসতে হবে। তবে হ্যাঁ! এ ফিরে আসার দ্বারা যদি মুজাহিদের মাঝে সামান্যও হতাসা বা মুজাহিদ শূণ্যতার অনুভব হয় তবে আসতে পারবে না। আর যদি পুত্র যুদ্ধের কাতারে জিহাদের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এমতাবস্থায় মাতা-পিতা তাদের অনুমতি উঠিয়ে নেয় তবে সে আসতে পারবে না। ঐ অবস্থায় ফিরে আসা তারজন্য হারাম।

মাসআলা-৬

যদি কোন মুজাহিদ ঋণী হয় আর ঋণদাতা ব্যাক্তি ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ সৃষ্টি করছে এবং ঋণ আদায় করার কোন ব্যাবস্থাও মুজাহিদের নিকট নেই। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন এমতাবস্থায়ও মুজাহিদ জিহাদের জন্য যেতে পারবে। আল্লামা আওজায়ী (রহ.) বলেন, মুজাহিদ ঋণদাতা

ব্যাক্তির কোন প্রকার অনুমতি ছাড়াই জিহাদে যেতে পারবে। আল্লামা ইবনুল মাঞ্জুর (রহ.) বলেন, যদি অন্যের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের কোন মেনেজ হয়ে যায় তবে ঋণদাতা ব্যাক্তির কোন প্রকার অনুমতি প্রয়োজন হবে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) ও এমত পোষণ করেন।

মাসআলা-৭

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, ঋণী মুজাহিদ ঋণদাতা ব্যাক্তির অনুমতি ব্যতীত জিহাদে যেতে পারবে না, চাই সে ঋণদাতা মুসলমান হোক বা কাফের হোক।

মাসআলা-৮

ঋণ পরিশোধের সময় যদি একান্তই নিকটে না হয়, তবে ঋণদাতা ব্যাক্তি মুজাহিদ জিহাদে যাওয়া থেকে বাধা দিতে পারবে না।

মাসআলা-৯

উপরোক্ত অবস্থাগুলো জিহাদ ফরযে কিফায়া অবস্থায়। আর যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে তথা কোন কাফের বাহিনী মুসলমানদের উপর হামলা করে বসল কিংবা মুসলমানদের সীমানার তাঁবু স্থাপন করল ইত্যাদি অবস্থাতে বাচ্চা তার বড়দের অনুমতি, গোলাম তার মনিব থেকে, স্ত্রী তার স্বামী থেকে এবং ঋণগ্রহণকারী ঋণদাতা থেকে জিহাদের অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

মাসআলা-১০

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, যদি কাফিররা মুসলমানদের উপর হঠাৎ অপ্রত্যাসিত হামলা করে বসে আর মুসলমানদের প্রতিরোধের কোন সূযোগই না থাকে। গণভাবে মুসলমানদের গ্রেফতার করতে থাকে এমতাবস্থায় যে ব্যাক্তি বুঝতে পারবে যে, তাকে গ্রেফতার করতে পারলে কাফিররা হত্যা করে দিবে। তারজন্য আত্মসমর্পণ করা কিছুতেই ঠিক নয় বরং যথাসাধ্য তাদের প্রতিরোধ করবে। এতে যদি সে মারা যায় তবে অবশ্যই সে শহীদ হবে।

মাসআলা-১১

যদি কোন মহিলার জন্য এমন আশংকা হয় যে, তাকে গ্রেফতার করে ব্যাভিচার করা হবে, তবে ঐ মহিলার জন্য প্রতিরোধ ওয়াজীব নিজের সাধ্যানুযায় প্রতিরোধ তৈরী করবে মৃত্যু পর্যন্ত মৃত্যুর ভয়ে জীনার জন্য রাজী হওয়া জায়েয নেই। অনুরূপ 'বেরেশ' সুন্দর আকর্ষণীয় বালকের জন্য একই বিধান।

মাসআলা-১২

কাফের বাহিনী যদি মুসলমান শহরের আটচল্লিশ মাইলের মাঝে চলে আসে তবে ঐ শহরের সমস্ত মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। সমস্ত মুসলমানদেরকে কাফির বাহিনী শহরে প্রবেশের পূর্বেই প্রতিহত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজে আইন হয়ে যায়।

মাসআলা-১৩

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বর্ণনা করেন, যদি দুশমন মুসলমানদের শহরের একেবারে নিকটে চলে আসে, তবে সমস্ত মুসলমানদেরকে শহরের বাইরে বের হয়ে দুশমনের মোকাবেলা করা ওয়াজিব হয়ে যায় যাতে করে আল্লাহ তা'আলার দীন বিজয়ী হয়। মুসলমানদের খিলাফত হিফাজত থাকে এবং কাফির লাঞ্ছিত হয়।

মাসআলা-১৪

আল্লামা বাগবী (রহ.) বর্ণনা করেন, কাফির যখন ইসলামী রাষ্ট্রের নিকটে চলে আসবে তখন ঐ শহর এবং তার আশ-পাশের সকলের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় এবং দূর বর্তীদের উপর জিহাদ ফরযে কিফায়া হয়।

মাসআলা-১৫

যদি কোন ব্যাক্তির নিকট আমানতের মাল থাকে, আর যার আমানত সে অনুপস্থিত থাকে, তবে আমানত যথাস্থানে পৌঁছে দেয়ার জন্য একজন লোক নির্ধারণ করে নিজে জিহাদে চলে যাবে।

মাসআলা-১৬

যদি কোন শহরে দীন ও ইসলামের মাসায়েল বর্ণনাকারী একজনই মাত্র আলেম থাকে তবে তার জন্য জিহাদে যাওয়া ওয়াজিব নয়। কারণ

সে যাওয়ার দ্বারা মাসআলা বর্ণনাকারী বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যাতে দীন ধ্বংস হবে।

মাসআলা-১৭

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বর্ণনা করেন, আমার নিকট এটা পছন্দনীয় নয় যে, জিহাদের ময়দানে মহিলারা পুরুষদের কাধে কাধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবে। হ্যাঁ! যদি মুসলমান পুরুষ অপারগ হয় এবং আর জিহাদে আম এলান হয়ে যায় এবং মহিলাদের যুদ্ধের প্রয়োজন হয় তবে জায়েয আছে যে, সে তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে যেতে পারবে। তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। যদি মুসলমান মহিলাদের প্রতি মুখাপেক্ষী নয় এমত বস্থায় দূর থেকে তীর নিক্ষেপ করাও মহিলাদের জন্য জায়েয। বয়ষ্ক মহিলারা যখমীদের সেবা করবে, তাদের জন্য রুটি পাকাবে, পানি পান করাবে, সরাসরী যুদ্ধে অংশ নিবে না। আর যুবতী মহিলাগণ আহতদের সেবা করবে না, রুটি পাকাবে না, পানি পান করাবে না, তারা কোন অবস্থাতে জিহাদেও যাবে না। বয়স্ক মহিলাদের জন্য উচিৎ তাদেরকে কোন মজবুত দূর্গে হিফাজত করে রাখবে।

মাসআলা-১৮

কাফিরদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের পর তিনদিনের বেশী সুযোগ প্রদান করা হবে না। কেননা অধীক সুযোগ প্রদানের দ্বারা তারা প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। হযরত রাবী'আ ইবনে খাদীজা (রহ.) এ কথাই বর্ণনা করেন যে, আমাদের জন্য সুন্নাত ছিল কাফিরদেরকে তিনদিনের সুযোগ প্রদান করা।

মাসআলা-১৯

জিহাদ ফরযে আইন হোক বা ফরজে কিফায়া হোক তাকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা বা অস্বীকার করা সম্পূর্ণ কুফ্‌রী।

মাসআলা-২০

আলাম্মা শাফী ও আলাম্মা সারাখসী (রহ.) বর্ণনা করেন যে,জিহাদ একটি বিশেষ তরীতবে নাযীল হয়েছে, তরতিব হলো প্রথমত: রাসূলুলাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফিরদের থেকে পাশ কাটিয়ে তাবলীগের নির্দেশ প্রদান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

فاصدع بما تؤمر واعرض المشركين

অতঃপর ভালভাবে তর্ক-বিতর্ক এবং ওয়াজের নির্দেশ দিয়েছেন,

ادع الى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةوجادلهم بالتى هى احسن

অতঃপর হত্যার অনুমতি প্রদান করেছেন–

اذن اللين يقاتلون بانهم ظلموا

তারপর মুশরিকদের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের আদেশ দিয়ে বলেন–

فان قاتلوكم فاقتلوهم

তারপর হারাম মাস চলে না তার পর হত্যার আদেশ প্রদান করে বলেন–

فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين

তারপর সম্পূর্ণ আমভাবে জিহাদের আদেশ প্রদান করেছেন। এ আদেশই এখনো আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

وقاتلوا فى سيل الله

মাসআলা-২১

জিহাদের আমল হল স্বশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যুদ্ধ করা, যদি কেউ অসুস্থ্যতার কারণে যেতে অক্ষম হয় তবে তার নিকট রক্ষিত মাল দ্বারা অন্যকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিবে এবং প্রেরীত মুজাহিদের সমস্ত ব্যায় অসুস্থ্য মুজাহিদের অর্থ থেকে বহন করা হবে।

মাসআলা-২২

কারো নিকট নিজস্ব সম্পদ থাকা অবস্থায় অন্যের অর্থের জন্য জিহাদ থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়। যদি কারো নিকট অর্থ না থাকে কিন্তু সে

জিহাদে যেতে চায় তবে হুকুমত বা সুসংঘঠিত কোন তানজিমের উপর কর্তব্য হল তাকে জিহাদের ময়দানে পাঠানো।

মাসআলা-২৩

যদি মুজাহিদগণের সংখ্যা অত্যন্ত কম হয় বা অস্ত্র-শস্ত্রের দিক থেকে দূর্বল হয় তবে এমতাবস্থায় কুরআন শরীফ দুশমনের এলাকায় নিয়ে যাওয়া নিষেধ। কেননা দুশমন কর্তৃক তার অবমাননা হতে পারে। আর যদি মুসলমানদের অবস্থা সন্তোসজনক হয় তবে সাথে কুরআন নিয়ে যাওয়া জায়েয রয়েছে।

মাসআলা-২৪

বৃদ্ধদের উপর জিহাদ ফরজ নয়। তবে হ্যাঁ! যদি তারা জিহাদে যায় তা জায়েয আছে। যেমন সাহাবায়ে কিরাম বৃদ্ধ অবস্থায়ও জিহাদ করেছে। আবু আইয়ূব আনসারী ও আবু ইয়ামান (রা)-এর ঘটনা উল্লেখ যোগ্য।

মাসআলা-২৫

অন্ধদের উপর জিহাদ ফরয নয়। তবে হ্যাঁ! যদি তারা জিহাদের ময়দানে যায় জায়েজ আছে সাওয়াবও হবে। অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুলাহ ইবনে উম্মেমাকতুম (রা.) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন এবং কাদীসিরার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

মাসআলা-২৬

যদি কোন মুজাহিদ নিজের স্ত্রী অথবা দাসীকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যায়। তবে ঐ অবস্থায় যদি মুলমানদের সংখ্যা ও শক্তি কম থাকে তবে সে স্ত্রী বা দাসী যুবতী হোক বা বৃদ্ধা উভয় অবস্থায়ই মাকরুহ। যদি তাদের মাধমে আমভাবে মুজাহিদগণের সেবা-শুশ্রূষার ফাযদা হয়। আর যদি মুজাহিদগণের সংখ্যা অনেক বেশী ও শক্তিশালী হয়, তবে ঐ অবস্থাতে যুবতি স্ত্রী বা দাশীদের নেয়া মাকরূহ। বৃদ্ধদের নেয়া আম মুজাহিদগণের সেবা-শুশ্রূষার জন্য জায়েয।

মাসআলা-২৭

আল্লামা ইবনে নেহাস (রহ.) বর্ণনা করেন, ‘রিবাত’ ঐ আমলের নাম যে মুজাহিদ জিহাদের নিয়্যতে পাহারাদারীর জন্য অধীক সাফল্যের

উদ্দেশ্যে এমন সিমান্তে অবস্থান করবে যেখানে শত্রুর হামলার আসংক্যা থাকে যেখানে শত্রর ভয় বেশী হবে সেখানে সাওয়াবও বেশী হবে।

মাসআলা-২৮

সামুদ্রীক উপকূল এলাকারও পাহারা হয়ে থাকে। ইমাম মালেক (রহ.) সামুদ্রীক উপকূল এলাকায় রিবাতকে দূর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, কোন ব্যাক্তি যেন 'রিবাতের' আমলের জন্য সামুদ্রীক উপকূলে না আসে।

মাসআলা-২৯

উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন, যে স্থানে কাফির একবার হামলা করেছে সেখানে চল্লিশ বছর পর্যন্ত রিবাতের আমল অব্যাহত থাকে।

মাসআলা-৩০

হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী শাম ও মিসর সর্বদা রিবাত এর অন্তর্ভূক্ত।

মাসআলা-৩১

আল্লামা নেহাজ (রহ.) বলেন, যদি কারো একমাত্র উদ্দেশ্য জিহাদ বা পাহারা হয় তবে তার স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততি সাথে থাকতে কোন সমস্যা নেই। পূর্বে বহু বড় বড় আকাবেরদের ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় যে, তাঁরা স্ত্রী-পুত্রসহ রিবাতের জন্য সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করতেন।

মাসআলা-৩২

যদি কোন ব্যাক্তি শুধু চাকুরী বা জীবিকা উপার্যনের উদ্দেশ্যে রিবাতে সামীল হয় তবে সে কোন প্রকার সাওয়াব পাবে না।

মাসআলা-৩৩

যদি কেউ দুনিয়াবী কোন ফায়দা অর্জনের জন্য যেমন স্ত্রী লাভের উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ খাবার পাওয়ার আশায়, সক্ষমতা পাওয়ার লোভে ইত্যাদি যেকোন দুনিয়ার ফায়দার লোভে বিরাতে অংশগ্রহণ করে তা কস্মিনকালেও রিবাত হবে না এবং তার জন্য কোন প্রকার সাওয়াব অর্জন হবে না।

মাসআলা-৩৪

এক ব্যাক্তি সীমান্তে সত্যিকারে জিহাদ ও পাহারার নিয়্যতেই অবস্থান করছে কিন্তু তার পাকা ইচ্ছা হলো সে যুদ্ধ শুরু হলে বা কাফিরদের পক্ষ হতে কোন প্রকার আক্রমণ করা হলে এখানে আর থাকবে না এখান থেকে মোকাবেলা না করেই চলে যাবে। ঐ ব্যাক্তি সে স্থানে অবস্থান করে প্রতি মূহুর্তে গুনাহগার হবে। যতদিন সে সীমান্তে থাকবে গুনাহ্গার হবে। কেননা কাফির কর্তৃক আক্রান্ত হলে তখন মুকাবেলা করা ফরযে আইন হয়ে যায়। আর সে ফরযে আইন থেকে ভাগার বদ্ধপরিকর।

মাসআলা-৩৫

যদি কোন সীমান্ত নিরাপদ হয়, তবে সে স্থানে মুজাহিদ নিজের স্ত্রী-পরিবার সহ অবস্থান করা জায়েয রয়েছে।

মাসআলা-৩৬

শরীয় আমিরের অনুমতি ব্যতীত জিহাদ করা মাকরূহ-হারাম নয়। তবে তিনটি অবস্থা এমন রয়েছে, যে অবস্থাতে জিহাদ পরিচালনার জন্য হুকুমতে ইসলামের ইজাজত প্রয়োজনই নেই সে অবস্থায় মাকরূহও হবে না। অবস্থা তিনটি এই−

১. যদি কোন নির্দ্ধারীত কাফিরকে হত্যার প্রোগ্রাম থাকে এবং তাকে সুযোগে পাওয়া যায় অথবা কোন দল বা জামা'আতের মোকাবিলা করতে হয়, এমতাবস্থায় আমীরের অনুমতির জন্য গেলে বা অপেক্ষায় বসে থাকলে মূল লক্ষ্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় যদি শরী'আত ঐ ব্যাক্তি বা জামা'আতের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সমর্থণ করে, তবে আমীরের অনুমতি ছাড়াই যুদ্ধ করা যাবে।

২. যদি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ও বিচারপতিগণ জিহাদ পরিত্যাগ করে এবং মুসলিম সেনাবাহিনী দুনিয়া অর্জণের পিছনে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করে, যেমন বর্তমান মুসলিম দেশগুলোতে চলছে। এমতাবস্থায় কোন রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারপতির অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

৩. যদি মুজাহিদগণের পক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান ও বিচারপতিদের পক্ষ হতে জিহাদের অনুমতি নেয়া অসম্ভব হয় অথবা যদি এমন আসংকা হয় যে, তাঁর কাছে অনুমতি চাইলে পাওয়া যাবে না তখন এ জাতীয় রাষ্ট্র

প্রধানদের অনুমতি ছাড়া মুজাহিদগণকে জিহাদে বের হয়ে যাওয়া মাকরূহ হবে না।

আল্লামা ইবনে কুদামা (রহ.) বর্ণনা করেন, যদি মুসলমানদের জন্য কোন ধর্মীয় রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারপতি না থাকে, তবে তারজন্য জিহাদকে বিলম্ব করার কোন প্রকার গুঞ্জায়েস নেই। কেননা জিহাদকে বিলম্ব করাতে মুসলমানদের কোন প্রকার উপকারতো নেইই বরং বড় ধরণের ক্ষতির আশংকা রয়েছে। মূদ্যাকথা হলো জিহাদের জন্য একজন আমীর হওয়া ওয়াজীব। যদি ঘোষিত কোন আমীর না থাকে তবে তাকে অনুসন্ধান করবে। অনুসন্ধানের মাধমেল৪ ০ ০০৩-৫৩৯২০০৪অ০৭০৮৪০০৪০.০২৩৬ পি ৯৫-৪.০৪ ভ ১২৬ই-২৭.৯৮৪ -১৬.৪৪ ফ ৩১০০৫৯-১০০০৩০৫৯-২০৪৫০৫৯

মুসলমানদে আগমণ দেখে কাফেররাই পূর্বে হামলা করে বসে, তবে ঐ অবস্থায় দাওয়াতের কোন প্রয়োজন নেই বরং তাদের মোকাবেলা করে নিজেদের হিফাজত করা ফরযে আইন হয়ে যায়। দুশমন প্রধানদের হত্যা করার জন্য যে মুজাহিদগ্রুপ যাবে, তাদের জন্য ঐ দুশমনকে প্রথমে দাওয়াত দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা তাদের নিকট ইসলাম সম্পর্কে খবর পৌঁছার পরই তারা দুশমনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে। যেমন কা'আব ইবনে আশরাফ ও আবু রাফে'আকে হত্যা করা হয়েছে। রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে তাদেরকে হত্যার পূর্বে কোন খুসূসী দাওয়াত প্রদান করা হয়নি।

মাসআলা-৩৯

আরব ভূমি ব্যতীত দুনিয়ার সমস্তস্থানে যদি কাফিররা জিযিয়া (কর) প্রদান করে তবে তাদের ক্ষেত্রে আহ্‌মদ বিন হাম্বল ও ইমাম মালেক (রহ.) বর্ণনা করেন, মুশরিকদের জন্য কোন জিযিয়া নেই, হয়তো ইসলাম না হয় কতল। তবে এক্ষেত্রে প্রথমযুক্ত বর্ণনাই বিশুদ্ধ বেশী।

মাসআলা-৪০

দুশমনদের উপর নৈশ হামলা ও অতর্কিত আক্রমণ করা জায়েয রয়েছে, যদিও তাদের মাঝে মহিলা, শিশু ও মুসলমান বিদ্ধমান থাকে।

মাসআলা-৪১

যদি জিহাদ ফরযে কিফায়া হয় ঐ অবস্থায় আমীরের নির্দেশ আসার কারণে তা ফরযে আইন হয়ে যায়। অতএব যদি জিহাদের আমীর বা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান কাউকে জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে তা ঐব্যাক্তির জন্য ফরয হয়ে যায়।

মাসআলা-৪২

মুসলমানদের আমীর যদি ফাসেক-ফাজের ও বদস্বভাবের হয় তবে তার অজুহাতে জিহাদ পরিত্যাগ করার কোন বৈধতা নেই। তার অধীনেই যুদ্ধ পরিচালনা করে যাওয়া জরুরী। এসব মুসলমানদের জন্য এ আমীরের পরিবর্তনের প্রচেষ্টা উত্তম কাজ।

মাসআলা-৪৩

জিহাদে মহিলা ও বাচ্চাদেরকে হত্যা করা জায়েয নেই তবে যদি তারা কোনভাবে জিহাদে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তবে হত্যা করে দিবে। একান্ত বৃদ্ধ-মাজুর ব্যাক্তিকে হত্যা করা হবে না, তবে যদি তারাও কোনভবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অংশ নেয় যেমন পরামর্শ বা অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে তবে তাদের হত্যা করাও জায়েয। দুনিয়া ত্যাগী দরবেশদের হত্যা জায়েয নেই তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর নিকট তাকে হত্যা করা জায়েয।

মাসআলা-৪৪

দুশমনদের উপর মিনজানিক তথা তোপ-কামান ব্যাবহার করা, তাদের উপর অগ্নীপানি নিক্ষেপ করা জায়েয রয়েছে যদিও তাদের মাঝ তাদের স্ত্রী-সন্তান বিদ্ধমান থাকে। কিন্তু যদি তাদের মাঝে মুসলিম বন্দি বা মুসলিম ব্যাবসায়ী থাকে তবে প্রয়োজন ব্যতীত এগুলো নিক্ষেপ করা মাকরূহ। আর প্রয়োজন হলে তা সর্বাবস্থায় জায়েয।

মাসআলা-৪৫

শত্রু এলাকার বৃক্ষসমূহ কর্তন করা জাযেয যদি তা দ্বারা উদ্দেশ্য কাফিরদের ক্ষতিসাধন করা এবং মুজাহিদগণের জন্য রাস্তা প্রস্তুত করা, মুজাহিদগণের জন্য ঘাটি তৈরী করা এবং শত্রুপক্ষকে সতর্ক করা হয়। আর যদি বৃক্ষ কর্তনের দ্বারা মুসলানদের কোন ক্ষতি হয় তবে তা জায়েয নেই।

মাসআলা-৪৬

মুজাহিদগণকে যাকাত প্রদান করা যাবে যদি তাদের প্রয়োজন হয়। তাদেরকে এ পরিমাণ যাকাত প্রদান করা হবে যার দ্বারা তাদের জিহাদের যাবতীয় খরচ তথা পোষাক-পরিচ্ছেদ অস্ত্র-ঘোড়া ও রাহ খরচসহ সকল কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়। এই মাসআলা দ্বারা উদ্দেশ্যে ঐ সকল মুজাহিদকে বুঝানো হয়েছে যারা জিহাদের জন্য ঘর থেকে বের হয়েছে বা জিহাদরত অবস্থায় ময়দানে রয়েছে। বর্তমানে জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যাক্তিকেই মুজাহিদ বলা হয়। এ জাতীয় মুজাহিদের

ব্যাপারে এ মাস'আলা প্রযোজ্য নয়। শুধুমাত্র জিহাদে গমনকারী ও জিহাদে অবস্থানকারী মুজাহিদের ব্যাপারেই তা প্রযোজ্য।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বর্ণনা করেন, মহান আল্লাহ তা'আলার ফরমান وفى سبيل الله দ্বারা সাধারণ ও পাহারারত মুজাহিদ উদ্দেশ্য। তাদের নিজ প্রয়োজনে এবং যুদ্ধ সামান সংগ্রহের জন্য যাকাত ব্যাবহার জায়েয। এ জাতীয় মুজাহিদগণের সহায়তার লক্ষ্যে যাকাত কালেকসন করাও জায়েয আছে। এমনিভাবে যদি মুজাহিদ পরিবার অত্যন্ত দারিদ্র ও অসহায় হয়, জীবন-যাপনের কোন সুব্যাবস্থা না থাকে তবে তাদের জন্যও যাকাত গ্রহণ করা জায়েয।

মাসআলা-৪৭

কিছুসংখ্যক ওলামায়ে কিরামের অভিমত হলো, আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদ-নাসারাদের সাথে জিহাদ করা অধিক উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে খালিদ (রা.)-কে বললেন, তোমার পুত্র দু'জন শহীদের সাওয়াব লাভ করবে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, তাকে আহলে কিতাব কাফের শহীদ করেছে।

মাসআলা-৪৮

কাফিররা যদি মুসলমানদেরকে তাদের ডাল হিসেবে ব্যবহার করে তথা মুসলমান একটি জামা'আতকে জোরপূর্বক সামনে রাখে তবে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করা বা গুলি ছোড়া মুজাহিদগণের জন্য জায়েয তবে অবশ্যই দু'টি বিষয়কে স্মরণ রাখতে হবে।

১. মুসলমানদেরকে শহীদ করার নিয়্যত কস্মিনকালেও অন্তরে আনা যাবে না।

২. যথাসাধ্য মুসলমানদেরকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা করতে হবে।

মাসআলা-৪৯

যদি কাফির কর্তৃক কোন গোলা বা আগুন নিক্ষেপের ফলে মুসলমানদের সামুদ্রিক জাহাজ ও নৌকায় আগুন লেগে যায় তখন জাহাজে আহরণকারী মুজাহিদগণ কি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে না জাহাজেই অবস্থান

করে প্রতিরক্ষার প্রচেষ্টা করবে এ ব্যাপারে উত্তম হলো, যে পদক্ষেপে মুজাহিদগণের ক্ষতির আসংকা কম তাই অবলম্বন করবে।

মাসআলা-৫০

জিহাদের ময়দানে মুশরিক থেকে ফায়দা গ্রহণ করা জায়েয রয়েছে তবে শর্ত হল ঐ অবস্থায় নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে হতে হবে এবং মদদ দানকারীর প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। যাতে কোনপ্রকার ক্ষতি বা খিয়ানত করতে না পারে।

মাসআলা-৫১

নিহত কাফিরদের সম্পদ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) বর্ণনা করেন যে, যদি যুদ্ধে সেনাপতি বা আমীরুল মু'মিনিন এলান করেন যে, প্রত্যেক নিহত ব্যাক্তির সম্পদ তার হত্যাকারী পাবে-তবে সে অনুপাতেই নিহত ব্যাক্তির অস্ত্র-ঘোড়ার ও যুদ্ধ পোষাক সে নিয়ে নিবে। আর যদি আমীর এমন কোন এলান না করে থাকে তবে সমস্ত অস্ত্র-পাতি ও মালামাল গণীমতের ভান্ডারে জমা হবে।

মাসআলা-৫২

আমীরুল মু'মিনীন বা যুদ্ধের সেনাপতির জন্য জায়েয আছে যে, সে ঘোষণা দিবে জিহাদের ময়দানে যার হাতে যে সামান আসবে সে তার মালিক হয়ে যাবে। এরূপ এলানের পর যে সম্পদ মুজাহিদ গণের হস্তগত হবে তার মালিক সেই হয়ে যাবে। কিন্তু আইন শাস্ত্রের অভিজ্ঞ জন এই এলানকে পূর্ণরূপে ভাল মনে করেন নি তারা পূর্বে এলানটিকেই সুন্নাত বলে উল্লেখ করেছে, অর্থাৎ যাকে হত্যা করবে তার মালের মালিক হয়ে যাবে। সর্বোপরি এ জাতীয় এলান করার সময় তৎকালীন অবস্থা ও মুজাহিদগণের প্রতিক্রিয়া এবং যুদ্ধের সর্বোপরি অবস্থা বিবেচনা করে নেয়া জরুরী। বিস্তারীত জানার জন্য হিদায়া সহ আরো বিজ্ঞ ফকিহদের কিতাব সমূহ পাঠ করা আবশ্যক।

মাসআলা-৫৩

জিহাদের মালেগণীমতকে পাঁচভাগে বিভক্ত করবে। তার মধ্য হতে একভাগ যাকে খুসূস বলে তা মুসলমানদের হিফাজতের জন্য এবং

ইয়াতীম-মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যায় করবে। বাকী চারভাগ মুজাহিদগণের মাঝে বন্টন করে দিবে।

মাসআলা-৫৪

মালেগণীমতের হকদার শুধু ঐ মুজাহিদই হয়ে থাকেন, যিনি জিহাদের শেষ পর্যন্ত মালেগণীমত সংগ্রহ কাজেও উপস্থিত থাকেন। অতঃপর যদি কোন মুজাহিদ মালেগণীমত সংগ্রহের পূর্বে শহীদ হয়ে যান অথবা কোন মুজাহিদ মালেগণীমত সংগ্রহের পর যুদ্ধের ময়দানে এসে উপস্থিত হন তবে তারা মালে গণিমতের অংশ পাবে না।

মাসআলা-৫৫

শত্রুদলের মধ্য হতে যারা মুসলমানদের হাতে বন্ধি হবে তাদের ব্যাপারে মুসলিম আমীর ঐ সিদ্ধান্ত করবেন যা মুসলমানদের জন্য মঙ্গলজনক। আমীরের নির্দেশ অনুযায়ী তাকে হত্যা করা যেতে পারেব ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। মুক্তিপণ নেয়া যেতে পারে অথবা গোলাম বানিয়েও রাখা যেতে পারে। আমীরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে। তবে আমীর সাহেব ফায়সালা দেয়ার পূর্বে অবশ্যই তৎকালীন অবস্থা এবং মুসলমানদের সার্বিক মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মাসআলা-৫৬

কাফিরদের গ্রেফতারকৃত বাচ্চা এবং মহিলা মালেগণীমতের হুকুমে। তবে তাতেও বিশেষভাবে মুসলমানদের ফায়দার চিন্তা করা হবে।

মাসআলা-৫৭

গণীমতের মাল যেমন অস্ত্র-সস্ত্র, তাঁবু ও যুদ্ধ-সামগ্রী, এমনকি গবাদিপশু ইত্যাদি যদি পূণরায় দুশমনের হাতে চলে যাওয়ার ভয় থাকে তবে গবাদিপশুগুলোকে যবেহ করে এবং সমস্ত যুদ্ধসামগ্রীগুলোকে আগুনে জ্বালিয়ে মাটিতে দাফন করে দুশমনের হাত থেকে হিফাজত করবে।

মাসআলা-৫৮

যদি ছোট বাচ্চা জিহাদে অংশগ্রহণ করে, মহিলারা আহতদের তিমারদারী ও পানি পান করানোর কাজে অংশ নেয় এবং গোলামও জিহাদের ময়দানে সাহসী অংশগ্রহণ করে তবে তাদেরকে নিয়মমত

গণীমতের মাল থেকে অংশ দেয়াতো হবে না বরং মুসলমান সেনা প্রধান নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী তাদেরকে মালে গণীমত থেকে একটি নির্দিষ্টঅংশ প্রদান করবেন।

মাসআলা-৫৯

'নফল' ঐ পুরস্কারকে বলা হয় যা গণীমতের মাল ব্যতীত বিশেষভাবে কোন মুজাহিদ বা মুজাহিদ দলকে প্রদান করা হয় তাদের সাহসী ও বিচক্ষণ কোন অসাধারণ কাজের জন্য। প্রয়োজনের তাগিদে এ 'নফলের' এলান যুদ্ধের পূর্বেও দেয়া যেতে পারে। অথবা কোনপ্রকার এলান ব্যতীতই আমীর নিজের পক্ষ হতে ইচ্ছা অনুযায়ী দিতে পারেন। গণীমতের মাল জমা হওয়ার পর খুমূস থেকে আমীরের জন্য 'নফল' দেয়ার সুযোগ থাকে।

মাসআলা-৬০

যে ধন-সম্পদ দুশমনের সাথে কোন প্রকার যুদ্ধ-জিহাদ ব্যতীত অর্জন হয় তাকে মালে 'ফাই' বলে। মুসলিম বাহিনী শত্রু এলাকায় প্রবেশের পূর্বেই যদি তারা ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সমস্ত ধন-সম্পদ রেখে চলে যায় তবে তা জিযিয়ার হুকুমে ব্যাবহারীত হবে। আর যদি মুজাহিদ বাহিনী এলাকাকে অবরোধ করে রেখে আত্মসর্মপণের মাধ্যমে মাল অর্জন করে তবে তার মাঝে 'খুমূস' বের করা হবে।

মাসআলা-৬১

কোন মুসলমান কাফিরের হাতে বন্দি হলে সে অবস্থায় যদি কখনো কোন পালানোর সুযোগ মিলে তা গ্রণ করা তার উপর ওয়াজিব। আর যদি তার মুক্তির জন্য কাফিরদের পক্ষ হতে কোন শর্তআরোপ করে তবে সে অবস্থায় শর্তাবলী নিয়ে বিস্তারীত আলোচনা জরুরী। কেননা কিছুসংখ্যক শর্ত এমন রয়েছে যা পূরা করা জরুরী। আবার কিছুশর্ত এমন রয়েছে যা পূর্ণ না করা জরুরী। যদি কেউ এ অবস্থার সম্মুখীন হয় তারজন্য তাৎক্ষণাত ওলামায়ে কিরামের স্মরণাপন্ন হয়ে সমাধান জরুরী।

মাসআলা-৬২

যদি কাফির মুসলমানদের সাথে যুদ্ধকরার জন্য কিছুসংখ্যক ধন-সম্পদ লুট করে দারুল হরবে নিয়ে যায় তবে ঐ কাফির সে মালের মালিক

হয়ে যাবে শরী'আতও তার মালিকানা সাব্যস্ত করে। অতঃপর যদি পরক্ষণে যুদ্ধ সংঘঠিত হয় এবং মুসলমান সে মালকে পূণরায় উদ্ধার করে তখন সে মাল মালেগণীমত হয়ে যাবে। কাফির মালিক হওয়ার জন্য শর্ত হলো মাল নিয়ে দারুল হারবে পৌঁছতে হবে। যদি দারুল হারবে যাওয়ার পূর্বেই সে সম্পদ পূণরুদ্ধার করা যায় তবে তাকে পূর্বের মালিকের নিকট ফেরৎ দেয়া হবে।

মাসআলা-৬৩

দারুল হারবের কাফিরদের থেকে হাদীয়া নেয়া জায়েয আছে তবে দু'টি শর্তের সাথে।

১. হাদীয়ার পিছনে যদি কোন ফেৎনার আশংক্যা না থাকে। ২. যদি হাদীয়াটি মুসলমানদের জন্য কোন অপমানজনক বা লজ্জাস্কর কারণ না হয়। যদি এ দু'শর্ত না পাওয়া যায় তবে কিছুতেই গ্রহণ করা যাবে না। অন্যথায় কোন সমস্যা নেই।

মাসআলা-৬৪

মুসলিম মুজাহিদগণের মধ্য হতে যে কেউ যদি কোন কাফিরকে নিরাপত্তা প্রদান করে তবে প্রত্যেক মুজাহিদের জন্য সে নিরাপত্তা প্রদানে মূল্যায়ন করতে হবে। যদি কোন এক মুসলমান কাফি ফরদের কোন গোত্র বা দলকে নিরাপত্তা প্রদান করে যে তোমাদের হত্যা করা হবে না। তখন অন্য সমস্ত মুসলমানের জন্য জরুরী হলে া সে নিরাপত্তার মূল্যায়ন করা। মুসলমানদের প্রত্যেক বালেগ পুরুষ ও মহিলার নিরাপত্তাকে গ্রহণ করা হবে। কোন বাচ্চার নিরাপত্তা গ্রহণ করা হবে।

মাসআলা-৬৫

যদি মুসলমান কোন কাফেরকে নিরাপত্তা প্রদান করে আর সে সুযোগ নিয়ে সে বারবার মসুলমানদের মাঝে আসা-যাওয়া করে পরক্ষণেই জানা গেল যে, সে কাফিরদের গুপ্তচর বা গুপ্ততথ্য সংগ্রহকারী তখন তাকে হত্যা করা জায়েয। এমনিভাবে যদি মুসলমানগণ ঘোষণা করে দেয় যে উমুক শহরের সকল ব্যাবসায়ীদের জন নিরাপত্তা রয়েছে। কিন্তু ব্যাবসায়ী রূপে যদি কোন গুপ্তচর চলে আসে ধরা পড়ে তবে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। কেননা নিরাপত্তা শুধু ব্যাবসায়ীদের জন্য গুপ্তচরদের জন্য নয়।

মাসআলা-৬৬

মুসলমানদের জন্য কাফির ও মুশরিকদের অধীনস্ত রাষ্ট্রে কঠিন কোন ওজর ছাড়া থাকা মাকরূহ ও অত্যন্ত অপসন্দনীয়। হাদীস শরীফে এ অবস্থানের জন্য কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

মাসআলা-৬৭

'হারবী' এমন কাফির যারা মুসলিম রাষ্ট্রে জিযিয়া দিয়ে বসবাস করে, তাদের জন্য অস্ত্র বা এজাতীয় কোনবস্তু যা দিয়ে মুসলমানদের ক্ষতি করতে পারে তার ব্যাবসা করা জায়েয নেই।

মাসআলা-৬৮

মুসলমানদের ছোট দল যারা দুশমনের উপর হামলা করার জন্য যাওয়ার সময় তাদের সাথে কুরআন শরীফ নেয়া জায়েয নেই। হ্যাঁ! যদি বহুত বড় সংরক্ষিত দল হয় তবে তাতে কুরআন শরীফ নেয়ার অনুমতি আছে। অনুরূপ বিধান মুসলিম মহিলাদের জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারেও বড় সংরক্ষিত বাহিনীর সাথে মহিলাগণ জিহাদে যেতেও শর্ত হলো স্বামী অথবা মাহ্‌রাম কোন ব্যাক্তি হওয়া।

বিস্তারিত সূচী

জিহাদের ফযীলত

জিহাদে অর্থ ব্যায়ের ফযীলত

পাহারার ফযীলত

মুজাহিদের ফযীলত

ঘোড়া প্রতিপালনের ফযীলত

শাহাদাতের ফযিলত

রণাঙ্গনে সায়্যেদুল মুরসালীন সা.